# আনাতোলি লুনাচার্স্কি

নির্বাচিত
প্রবন্ধ
ও বক্তৃতা
সংকলন

# শিক্ষা

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

আনাতোলি লুনাচারস্কি • শিক্ষা

আনাতোলি
লুনাচার্স্কি

# শিক্ষা

নির্বাচিত প্রবন্ধ
ও বক্তৃতা সংকলন

আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ লুনাচারস্কি (১৮৭৫-১৯৩৩) ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম জনশিক্ষা কমিশার (১৯১৭-১৯২৯)।

এই সংস্কৃতমনা, পণ্ডিত মানুষটির সাংগঠনিক ও উদ্দীপনাকর প্রতিভা সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্ব উন্নয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকাসীন ছিল। নতুন ধরনের সাধারণ স্কুল সৃষ্টি এবং শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় মেহনতিদের সর্বতোভাবে যুক্তকরণের কৌশল উদ্ভাবনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি সোভিয়েত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেকগুলি বইয়েরও লেখক। এই গ্রন্থভুক্ত শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার ও নিবন্ধাবলী লুনাচারস্কির উত্তরাধিকারের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আনাতোলি
# লুনাচার্স্কি

# শিক্ষা

## নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সংকলন

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

**А. В. Луначарский**

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ

Сборник статей и выступлений
(составитель и автор комментария Э. Д. Днепров)

*На языке бенгали*

**Anatoli Lunacharsky**

ON EDUCATION

Selected Articles and Speeches
(compiler and author of notes E. Dneprov)

*In Bengali*

© ভূমিকা, সম্পাদকের কথা ও টীকা সহ সংকলিত প্রবন্ধসমূহের বাংলা অনুবাদ
প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৬

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Л $\frac{4305000000-066}{014(01)-86}$ 293—86

# সূচি


| | |
|---|---|
| প্রসঙ্গত | ৫ |
| সম্পাদকের কথা | ৮ |
| প্রথম সর্ব-রাশিয়া শিক্ষা-কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ | ১০ |
| সামাজিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ | ৩৩ |
| শিক্ষা কী? | ৪৯ |
| কমিউনিস্ট প্রচার এবং জনশিক্ষা | ৬৫ |
| সোভিয়েত রাশিয়ায় বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার কার্যাবলী | ৭১ |
| শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে | ৯০ |
| প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল প্রয়োজন | ১২০ |
| বিদ্যালয়ের দর্শন ও বিপ্লব | ১৪৮ |
| সোভিয়েত নির্মাণপ্রণালীর আওতায় শিক্ষার কর্তব্য | ১৭৫ |
| সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বের সমাজতান্ত্রিক সূত্রাবলী | ২০৫ |
| নতুন মানুষের শিক্ষা | ২১৭ |
| সোভিয়েত স্কুলের নৈতিক শিক্ষা | ২৪৩ |
| পরিশিষ্ট। আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ লুনাচার্স্কি: সংক্ষিপ্ত জীবনী | ২৬৭ |
| টীকা | ২৭১ |

# প্রসঙ্গত

এই গ্রন্থটি হল শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের জন্য আনাতোলি লুনাচার্স্কির রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের এক উজ্জ্বল নিদর্শন, যিনি ছিলেন রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয়, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিস্তারে যাঁর অবদান অমূল্য।

জনশিক্ষা কমিশারের পদে লুনাচার্স্কিকে মনোনীত করেন স্বয়ং লেনিন এবং তিনি শিক্ষাক্ষেত্রের অন্যান্য নামী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে একযোগে সোভিয়েতরাজ প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকের সেই দুঃসময়ের অতি কঠিন পরিস্থিতিতে একটি নতুন শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তিস্থাপন সহ সোভিয়েত স্কুল গঠনের তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক মূলনীতি উদ্ভাবনে সফল হন। লেনিনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লুনাচার্স্কি সমন্বিত, পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুলের নীতিগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন এবং তাঁরই উদ্যোগে প্রাক্-স্কুল শিক্ষার এক ব্যাপক প্রণালী, পেশাভিত্তিক ও উচ্চতর শিক্ষা এবং সাধারণ সংস্কৃতি ও শিক্ষালগ্ন নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদে মূলীভূত থাকা এবং শিক্ষাসমস্যাকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট করার মধ্যেই লুনাচার্স্কির শিক্ষানীতিগুলির শক্তি ও প্রত্যয়ের উৎস নিহিত ছিল। তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী স্কুলব্যবস্থা সংগঠনের নিবিড় বৈজ্ঞানিক, মার্কসীয় ধরনকে সত্যাখ্যাত করে, শিক্ষার লক্ষ্যকে, শিক্ষণের আধেয় ও প্রণালীর চাহিদাকে চিহ্নিত করে। স্কুল ও জীবনের সম্পর্ক, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমস্যা সমাধানে লুনাচার্স্কির অবদান উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তির স্বকীয়তার সর্বতোমুখী বিকাশকেই লুনাচার্স্কি শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য ভাবতেন।

লুনাচার্স্কি মনে করতেন যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিই চরম মূল্যবান সত্তা। তাঁর ভাষায় 'আমরা চাই একজন মানুষকে এই শিক্ষা

দিতে, যে মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম সমন্বয়ে উত্তীর্ণ হবে, সে যথাসম্ভব পূর্ণশিক্ষা পাবে; যেকোন একটি ক্ষেত্রে সহজেই অত্যুচ্চ দক্ষতা লাভ করতে পারবে। এমন এক ধরনের মানুষ তৈরিও আমাদের লক্ষ্য, যে হবে সহনাগরিকদের সত্যিকার সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী, অন্য সকল মানুষের জন্য একজন কমরেড আর সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের জন্য সংগ্রাম চলাকালে একজন যোদ্ধা তৈরিই আমাদের উদ্দিষ্ট।'

লুনাচারস্কির যাবতীয় কার্যকলাপেই গভীর বিশ্বাস এবং উজ্জ্বল ও সুন্দর ভবিষ্যতের উপস্থিতি সহজলক্ষ্য। গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট ও দুর্ভিক্ষের সেই দুর্দিনের বছরগুলিতেও আদর্শ মানুষ সৃষ্টির স্বপ্ন তিনি ত্যাগ করেন নি, যে-মানুষ হবে 'দৈহিক দিক থেকে সুন্দর, সমন্বিতভাবে বিকাশমান, সুশিক্ষিত এবং প্রযুক্তি, চিকিৎসা, দেওয়ানী আইন, সাহিত্য ইত্যাকার দূরবিচ্ছিন্ন বিদ্যাসমূহের অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আর মূল তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত।'

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বচ্ছদৃষ্টি, সমাজতন্ত্র নির্মাণের সম্ভাবনার আলোকে জরুরি কার্যাদির সমাধান উদ্ভাবন — এই তো লুনাচারস্কির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কালবিশেষের অসুবিধাগুলির শান্ত মূল্যায়ন কখনই তাঁর ভবিষ্যৎদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। তিনি বলতেন: 'বর্তমান সময়ের অসুবিধাগুলি দিয়ে আমরা প্রলেতারিয়েতের সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষার ফুলগুলিকে — মানুষের সার্বিক বিকাশের সম্ভাব্যতাকে পিষে ফেলতে পারি না।' এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লুনাচারস্কি সাধারণ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত সমাজতান্ত্রিক স্কুলের জন্য এবং এটিকে পলিটেকনিকাল স্কুল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য লড়াই করেছেন।

সেই ভিত্তিস্থাপনের সময়ের পর সোভিয়েত স্কুলগুলি আরও বহুদূর এগিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত স্কুলগুলির মূলনীতির অক্ষয় যাথার্থ্য আজও অটুট রয়েছে।

অর্ধশতক আগে লুনাচারস্কি যাকিছু বলেছিলেন তাতে আজও তাঁর দূরদৃষ্টির আভাস মেলে। এখানে তাঁর কথিত স্কুল ও জীবনের সম্পর্ক এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রের নির্মাণকার্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা সবিশেষ উল্লেখ্য।

জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রে লুনাচারস্কির শিক্ষাবিষয়ক উত্তরাধিকারের গুরুত্ব

সমধিক। কারণ, এটি সোভিয়েত শিক্ষার গঠনমূলক পর্বের ইতিহাসকে আত্যন্তিক স্বচ্ছতায়, বহুকোণ থেকে আলোকিত করে। বলাই বাহুল্য, আমাদের দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তাঁর উত্তরাধিকারের সৃজনশীল প্রয়োগ সমসাময়িক বহু শিক্ষাসমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে।

**মিখাইল প্রকোফিয়েভ,**
**সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষামন্ত্রী**

# সম্পাদকের কথা

বইটিতে ব্যাপকতম অর্থে শিক্ষাপ্রসঙ্গে আনাতোলি লুনাচারস্কির বারোটি রচনা সংকলিত হল। বলাই বাহুল্য, এগুলি এই বিষয়ে আমাদের জন্য তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের এক সামান্য অংশমাত্র। অবশ্য একইসঙ্গে এটাও সত্য যে এই লেখাগুলি থেকে তাঁর উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্য, পরিসর এবং তত্ত্বীয় ও ফলিত তাৎপর্যের একটা পুরো ধারণালাভ সম্ভব।

লুনাচারস্কির কাছে কোন শিক্ষাসমস্যাই এককভাবে তত্ত্বীয় বা ফলিত তাৎপর্যে প্রকটিত হয় নি। তিনি এই সমস্যাবলীর পুরো সমাহারটিকে একটি অবিভাজ্য একক হিসাবেই দেখেছেন এবং একজন রাষ্ট্রনেতা, একজন তাত্ত্বিক, একজন প্রায়োগিক কর্মী হিসাবে এগুলি সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এটি তাঁর চরিত্রের, একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর সৃজনশীল কর্মকান্ডের অন্যতম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

অতি সীমাবদ্ধ, অতি প্রায়োগিক ধরন সহ যেকোন কাজের মধ্যেই লুনাচারস্কি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্দীপনা' সঞ্চারিত করতে পারতেন এবং এটিকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের ব্যাপক কর্মকান্ডের আওতাধীন করতে জানতেন। ফলত, তাঁর পক্ষে যেকোন শিক্ষাপ্রকরণের মর্মোদ্ধার এবং সার্বিক সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রক্রিয়ায় তার স্থাননির্ধারণ সম্ভবপর হত। এই গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের নামকরণেই তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সহজলক্ষ্য: 'বিদ্যালয়ের দর্শন ও বিপ্লব', 'প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল প্রয়োজন', 'সোভিয়েত নির্মাণপ্রণালীর আওতায় শিক্ষার কর্তব্য', 'সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক সূত্রাবলী' ইত্যাদি।

লুনাচারস্কি স্পষ্টতই স্কুলের সাধারণ কর্মকৌশল উপলব্ধি করেছিলেন। ওই কর্মকৌশল-নির্ধারিত কর্মকান্ড থেকেই অতঃপর তিনি স্কুলশিক্ষা ও সামগ্রিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলী মোকাবিলা করেন। তাঁর প্রতিটি কাজেই এই যুক্তির ক্রমোন্নতি সহজলক্ষ্য। বিপ্লব ও শিক্ষা, বিপ্লব ও স্কুল,

বিপ্লব ও শিক্ষাতত্ত্বের সম্পাদ্য কার্যাবলীর আঙ্গিক সমাবন্ধন — এই তো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, সকল শিক্ষাসংক্রান্ত লুনাচার্স্কির কার্যকলাপের মর্মবস্তু, এই তো শিক্ষার ইতিহাসে প্রথম মার্কসবাদী শিক্ষাবিদ হিসাবে লুনাচার্স্কির মূল ভূমিকা।

এই গ্রন্থস্থ রচনাবলীতে 'বিপ্লব ও শিক্ষার' সমস্যাটির বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত: কীভাবে এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক হিসাবে প্রকটিত, এর মর্মবাণীর শিক্ষাগত আধেয়। পাঠকরা গ্রন্থস্থ প্রবন্ধাবলীতে ক্রমান্বয়ে লুনাচার্স্কির শিক্ষাভাবনার বিকাশ ও সমৃদ্ধি লক্ষ্য করবেন: বিপ্লবের প্রথম বছরগুলির প্রবন্ধাবলী, যেগুলি 'স্কুলের দর্শন' সমস্যা, সামাজিক ও সাংগঠনিক জরুরি কার্যাবলী তথা অনুরূপ শিক্ষাগত কার্যাদি নিয়ে লিখিত, সেগুলি থেকে বিশের দশকের রচনাগুলি — যেগুলি বৈজ্ঞানিক শিক্ষণতত্ত্বের প্রণালীগত বনিয়াদগুলির উপর, শিক্ষাতত্ত্বের মূল বিষয়গুলির উপর, শিক্ষাপ্রক্রিয়া পদ্ধতির নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করে।

এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় প্রবন্ধের মধ্যে শিক্ষাবিদ হিসাবে লুনাচার্স্কির মুখ্য, অগ্রগণ্য ধারণাবলী প্রকটিত: শিক্ষা হল সংস্কৃতির ভিত্তি, অর্থনীতি ও রাজনীতির কাজের সঙ্গে এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক জনশিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে সাধারণ স্কুল, স্কুল-উন্নয়নের মুখ্য কর্মকান্ড হিসাবে পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুল সৃষ্টি, সমাজতান্ত্রিক সমাজের চরম মূল্যমান হিসাবে ব্যক্তিমানুষ ইত্যাদি। জনশিক্ষা কমিশার হিসাবে লুনাচার্স্কির যাবতীয় কাজের মধ্যে এই ভাবনাগুলি বস্তুত সোভিয়েত স্কুল ও সোভিয়েত শিক্ষণতত্ত্বের বিকাশে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক ও শিক্ষাজীবনের সামগ্রিক প্রগতিতে কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করেছে।

# প্রথম সর্ব-রাশিয়া শিক্ষা-কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ

কমরেডগণ, আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের পক্ষ থেকে এখানে সমবেত জনশিক্ষাসংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং এখনই উক্ত কমিশারিয়েতের প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত করছি। আমি এখানে কোন আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিতে চাই না। আমি প্রতিবেদনটি পেশ করার পরপরই আপনাদের প্রাসঙ্গিক কার্যাদি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এটা সহজবোধ্য যে, গত দশমাস, বা তার কাছাকাছি সময়ে কমিশারিয়েতকে যেসব কাজের মোকাবিলা করতে হচ্ছে, আমাদের কমিশারিয়েতের বিভাগগুলিকে কার্যকর পর্যায়ে সংগঠিত করতে হচ্ছে এবং যাকিছু করা হয়েছে — তা এতটা সুদূরপ্রসারী যে, বক্তৃতার মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বলা একেবারেই অসম্ভব। তাই আর কয়েক দিনের মধ্যেই যথেষ্ট বাড়তি তথ্যাদি সহ কাজের জ্ঞাত পরিকল্পনাটির ছাপা কপি আপনারা পাবেন যা আলোচনাকালে সবাই ব্যবহার করতে পারবেন।

আমার প্রতিবেদনটি আসলে একটি ভূমিকামাত্র। এতে আমি কেবল আমাদের কাজের সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণ, কিছু উল্লেখ্য দিকচিহ্ন সনাক্তি সহ এই ব্যাপক বিষয়ের সঙ্গে সাধারণভাবে আপনাদের পরিচিত করানোর চেষ্টা করব।

কমরেডগণ, আপনাদের কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুক্তি ও কল্যাণের জন্য জনগণের সংগ্রাম স্পষ্টতই ত্রিধারার অনুসারী। উৎপাদন-উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের মালিকানাও আয়ত্ত করলেই জনগণের সর্বক্ষমতার অধিকারী হিসাবে মানুষ নিজেকে জয়ী ভাবতে পারে। এইসব শর্তের একটি অবশ্যই অন্যটির পরিপূরক। এটা কেবল আমাদের মতো বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরাই নয়, মোটামুটি সুস্থির গণতন্ত্রীও বোঝেন। নজির হিসাবে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলছি। স্বাধীনতা লাভের পর তার প্রথম রাষ্ট্রপতি এটা লক্ষ্য করেন যে, জনগণের হাতে জ্ঞানলাভের যথেষ্ট সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্রের মুক্তি অসম্ভব হবে (১)।

জ্ঞান ব্যতীত রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আইনের সমানাধিকার যে যথেষ্ট নয়, আঠারো শতকেই এটা বোঝা গিয়েছিল। উৎপাদন-উপায়গুলি সমাজের হাতে হস্তান্তরভিত্তিক না হলে যেকোন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি যে নেহাতই সদিচ্ছায় পর্যবসিত হয়, সেটা ওই শতকটি যথাযথভাবে বুঝতে পারে নি। পরবর্তীকালেই কেবল জীবন থেকে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার' স্লোগান শুধু অজ্ঞদের সমাজেই নয়, সমাজতান্ত্রিক ছাড়া অন্যতর যেকোন সমাজেই সম্পূর্ণ অভাবিত। এখন আমরা জানি যে, জনগণের সরকারের, সত্যিকার সংখ্যাগুরুর ক্ষমতা কেবল এই তিনটি শর্তেই বোধ্য: সরকারী ক্ষমতা (রাষ্ট্র কর্তৃক বাতিল না হওয়া পর্যন্ত যতদিন প্রয়োজন), অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রত্যেকটি মানুষের কাছে জ্ঞান পৌঁছন, অর্থাৎ জনগণকে সর্বাধিক সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা।

দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ সম্ভবপর। ক্যু'র মাধ্যমে এটা সাধারণত নতুনভাবে হস্তান্তরিত হয়। একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান এবং রাজনৈতিক কাঠামোর ধরনের মধ্যে ক্রমেই অসঙ্গতি পুঞ্জিত হয়ে ওঠে এবং বিস্ফোরণের আগ অবধি রাজনৈতিক কাঠামোটি অপেক্ষা করতে থাকে। তারপরই নতুন শ্রেণী বৈপ্লবিক পন্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে। সরকার গঠনের প্রক্রিয়া যেহেতু স্কুল-সমস্যার উপরও আলোকপাত করে, সেজন্য বিষয়টি সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব।

রাজনৈতিক বিপ্লব চলার সময়ে নতুন সরকার গঠন খুব একটা জটিল ব্যাপার মনে হয় না। ফেব্রুয়ারি-মার্চে জনগণ পুরনো সরকারকে উৎখাত করেছে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের পুরোটাই অটুট ছিল এবং অস্থায়ী সরকার এই পুরনো যন্ত্রের সাহায্যেই প্রশাসন পরিচালনার অভিলাষী ছিল। কারণ, বিপ্লব ছিল তাদের কাছে একটি রাজনৈতিক কর্মকান্ড, যার ফল কেবল সংস্কারের মধ্যেই সীমিত থাকবে (২)। রাজনৈতিকভাবে বিপ্লব হলেও সত্যিকার অর্থে এটা ছিল করুণ, অত্যন্ত করুণ একপ্রস্ত সংস্কারমাত্র। সামাজিক চারিত্র্যের বিপ্লব সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। দৃষ্টান্ত হিসাবে, এটি

ঘটেছিল ফ্রান্সে। সেখানকার গণতান্ত্রিক স্তরগুলি কোনভাবেই সরকারী ক্ষমতার শরিক ছিল না। ভবিষ্যতে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে তারা আর কোনক্রমেই ব্যবহার করতে পারত না। পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য এটি ভেঙ্গে নতুন একটি তৈরি করা তাদের পক্ষে জরুরি ছিল। প্রক্রিয়াটি অবশ্যই বেদনাকর ও দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব বুদ্ধিজীবীদের শক্তির আরও সদ্ব্যবহার করতে পারত। এর কারণ, সেখানে বুদ্ধিজীবীরা ছিল ক্ষমতা হস্তগতকারীদের দলভুক্ত। এদেশে বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই সংস্কারবাদীদের, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর সংস্কৃত অবস্থায় পুরনো ব্যবস্থা অটুট রাখার পক্ষপাতী।

তারপর নতুন বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লব ঘটলে এগিয়ে এল কৃষক ও প্রলেতারিয়েত, সরকার চালনার যাদের কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না, যারা ছিল এইসব থেকে অনুমানসাধ্য দূরত্বে। সেই আঠারো শতকেই যে-ধরনের রাষ্ট্রীয় সরকার গঠন ছিল বেদনাকর ও মারাত্মক, সেই প্রক্রিয়াকেই আমরা চালিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম, এমন কি আরও কষ্টসহকারে। আমরা এখনো এটি সৃষ্টির পাত্রের মধ্যে রয়েছি। আমরা বলতে পারি না যে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটি তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান (৩) রয়েছে, আর রয়েছে বর্তমানের পক্ষে অপরিহার্য একটি প্রতিরক্ষাযন্ত্র। তবু এই দশমাসে অশ্রুতপূর্ব বাধাবিপত্তির মধ্যে থেকেও আমরা এক বিশাল কর্মকান্ড সমাধা করেছি।

জনগণের কাছে যাবতীয় সম্পদ হস্তান্তরের কাজ আমাদের সামনে। আমরা সবাই জানি যে, বিপ্লবলিপ্ত মানুষের প্রথম প্রবণতা হল — সে মানুষ যদি যথেষ্ট নিয়মানুবর্তী, যথেষ্ট শিক্ষিত না হয় — সম্পদের মালিকানা দখল। কিন্তু সম্পদের নিকটতম, সমৃদ্ধ প্রাসাদের ফটকের লাগোয়া দীর্ঘ দারিদ্র্যভোগীর সম্পত্তি দখলের চেষ্টার মধ্যেই প্রায়শ এর প্রকাশ ঘটে। প্রতিটি মানুষ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ছুরি সানায় না বলে যথাসম্ভব দ্রুত তারা এই সম্পদ ছারখার বা বাঁটা করার চেষ্টা করে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ও সম্পদের এরূপ খন্ডবিখন্ড ভাগাভাগির প্রবণতা চূড়ান্তভাবে প্রকটিত হয়েছিল। এটা এখানেও ঘটছে। এখানেও আমরা এই আগ্রাসী প্রবণতার, যুক্তিহীন এই প্রবণতার বশবর্তী হয়েছি। ক্ষুধিতের এই আগ্রাসন অসংগঠিত এবং বিপ্লবের পক্ষে ধ্বংসাত্মক। এখানেও আমরা জোতদারের

সংকীর্ণতা দেখছি, তারা পুরনো ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভের ভিত্তিতে অভিন্ন, ক্ষুদ্র অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাইছে। আর এইসঙ্গে আছে দুনিয়াজোড়া আমাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া কমিউনিজমের মহৎ ভাবাদর্শও। এই শিক্ষকরা আমাদের রুশ অর্থনীতিকে কেবল একক, একটি জাতির অর্থনীতি হিসাবে না দেখে এটিকে যথার্থভাবে বাস্তবায়নের আহবান জানান।

এই পথের দাবী হল সর্বোচ্চ শিক্ষা, জ্ঞানের বিপুল পরিসর আর ব্যতিক্রমী আত্মনিয়ন্ত্রণ। অবশ্য যারা কেবল উল্টো দিকটা, ভাঙ্গা বাসনপত্র দেখতে চায়, বিলাপ বিক্ষোভই তাদের নিয়তি হয়ে উঠবে। কিন্তু সৎ পর্যবেক্ষক, বনিয়াদের নিরেট ও স্থায়ী গুণাবলী সন্ধানীরা অবশ্যই আমাদের বুঝবেন। আমরা বলতে পারি যে, এই কয়েক মাসে — যে-সময়টা কাটানোর জন্য আমরা ভাগ্যবান — যাকিছু করা হয়েছে তা এমন ফল ফলাবে যা আর পৃথিবীতে কখনো ঘটে নি। স্কুলের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। আমরা ভালই জানি যে, কাজের উপযোগী পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়া, অর্থনীতিকে সত্যিকার পথে পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নতুন স্কুল গড়ে তোলা হল এর তৃতীয় এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

জনশিক্ষা কমিশার নিযুক্ত হওয়ার সময় আমি স্পষ্টতই বুঝেছিলাম যে জনগণ আমার উপর কী বিপুল দায়িত্বই না ন্যস্ত করছে। এই কাজের লক্ষ্য হল: অতি দ্রুত ও ব্যাপকতম পরিসরে জনগণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার এবং ইতিপূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমাজের এক ক্ষুদ্রাংশের একচেটিয়া অধিকারের সুবিধা উৎখাত। এখানে এটি সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এতে স্কুলের নিয়ন্ত্রণ দখল বোঝায় না: স্কুলগুলি তো আসলে আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের মতোই অবক্ষয়িত, অপদার্থ সংগঠন ছাড়া আর কিছু নয়। অস্থায়ী সরকার যেভাবে চেয়েছিল যে আমরা জেলা পরিদর্শকদের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানোর সুপারিশ করি, আমরা তো সেটা মেনে নিতে পারি না। সবকিছুই আমাদের উৎখাত করতে হবে। স্কুলগুলির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোর সময় হয়েছে এতে আর সন্দেহ নেই। আমি 'ধ্বংস' আর 'পুনর্গঠন' বলছি না। কারণ, বিদ্যমান সংস্থা হিসাবে স্কুলগুলি কোনক্রমেই ধ্বংস করার জিনিস নয়। আমরা আসলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের

জন্য এগুলি বন্ধ রাখতে, সরাসরি শিক্ষকদের চাকুরি থেকে তাড়িয়ে দিতে, কিছু একটা নতুন গড়তে পারি না।

পুরনো স্কুলগুলির দেউলিয়া অবস্থা তো খুবই স্পষ্ট ঘটনা। কিন্তু এগুলির মধ্যেও প্রগতিশীল শিক্ষকরা রয়েছেন। তাঁরা পুরনো ব্যবস্থায় অখুশি, তাঁরা এর পুনর্গঠন চান। এসব শিক্ষকদের নিজস্ব ভাবাদর্শ রয়েছে। তাঁরা রাশিয়ায় বিদ্যমান আরও নিখুঁত স্কুলের কথা ভাবেন। তাঁরা নিজেদের বিশেষ সংস্থা বা সংগঠন — জনশিক্ষাসংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদ গড়েছিলেন আর এটি অস্থায়ী সরকারের সময় পুরো একপ্রস্ত সংস্কারের খসড়াও তৈরি করছিল (৪)। কিন্তু ওই সরকার ছিল অতি অপদার্থ। এটির কোনই নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না এবং পরিবর্তনশীল মন্ত্রী-স্রোতের মধ্যে প্রত্যেক নতুন মন্ত্রীই রাষ্ট্রীয় পরিষদকে নিশ্চয়ই কিছু একটা আশ্বাস দিচ্ছিল। আমরা জানতাম যে, রাষ্ট্রীয় পরিষদ নামে একটি সংস্থা আছে, আছেন কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল শিক্ষকও। আমরা এটাও জানি যে, আমাদের স্কুলসংস্কার তাঁদের সংস্কারের সন্নিপাতী নয়। এটা আরও প্রাগ্রসর এবং অধিকতর শিক্ষিত, অধিকতর নিয়মানুবর্তী, সমাজজীবনের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিশীল মানুষ তৈরির ক্ষেত্রে আরও অগ্রগামী। এখন আর জনশিক্ষামন্ত্রীরা নেই। আজ রাষ্ট্রশক্তির একটিই শুধু কাজ: জনগণের মধ্যে যথাসম্ভব দ্রুত সর্বাধিক পরিমাণ জ্ঞানবিস্তার, জনগণের উপর বিপ্লব-আরোপিত বিপুল দায়িত্বের মোকাবিলা। ইতিপূর্বে শিক্ষকরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারতেন না। তাঁরা মন্ত্রীদের ভয় পেতেন, এজন্য চাকুরি হারানোর আশঙ্কা করতেন। এবার তাঁরা একটা সমঝোতায় আসতে পারতেন।

জনশিক্ষা কমিশার হওয়ার প্রথম দিনগুলিতে এবং একাজের পক্ষে সেরা পাঁচ-ছয় জন লোক সংগ্রহের পর আমি নিজে শিক্ষকদের আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই (৫)। আমি স্কুলের আসন্ন কার্যাদির একটা সাধারণ নকশা তাঁদের দিই এবং শিক্ষকদের রাজনৈতিক দলাদলি ঝেড়ে ফেলে নতুন স্কুল তৈরির কাজে আমাদের শরিক হতে বলি। আমি আগের তুলনায় রাষ্ট্রীয় পরিষদকে বৃহত্তর ভূমিকা দিতেও প্রস্তুত ছিলাম। শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার আশ্বাসও আমি দিয়েছিলাম। উত্তর এল হিংস্রতম অন্তর্ঘাত হয়ে। এই 'ঘৃণ্য বিপ্লব',

যা তাঁদের মতে গণবিপ্লব নয়, তার দ্রুত লয় পর্যন্ত অপেক্ষা এবং পুরনো, অক্টোবর-পূর্ব অবস্থা ফিরে এলে, বুর্জোয়ারা ক্ষমতাসীন হলে ইচ্ছামতো স্কুল গড়ে তোলার জন্য অপেক্ষা করার তাঁরা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিলেন। এভাবে স্কুল পুনর্গঠনের শান্তিপূর্ণ প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেল। পেত্রগ্রাদে আমরা ধর্মঘটের ঢলটি আটকাতে পেরেছিলাম। কিন্তু মস্কোয় ধর্মঘট হল এবং পেত্রগ্রাদের প্রথম দিকের সংঘাতের তুলনায় এটা গভীরতর ক্ষত সৃষ্টি করল।

শিক্ষক ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক একটি গভীর শত্রুতা ও ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি হল। স্কুল-সংস্কার স্থগিত রাখা, প্রগতিশীল শিক্ষকদের এড়িয়ে এই লক্ষ্যার্জনের পথসন্ধান এবং খোদ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করা অতঃপর প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। মেহনতিদের স্বার্থানুকূল্যে এই সংস্কার সাধনই আমাদের লক্ষ্য এবং কার্যত বাধাস্বরূপ শিক্ষক ইউনিয়নকে (৬) এড়িয়ে আমরা মেহনতিদের কাছেই পেঁছিব।

এসব লোকদের যে বদলান যায়, সেটা আমরা ভালই জানতাম। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম কাগজপত্র হস্তান্তরিত করতে, দপ্তর হস্তান্তরিত করতে, আর পেলাম শূন্য ঘর, শূন্য স্কুলবাড়ি (৭)। এসব লোক, যারা আমাদের কাছে আসা প্রয়োজন মনে করে নি, এখন তারাই অতি বিনয়ের সঙ্গে ফিরে আসার জন্য আমাদের অনুমতি ভিক্ষা করছে। শিক্ষকরা যদি কোন বেতন না পেয়ে থাকেন, যদি শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, যদি জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের পুরো সংগঠনে গোলমাল ঘটে থাকে, কাজকর্ম গুছানোর বৃথা চেষ্টায় যদি আমরা প্রায় একটি বছর নষ্ট করে থাকি—তাহলে এই দোষ তাদের, যারা আমাদের কাছে কাজ হস্তান্তরিত করতে অস্বীকার করেছিল। পেত্রগ্রাদে আমরা যন্ত্রটিকে কোনক্রমে কাজের উপযোগী করতে পেরেছিলাম, কোনক্রমে এই দুঃসাহস পোষণ করেছিলাম যে আমরা এখন সত্যিকার আন্তরিকতার মধ্যে বাস করতে পারব আর নতুন যন্ত্রটি সত্যিসত্যিই নতুন উৎপাদ তৈরি করবে, কিন্তু জার্মান আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। এখানে কমিশারিয়েতের একটা বড় অংশকে স্থানান্তর, পেত্রগ্রাদে উত্তর এলাকার জন্য একটি বড় বিভাগ সংগঠন এবং এখানে, এই নতুন জায়গায়, নতুন লোকজন নিয়ে সংগঠিত হওয়াটা জরুরি হয়ে উঠেছিল (৮)। সরে যাওয়ার অর্থ,

এতসব কাগজপত্র, তহবিল, মহাফেজখানা ইত্যাদি সরানোর ব্যাপার কী সেটা আপনারা ভালই জানেন।

সময় এখন বদলেছে। কমবেশি স্বাভাবিকভাবে আমরা কাজ করতে পারি। পুনরুক্তি করতে পারি 'বিপদ কেটে গেছে'। কিন্তু এখনো আমাদের সামনে অঢেল বিপদ রয়েছে।

রুশ জনগণ — শ্রমিক ও কৃষকরা — নিজেদের সত্তার গভীর থেকে বৃথাই এই কয়েক হাজার মানুষ সৃষ্টি করে নি, যারা আজ সোভিয়েত সরকারের কার্যভার গ্রহণ করেছে। এরা একটি সৃজনশীল শক্তির প্রতিনিধি। আমরা বিপত্তিভীত নই। সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে কোন বিপদই দুর্জয় নয়। কিন্তু অন্য ধরনের একটি বিপদ রয়েছে: লড়াই, সম্প্রতি পরাজিত, কিন্তু পুনরায় আক্রমণেচ্ছু শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই... যুদ্ধের এই আবহ, নিজের পুরো শক্তিটুকুর উপর চাপ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা — এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা। কাজ সংগঠনের সময় কথাটা আমাদের সর্বক্ষণ মনে রাখা দরকার। তা সত্ত্বেও কমিশারিয়েত একটি নির্দিষ্ট, পূর্ণ আকার পেয়েছে, প্রদেশের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক গড়ে উঠছে, শিক্ষাসংস্থা আমাদের সঙ্গে কাজ করার দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে আর এখন আমাদের সত্যিকার কাজ শুরু করতে হবে, স্কুল-সংস্কারের মূল রূপরেখাটি আঁকতে হবে যাতে আমরা দেখাতে পারি যে স্কুলে আসলে একটি বিপ্লব ঘটে গেছে এবং এগুলির মালিক এখন মেহনতিরা ছাড়া আর কেউ নয়।

সর্বপ্রথম, জনশিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সংস্থাকে একটা যথার্থ চারিত্র্যে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। এটি অবশ্যই পুরনো ধরনের আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের হবে না। আমরা সত্যিকার জনগণের সরকার চাই, অর্থাৎ জনগণের কাছে সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই। আমাদের পথ হল: স্কুল সম্পর্কে জনসাধারণের ব্যাপক স্তরের মধ্যে কৌতূহল জাগান, স্থানীয় জনগণ কর্তৃক শিক্ষক নির্বাচন ও তদারকি আর সমিতি বা পরিষদে সংগঠিত স্থানীয় জনগণই হবে এর শেষ বিচারক (৯)। আমরা জানি যে, অনেকেই আমাদের সঠিক বুঝতে পারবে না। জনগণের যে-স্তর কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল তারা আমাদের সাথী হবে। কিন্তু পেটিবুর্জোয়াদের পুরো স্তর, কৃষক সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত অংশ, যারা নতুন সংস্কারের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম, যারা এতে কেবল অসুবিধাই দেখে, যারা পশ্চাদমুখী

প্রবণতার অনুসারী — এবং এই স্তরটি বিশাল — তারা এগিয়ে এসে আমাদের সংস্কারকে বরণ করবে না, আর সেজন্য স্কুল-সমস্যার অনেকগুলি শেষ সমাধান শেষপর্যন্ত সরকারকেই করতে হবে।

অজ্ঞতামগ্ন জনগণ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নয়। যে-জনগণের কাছে ক্ষমতা সমর্পণ করতে হবে তাদের শিক্ষিত করে তোলার পূর্বশর্তের উপরই গণসরকার গঠনের সম্ভাবনা নির্ভরশীল। এই লক্ষ্যার্জনের আগে যে-খোলা পথটি আমাদের বেছে নিতে হবে তা হল 'শিক্ষিতের সার্বভৌমত্ব'। বুদ্ধিজীবীদের কোনই ক্ষমতা নেই। জনগণের অগ্রদূত, জনগণের সেই অংশ, সঠিকভাবে যারা সংখ্যাগুরুর স্বার্থের প্রতিনিধি, জনগণের যে-অংশের মধ্যে তার সৃজনশীল ক্ষমতা নিহিত, তাদের হাতে অবশ্যই ক্ষমতা থাকা চাই। সেই সৃজনশীল শক্তি বা বল হল প্রলেতারিয়েত আর বর্তমান সরকারের ধরনের পক্ষে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ছাড়া আর কোন পথ নেই।

প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ যে কৃষক জনগণের, গরীব কৃষকের স্বার্থের সঙ্গে সন্নিপাতী, এটা না জানলে রুশ পরিস্থিতিতে এই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হত। প্রলেতারিয়েত ও গরীব কৃষকরা নিজেরাই একটি বিশেষ রাষ্ট্রযন্ত্র — প্রলেতারীয় একনায়কত্ব — তৈরি করছে, যা হল জনগণের হৃদয় ও বুদ্ধির ফসল। গণতন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম ক্ষুদ্র-কৃষকরা স্কুল সংস্কারের অর্থও বুঝতে পারে নি। রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুল আলাদাকরণ (১০) দেখে তারা ভয় পেয়েছে আর আমাদের সংস্কারকে বাহির থেকে আরোপিত হিসাবে দেখছে। আমরা জনগণের মধ্যে অবাধে এই পুরো দায়িত্বভার হস্তান্তরিত করতে পারি না। কারণ, তারা এজন্য প্রস্তুত নয়। আমরা যখন দেখলাম যে জনগণ প্রদত্ত দায়িত্বের মোকাবিলা করতে পারছে না, তখন তাদের সিদ্ধান্ত শোধরাতে হল, তাদের পরিচালনা করতে হল আর এইক্ষেত্রে আমরা হলাম জনগণের সহযোগী, তাদের বলি: 'দেখ, এটাই আসলে শ্রমিক ও কৃষকের সরকার।'

সংস্কৃতির উচ্চতর মানসম্পন্ন দেশগুলিতে কাজটা সহজতর হত। এখানে ধীরতর ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে: আমরা অবশ্যই স্থানীয় সরকার গঠন করব, জনগণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাব এবং কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে দেখাব যে ভবিষ্যতের স্কুল, শ্রম-

স্কুলগুলি বস্তুত গণস্বার্থেরই অনুগ। যেকোন মূল্যে স্কুলকে আমাদের বাস্তবায়িত করতেই হবে। আমরা নিশ্চিত যে, এটা দু'বছর টিকে থাকলেই জনগণের মধ্যে আগেকার আরোপিত যাবতীয় কুসংস্কারগুলি সবই ভেঙ্গে পড়বে এবং জনগণ আমাদের এজন্য 'ধন্যবাদ' দেবে।

এইসব সাফল্য অর্জিত না হওয়া অবধি পুরনো শিক্ষকরা, ধর্ম-শিক্ষকরা ও গোঁড়া অভিভাবকবৃন্দ সর্বপ্রকারে আমাদের সংস্কারকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। এইসব বিবেচনার প্রেক্ষিতে আমরা স্থানীয় কমিশন, গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সহ প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছি। এইসব সংস্থায় আমরা অবশ্যই শত্রুদের আমন্ত্রণ জানাতে পারি না। তারা আমাদের সঙ্গে একমত নয়, কিংবা একমত হলেও আমাদের সাফল্যে তারা যথাসাধ্য বাধা দেবে। এদের কাছে আমাদের প্রত্যেকটি ব্যর্থতাই আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য একটি যুক্তি, সোভিয়েত সরকারের মাথায় লাগানোর গুলি হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিরোধীদের এখানে আনার অর্থ হল নিজের দুর্গে শত্রুপক্ষের অফিসরদের ডেকে আনারই সামিল। কিন্তু এইসব শত্রুদের মধ্যে রয়েছে কৃৎকৌশল বিশেষজ্ঞ, যারা নিজের কাজটা ভালই জানে। এমতাবস্থায় এই শক্তিগুলিকে আমাদের অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু, এদের মোকাবিলার জন্য আমরা সোভিয়েত ইনস্টিটিউটের বিভাগগুলিকে নেতৃত্বের ভূমিকাসীন করেছি।

শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের (শিক্ষা) বিভাগগুলির পাশাপাশি আমরা জনশিক্ষা পরিষদ (১১) গঠন করছি, যেগুলিতে বিরোধীদের ব্যাপক সংখ্যক প্রতিনিধি রয়েছে। আমরা ভালই জানতাম যে এটা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু জনতার ব্যাপক স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য আমরা এই পথ নিয়েছিলাম। জনগণের মধ্যে আমাদের মতামত পৌঁছনোর জন্য আমরা চাই অবিরাম প্রচার চলুক। এভাবে আমরা আমাদের শত্রুদের বিশ্বস্ত সহকর্মীতে পরিণত করব, প্রথম আসার সময় তাদের মনোভাব যেমনই থাকুক। এই ব্যবস্থার সুফল এখনই দেখা যাচ্ছে। মানুষ কাজের তোড়ে ভেসে যায় এবং আমি একাধিক বার 'হার মানাদের' মন্তব্য শুনেছি: 'একবার কাজ শুরু করলে মনে হয় জয় বা মৃত্যু পর্যন্ত অবশ্যই এগিয়ে যাব, কারণ কাজের মহিমাই কেমন যেন টেনে নিয়ে যায়।' প্রতিটি সৎ বুদ্ধিমান মানুষ, প্রতিটি সৃজনশীল মানুষ আমাদের কাছে সমাদর পাবে,

সহকর্মী হয়ে উঠবে — আমাদের কাজের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ একমত না হলেও অভিন্ন পরিস্থিতিতে সে আমাদের ভাই, বন্ধু ও সহকর্মী হয়ে উঠবে। এটাই আমাদের ভরসা। আমরা মনে করি যেখানে এই পরিষদগুলি আরব্ধ কার্যসম্পাদনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়, এমন কি সেখানেও এগুলি স্কুলে ইতিমধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে অত্যুৎসাহী অন্তত কিছু সংখ্যক লোককে সক্রিয় করে তোলার পক্ষে কার্যকর উপায় হতে পারবে। আমাদের নীতি: ন্যূনতম পুলিসী হামলা, জনগণের উপর ন্যূনতম চাপ, সর্বাধিক ব্যাখ্যামূলক কাজ। কোন এক সময় তো কুসংস্কার ধসে পড়বেই, প্রত্যেকেই দেখবে প্রদীপ্ত ভালবাসা এবং জনস্বার্থ সম্পর্কে সত্যিকার উপলব্ধি, যা আমাদের চালিত করেছিল।

যে-বিশ্বাসে আমরা আমাদের কাজের দিকে এগুচ্ছি তা শত্রুদের পরাজিত করতে আমাদের সহায়তা দেবে এবং আমাদের নীতিকে, আমাদের সত্যকে প্রকাশ করবে। সত্যের দৃষ্টান্তই সেরা প্রচার। কিন্তু কেবল সত্যিকার গণসরকারই নিজে এমন প্রচার চালানোর মতো দুঃসাহস দেখাতে পারে।

এখন এই সাধারণ রূপরেখার পর পুরনো শিক্ষামন্ত্রকের বদলি হিসাবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত দপ্তরটি আমি বর্ণনা করব। আমাদের জারিকৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিক্রিগুলির কয়েকটি আমি এখানে উল্লেখ করছি। সর্বপ্রথম, জেলা তত্ত্বাবধায়ক, ডিরেক্টর ও স্কুল পরিদর্শকদের পদগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়ে আমরা পুরনো শাসনযন্ত্রের জেরগুলি উৎখাত করেছি (১২)। কয়েক বছর থেকেই এই সংস্কারের প্রস্তুতি চলছিল। আমরা সততার সঙ্গে এটা সমাপ্ত করেছি। তারপর আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয় স্কুলের এমনসব বৈশিষ্ট্য অপসারণ জরুরি হয়ে ওঠে এবং আমরা স্কুলে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ করা সহ পাঠ্যক্রম থেকে লাতিন তুলে দিয়ে একটি ডিক্রি জারি করি। আমরা সাবেকী মেট্রিকুলেশন তুলে দিই এবং বদলি হিসাবে পঠিত বিজ্ঞান কোর্সের জন্য সার্টিফিকেট দেয়ার নিয়ম চালু করি। নম্বর দেয়া বর্জিত এবং সহশিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। এই সংস্কারগুলি যে একটি স্বাভাবিক স্কুলের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, এই সত্য যেকোন শিক্ষকই স্বীকার করবেন (১৩)।

স্কুলের উপর থেকে দুর্ভার জঞ্জালের বোঝাগুলিই শুধু আমরা সরিয়েছি, কেবল অতিশয় প্রকট কিছু বিকৃতি থেকেই তাকে মুক্তি দিয়েছি।

অতঃপর স্কুলের সত্যিকার, সৃজনশীল সংস্কারের দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

বলতে চাই, এইক্ষেত্রে উক্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে আমি কোন বাধা বা প্রতিবাদ আশা করি না। কিন্তু, সেইগুলি শিক্ষকদের মধ্যে গভীর ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছিল। আমি বলতে চাই না যে, শিক্ষাবিজ্ঞান স্বীয় বৈশিষ্ট্যেই স্কুল-সম্পর্কিত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী, পক্ষান্তরে অপরিহার্য বিধায় আমরা ওই বিজ্ঞান থেকেই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করছি। তাহলে সমস্যাটা কী?

যদিও কালবিশেষের জন্য একটিই বিষয়গত সত্য থাকে, তবু মনে হয়, প্রতিটি শ্রেণী বস্তুত সত্যের পুরোটা গ্রহণের মতো দুঃসাহস দেখায় না। প্রলেতারিয়েতই কেবল এতটা সাহসী হতে পারে। অথচ, বুর্জোয়ারা বিজ্ঞানকে ততটাই গ্রহণ করে যতটা করা তাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞান যখন তাদের শ্রেণীর পক্ষে মারাত্মক, বিধ্বংসী কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, বুর্জোয়ারা তখন সেদিকে চোখ বন্ধ করে রাখে। এটা এক ধরনের অন্ধত্ব যাতে কাঁধ পর্যন্তই দৃষ্টি পৌঁছয়, মাথা অবধি নয়। আর শিক্ষার ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না।

মেহনতিদের স্কুল, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্কুল বুর্জোয়াদের পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারে না। প্রত্যেকটি ফলাফল যাতে সহজে আয়ত্তসাধ্য হয়ে ওঠে, শিক্ষার এমন সব নতুন ধরন — যা সত্যিকার প্রত্যেক শিক্ষকের কাম্য, তা বুর্জোয়াদের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। কিছুক্ষণ আগেই আমি জনকয়েক পাদ্রির সঙ্গে একটি বিতর্কে অংশ নেই (১৪) এবং শুনে সুখী হই যে তাঁরা বলছেন — প্রাক্তন সরকার খ্রীস্টধর্মের অনুষঙ্গী ছিল না এবং সমাজতন্ত্র হল 'খ্রীস্টধর্ম ও এর ভাবাদর্শের সত্যিকার উপলব্ধি'। এটা স্পষ্টতই দেখাচ্ছে যে, যে-সরকার এইসব কর্মীদের নিজের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিল সে নিজের অস্ত্রগুলি ব্যবহার করতে পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। সকল ধরনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, নিজ কর্মচারীদের ভ্রষ্ট করার সর্ববিধ উপায়ের আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও, সে কেবল নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানানোর কারণ সৃষ্টি করেছিল।

নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বুর্জোয়াদের ক্ষমতা খুবই ভিন্ন ধরনের। এটা যতই শক্ত হয়, নির্মিত প্রাসাদটিও ততই প্রকট হয়ে ওঠে, ততই

ভালভাবে এটা মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে — যারা এগুলিকে বস্তুত বিজ্ঞানের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলে বিশ্বাস করতে নিজেদের ভালই প্রস্তুত করবে। সকল দেশের সেরা সংস্কৃতিবান দেশ আমেরিকায় এই দক্ষতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁাছেছে। সেখানকার সরকারের ধরনটি এমন যাকে সত্যিকার গণসরকার মনে হতে পারে। প্রতিটি মার্কিন নাগরিক বলে যে জনগণই তাদের দেশের শাসনকর্তা। এমন কি আট ঘণ্টার কর্মদিন শেষে, নিজের মাথার ঘামে আট ঘণ্টা ধরে একটি মেশিন ভিজিয়েও সে বোধ হয় কথাটি বলবে। যে-বাড়ির দশতলার একটি ঘরে সে থাকে সেখানে যেতে যেতে সে একথা বলবে। রকফেলার জাতীয় কারও প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়েও সে কথাটি বলবে, যেখানে ধনীরা প্রতিদিন হাজার হাজার ডলার উড়িয়ে থাকে। এমন কি সেখানেও সে বলবে যে তার সরকার হল জনগণের সরকার। এটি কেবল এজন্যই ঘটেছে যে, আমেরিকায় বুর্জোয়ারা প্রাপ্ত যাবতীয় উপায়গুলি পুরো ব্যবহার করতে পেরেছে, জনগণ যাতে কেবল কাঁধ পর্যন্তই দেখে, মাথাটা যাতে তাদের চোখে না পড়ে সেজন্য বিজ্ঞানকে তারা ব্যবহার করতে পেরেছে। সারা দুনিয়ার চোখে ঠুলি পরানোর জন্য বুর্জোয়ারা প্রাপ্ত যাবতীয় উপায়গুলি জড় করেছে। আজ আর এটা কারও জানতে বাকি নেই যে, এজন্য তারা একদিকে স্কুলের শ্রেণীচারিত্র্যটি ব্যবহার করে এবং অন্যদিকে তারা বিষয়মুখী সত্যকে এমনভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে যাতে সেই শ্রেণীটিই লাভবান হতে পারে। দুই শ্রেণীর মানুষ তৈরির পরিকল্পনা অনুসারেই স্কুল গঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাগ্রসরতম দেশগুলি বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে। অপরাধের ন্যায্যতা সত্যাখ্যানের জন্য এবং জীবনীশক্তির পুরোটুকু শুষে নিয়ে মানুষকে অপরাধের সমর্থক ও রাহাজানির নিরক্ত পাহারাদার বানানোর জন্য সেখানে বিজ্ঞানকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় উপায়গুলিকেই কাজে লাগান হয়েছে। বুর্জোয়াদের আত্মরক্ষামূলক এষণা অনুযায়ী দুই ধরনের এই মানুষ প্রশিক্ষণ আমাদের জন্য একটি অভিশাপ বৈকি।

স্পষ্টতই, আমরা যারা শ্রেণী-সংস্কৃতি ধ্বংস করেছি, তাদের পক্ষে কেবল একক সমন্বিত একটি স্কুল গঠনই সম্ভব। যে-প্রবণতা মানুষকে শাসকশ্রেণীর অনুগত যন্ত্র বানানোর লক্ষ্যে কার্যকর, এখানে তার কোন স্থান নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত নন এমন সব শিক্ষক

এবং বিশেষভাবে শিক্ষক-গণতন্ত্রীদের আমি বলি যে, তাঁরা অবশ্যই আমাদের সহযাত্রী হবেন। এটা নিরর্থকই বলা হয় না যে, একজন সত্যিকার বিজ্ঞানী সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি হিসাবেই অনুভব করে থাকেন। যেহেতু তিনি একজন প্রফেসর ও রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলর, সেজন্য আসন হিসাবে সোনার খাঁচার প্রতি তাঁর আসক্তি থাকা সম্ভব। কিন্তু সত্যিকার বিজ্ঞানী ও একজন প্রগতিশীল শিক্ষক হলে তিনি সেটা জানেন যে, খাঁচাটি তাঁর ডানা মেলার পক্ষে বাধাস্বরূপ। এতে তিনি জড়তাগ্রস্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু, এটি থেকে মুক্ত হওয়ার কথা অনুভব করলে — তা তাঁর কাছে ভয়দ হলেও অবশ্যই তিনি আমাদের এজন্য ধন্যবাদ দেবেন।

আমরা শিক্ষককে মুক্তি দিতে চাই, তাকে শিক্ষাবৃত্তির ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে চাই — যাতে তৈরি হবে কেবল ব্যক্তিবিশেষ নয়, মানুষ, যারা হবে সর্বোচ্চ মানবিক ন্যায়বিচারের একটি উপাদান। আমাদের কাছে এটাই হল আদর্শ স্কুলের কর্তব্য।

প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের কিছু প্রতিনিধি নরওয়েতে সমন্বিত স্কুল গড়েছেন (১৫)। কিন্তু যে-অন্তর্লীন সত্তা এটাকে কেবল সমন্বিতই করে না, আগাগোড়া জনগণের স্কুলেরও রূপ দেয়, সেই সত্তাটিই ওখানে অনুপস্থিত। এই সমন্বয়ের উপর শক্তির, নৈতিকতার ও জনগণের মৌলিক সত্তার ছাপ মুদ্রিত করতে হলে এই স্কুলকে অবশ্যই সত্যিকার শ্রমের স্কুল হতে হবে। শ্রমের পতাকাতলেই আমরা বিপ্লব ঘটিয়েছি। আমাদের কাছে বিপ্লব শ্রম থেকে মুক্তি নয়। শ্রমবহিস্থ জীবন তো একটি নাম ছাড়া আর কিছু নয়। কাজ না করা নয়, কাজের সঠিক বণ্টনই আমাদের ভাবাদর্শ।

মানুষ শ্রমদানের জন্য বেঁচে থাকে না। মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্যই সে শ্রম দেয়। মানুষের স্বভাবের অন্তর্গত এই পেশার মধ্যেই নিহিত আছে দিব্যের স্পর্শ, তার মর্যাদা — যেজন্য সে জন্তু থেকে আলাদা। জন্তু তো চৈতন্যবান নয়। মানুষ হল শ্রমিক আর প্রকৃতি তার উপকরণ। তার কাজ হল নিজের ভাবাদর্শ অনুযায়ী প্রকৃতিকে বদলান। কার্ল মার্কসের কথাগুলি অবশ্যই মূল্যবান: অদ্যাবধি বিজ্ঞান দুনিয়াকে ব্যাখ্যাই করেছে, আমাদের কাজ হল এটাকে বদলান (১৬)।

প্রত্যেক মানুষকে শ্রমিষ্ট মানুষ হতে হবে। মানুষের জন্য বিজ্ঞান কেবল সহায়মাত্র, তার জন্য জ্ঞান হল শ্রমের প্রাথমিক প্রস্তুতি, এটিকে প্রয়োজনীয় করার, মানবিক আদর্শানুগ পথে চালনার সহায়ক। এজন্যই আমরা আমাদের স্কুলগুলিকে শ্রম-স্কুল হিসাবে গড়ে তুলছি (এখানে আমরা অংশত বুর্জোয়াদের সঙ্গে একমত হচ্ছি, অংশত আলাদা থাকছি)। আমি যেমনটি বলেছি, লাতিন নিয়ে বেশি দূর এগুন যাবে না বুঝে ধূর্ত বুর্জোয়ারা ২য় ভিলহেল্মকে দিয়ে বলিয়েছে: 'দয়া করে আপনাদের স্কুল থেকে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব কৃৎকৌশলদক্ষ ছাত্র আমাকে দেন, আর গ্রীক ও লাতিন জাহান্নমে যাক। আমরা অপেক্ষা করতে পারি না, আমাদের সামনে লড়াই...' (১৭)।

আমরা বর্তমানে যে-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছি, অধিকাংশ প্রগতিশীল শিক্ষকই এর খুবই কাছাকাছি রয়েছেন। তাঁদের দেয়া সবকিছুই আমরা কাজে লাগাব। আমরা শ্রমকে, অর্থাৎ কৃৎকৌশলের সবগুলি বিষয়কেই অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিসাবে গ্রহণ করি। আমরা শ্রমকে শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবেও গ্রহণ করছি। কারণ, আমরা জানি যে, কেবল যৌথশ্রমের মাধ্যমেই পুরো একপ্রস্ত চারিত্রিক গুণ জন্মান সম্ভবপর, যা সুস্থির ও যোগ্য ব্যক্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। আমরা শ্রমকে শ্রমের সাধারণ প্রক্রিয়ায় — যাতে যুক্ত রয়েছে সমগ্র জনগণ — তরুণ-তরুণী ও শিশুদের শরিকানা হিসাবেও গ্রহণ করি। একটি শিশুরও বোঝা প্রয়োজন যে, শ্রম মোটেই কোন তামাশা নয়, এটি আসলে সমাজকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম মৌলিক উপাদান। সহযোগিতার শক্তিশালী উপাদানের মধ্যে সেও নিজেকে একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে ভাববে। কিন্তু এই ধরনের সহযোগিতাকে আমরা বেহিসাবীভাবে এগুতে দিতে পারি না। এই শ্রম এমন ধরনের হবে যাতে সযত্ন লালনে একটি ছোট্ট মানুষকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের একজন পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক হিসাবে গড়ে তোলা যায় — আমাদের সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আমাদের ভাবী স্কুলগুলিতে দেয় বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পর্কে আমি অপেক্ষাকৃত কমই বলব। স্কুলের বর্তমান পাঠ্যসূচিভুক্ত বিষয়গুলি এতেও থাকবে, কিন্তু কতকগুলি কেন্দ্রের দিকে ওগুলিকে সমন্বিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা জানি যে, ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় মানবসমাজ প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে এবং শ্রম হল সেই মূল

যেখান থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃতিনিরীক্ষা জন্মলাভ করেছে। বলতে গেলে মানবসংস্কৃতিই হল একমাত্র পাঠ্যবিষয়, কেননা প্রকৃতিবিজ্ঞান তো মানবসংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে মানুষের বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে তার চেতনায় প্রকৃতির প্রতিফলন হিসাবেই।

মানবসংস্কৃতির ইতিহাস প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে অন্বিত। এই বিজ্ঞানটিকেই আমরা সবচেয়ে ভাল জানি এবং যাবতীয় বিজ্ঞানই এরই কোন-না-কোন শাখাজাত। এই দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদের দাবী। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে ভিন্নমতাবলম্বী কোন কোন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকও এই দৃষ্টিভঙ্গির অতীব সান্নিধ্যে পেঁছন। সকল শিক্ষকই বলেছেন যে, বিশ্বই একমাত্র পাঠ্যবিষয় এবং এটি এমনভাবে পাঠ করা প্রয়োজন যাতে তা শিশুর চেতনায় খন্ড-বিক্ষিপ্ত না হয়ে পড়ে। প্রকৃতি হল একটি সত্তা এবং সেজন্য শিশুর বিকাশের প্রথম পর্যায়গুলিতে বিভিন্ন ‘বিষয়ের’ সীমারেখাগুলিকে যথাসম্ভব তুলে দেয়া প্রয়োজন। ভিত্তি তৈরি হয়ে গেলেই বৃহত্তর পৃথকীকরণ তখন সম্ভবপর হতে পারে। ততদিনে গণিতের ছাত্রের পক্ষে মানবপ্রকৃতির সঙ্গে এগুলির সম্পর্কের ধরন না বোঝার আর কোন ভয় থাকবে না।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানোপলব্ধি ও শ্রমের প্রণালীবদ্ধ শিক্ষার মাধ্যমে মানবচিন্তার বিকাশের পথে শরীরচর্চা শিক্ষাকেও এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য আমরা কেবল শ্রমের মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখব না। এর কারণ, শ্রম (যেহেতু বাহ্যিক কার্যসম্পাদন এর লক্ষ্য) আজও মানুষকে পুরোপুরি মুক্তি দিতে পারে না। মানুষের অন্যতর কর্তব্য রয়েছে — তার শরীরের বিকাশ সাধন। এটা হল নমনীয়, সুস্থ ও সুন্দর শরীরের জন্য কাজ। স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের নির্ধারিত পথেই এটা চালান যেতে পারে। এতে থাকবে মানুষকে সুস্থ রাখার প্রয়োজনীয় পুরো এক-লহরী বিশেষ ব্যায়াম।

নান্দনিক শিক্ষা অবশ্যই বাদ পড়বে না। আমরা এটাকে সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের সৃজনশীল আবেগের বিকাশ হিসাবেই দেখি। নিজেকে এবং প্রতিবেশকে সুন্দর করা মানুষের অন্যতম মৌল কর্তব্য। শ্রম তো সাধারণভাবে মুক্ত জীবনের উপলব্ধি দেয় না। জীবনকে সর্বাধিক আনন্দ দেয়াই হবে আমাদের আদর্শ। যাকিছুর সাহায্যে মানুষ তার আশপাশকে

আকর্ষণীয়, সুন্দর, আনন্দাকীর্ণ করতে পারে, এর সবগুলিই হবে নান্দনিক শিক্ষার বিষয়বস্তু আর এজন্য কৃৎকৌশলগত জ্ঞানও প্রয়োজন। সম্ভবত ভবিষ্যতে একেবারে খোদ জন্মের ব্যাপারেও মানুষ এমন সব কৃৎকৌশল প্রয়োগ করবে যাতে কুবংশানুসৃতির প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। জন্মমুহূর্ত থেকেই শিশু সামাজিক যত্নলাভের দাবীদার হবে যাতে তাকে যথাসম্ভব বলিষ্ঠ ও শারীরিক দিক থেকে সমর্থ হিসাবে গড়ে তুলতে হয়। এই শারীরিক সামর্থ্যের ফলশ্রুতিতেই তো সৌন্দর্যের জন্ম।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নান্দনিক শিক্ষার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে এবং খোদ 'নান্দনিক' শব্দটিও এতে বিশিষ্টার্থক হয়ে ওঠে। শ্রুতি বা দর্শনের ক্ষেত্রে সুন্দর উপলব্ধি-ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেই প্রথমত অবশ্যই তাকে আনুষঙ্গিক বিষয়ে সামগ্রী সৃষ্টির শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এইসবই বিপুল পরিসরের কাজের অপরিহার্যতা প্রতিপাদন করে যা কোনমতেই এড়ান সম্ভবপর নয়। নান্দনিক হিসাবে চিহ্নিত স্কুলের অন্যতম সুপরিচিত পাঠ্যবিষয় চিত্রাঙ্কন ও মডেল-তৈরি বস্তুত এইক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। অন্তত মোটামুটি একটি ছবি বা স্কেচের সাহায্যে যে নিজের চিন্তাপ্রকাশে অক্ষম, তাকে শিক্ষিত বলা চলে না। জীবন্ত উদাহরণ ছাড়া যে-শিক্ষক পড়াতে পারেন না এটা তার জন্য যতটা প্রয়োজনীয়, ছাত্রের ক্ষেত্রেও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নান্দনিক শিক্ষা হল কৃৎকৌশল ও শরীরচর্চা সংক্রান্ত শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং কোন ছাত্রকে কাঠ বা ধাতুর কাজ শেখানোর সময় তাকে কেবল আমরা একটি পেশাই শেখাতে চাই না, আমরা তাকে সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন, সুন্দর জীবনসৃষ্টিক্ষম একজন মানুষ হিসাবেও গড়ে তুলতে চাই।

এই হল ভবিষ্যতের স্কুল সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি। উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এগুলিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষাদানের সময় শিশুদের শরীরচর্চা শিক্ষার কথাও মনে রাখবেন এবং পাঠের ব্যাপারটা এভাবে সংগঠিত করবেন যাতে এটি ক্লান্তির বদলে তাদের মধ্যে স্ফূর্তির উচ্ছ্রয় ঘটাবে। এই পদ্ধতি হল আমাদের গভীর মানবিক বিশ্ববীক্ষার সম্ভাব্য একক উদাহরণ।

স্কুলের প্রশাসন সম্পর্কেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল: এটাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা দরকার যাতে

নতুন স্কুল-সম্পর্কে শিক্ষক ও অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি শেষপর্যন্ত এতে অন্তর্ঘাত না ঘটায়। শিক্ষক ও অভিভাবকদের হাতে স্কুলগুলি পুরোপুরি তুলে দিলে তাঁরা পুরনো স্কুলেরই পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন এবং জনগণকে আবারও আত্মিকভাবে পঙ্গু বানাবেন। আমরা এটা ঘটতে দেব না। কিন্তু আমরা অবশ্যই চাই যে, শিক্ষকরা তাঁদের স্কুলগুলিতে সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, সেগুলি কার্যকর করুন। আমরা চাই না যে, সকল জেলার, সকল মহকুমার স্কুলগুলি এক ও অভিন্ন ধরনের হোক। পক্ষান্তরে, যত রকমফের হয় ততই ভাল, যদিও এই প্রকারভেদকে অবশ্যই আমরা একটা গন্ডীর মধ্যেই সীমিত রাখতে চাইব। ছেলেমেয়েদের কয়েক ঘণ্টা একনাগাড়ে মুখোমুখি করে ডেস্কে বসে থাকতে কিংবা ধুলো ও নোংরা বাতাসে শ্বাস নিতে বাধ্য করা অবশ্যই চলবে না। এগুলি নিশ্চয়ই রকমফের নয়, বিকৃতি।

শিক্ষকের পক্ষে চৌকত হওয়া, রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম মানুষ হওয়া আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যে-নাবালকদের মধ্যে শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটছে তাদের কাছে তিনি নিজেকে সানন্দ রূপান্তরের এক উৎস হিসাবে গড়ে তুলবেন। এই হল শিক্ষকদের মহৎ পেশা আর এটা তো প্রশ্নাতীত যে, অন্য কোন পেশাই কারও উপর এতটা দাবী করে না। শিক্ষককে নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মানবতার আদর্শ মূর্ত করে তুলতে হয়। এইসঙ্গে বিশেষজ্ঞ হিসাবে শিক্ষকের পক্ষে কিছুটা একপেশে হওয়ার সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে অভিভাবকদেরও স্কুলপ্রশাসনে আসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

স্কুলের স্বায়ত্তশাসনের তৃতীয় উপাদানটি হল খোদ ছাত্রেরা। এই স্বায়ত্তশাসনকে আমরা যথাসম্ভব প্রসারিত করতে চাই। কেবল ছাত্ররাই নয়, স্কুলের উচ্চশ্রেণীর পড়ুয়ারাও তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে একযোগে স্কুলপ্রশাসনে শরিক হোক — সেটাই আমাদের ইচ্ছা। সর্বত্রই উচ্চতর শ্রেণীর স্কুলছাত্র তার স্বাধীনতা জাহির করুক। শিশুরাই তাদের ব্যাপারগুলি দেখুক। তাদের এমনভাবে প্রভাবিত করা প্রয়োজন যাতে তারা নিজেদের সমবায় গড়তে পারে, যাতে পথভ্রষ্ট সংখ্যালঘুরা সাধারণ ঐক্যের টানে আবার সত্যপথে ফিরে আসে। এই প্রসঙ্গে জনৈক শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী শিক্ষক বলেছেন যে, গির্জা কিংবা স্কুল এর কোনটাই আজ একটি সুস্থ প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে না। তিনি বলেছেন যে,

খোদ তরুণদের নিয়েই সমবায়গুলি গড়তে হবে। তরুণদের এই ধরনের সংগঠনগুলিই কেবল আজ জার্মানিকে অপরাধ ও আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে পারে (১৮)। একঘেয়েমিজনিত বিরক্তিই সব ধরনের দুষ্কর্মের দিকে, অর্থহীন চালাকি, বিভৎস ও লজ্জাকর কাজের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। সানন্দ কাজের পরিবেশে এইসবের ভয় থাকে না। ছাত্রছাত্রীরাই সম্ভাব্য সর্বাধিক সংখ্যক কাজের দায়িত্ব নিক ও সব ধরনের কর্তব্য পালন করুক। এভাবেই তারা স্বায়ত্তশাসনের প্রশিক্ষণ পাই। পরিশেষে, ওদের সভাসমিতি গঠনের পুরো স্বাধীনতা দেয়া উচিত — বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য, শরীরচর্চার জন্য, নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীতচর্চার জন্য, সব ধরনের পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও রাজনৈতিক ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য। একজন বয়স্কের উপস্থিতি যাতে শিশুদের নিজস্ব পথসন্ধানে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি না করে সেজন্য শিক্ষকদের ওদের থেকে দূরে থাকাই সবচেয়ে ভাল।

উচ্চশিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে আমি কেবল এইটুকুই বলব যে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই বিষয়ক অধিবেশনে (১৯) আমরা মহামান্য প্রফেসরদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম এবং তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক একটি সাধারণ পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছিলেন। কাজটা সমাধা করার স্বার্থে সার্বিক বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমাদের দিক থেকে আমরা তাঁদের কিছু সুবিধা দিয়েছিলাম। আমরা জানি একসঙ্গে এখনই সবকিছু অর্জিত হবার নয় এবং তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁরা এই সংস্কারের প্রতি কিছুটা আগ্রহ ও সম্মান দেখান, যা তাঁদের অনেকের কাছেই যুক্তিনিষ্ঠ ঠেকেছে। কিন্তু কিছু সময় আগে পাওয়া একটি স্মারকলিপি থেকে দেখা যাচ্ছে যে মহামান্য প্রফেসরবর্গ তাঁদের দেয়া যাবতীয় সুবিধাগুলি প্রত্যাহার করতে চান। তাঁরা ঘোষণা করছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় যা আছে তাই থাকবে এবং এর কোন সংস্কার কাম্য নয়। পূর্ব রণাঙ্গনে আমাদের কয়েকটি ব্যর্থতা এবং নিকোলাই রমানভ (২০) সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু সম্ভাবনার সঙ্গে এর সন্নিপাত লক্ষণীয়। সম্ভবত সময়ই শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়দের পুনরায় বিভ্রান্ত হওয়ার এই অভাবিত ঘটনাটি সংশোধন করবে। কিন্তু এটা না ঘটলে আমরা অবশ্যই সরাসরি ঘোষণা করব যে, তাঁদের বাদ দিয়েই সংস্কারটি কার্যকর করা হবে। অনেকেই যে-দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন সেইসব প্রফেসরদের কাছে আমরা যাব, যাঁরা ইতিপূর্বে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন যখন বলেছিলেন যে, এই

সংস্কার তাঁরা সব সময়ই চেয়েছিলেন এবং আমাদের সংস্কারে নতুন কিছু নেই।

হ্যাঁ, আপনারা এটা চেয়েছিলেন, কিন্তু সরকার তা দেয় নি। এখন সরকার এটা দিচ্ছে, কিন্তু বিশেষ কারণবশত আপনারা তা চান না। বর্তমান প্রেক্ষিতে এই কংগ্রেসের পক্ষে এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে, যাতে ওই মহামান্য প্রফেসররা বুঝতে পারেন যে তাঁদের বাধাসৃষ্টি আসলে রুশ বিপ্লবের মূল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণারই সামিল। এই যুদ্ধঘোষণা আমরা গ্রহণ করব। প্রফেসররা যদি মনে করেন যে, স্বায়ত্তশাসনের গণ্ডিতে নিজেদের দুর্ভেদ্য রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর এবং যদি তাঁরা হুকুম দেন: 'রুশ বিপ্লব থাম, আমাদের এলাকায় এস না!' তাহলে তাঁরা ভুল করছেন। সাধারণ চুক্তির মাধ্যমেই এসব করা ভাল হত। বিশেষত ইতিমধ্যে উপস্থাপিত যুক্তির ফলে যাবতীয় ভুল-বোঝাবুঝি তো আপাতত দূরই হয়ে গিয়েছিল আর সকলের গৃহীত সনদও আমরা পেয়েছিলাম। অথচ, বিশেষ কারণে এখন এটা তাঁরা প্রত্যাহার করছেন।

কয়েকদিন আগে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত একটি সম্মেলন শেষ হয়েছে (২১)। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার আমার সময় নেই। কিন্তু, এই আলোচনার ফলাফলগুলি অনুমোদনের জন্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করা হবে। শিক্ষকরা বর্তমানে কী ধরনের প্রশিক্ষণ পান, আমি তা বলেছি। আপনারা ভালই জানেন যে, শিক্ষকদের সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়ান দরকার। অর্থাৎ, হিসাবটা করতে হবে কয়েক লক্ষের অঙ্কে। আমরা বর্তমানে শিক্ষকদের জন্য এক বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ সংস্থার কথা ভাবছি। যেসব তরুণ-তরুণী শিক্ষক হতে চায় তাদের জন্য আমরা গভীর মানবিক একটি স্কুল গড়ে তুলব। তৃষ্ণিত শিক্ষকদের সত্যিকার জ্ঞান দেয়ার মতো যদি যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী পাওয়া যেত! এদের ব্যতিরেকে পুরো কর্মসূচিটিই শূন্য বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হবে। কারণ, শিক্ষক ছাড়া স্কুল তো স্পষ্টতই চরম শূন্যেরই সামিল।

আমি জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের বিভাগগুলির কাজের কথা বলব না। শুধু এটুকুই বলব যে, সর্বত্রই অনেক কিছু করা হয়েছে। আমাদের একটি স্কুলবিভাগ আছে আর সেটি ভাবী স্কুলের পাঠ্যসূচি নিয়ে কাজ করছে। তদুপরি সকল স্কুলকে কমিশারিয়েতের আওতাভুক্ত করে এটিকে মজবুত

করা হয়েছে (২২), যাতে কার্যকর গণতন্ত্রের আদর্শে এগুলির সংস্কার সাধন সম্ভবপর হয়, যাতে সামগ্রিকভাবে স্কুলে মানুষকে যন্ত্র বানানোর যাবতীয় প্রবণতা উৎখাত করা যায়। আজ এর আর কোন স্থান নেই। এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে: আমরা কি কেবল সাধারণ শিক্ষার মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখতে পারি? না; কৃৎকৌশলগত শিক্ষাও আমাদের চাই, যাতে একজন মানুষ কেবল সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার হওয়ার বদলে সমাজের প্রয়োজনীয় সদস্য হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট একটি বয়স থেকে এটি শুরু করে শিক্ষাটি স্কুলের মধ্যে বা বাইরে দেয়া যেতে পারে, অবশ্য সাধারণ শিক্ষালাভের, সাধারণ প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর।

সবাইকে যোগ্য কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থ রয়েছে, যারা আমাদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের পক্ষে সহায়তা যোগাবে, কেননা এখনো আমাদের কেবল প্রকৃতির বিরুদ্ধেই নয়, বিদেশী প্রতিযোগীদের সঙ্গেও লড়াই করতে হবে। দেশকে কৃৎকৌশলের দিক থেকে সুসজ্জিত করার প্রয়োজন হয়েছে। এটা হল জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে সদ্ব্যবহার করার পরিকল্পনার দাবী। কিন্তু আমরা কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থের দাবীতেই নই, মানুষকে বিকৃত না করার প্রয়োজনীয়তা দ্বারাও চালিত হচ্ছি। এই ব্যাপারে উভয়ের স্বার্থানুকূল্যে আমাদের জ্যামিতিক মধ্যরেখাটি খুঁজে পেতে হবে।

এটা বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ: আমরা একত্রে একটি বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করছি। সেখানে এইসব শর্ত নিয়ে আমরা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু স্কুল কবে আমাদের নাগরিক তৈরি করবে সেজন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। সাবালক মানুষও আমাদের প্রয়োজন, যারা শিশুদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে জীবন গড়ে তুলবে। সুতরাং কেবল শিশুদের বিকাশই নয়, স্বেচ্ছায় বিকাশলাভে যারা ইচ্ছুক সেই বয়সীদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো রাশিয়াই এক স্কুল, আমরা প্রত্যেকেই শিক্ষক, আর কেউ কিছু জানলে অন্যদের সেটার অংশ দেয়া তার কর্তব্য। এটা আমাদের বিদ্যালয়মুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে আর এখানে আমরা একটি বিরাট, জরুরি কাজের মুখোমুখি। এর কারণ, রুশ জনগণের হৃদয় ও চোখ খুলে গেছে, শাসন চালনার এই সময় জ্ঞানের

অভাবে অন্ধকারে থাকার মতো অবস্থা হল মানুষের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। সেজন্যই এই বিভাগের জন্য আমাদের যথাসাধ্য করা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যে-জনশিক্ষা কমিশারিয়েত বৈপ্লবিক সহযোগিতার সামাজিক ধারণাবলী প্রচারের আনুষঙ্গিক সংগঠন তৈরির পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম, — সেই কমিশারিয়েত কিছু অস্থির লোকের একটি দঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যাপারে বিদ্যালয়মুক্ত বিভাগটি হল আমাদের শিক্ষাঙ্গনের অন্যতম সীমান্তঘাঁটি। বিজ্ঞানবিভাগের ব্যাপারে আমাদের পুরো বৈজ্ঞানিক শক্তিকে সংহত করতে হবে। অর্থ নিয়ে আমরা কৃপণতা করছি না। আমরা সব ধরনের অভিযান, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা, ল্যাবরেটরি ইত্যাদির জন্য শত, হাজার, লক্ষ খরচ করছি। আমরা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের 'প্রথম শ্রেণীর' অন্তর্গত হিসাবে বিবেচনা করি। তাঁদের যতটুকু দেয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত তার চেয়েও বেশি দেই। আমাদের এই ঔদার্য বন্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু, আমরা জানি, রাশিয়ার জ্ঞানের বড় বেশি প্রয়োজন আর সেজন্যই আমরা বিজ্ঞানী ভদ্রমহোদয়দের বিশেষ সম্মান দেখাই। তবে আমাদের এই আচরণকে এতটা শীতলতার সঙ্গে গ্রহণ করা তাঁদের উচিত নয়। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সঙ্গে নবগঠিত একটি প্রযুক্তিগত-বৈজ্ঞানিক সংস্থা যুক্ত করা হয়েছে এবং সেটি দেশের প্রযুক্তির চাহিদার জন্য শক্তি সংহত করছে। আমাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এটির পরিচালকমণ্ডলী নিয়োগ করা হচ্ছে এবং সংস্থাটি আমাদের কমিশারিয়েতের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে (২৩)।

শিল্পকলা বিভাগ সম্পর্কে আমার বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। নবগঠিত রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদের সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য পুরো অটুট রেখে তার সামর্থ্য অনুসারে জনগণকে যথাসম্ভব সবকিছু দেয়ার চেষ্টা করছে। আমরা জানি, পুরনোকে নিয়ে চিন্তাভাবনার সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েত একটি নতুন সংস্কৃতি গড়বে। এই প্রসঙ্গে বিভাগের যেসব শাখা বীরত্বের সঙ্গে লুণ্ঠন থেকে প্রাসাদ ও জাদুঘরগুলি রক্ষা করেছে, অনাবিল প্রশংসা ও শ্রদ্ধা তাদের প্রাপ্য। সব ধরনের জবরদস্তি অচিরেই থামান হয় এবং অতিশয় বিপদ ও অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা সবকিছুই সংরক্ষিত রেখেছি। সুতরাং জারদের প্রাসাদগুলিকে এখন সর্বসাধারণের জাদুঘরের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে এবং জারদের এই সংগ্রহ দেখে মানুষ প্রশংসা করছে, সঠিকতরভাবে বললে

বিস্মিত হচ্ছে। জনগণের কাছে এইসব ফেরত দিতে পারার জন্য আমরা সত্যি গর্বিত।'

স্থাপত্যকলা বিভাগ সম্পর্কে আমাদের বর্তমান কাজ হল শহর থেকে শিল্পবিকৃতির যাবতীয় নিদর্শন দূর করা। এইসব মিনারগুলির কোনই ঐতিহাসিক তাৎপর্য বা শিল্পমূল্য নেই। আমরা এগুলির উচ্ছেদ চাই। আমরা মনে করি না যে, কোন চৌমাথায় পিতলের একটি জবুথবু কাঠামো তৈরি করে এটাকে রুশ জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি বলে ঘোষণা দেয়ার অধিকার প্রত্যেক জারের আছে। আমরা নিজেরাই মিনার তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা লেনিনের ধারণা — মিনারকে প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চাই। শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের মহান বাণী ও অনুভবগুলি আমরা সর্বত্র উদ্ধৃত করব। আমরা নিজেদের মন্দির গড়তে চাই, যেখানে থাকবে মহামানবদের ছবিগুলি আইকনের মতো। আমাদের মন্দিরগুলি মানবতার নামে উৎসর্গিত এবং আমাদের রয়েছেন নিজস্ব শিক্ষকবৃন্দ — যাঁদের মধ্য থেকে চিরন্তন সত্য-উচ্চারণকারী সকল মতের দেবদূতরাও বর্জিত হবেন না। আমাদের মিনারগুলি মানবতার মন্দির, যাতে সমন্বিত হবে মানুষসৃষ্ট যাবতীয় মূল্যবান, মহান সামগ্রী। শহরগুলিকে আমরা কেবল বাজারে বোঝাই করতে চাই না সেগুলি মন্দিরও হবে, যাতে কাজে যাবার পথে মহান চিন্তা-জাগানিয়া বাণীগুলি আপনাদের চোখে পড়ে। মূর্তি ও ছবির মাধ্যমে শিক্ষাদান হল একটি মহৎ সংস্কৃতির নজির। গণতন্ত্র ফুলে ফুলে বিকশিত হওয়ার দিনে — এথেন্সে, জার্মানির উত্তরের শহরগুলিতে — সর্বদা সর্বত্র এটি সদ্ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের সংস্কৃতির যাবতীয় ঐশ্বর্য, তাদের তৈরি বিস্ময়কর অট্টালিকাগুলির লক্ষ্য ছিল প্রত্যেকটি মানুষের মনকে একটি অভিন্ন আবেগের সুরে বেঁধে রাখা।

আমাদের জন্য এখন সবই কঠিন। আমাদের আকণ্ঠ উঁচু রক্ত ও জঞ্জাল অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেকটি মহান বিপ্লবের পরবর্তীকালের মতো আমাদের বিপ্লবের পরও সৃষ্টির এক জোয়ার দেখা দেবে এবং নতুন, অনুপম, সুরভিত শিল্পকলার প্রস্ফুটন ঘটবে। আমরা সেরা শিল্পীদের পরস্পর প্রতিযোগিতার সঙ্গে মিনার গড়তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি — এইগুলি সাময়িক হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও — যাতে আমাদের মহান নগর ও শহরগুলির চৌরাস্তায় মহান মানুষের মূর্তি গড়ে ওঠে, এইগুলি উদ্বোধনের দিনটি

গণ-উৎসবের দিনে পরিণত হয়। বর্তমানে এখানকার সবকিছুতেই যুদ্ধের আঁচ লেগেছে আর আমাদের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও আসলে এই যুদ্ধেরই এক অনুষঙ্গ।

এখন আমরা যখন জার্মান সৈন্যবাহিনীর নয়, সারা দুনিয়ার বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরোধিতা করছি, তখন পশ্চিমে তারা এখনই আমাদের নাম শ্রদ্ধাসহকারে উচ্চারণ করছে, তারা সংস্কৃতিবান মানুষ হিসাবে আমাদের দেখছে, যে-মানুষ তাদের জনগণের শিক্ষার নির্ভুল উপলব্ধিজাত ভিতের উপর নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ছে। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আমাদের দেশে এলে তাঁরা আমাদের হাতে একটি নতুন শক্তি দেখতে পান যার ভিত্তি নিহিত রয়েছে জনগণকে সংস্কৃতির সর্বোচ্চ চূড়োয় পেঁছনোর আকাঙ্ক্ষায়। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, আমাদের শক্তি একটি নতুন, সুন্দর প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রবল ইচ্ছায়ই নিহিত এবং আমাদের নিশ্চিত সাফল্য স্বীকার করতেও তাঁরা বাধ্য হন।

আমাদের এই দশ মাসের অর্জনগুলি বিশ্ব-প্রলেতারিয়েতকে আমাদের উপর আস্থাশীল করে তোলে। আমাদের ভুলগুলির জন্য পাশ্চাত্যের প্রলেতারিয়েতরা গভীর দুঃখ পেয়েছে, তারা আমাদের সাফল্যগুলি উপভোগ করছে। তারা স্বদেশে বলছে: 'আমরা রাশিয়ায় এটা পেয়েছি, ওটা পেয়েছি, রাশিয়ায় নতুন ধরনের স্কুল আমরা গড়ছি, আরেক ধরনের মানুষ ওখানে বাড়ছে।' আমাদের দেশে আমরা যত সুষ্ঠুভাবে সংস্কৃতি নির্মাণ করতে পারব, আমাদের শিশুদের জন্য নির্মীয়মাণ সেই সুন্দর ভবিষ্যৎটি আমরা তত দ্রুত সারা দুনিয়ার জন্য জিতে নিতে পারব। আমাদের বিপ্লব নিষ্ফল হবে না। এক শুভদিনে ক্ষমতা ছেড়ে দেব বলে আমরা ক্ষমতা দখল করি নি, নতুন সুন্দর এক দুনিয়া গড়ার জন্যই আমরা তা করেছি। বিশ্ব-প্রলেতারিয়েতের একেবারে সামনের সারিতে আমাদের প্রলেতারিয়েতকে দাঁড় করিয়ে আমরা আমাদের পতাকাটি উঁচু রাখব এবং শেষপর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাব।

# সামাজিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ

কমরেড ও নাগরিকবৃন্দ, সামাজিক শিক্ষাসম্পর্কে বলার জন্য আমি এখানে আমন্ত্রিত হয়েছি। শুরুতেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, প্রত্যয়টি দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং উভয়ই যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। 'সামাজিক শিক্ষা' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমই যে-প্রশ্নটি মনে আসে তা হল: সামাজিক শিক্ষা বলতে সমাজের দেয় শিক্ষাই বোঝায় বলে শিশুদের লালন-পালন বা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কে করবে — পরিবার না সমাজ? কথাটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অন্যতর অর্থ রয়েছে — কার জন্য শিশুকে শিক্ষাদান প্রয়োজন — তার নিজের না সমাজের জন্য?[১]

প্রশ্নদুটির নিজস্ব দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং উত্তরও আছে তদ্রূপ আর সেগুলির ফারাক হল দুই মেরুর। পরিবারে লালন-পালনের পক্ষপাতীদের মতে শিক্ষাসংস্থা হিসাবে পরিবারের গুরুত্ব সমাজের কাছে খাটো করলে নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যাঁরা স্পষ্টতই কঠোর সামাজিক লালনের পক্ষপাতী তাঁরা পক্ষান্তরে পারিবারিক লালনকে ক্ষতিকর হিসাবে চিহ্নিত করেন, যাতে নাকি মূলত মানবতার অবিচ্ছিন্ন ধারা খণ্ডিত হয়। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নটির ক্ষেত্রেও যথাক্রমে সামাজিক শিক্ষা ও ব্যক্তিগত শিক্ষার পক্ষপাতী অভিন্ন প্রতিভাবান ও নির্ভরযোগ্য প্রবক্তারা রয়েছেন। আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই প্রশ্নের ইতিহাসের আনুষঙ্গিক কিছু মূল ধারণা ও এর সমাধান আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করব যা আমরা সমর্থন করি অথবা যা অন্তত আমরা বর্তমানে বাস্তবায়িত করছি।

আপনারা প্রায়ই দেখতে পাবেন, মহত্তম মানুষ এবং সংস্কৃতির প্রশ্নাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ চিন্তকরা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্ভবত প্রাচীন গ্রীস ছিল সর্বাধিক সংস্কৃতিবান রাষ্ট্র — যার ছিল অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বা সমন্বয়ের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন গ্রীসের আশ্চর্য, সঙ্গতিপূর্ণ স্থাপত্যে আমরা দেখতে পাই সংস্কৃতির আত্মিক ও

সামাজিক জীবনধারার স্বচ্ছ, শান্ত সুস্থিতি এবং এমন কি আমাদের কালেও (রেনেসাঁস থেকে শুরু করে সামনের দিকে) বড় আকারের এবং প্রশান্তি ও ভারসাম্যপূর্ণ কোন দালান নির্মাণের ক্ষেত্রে মানুষ অনিবার্যভাবে গ্রীক নজিরগুলিতেই ফিরে যায়।

পেত্রগ্রাদের স্থাপত্যে রেনেসাঁস ও এম্পায়ার রীতির আধিক্যের মধ্যে মূলত গ্রীকদের উদ্ভাবিত স্থাপত্যশিল্পেরই বিভিন্ন প্রতিসরণ প্রকটিত এবং এটা মোটেই আপতিক নয়। কারণ, গ্রীক দালানগুলি তাদের আত্মিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলক, যেমনটি গথিক রীতিতে প্রতিফলিত রয়েছে মধ্যযুগের আত্মিক ও সামাজিক উভয় কাঠামোই।

ওই অনুপম গ্রীক দালানগুলির সজ্জোপকরণের উৎসস্বরূপ অদ্যাবধি অনতিক্রম্য বিবেচিত গ্রীক ভাস্কর্য মোটেই কোন আপতিক সাফল্য নয়। এই ভাস্কর্যে ক্লাসিকাল ভাবাদর্শ প্রকটিত এবং সহায়ক হিসাবে তা গ্রীক শিক্ষাতত্ত্বে ব্যবহৃত হয়েছিল। পরম সংস্কৃতিবান একটি রাষ্ট্রই কেবল এতটা সুশিক্ষিত হতে পারে।

এই ধরনের একটি সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য, যেখানে প্রতিটি অংশ হবে সমগ্রের অনুষঙ্গ, যেখানে সমন্বয় হবে চালিকাশক্তি ('সমন্বয়' প্রত্যয়টি গ্রীকদের উদ্ভাবিত এবং সংস্কৃতিগত সহ যাবতীয় শক্তির শুদ্ধ পারম্পর্য বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত) — এটা লাভের জন্য প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের পক্ষে জীবনে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রের যথার্থ অনুষঙ্গ হবার প্রস্তুতি গ্রহণ। তদুপরি একটি সংস্কৃতিবান রাষ্ট্র কখনই স্থবির থাকতে পারে না: এটা নতুন শক্তি আবাদ করে, তার প্রতিটি প্রজন্মকে পূর্বসূরীদের তুলনায় অবশ্যই উন্নততর হতে হয়; অন্তত সমাজ এইক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের প্রয়াস পায়, যাতে সন্তানরা পিতাদের কাঁধে দাঁড়িয়ে পিতাদের তুলনায় সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উচ্চতর অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। সংস্কৃতিবান গ্রীক রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষাবিষয়ে প্রদত্ত বিপুল গুরুত্ব যাঁরাই লক্ষ্য করেছেন, যে-গুরুত্ব সকল রাষ্ট্রনেতা, সকল কবি ও দার্শনিকের স্বীকৃত ব্যাপার — তাঁরা কেউ ভুল করেন নি।

শিক্ষাদানের নির্দিষ্ট প্রণালী বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত 'musyka' (মিউসিকা) শব্দটির সেদিনকার অর্থ ছিল — মোট জ্ঞান এবং কোন কোন কৃৎকৌশল দক্ষতা, যা একযোগে শুদ্ধ শরীরচর্চা শিক্ষা — স্বাভাবিক

শারীরিক কাঠামো আর অঙ্গসঞ্চালনের স্বাধীনতা ও শক্তি উভয়কেই — নিশ্চিত করত (১) এবং শরীরচর্চার এই সৌন্দর্যের ভিত্তিতে অনুরূপ সুন্দর আত্মাও গড়ে তোলা হত। 'কালস' ও 'আগাথস' এই শব্দদুটি গ্রীকরা 'কালোকাগাথিয়া' এই একটি শব্দে সমন্বিত করে, যার অর্থ হল — শরীর ও আত্মার সৌন্দর্য। শরীর ও আত্মার এই সৌন্দর্যের পরিমন্ডলেই এথেন্সের গণতন্ত্র তার সন্তানদের, শ্রেণীগত পার্থক্য ছাড়া সকল স্বাধীন নাগরিককে মানুষ করতে চেয়েছে (যদি দাসদের কথা পুরোপুরি বাদ দেয়া হয়, কারণ গ্রীক সংস্কৃতিতে সে নাগরিক হিসাবে বিবেচিত নয় আর দাসদের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষালাভের সুযোগও ছিল না)।

অন্যান্য সংস্কৃতির তুলনায় গ্রীক রাষ্ট্র শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে সমন্বয় ও সৌন্দর্যের উপর কেন এতটা গুরুত্ব দিয়েছিল? এর কারণ, ছোট গ্রীসের যেমন ছিল নিজেদের বাণিজ্য ও শিল্প, কলা ও বিজ্ঞান বিকাশের অপরিমেয় সুযোগ (বিস্তারিত বলা এখানে অতিশয়োক্তি হবে), তেমনি সেইসঙ্গে তার ছিল প্রাচ্যের বিশাল সব সাম্রাজ্যবাদী (আজকের পরিভাষায়) রাজতন্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা, যারা যেকোন মুহূর্তে ছোট গ্রীসকে গ্রাস করতে পারত। এইসব বিশাল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন একটি ছোট দেশকে সামরিকভাবে আত্মরক্ষা করতে হলে প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে অঢেল উদ্দীপনা থাকা প্রয়োজন। আর সেজন্যই জরুরি ছিল এমনসব নাগরিক তৈরি করা যার একজন হবে অন্য শতজনের সমতুল্য, প্রতিটি নাগরিকের আপেক্ষিক ওজন হবে সত্যি বিপুল। এই কারণেই গ্রীক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পার্থিব সামগ্রী পরিভোগে কিছুটা সাম্য দেখা দিয়েছিল, যাতে দেশ রক্ষায় অনীহ হওয়ার মতো ততটা গরীব কেউ না থাকে।

আমরা যদি এই বিস্ময়কর শিক্ষাসচেতন দেশের সামাজিক শিক্ষাসংগঠনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, গ্রীকরা শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের বিষয়ভুক্ত মনে করত এবং পারিবারিক শিক্ষাকে—কেবল ছেলেদের নয়, মেয়েদেরও—সেকেলে ভাবত।

বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যুগে গ্রীস বিশেষজ্ঞ, শিক্ষকদের উপর শিশুদের দায়িত্ব ন্যস্ত করত। 'পেডাগগ' অর্থাৎ 'শিশুদের নেতা' শব্দটি গ্রীকরাই উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেছিল। এইসব শিক্ষকদের অধীনে বড় বড় জিমনাসিয়া (২) থাকত, যেখানে শিশুরা একত্রে শরীরচর্চা, নৃত্য, সঙ্গীত,

ইতিহাস ইত্যাদি নানা ধরনের শিক্ষালাভ করত আর এটা ছিল তৎকালীন নাগরিক শিক্ষার সাধারণ প্রণালীর অন্তর্গত।

অবশ্য সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাত্রা ছিল এবং এক্ষেত্রে এথেন্স কখনই শিশুদের মধ্যে সরকারীভাবে সেনানিবাস পর্যায়ের যৌথীকরণ চালু করে নি। স্পার্টাবাসীরা আরও দূরে গিয়েছিল। যেহেতু স্পার্টার অভিজাত সংখ্যালঘুদের কেবল পূর্বের আক্রমণ থেকে সীমান্ত রক্ষাই নয়, নিজেদের প্রজাদের উপর, পেলোপন্নেসের দাসত্ববন্দী অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব, নেতৃত্ব অটুট রাখতে হত—সেজন্য স্পার্টার মানুষ বাধ্য হয়ে সত্যিকার এক অবরুদ্ধ শিবিরে বসবাস করত। সুতরাং এথেনীয় আধা-সাম্যবাদের বদলে ওখানে সম্পদের প্রায় সমাজতান্ত্রিক সমতাবিধান চালু করা হয় আর তা সারা দেশের বদলে কেবল যোদ্ধা-অভিজাতদের মধ্যে। এমন কি, যথেষ্ট সুস্থ হয়ে জন্মায় নি, এমন শিশুহত্যার মতো স্থূল রীতিও তারা চালু করেছিল। নরনারীর শিক্ষাকে সেখানে মুখ্যত সামরিক বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছিল। এথেন্সে এই ধরনের চরম ব্যবস্থা কখনই চালু হয় নি। এটা ছিল বিশুদ্ধ সামরিক বসতির বদলে ব্যবসায়ী, সমুদ্রযাত্রী, ব্যাপক স্তরের সংস্কৃতিবান মানুষের রাষ্ট্র।

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো—এথেন্সের অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ তৎকালীন গণতন্ত্র এবং সমকালীন অভিজাতদের রাষ্ট্র স্পার্টার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে শেষপর্যন্ত সামাজিক শিক্ষার ভাবাদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তে পৌঁছন। প্লেটো প্রয়োগ থেকে তত্ত্বীয় সিদ্ধান্ত টেনে বলেন যে, কোন মা-বাবার কাছেই ছেলেমেয়ে রেখে দেয়া চলে না। শিশুকে সমাজের হাতেই দিতে হবে। মা যতক্ষণ স্তন্যদায়ী সুধাত্রী ততক্ষণ সে সন্তান পালন করবে। তারপরই শিশু যাবে বিশেষজ্ঞের হাতে, যে তাকে সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে। তাঁর মতে সত্যিকার মনুষ্যপদবাচ্যদের জন্য এটা অপরিহার্য। তাঁর কাছে কারিগর ও শ্রমিক হল অর্ধমানুষ এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি মোটেই ভাবিত নন (৩)।

এখন আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি: কার জন্য শিশুকে শিক্ষা দেয়া হবে—এই প্রশ্নটি গ্রীকরা কীভাবে সমাধান করেছিল? (বলা প্রয়োজন যে, ভিলহেল্ম হুমবোল্ডের মতো ব্যক্তিতাবাদীরা প্রায়ই জোর দিয়ে বলেন যে, গ্রীক সংস্কৃতি হল ব্যক্তিতাবাদী সংস্কৃতি আর ব্যক্তিকে তারা সামনে

রাখে(৪), কিন্তু এটা একেবারেই অর্থহীন।) খ্রীস্টপূর্ব ৪-৩ শতকে গ্রীসে বাণিজ্যিক উন্নতির ফলে জনসাধারণের মধ্যেকার ব্যবসায়ী ও ম্যানুফাকচারিং স্তর প্রাধান্য লাভ করলে তার দর্শনে সফিবাদের উদ্ভব ঘটে আর ক্লাসিকাল যুগের ভাবাদর্শের অনুসারী দার্শনিকরা সফিবাদী অধঃপতনকে কীভাবে দেখতেন সেটা আপনারা ভালই জানেন: ব্যক্তিত্ব রক্ষাকে মূল লক্ষ্য হিসাবে দেখা ছিল তাঁদের কাছে রীতিমতো দানবীয়।

যাবতীয় গ্রীক ট্রাজেডি, গ্রীক থিয়েটার, গ্রীক ঐতিহাসিক, গীতিকবি — তাঁরা সবাই একই নীতির ঐকতানে বাঁধা এবং তা হল: নিটোল সমগ্রের সঙ্গে ব্যক্তির সমন্বয় সাধনের ইচ্ছা।

ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হিসাবে নাগরিকের দিকেই এখানে সর্বাধিক মনোযোগ আকৃষ্ট। কিন্তু, তাকে সার্বিক সচেতন, শিক্ষিত, নমনীয় ও সমৃদ্ধ গুণসম্পন্ন নাগরিক হতে হবে—যে বিরাট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নির্ভয় ও বিজয়ক্ষম। এখানে মাতৃভূমির জন্য জীবনদানে সমর্থ নাগরিক প্রয়োজন। গ্রীকদের কাছে সর্বোচ্চ মূল্যবান হল স্বদেশপ্রেম, গ্রীকরা যাকে বলে অহমিকা বা ঔদ্ধত্য সেইসব ব্যক্তিতাবাদী প্রবণতাগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, এগুলিকে সংযমের, পরিমিতির, মধ্যপন্থার অধীনস্থ করা।

মানুষ এই আদর্শকেই তার লক্ষ্য বানাবে। প্রত্যেক গ্রীক এই শিক্ষা দেয়: অন্যদের চেয়ে নিজেকে উপরে তুলবে না। মানুষ যখন অত্যধিক খ্যাতিবান হয়ে ওঠে—হোক সে প্রখ্যাত সেনাপতি বা রাষ্ট্রনেতা—তখন তাকে রাষ্ট্র থেকে বিতাড়ন করা হয়, সমাজচ্যুত করে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। কারণ এই ধরনের বড়, অতিরিক্ত বেড়ে-ওঠা ব্যক্তি তো গণতন্ত্রের পক্ষে বেমানান।

সুতরাং এখানে তর্কের অবকাশ নেই। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ততদূর অপরিহার্য যতদূর বলা চলে 'আমরা নাগরিক চাই', তারা তখন বলে বলশালী, সুন্দর, দক্ষ ও বুদ্ধিমান নাগরিক চাই, তবে ব্যক্তিত্ব যেন ব্যক্তিতাবাদ না হয়ে ওঠে।

এই হল শিক্ষাতত্ত্বের ক্লাসিকাল প্রত্যয়। গ্রীকদের সংশ্লিষ্ট সবকিছুকেই আমরা 'ক্লাসিকাল' বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কেউ 'ক্লাসিকাল স্তম্ভ' বললে ওটা অনুপম গ্রীক দৃষ্টান্তের অনুকরণে তৈরিই বুঝায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ক্লাসিকাল শিক্ষাতত্ত্বকে আমার এই উক্তি অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত করা যায়। এই ক্লাসিকাল ঐতিহ্য অব্যাহত রাখাই হল এই প্রশ্নের সমাজতান্ত্রিক

জবাব, অর্থাৎ সমাজের মাধ্যমে বিকাশ সাধন, সমাজের জন্য বিকাশ সাধন। কিন্তু সমাজকে অবশ্যই সত্যিকার ন্যায়ানুগ হতে হবে। যে-সমাজ অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিদীর্ণ, প্রাজ্ঞ সমালোচনা সইতে অক্ষম, আমাদের বিবেকের পক্ষে পীড়াদায়ক, তার হাতে কেউ সন্তান তুলে দিতে পারে না। সমাজ যদি এমন হয় যে এটা নিজেকে গণতন্ত্র বলে ঘোষণা করলেও আসলে আগ্রাসী বুর্জোয়াদের একটি ক্ষুদ্র দলই হয় দেশের মূল উদ্যোগগুলির নিয়ন্তা, এমতাবস্থায় সমাজ গির্জার সমর্থনে বা অভিজাতদের সমর্থনে—যেমনই চলুক, কেউ তার হাতে শিশুদের দায়িত্ব দিতে পারে না। এটা খুবই বিপজ্জনক। কারণ, শিশুদের যা হওয়া উচিত এটি তা করবে না। এটি অবশ্যই এমনটি করবে যা আদর্শের দিক থেকে ভুল, কিন্তু তার স্বার্থের দিক থেকে মোটেই ভুল নয়।

প্রভু ও দাসের অস্তিত্ব ক্লাসিকাল সংস্কৃতিকেও অবশ্য বিষাক্ত করে দিয়েছিল। ক্লাসিসিজমকে বিশুদ্ধ আকারে পাবার জন্য আমরা দাসদের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এককভাবে কেবল নাগরিকদের কথাই বলেছি। এটা অবশ্যই কৃত্রিম।

আজ আমরা সব দেশেই প্রভু ও দাসের, অর্থ ও সংস্কৃতির অধিকারহীন কিছু মানুষের সমস্যার মুখোমুখি রয়েছি। একবার এটি ঘটলে স্কুলগুলি অনিবার্যভাবে একদিকে — প্রভু সৃষ্টি করবে, যারা নির্লজ্জভাবে, অটলভাবে অন্যদের উপর আধিপত্য চালাবে, নিজেদের এই অধিকারের যাথার্থ্য সম্পর্কে নীরব থাকবে, চরম হিংস্রতার সঙ্গে নিজেদের এই মুখ্যভূমিকা টিকিয়ে রাখবে — আর অন্যদিকে বানাবে দাস, অর্থাৎ, বাধ্য মানুষের দল...

আমরা যদি শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাসকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি, যদি বর্তমান স্কুলগুলির খুঁটিনাটির দিকে নজর দিই, তাহলে দেখব যে আমাদের দুটি প্রশ্নই অদ্ভুতভাবে দ্বৈতার্থক ও অসঙ্গতিদুষ্ট। শিক্ষাতত্ত্বের জনৈক সেরা বিশেষজ্ঞের, ধরা যাক ফর্স্টার (৫) কৃত রচনা খুললেই ব্যক্তিতাবাদী স্কুলের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদী বক্তব্য আমরা দেখতে পাব। তাঁরা সরাসরি বলেন: বুর্জোয়াদের স্কুলগুলি আমাদের কোন উপকারেই আসবে না।

স্কুল কীভাবে নীচু তলার মানুষের জন্য কাজ করেছিল সেই প্রসঙ্গ আমরা মুলতুবি রাখব। কিন্তু, মধ্যবিত্তদের মধ্যে স্কুল তো অবশ্যই

ব্যক্তিতাবাদ গড়ে তোলে। স্কুলের বক্তব্য: আমরা তোমাদের জ্ঞান ও একটি ডিপ্লোমা দেব, আমরা মানুষকে তার ভবিষ্যতের জন্য, বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জন্য হাতিয়ার যোগাব। উদারনৈতিক-বুর্জোয়া স্কুলের সামগ্রিক নীতিতে অন্যথা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, এই স্কুলে এক নাগাড়ে দশ বছর পড়ান হয়: রাষ্ট্র হল যেন রাতের পাহারাদার, এটা জীবন থেকে তফাৎ থাকুক, ঘটনাপ্রবাহ আপন খাতেই চলুক, এতে নিজেকে জড়াবে না, আইন-কানুন অটুট রাখবে। প্রতিযোগিতার মধ্যেই সবকিছুর সৃষ্টি — অ্যাডাম স্মিথ (৬) প্রমুখদের থেকে তারা সেটা প্রমাণ করে; সংগ্রামের মধ্যেই মানুষ সম্পদ ও সৌভাগ্য গড়ে তোলে; এর যেকোন বাধাই তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম হয়ে ওঠে, স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহকে বিষিয়ে দেয়। স্বাভাবিক ব্যাপার হল মানুষকে নিজেই নিজের ভাগ্য গড়তে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ সাচ্ছল্য লাভ করতে দেয়া, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা, আলাদা আলাদা ভাবে ধনী হওয়ার প্রয়াস পাওয়া।

কিন্তু আজকাল নতুন বুর্জোয়া শিক্ষাবিদরা স্কুলের এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রচন্ড লড়াই শুরু করেছেন। ব্যাপার হল, অর্থনৈতিক বিকাশের এই পর্যায়ে বুর্জোয়াদের জন্য সম্ভাব্য শেষ বাজারটি দখলের লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা এখন ফুরিয়েছে। তারা বিপুল পণ্য উৎপাদন করেছে এবং পৃথিবীটা তাদের জন্য খুব ছোট হয়ে গেছে। পারস্পরিক আত্মরক্ষার জন্য, অন্য বুর্জোয়াগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে আক্রমণের জন্য, সংশ্লিষ্টদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক ধরনে লুটের মাল বণ্টনের জন্য আজ মৈত্রী অত্যাবশ্যকীয়... কিন্তু কোন এক আদর্শের জন্য — মাতৃভূমি রক্ষা, লুণ্ঠনের জন্য ও এর ফলগুলিতে ভাগ বসানোর জন্য বিশাল সৈন্যদল গঠনের জন্য — যুদ্ধে জড়িয়ে গেলে তখন মানুষের মধ্যে, দেশপ্রেম, দেশের জন্য মৃত্যুবরণের আগ্রহ জাগাতেই হয়। এইভাবে মানুষের মধ্যে সামাজিক বোধ জাগাতেই হয়, নাগরিকদের শিক্ষা না দিয়ে আর গত্যন্তর থাকে না। এথেকেই এসেছে 'নাগরিক শিক্ষা' এই প্রত্যয়টি আর এটি এখন জার্মান শিক্ষাবিদদের আদর্শ, যাকে ফরাসীরা বলে 'নৈতিক' শিক্ষা। সামগ্রিকভাবে প্রবণতাটি মানুষকে আহাম্মক বানানোর জন্যই, যাতে স্পষ্টত অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সে রাষ্ট্রের জন্য ভালবাসা অনুভব করে, আত্মবলিদানে প্রস্তুত হতে পারে।

ফরস্টার দেশাত্মবোধক স্কুল তৈরির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বড় আকারের কয়েকখণ্ড বই লেখার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছন: ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এক্ষেত্রে ক্যাথলিক ধর্ম খুব দুর্বল প্রমাণিত হলে ধর্মান্তর গ্রহণ গ্রাহ্য হতে পারে। রাষ্ট্র নিজগুণে জনগণের ভালবাসা পেতে পারে না, যদি-না মানুষকে বলা হয় যে উচ্চতর নিয়মের অধীনে তারা এটিকে ভালবাসতে আদিষ্ট। রাষ্ট্রের স্বরূপের দৌলতে, সত্যিকার জীবনের আলোকে বিবেচনার পর কারও পক্ষে রাষ্ট্রকে ভালবাসার কথা নয়। তাই এজন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা, যথা, ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি আমদানি প্রয়োজন আর তখনই এটা কার্যকর হওয়া সম্ভবপর। তাই রহস্যময় উপাদান এড়িয়ে সত্যিকার নাগরিক শিক্ষার পরিকল্পনা সম্ভব হতে পারে না। রহস্যবাদ যে প্রবঞ্চনা — এই সত্য ফরস্টারের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি থেকেই উঁকি দিতে থাকে; সত্য বললে নাগরিকরা রাষ্ট্রকে ঘৃণা করবে, সেজন্য পরিপূরক মিথ্যা উদ্ভাবন দ্বারা সত্যর উপর সুন্দরের প্রলেপ দেয়া দরকার। কিন্তু শাক দিয়ে তো মাছ ঢাকা যায় না।

আমরা কেবল তখনই 'নাগরিক শিক্ষার' কথা বলার পূর্ণ অধিকারী হব যখন দেখব যে এটা হল এক সমন্বিত সমাজ যে তার নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে — যে-সমাজ সমন্বিত মানুষ তৈরিতে সক্ষম।

পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কিছু অতি কৌতূহলোদ্দীপক প্রক্রিয়া অবশ্যই চোখে পড়বে। এখানে প্রগতিশীল বুর্জোয়া শিক্ষাবিদরা ক্রমেই স্পষ্টতরভাবে এই ধারণা উপস্থাপিত করছেন যে, সামাজিক শিক্ষা একান্তই অপরিহার্য। কারণ, পারিবারিক শিক্ষা শিশুকে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে উচ্চ মূল্যায়ন করতে শেখায় আর একজন' সাধারণ নাগরিক, জনগণের এক সদস্য হিসাবে নিজের ব্যক্তিত্বের উপর উচ্চমূল্য আরোপ করলে তার পক্ষে ভাল সৈনিক বা সরকারী কর্মচারি, সমগ্রের সেবক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা ক্রমেই প্রকটতর হয়ে উঠছে, খোদ জীবনই এই লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। প্রখ্যাত চিন্তক পল নাটোর্প (৭) বলেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক সংস্কৃতির বৃত্তে আকৃষ্ট শ্রমিক এবং এমন কি, কৃষকদেরও পরিবারগুলি ভেঙ্গে পড়ছে। মা এখন শিশুশালা ও রান্নাঘরে অনুপস্থিত। সে এখন কাজে যায় — অফিসে, উকিলের কাছে,

সর্টহ্যান্ড-টাইপিস্ট হিসাবে, সাংবাদিক ইত্যাদি হয়ে। সুতরাং ছোট শিক্ষালয়, ছোট রান্নাঘর, ছোট ধোপখানা — এইসব অভিশাপ যা নারীকে সামাজিক জীবনের বাইরে রেখেছে, তা আজ অতীতে বিলীন হচ্ছে। এখন গড়ে উঠবে বিশাল সব ধোপখানা, রান্নাঘর ইত্যাদি। তাই কিন্ডারগার্টেনগুলিও গড়ে উঠবে: শিশুপালনের দায়িত্ব বর্তাবে সামাজিক সংগঠন ও রাষ্ট্রের উপর। মা তার শিশুকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকে তা লুফে নিতে হবে।

এবং তারপর? রাষ্ট্র কি ওর মধ্যেকার ব্যক্তিত্বটা হনন করবে? অবশ্যই, যদি তা শ্রেণী-রাষ্ট্র হয়। রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং স্বেচ্ছাদাসত্ব। একেবারে শিশুকাল থেকেই আনুগত্যবোধ সংক্রমিত করা চাই। শিক্ষক মহোদয়রা এই ধারা অনুসরণ করলে — হুমবোল্ড ও পেস্‌তালৎসি-র (৮) মতো ব্যক্তিতাবাদী শিক্ষাবিদরা প্রতিবাদ জানালে ও বিপদসংকেত দিলে — আমরা মোটেই বিস্মিত হব না। এটা অবশ্য ব্যারাকের বারান্দা — আনুষ্ঠানিক বলিদানের প্রস্তুতিপর্ব।

ব্যক্তিতাবাদীরা বলেন যে, স্কুল কেবল সমন্বিত ব্যক্তি তৈরি করবে এবং এজন্য মানুষের ব্যক্তিত্বের অর্থ অনুধাবনের জন্য তাকে তার অন্তর্নিহিত নিয়মের দিক থেকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এর পক্ষে পরকীয় যাবতীয় অবশ্যই স্কুল থেকে বর্জিত হবে। কোন পুরোহিত বা পুলিস স্কুলের কাছে এলে এটা বলবে: এটা আপনার জায়গা নয়, এখানে অন্তর্নিহিত নিয়মের নির্দেশে শিশুরা বিকশিত হচ্ছে, যা কোন সমাজ সৃষ্টি করতে পারবে না।

কিন্তু দেখা যাক, বুর্জোয়া সমাজে এই বিকশিত, সমন্বিত ব্যক্তিত্বটি কী? আপনারা দেখবেন, সমকালীন সমাজের অভাব ও নির্যাতনের দ্বারা সমাধিসৌধের নিচে এটা নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে যা তাকে এর দাসত্ব থেকে কিছুতেই উপরে উঠার সুযোগ দেবে না, অথবা গরাদে মাথা কুটে মরবে এবং গরীবের সমাজভুক্ত হলে কোন অবস্থায় কিছুই অর্জন করতে পারবে না। আর উচ্চতর শ্রেণী থেকে ব্যক্তিত্বের সমন্বিত বিকাশের কথা ধরলে এখানে ফর্‌স্টার অ্যান্ড কোম্পানি অপেক্ষায় রাখে আর বলে: জানেন, কী ধরনের ব্যক্তিত্ব এখানে রয়েছে? যে বলে ভাল খাওয়া, ভাল ঘুমের জন্য তার সম্পদ প্রয়োজন, সে স্বার্থপর মানুষ। পিতা অর্থ রেখে গেলে সেজন্য লোকটি কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু অর্থ না থাকলে তা অর্জন প্রয়োজন। আর

এই 'সমন্বিত ব্যক্তিত্ব' জীবনের অর্ধেকটাই নিজের জন্য অর্থোপার্জনে খরচা করবে এবং পরে টাক পড়তে শুরু করলে কুপন কাটবে আর পরজীবীর মতো বেঁচে থাকবে। এ হল হীনজন, কেবল নিজের জন্য বেঁচে আছে এমন এক ঘৃণিত মানুষ, এক অপদার্থ, যার কাছ থেকে কেউ কিছু পাবে না। কারণ, সে বাজে এবং স্বার্থপর।

আমরা, সমাজতন্ত্রীরা, সম্পূর্ণ আলাদাভাবে শিক্ষার প্রশ্নটিকে মোকাবিলা করি। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই শিক্ষার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি সম্ভবপর। মানুষের মৌলিক নিয়ম অভিব্যক্ত হওয়ার দরুনই গ্রীক আদর্শ ক্লাসিকাল পদবাচ্য। কিন্তু, মানুষের এই নিয়ম অলীক স্বপ্ন হিসাবেই কেবল গ্রীসে টিকেছিল। ব্যতিক্রমী পরিবেশে অবস্থিত একটি ছোট রাষ্ট্রে এটি অধিকন্তু দাসদের পিঠের উপরই প্রয়োগ করা হত।

সমাজতন্ত্র হল মানুষের জন্য একটি স্বাভাবিক সমাজ। এর প্রধান ও মূল লক্ষ্য — সকল মানুষের সহযোগিতা সকলের মঙ্গলের জন্য — এই সরল প্রত্যয়ে নিহিত।

কিন্তু কথা হল, বাস্তবে এটা কীভাবে সংগঠিত করা যায়। সমস্যাটি বিরাট। কিন্তু, মূল বিষয়টি স্পষ্ট: এখানে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষিত হবে না, সাধারণ লক্ষ্যে সকল শক্তির ঘটবে ঐক্যবন্ধন। তাই, একটি স্বাভাবিক সমাজ গঠিত হবে সুবিধাভোগীদের কল্যাণের বদলে সকলের মঙ্গলের জন্য। আর কেবল তখন থেকেই শিক্ষাদান, অন্তত আশাত্মক সম্ভাবনায়, স্বাভাবিক হতে পারবে। স্বাভাবিক শিক্ষা হল সামাজিক শিক্ষা। সেজন্য শিক্ষার লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে — শিক্ষার ব্যক্তিতাবাদী ও সামাজিক দিকের মধ্যেকার অসঙ্গতি বিদূরিত হয়।

বস্তুত, সমাজতন্ত্র নাগরিক শিক্ষার সমর্থকদের সঙ্গে অভিন্নমত এবং বলে যে, মানুষের সত্তার মধ্যেই নাগরিক গড়তে হবে, বিকাশ ঘটাতে হবে এমন ব্যক্তিত্বের, যাতে সে অন্যদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে, সহমর্মিতা অর্জন করতে পারে, চিন্তায় ও সমবেদনায় অন্যদের সঙ্গে সামাজিকভাবে সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

কিন্তু, এই কাজে আমরা ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু করে দেব — এমন দুর্নাম যেন কেউ আমাদের না দিতে পারে। তারা যদি আমাদের বলে: 'আপনাদের স্কুলে কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রশ্রয় পাবে?' আমরা বলব: 'অবশ্যই।'

যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়: 'আপনারা চান সুবিন্যস্ত অর্কেস্ট্রা, আপনারা সমন্বয়ে সর্বোচ্চ শুদ্ধতার প্রত্যাশী, এমতাবস্থায় কি সঙ্গীতবিশারদের একক বাদ্যযন্ত্র বাদনের সুযোগ থাকবে?' এর উত্তর হবে: 'এর অন্যথা কীভাবে সম্ভব?' একটি অর্কেস্ট্রা বিবিধ শব্দবৈচিত্র্যের, ঐক্যবদ্ধ বহুসুরের পূর্বশর্তাধীন। এটা তো এমন বন্দোবস্ত নয় যে প্রত্যেকে তার অংশ সম্পর্কে কিছুই জানে না, একে অন্যের সুর শুনে বাজানোর চেষ্টা করছে কিংবা অন্যকে নিজের বাজনা অনুসরণ করতে বলছে। এই ধরনের অস্বাভাবিক পাগলাটে অর্কেস্ট্রা তো বুর্জোয়া সমাজ। স্বাভাবিক অর্কেস্ট্রায় সবাই একই জিনিস বাজায় না। এটি একটি সঙ্ঘবদ্ধ দল, যেখানে প্রত্যেক বাদক নিজের যন্ত্রটি বাজায়। একজন কলায়, অন্যজন বিজ্ঞানে, তৃতীয় জন প্রযুক্তি ইত্যাদিতে কাজ করতে পারে। তদুপরি প্রত্যেকের থাকবে সবকিছুতে প্রবেশাধিকার: সঙ্গীতজ্ঞ না হয়েও যেকেউ সঙ্গীত শুনতে আসতে পারে আর সঙ্গীতজ্ঞ উৎসাহী হতে পারে জ্যোতির্বিদ্যার সিদ্ধান্তে, পোশাক তৈরি সম্পর্কে ইত্যাদি। সে এমন কোন বর্বর হবে না যে, জার্মানরা যেমন বলে: 'রেলগাড়ির সামনে দাঁড়ান গরুর মতো' একটি ট্রামগাড়ির দিকে তাকাবে।

সংস্কৃতির এই সমন্বয়ের জন্যই আমরা স্কুল থেকে, এমন কি, কিন্ডারগার্টেন থেকেও, চেষ্টা করছি। আমরা একটিও প্রতিভাকে অবদমন করব না। যখন প্রতিটি সামগ্রীই আমাদের প্রয়োজন তখন আমরা অপব্যয়ী হতে পারি না। আমরা অবশ্যই দেখব — কোন দিকে একজন মানুষের সর্বাধিক সামর্থ্য নিহিত রয়েছে। যদি গণিতে কারও ক্ষমতা থাকে আমরা তাকে লাতিন মুখস্ত করতে বলব না, বা কোন প্রাণবন্ত কল্পনার অধিকারীকে নীরস বীজগণিত বা জ্যামিতিতে ঠেলে দেব না।

খোদ মহত্তম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই সত্যিকার সমাজতান্ত্রিক স্কুলের অংশ হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশুর যতই বিকাশ ঘটে (এটা যেকোন স্কুলে, যেকোন কিন্ডারগার্টেনেই দেখা যায়) ততই স্বল্পতম বয়স থেকে তাকে অন্যজনের সামাজিক আচরণকে সম্মান দেখান, একসঙ্গে খেলাধুলায় সময় কাটানোর পথ খোঁজা সহ সমবেতভাবে শিশুদের কাজ করা শেখান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

স্কুলের থিয়েটার, স্কুলের বাগান বা গবাদি পশু তদারক, গ্রন্থাগার

কিংবা ল্যাবরেটরির দেখাশুনা — শিশুদের একত্রে কাজ করতে শেখায়। তাদের প্রত্যেকে কি এটা বুঝবে না যে, স্কুলের একটি দিক নিয়ে সে তুষ্ট হতে পারে না, অন্যদের কথা না ভেবে কেবল নিজেকে দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করা যায় না?

খেলাধুলা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সহযোগিতা প্রয়োজন। যা-কিছুতে ঐকতান, সমন্বয়ের নীতি কার্যকর — তার সবই সামাজিক শিক্ষা। এইসবই শিশুকে জটিল অথচ সমন্বিত কাঠামোর দিকে আকৃষ্ট করে, যা সত্যিকার সমাজের হওয়া উচিত।

নন্দনতত্ত্ব বলে যে, নানা প্রকারভেদের ঐক্যই সৌন্দর্য। সুতরাং সমাজতন্ত্র হল সৌন্দর্য। সমাজতান্ত্রিক স্কুলও সৌন্দর্য। কারণ, এতে সর্বাধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বাভাবিকভাবে সর্বাধিক ঐক্যের সঙ্গে সমন্বিত।

মিথ্যার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। মানুষের পক্ষে পরকীয় কিছুর সেবায় তার টেনে আনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মতৈক্যে, সমবেদনায়, সাথীদের মধ্যেকার নিবিড় সংযোগে এই সমাজ নিজে থেকেই বিকশিত হবে। কারণ, এটি হল মানুষের পারস্পরিক অবাধ সহযোগিতার সমাজ।

খোদ রাষ্ট্রের ততক্ষণ প্রয়োজন আছে যতক্ষণ তলোয়ার প্রয়োজনীয় থাকবে, যতক্ষণ আমাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ কেউ কেউ আমাদের সমাজতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রক্তে ডুবিয়ে দিয়ে অতীতে ফিরে যেতে চাইবে। ততক্ষণ সংগ্রামের প্রয়োজন থাকবে, ততক্ষণ রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে, ততক্ষণ প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজন ফুরাবে না। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের লড়াইয়ের কালে আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতি আশা করতে পারি না। কিন্তু, এখন আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য লড়ছি। সমাজতান্ত্রিক লড়াইয়ের আদর্শ শিশুদের মধ্যে আমরা লালন করতে চাই না। এটা পরবর্তী পর্যায়ে আপনা থেকেই আসবে। স্বাধীন সমাজের জন্য, মানবমুক্তির জন্য এবং মানুষ যে ভাই-ভাই আর একসূত্রে গাঁথা — সেজন্য পরিপূর্ণ উৎসাহ ও ভালবাসা শিক্ষা দেয়াই যথেষ্ট। শিশুরা একটু বড় হলেই বুঝবে যে, তাদের ও আদর্শের মধ্যে পথরোধী এক প্রাচীর দাঁড়িয়ে এবং স্বকালেই তারা এটা ভেঙ্গে আদর্শের পথমুক্তির এক সংগ্রামী উদ্দীপনা নিজেদের মধ্যেই আবিষ্কার করবে।

আমরা, যাদের জীবন ভাবী প্রজন্মের তুলনায় অনেকটাই নিষ্প্রাণ,

আমরা নিজেরাই এই লোহিত সাগর পেরিয়ে যাব—আমরা বুর্জোয়াদের মিশর থেকে মুক্তিলাভ করছি। আমাদের সন্তান-সন্ততিরা সোনালী সম্ভাবনার এক দেশে জীবন কাটানোর জন্য নিজেদের তৈরি করবে, যা এই লোহিত সাগরের সুদূর তীরে তাদের জন্য অপেক্ষিত আর যা আমরা নিজেরা জয় করেছি।

এবার বাকি থাকল, কে শিক্ষা দেবে — পরিবার না স্কুল — সে-সম্পর্কে আমার বক্তব্য বলা।

বলা প্রয়োজন যে, এই দুটি বিষয়ই ফরাসী বিপ্লবের সময় (এই ইতিহাস পরিক্রমা প্রয়োজন) অতিস্বচ্ছ অবয়বে প্রকটিত হয়েছিল। এটা এই নয় যে, কনদরসেত (৯) তাঁর শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতায় পরিবার সমর্থন করেন; না, সমাজই এখানে বৃহত্তর ভূমিকাসীন। কিন্তু, অল্পবয়সী শিশুকে পারিবারিক পরিবেশে রাখার তিনি খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। স্কুল হল পরিবারেরই আনুষঙ্গিক সংস্থা। রাষ্ট্র স্কুলে ঢুকে পড়ে শেষে তার বিকৃতি ঘটায়, এজন্য তিনি ভীত ছিলেন। স্কুল হল একটি কেন্দ্র, একটি স্থান, যেখানে মানুষ পরিবার থেকেই যায়, আবার পরিবারেই ফিরে আসে। কমিউনিজমের শিক্ষা অনুসারীদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এই সীমানায় কনদরসেত সতর্ক পাহারা বসিয়েছিলেন। এইক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মনতেন (১০) প্রভৃতির ব্যক্তিতাবাদী যুগের সত্যিকার এক প্রতিনিধি।

অন্যতর মহান গণতন্ত্রী লেপেলেতিয়ে (১১) শিশুদের দৈবের উপর ছেড়ে দেয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একটি শিশুর মা হয়ত বুদ্ধিমতী, কিন্তু অন্যটির মা রীতিমত আহাম্মক, একজনের জন্য পরিবার হয়ত স্নেহমমতা ও ভালবাসায় ভরপুর, কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে তা অতীব নিষ্ঠুর। এইসবের ফলে ভবিষ্যতে হয়ত তৈরি হবে মানসিক দিক থেকে পঙ্গু, বিনষ্ট আদুরে সামগ্রী, পরজীবী ও মায়ের আঁচল-ধরা মানুষের দল — যারা চিরকাল অন্যের সাহায্য প্রত্যাশী থাকবে। এটা অসহ্য। রাষ্ট্র সূর্যের মতোই সকলের জন্য সমান আলোদাতা। লেপেলেতিয়ের মতে রাষ্ট্র শিশুদের শিক্ষার পূর্ণদায়িত্ব গ্রহণ করবে।

পরিবার কী, এবার তা ঘনিষ্ঠতরভাবে দেখা যাক।

বুর্জোয়া সমাজে এককভাবে নারীকে দাসত্ববন্দী করেই পরিবার সৃষ্টি হয়েছে। শিলার (১২) চমৎকারভাবে এটা প্রকাশ করেন, যখন তিনি বলেন

যে, নারীর জন্য তার গৃহ হল বিশ্ব আর পুরুষের জন্য বিশ্ব হল তার গৃহ। নারী হেঁসেল ও শিশুশালায় আত্মসমর্পণ করেই পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। পুরুষ পরিবারে আসে বিশ্রামের জন্য আর বেবেল (১৩) যা বলেন — নারী তার ভুরুর কুঞ্চনটা সযত্নে সরিয়ে দিক। পুরুষকে কাজ করতে হয়: সৈনিক হলে সে হত্যার কলাকৌশল চিন্তায় মশগুল থাকে, আর ব্যবসায়ী হলে ভাবে ঠকানোর ফন্দিফিকির।

স্ত্রী শিশুদের নিয়ে সদাব্যস্ত; এটা হল তা-পিপাসু মুরগীর ওই প্রবণতাটি লালনের ফলশ্রুতি, আর অন্যদের শিশুদের সম্পর্কে সে একেবারেই নির্বিকার। অন্যদের সন্তানদের সঙ্গে একবিন্দু দুধ ভাগাভাগি করার প্রশ্ন দেখা দিলেই মুরগীর তা-দেবার ওই প্রবণতাটি ব্যাঘ্রীর হিংস্রতায় পর্যবসিত হয় আর সে ওই শিশুদের যমের দুয়ারে ঠেলে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। এভাবেই পবিত্র মাতৃস্নেহ নামের জিনিসটি — পরার্থবাদিতার মৌল উৎস শেষে নিরেট কূপমণ্ডূকতায় রূপান্তরিত হয়, আর সবচেয়ে মমতাময়ী মায়েরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

মা দরিদ্র হলে তাকে অঢেল কাজ করতে হয়, তার স্নায়ুগুলি বিগড়ে থাকে, সে সন্তানদের মারধর করে। অবশ্য তাদের সে ভালবাসে আর সেইসঙ্গে ঘৃণাও করে। শিশুরা রাস্তায় ছুটে যায় এবং সেখানেই তাদের 'সামাজিক বিদ্যালয়টি' খুঁজে পায় — যা ওদের মন ও চরিত্রের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়। আর ভদ্রমহিলা শ্রেণীর হলে তিনি দান-খয়রাত নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, বলনাচ ও থিয়েটারে যান, শিশুদের জন্য গৃহশিক্ষক রাখার মতো তাঁর যথেষ্টই অর্থবিত্ত থাকে। আর ওই কুখ্যাত গৃহশিক্ষিকাটি শিশুদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, সে নিজেই ভদ্রমহিলা হতে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ফেরে শিক্ষিকাই থাকে, আর ধনীদের সন্তানগুলিকে দেখাশোনা করতে বাধ্য হয়।

এই হল পারিবারিক জীবন। ১০০ জনের ৯৯ জন নারীই আজ পরিবারের সীমানার বাইরে। কালে কালে এদের সংখ্যাই শুধু বেড়েই চলবে।

এই ধরনের পরিস্থিতিকে কি আদর্শ বলা চলে? না, এটা আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারখানার কাজে গরীব নারীর ডাক পড়লে তার সন্তানগুলির কোন পরিবার থাকে না। মধ্যবিত্ত নারী অফিসে কাজ করতে গেলে তার সন্তানরা মাকে হারায়। এভাবেই তখন নারীর চোখ খুলতে

থাকে। সে দেখতে পায় ঘরের সীমানার মধ্যে দুনিয়াটা সীমিত নয়।

আমরা কারও সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছি না। শিশুদের আমরা ছিনিয়ে স্কুলে নিচ্ছি ভেবে একজন মাকেও কেঁদে কেঁদে তার সন্তান সামলাতে হবে না। কিন্তু তাদের কতজন যে আমাদের কাছে ছেলেমেয়ে নিয়ে আসে আর কেঁদেকেটে বলে: 'ওদের নাও, ওদের আমার কোন দরকার নেই।' এদের সংখ্যা অনেক। যারা পরিবারে শিশুদের লেখাপড়া শেখাতে চায়, তাদের সন্তানদের কীভাবে নিয়ে নেওয়া যায় সেটা আমাদের, সমাজতন্ত্রীদের ভাবনা নয়। যাদের কোন পরিবার নেই, তাদের একটা ব্যবস্থার কথাই আমাদের ভাবতে হবে।

এদের ব্যবস্থার জন্য আমরা সেইসব মহিলাকে ডাকব যারা সত্যিকার অর্থে মা হতে **জানে,** যাদের ধোপখানা, কারখানা ইত্যাদিতে যেতে হবে না, যারা কেবল শিক্ষিকা হিসাবেই নিজের রুটিটুকু রোজগার করবে। তারা সর্বক্ষণ শিশুদের কাছে থাকবে। তারা তাদের প্রয়োজনীয় স্নেহটুকু দেবে, দেহ ও মনের খাদ্য যোগাবে। এই কাজের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তারা কলিয়ার মা হবে না, যে মিতিয়াকে ঘৃণা করে। তারা হবে সবার মা, প্রতিটি শিশুর সংস্পর্শে যাদের মাতৃস্নেহ উচ্ছ্রিত হবে। প্রায়শই বহু নারীর মধ্যে এই বিশেষ শিক্ষিকাসুলভ প্রবণতাটি দেখা যায়। কলা, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও আমাদের বিশেষজ্ঞ, নারী-বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। তখন আমাদের থাকবে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সাধারণ ভাণ্ডার, তখন পালেস্ত্রার (১৪) পুনর্জন্ম ঘটবে। কিন্তু এই সংস্কৃতিবান সমাজে কোন দাস থাকবে না; কাজকর্মগুলি মেশিন, মোটরই করবে।

তখন সত্যিসত্যিই সামাজিক বসবাসের জন্য, সমাজের জন্য প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তুলতে পারব আর এর অর্থ হবে — সমন্বিতভাবে বিকশিত ব্যক্তিকে শিক্ষাদানও।

এই হল সামাজিক শিক্ষার সাধারণ আদর্শ আর এটা থেকেই অনুসৃত হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নির্দিষ্ট প্রণালীগুলি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ব্যক্তিতাবাদ সমর্থকদের সেইসব প্রণালীগুলি গ্রহণ করতে পারি যার সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষের নির্দিষ্ট প্রতিভাগুলি বিকশিত করা যায়।

এই দিকে আমরা নাগরিক শিক্ষার সমর্থকদের কাছ থেকেও ‘ঐকতান’ শিক্ষাপ্রণালীর কিছু কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি।

যার মধ্যে দিয়ে পশুর দাঁত উঁকি মারে সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবলীর আদর্শগুলি আর নিয়মানুবর্তী মানুষের, কথান্তরে দাসের আদর্শ — এই দুয়ের মধ্যে বুর্জোয়াদের স্কুল দোলায়িত এবং তার জন্য মুক্তির পথও অবরুদ্ধ। আমাদের কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক নীতি অভিন্ন এককে সমন্বিত। এই সামাজিক আদর্শ মানবজাতির শিক্ষার উপর কী উজ্জ্বল আলোকপাতই না ঘটাবে!

রাশিয়ায় এই বিরাট ধ্বংস সত্ত্বেও, যুদ্ধ আর বিপ্লবী কার্যকলাপের ফলে আমাদের অপার ক্লান্তি সত্ত্বেও, আমরা ওই দিশারী ধ্রুবতারাকে অনুসরণ করে অতি অল্প সময়ে, বিস্ময়কর স্বল্প সময়ে তত্ত্ব থেকে প্রয়োগে উত্তীর্ণ হতে পারব, প্রথমে একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে পরে ব্যাপকভাবে ও শেষে পুরোপুরি স্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলব, যে-সম্পর্কে একজন স্বাভাবিক শিক্ষক বলবেন: এখন আমি যুক্তি ও বিবেকের নির্দেশ মান্য করে চলতে পারি।

# শিক্ষা কী?

এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আমি বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাচিন্তার উপর আরোপিত অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করব...

কিন্তু প্রথমে দেখা যাক, খোদ **শিক্ষা** কী? এর সংজ্ঞার্থ দেয়া মোটেই সহজ নয়।

সাধারণ ধারণা: মাধ্যমিক স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ব্যক্তিমাত্রেই শিক্ষিতপদবাচ্য। কিন্তু ব্যাপারটা আরও গভীরভাবে বিচার করে দেখা উচিত। যে-লোক মাধ্যমিক স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেছে, সে শিক্ষিত এবং একই মানে যে-লোক কোন বিশেষ বিদ্যায়তনে লেখাপড়া করে নি, সে অশিক্ষিত — এমন ধারণা মোটেই শুদ্ধ নয়...

আমাদের ভাষায় **শিক্ষা** শব্দটি (অব্রাজভানিয়ে) জার্মান ভাষায় Bildung শব্দটির মতোই **প্রতিরূপ** বা **আকৃতি** (অব্রাজ) শব্দ থেকে উদ্ভূত। মনে হয়, যখন আমাদের সমাজ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কিছু বর্ণনার প্রয়োজন অনুভব করত তখন তারা বিশেষ ধরনের উপাদানজাত একটি মানুষের প্রতিরূপ বা আকৃতির ছবি মনে মনে নির্মাণ করে নিত। শিক্ষিত ব্যক্তি হল এমন এক মানুষ যেখানে মানুষী আদলই সর্বাধিক প্রকটিত। ধর্মবিশ্বাসীদের ধারণা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে, মানুষ হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও আদলে সৃষ্ট এবং সে ঈশ্বরের অংশী। আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, ধর্মীয় প্রত্যয়গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদাতা, লুডভিগ ফয়েরবাখ যথার্থই বলেছিলেন যে, মানুষ মোটেই ঈশ্বরের আদলে সৃষ্ট নয়, ঈশ্বরই আসলে মানুষের আদলে সৃষ্ট (১)।

আর কীভাবে তা ঘটল — ঈশ্বর মানুষের আদলে সৃষ্ট হলেন?

আপনারা যদি ঘনিষ্ঠতরভাবে গ্রীক দেবদেবীদের দেখেন, যাঁরা অপূর্ব সুন্দর, অমর, বিজ্ঞ, কিংবা খ্রীস্টধর্ম বর্ণিত দেবগণ বা দেবের (ত্রিমূর্তি, ট্রিনিটি) কথা শোনেন, যিনি সর্বমঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বত্রগামী, তাহলে আপনাদের মনে হতে পারে যে, মানুষ তো এমনটি নয়, সে

সর্বশক্তিমান বা সর্বমঙ্গলময় হতে পারে নি। কিন্তু মূল বিষয় হল এই যে, পৌত্তলিকরা নিজ দেবদেবীর মধ্যে এবং খ্রীস্টানরা স্বীয় ঈশ্বরের মধ্যে মানুষেরই **আদর্শ** সৃষ্টি করেছে। মানুষ যখন মনের গহন থেকে নিজের কাঙ্ক্ষিত স্বরূপের স্বপ্ন দেখেছে তখন সে গড়েছে প্রবল শক্তিশালী কোন বীর বা ঈশ্বরের আদর্শ — যে বীর, যে অমর, নিখিল বিশ্ব যার সেবায় নিয়োজিত, যার সর্বোচ্চ বিকাশের সম্ভাবনা অন্তহীন।

মানুষ তা-ই হতে চেয়েছে। মানুষ নিজেই তার আদর্শ ধারণ করে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে মানুষের শরীরের কথাই ধরা যাক। দেহ নিজের মধ্যেই তার আদর্শ বহন করে। মানুষের স্বাভাবিক দেহ কী — এই প্রশ্ন শরীরচর্চার বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আপনাকে একশ' জনের বুক, হৃৎপিন্ড ইত্যাদির মাপজোক নিয়ে গড়পড়তা হিসাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক মাপ বের করতে বলবেন না। না, ওই বিশেষজ্ঞ এটা বলতে পারেন না। তিনি বলবেন, মানুষের দেহকে এভাবে বিকশিত করতে হবে যাতে হৃৎপিন্ড ইত্যাদির ক্ষতি না করে শরীরের পেশীগুলি সম্ভাব্য সর্বাধিক আয়তন পায়। তিনি আপনাকে দেখাতে চাইবেন, শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত না করে কীভাবে প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গকে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকশিত করা যায়। অর্থাৎ, তিনি মানবদেহের সকল প্রত্যঙ্গের **সমন্বিত** সর্বোচ্চ বিকাশের কথা বলবেন: একটি সুস্থ হৃৎপিন্ড, সুস্থ ফুসফুস, সুস্থ পাকস্থলী, সুস্থ পেশী, শক্ত হাড়গোড় — সবকিছু যথাস্থানে, সবকিছু চলৎক্ষম, সবকিছু সুষ্ঠুভাবে রক্তস্নাত। আপনি তৎক্ষণাৎ একটি সুন্দর দেহের ধারণা আঁচ করবেন — একটি সমন্বিত সত্তা, যাকে দেখা আনন্দকর, এবং সে নিজেও বেঁচে থাকার জন্য আনন্দিত। মানুষের শরীরচর্চা তাকে জীবন কর্তৃক অপব্যবহৃত, বংশানুসৃতি দ্বারা বিনষ্ট মানুষী উপকরণগুলিকে — সাম্প্রতিক বিকৃত মানব সম্পদকে — এমন একটি প্রত্যয়ের নিরিখেই বিকশিত করতে শেখাবে। এই হল শরীরচর্চা।

একই প্রশ্ন এবার বুদ্ধিবৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক। কী হতে চাও এই প্রশ্ন কাউকে জিজ্ঞেস করলে সে তার ধর্ম থেকেই উত্তর দেবে: সর্বজ্ঞ হতে চাই, সবকিছু জানতে চাই। কিন্তু সীমিত মানবজীবনে, চিরন্তন পরমায়ু থেকে বহুদূরে দাঁড়িয়ে, এটা অসম্ভব বৈকি। একটি মস্তিষ্কে যাবতীয় বিজ্ঞানের স্থানসঙ্কুলান হবে না। তদুপরি, আমাদের স্বকালীন

সংস্কৃতি এমনভাবে সংগঠিত যে, বিভিন্ন জন এখানে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে, আর এক ও অভিন্ন লোকের পক্ষে অভিন্ন উন্নত মানের চিকিৎসক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও কৃৎকৌশলী হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এমনটি ঘটে না। আমাদের সমাজে প্রতিটি সুনাগরিকেরই নিজস্ব ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে সে নিজেকে নিখুঁত করে, যার নাড়িনক্ষত্র সে অবহিত, যেখানে সে অভ্যস্ত—সেজন্য সে কাজটা ভালই জানে। শিক্ষিত **মানুষ** তাহলে কি **সাধারণভাবে** অপচয়িত হবে? সে কি কখনই সর্বজ্ঞ হবে না? অর্থাৎ, কারও পক্ষে ইঞ্জিনিয়ার, অন্যের পক্ষে কৃষিবিদ, তৃতীয়ের দর্জি হওয়া আর প্রত্যেকের কেবল নিজের পেশাটুকু জানাই কি এদের নিয়তি, যেভাবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের, বিভিন্ন উদ্দেশ্যমুখী ও পৃথক সত্তা বিধায় আমাদের সজীব দেহে হৃৎপিণ্ডের কোষের সঙ্গে মস্তিষ্ককোষের মিলন ঘটান যায় না?

না, অবশ্যই না। মানবসমাজ শ্রমবিভাগের দিকে এগিয়ে চলেছে। সত্যিকার মানবিক, একটি প্রকৃষ্ট সমাজ সম্ভাব্য বৃহত্তম বৈষয়িক সম্পদ ও জ্ঞান, এই উভয় সাধারণ পুঁজি সংগ্রহের জন্য শ্রমবিভাগের পথবর্তী হয়। কিন্তু কেউ যদি জ্ঞানের এই **সাধারণ** ভাণ্ডার সম্পর্কে, কী চিকিৎসা উদ্ভাবিত হচ্ছে সেসম্পর্কে, সমাজবিদ্যা, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা সেসম্পর্কে, আর রাসায়নিক বা যান্ত্রিক দক্ষতা, জীববিদ্যা, শিক্ষাতত্ত্বের অর্থ সম্পর্কে সচেতন না থাকে, প্রত্যেকেই যদি **কেবল** নিজের কাজটুকুই জানে, অন্যান্য ক্ষেত্রের সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি তার কাছে অজ্ঞাত থাকে, তাহলে আমাদের সংস্কৃতি অবশ্যই খণ্ড-ছিন্ন হয়ে পড়বে।

যে-লোক সাধারণভাবে, সংক্ষেপে **এইসব** জানার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে নিজের বিষয়টুকুও নিখুঁতভাবে জানে এবং অবশিষ্ট সম্পর্কে বলতে পারে 'মানবিক কিছুই আমার কাছে পরকীয় নয়'—সে হল শিক্ষিতপদবাচ্য। যে-লোক প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, আইনবিদ্যা ও ইতিহাস প্রভৃতির মৌলিক বিষয় ও সিদ্ধান্তগুলি জানে সে-ই তো সত্যিকার শিক্ষিত মানুষ। সেই যথার্থভাবে সর্বজ্ঞতার আদর্শের দিকে এগিয়ে চলেছে। সে অবশ্যই পল্লবগ্রাহী হবে না। তার অবশ্যই **নিজস্ব** বিশেষ ক্ষেত্র, **তার** কাজ থাকতে হবে। কিন্তু, এইসঙ্গে সবকিছু সম্পর্কেই সে কৌতূহলী থাকবে, জ্ঞানের ক্ষেত্রান্তরে প্রবেশ করবে। এমন মানুষই তাকে বেষ্টনকারী ঐকতানের পুরোটা শুনতে পায়, এর সবগুলি শব্দই তার শ্রুতিগোচর হয়, এই

সবগুলিই একটি ঐকতানে মিশে যায়—যাকে আমরা বলি সংস্কৃতি। আর এইসঙ্গে সে নিজেও এতে একটি যন্ত্রের বাদক, সে বাজায় ভালই, সাধারণ ভাণ্ডারে উল্লেখ্য অবদানও রাখে এবং এই সাধারণ সম্পদ পুরোপুরি, সামগ্রিকভাবে তার চেতনায়, তার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়।

এই তো বুদ্ধিজীবী হিসাবে বিকশিত একজন মানুষ, একজন **শিক্ষিত** মানুষ।

এবার শিল্পগত, নান্দনিক শিক্ষার কথা বলি। ডাক্তার ও আইনজ্ঞদের সম্পর্কে আমার বক্তব্যটি শিল্পীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিভা থাকলেই আপনি একজন শিল্পী, একজন বিশেষজ্ঞ হতে পারেন। কিন্তু ধিক্ আপনাকে, যদি শিল্পী হিসাবে আপনি বলেন: 'আমি সঙ্গীতের কিছুই বুঝি না, এর গুরুত্ব আমি মানি না, আমার কাজ হল ছবি আঁকা।' আর একইভাবে আপনি ধিক্কৃত হবেন যদি বলেন: 'জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আমার কী কাজ, আমি এখনো বিশ্বাস করি যে, সূর্য পৃথিবীকে ঘিরেই ঘুরছে।'

কারও নির্বোধ হওয়া উচিত নয়। যাবতীয় বিজ্ঞান ও কালার মূল বিষয়গুলি সকলেরই জানা উচিত। মুচি কিংবা রসায়নের অধ্যাপক — আপনি যাই হোন—কলাবিদ্যার একটিও বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে অবশ্যই আপনি হবেন একচক্ষুহীন বা কালার মতো এক মারাত্মক পঙ্গু মানুষ। কেননা মানুষের শিক্ষা স্পষ্টতই এর উপর নির্ভরশীল: যা-কিছুতে মানুষ ইতিহাস ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করে—এইসব কর্মে প্রতিফলিত মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, স্বস্তিকর বা জীবনে শুধু আনন্দদায়ী যা-কিছু—তার সবই প্রত্যেকটি মানুষের আওতাধীন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু, এইসঙ্গে তার নিজস্ব বিশেষ একটা বৃত্তি থাকাও জরুরি বটে। আর কেবল একটাই কেন! এমন বিরাট প্রতিভাবান মানুষ আছেন যাঁরা একাধিক ক্ষেত্রেও পারঙ্গম। যেমন আমাদের অন্যতম সেরা সঙ্গীতস্রষ্টা বরোদিন(২)। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ। এমনটি ঘটে থাকে। এগুলি মানুষের পক্ষে আনন্দসংবাদ। কিন্তু লক্ষণীয়, বিশেষীকরণ যেন সাধারণ শিক্ষাকে এবং সাধারণ শিক্ষা যেন মানুষের বিশেষীভবনকে বিনষ্ট না করে। কারণ, শেষোক্ত ক্ষেত্রে পল্লবগ্রাহিতা জন্মায় এবং তা খুবই ক্ষতিকর।

পল্লবগ্রাহী—যে-লোক আরামের জন্যই সবকিছু করে, যে-লোক ফুলগুলি তুলে নেয়, ননীটুকুই শুধু চেখে খায়, এমন মানুষ তৈরি করা

উচিত নয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন একটি ক্ষেত্রে মানুষ নিজে স্রষ্টা হবে, এখানে কাজের মধ্যে সে নিজেকে নিমগ্ন রাখবে, সে নিজের ক্ষমতা বিস্তৃত করে হৃৎশোণিতে, মস্তিষ্করসে সৃষ্টির মাধ্যমে মানবজাতির জন্য সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্ভাবন করবে। এটা কারও মধ্যে না থাকলে, সে কেবল পল্লবগ্রাহী হলে, তাকে কিছুতেই শিক্ষিত বলা যাবে না।

এবার নীতিশাস্ত্রের কথায়, নৈতিকতার প্রসঙ্গে আসা যাক। এমন কি, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, কৃৎকৌশল ও শিল্পগত উন্নয়ন সম্পর্কে কথা বলার সময় নিজেদের জিজ্ঞেস করা উচিত: বলা হচ্ছে যে, সারা মানবজাতি প্রতিটি মানুষের সেবা করবে, যা-কিছু খনিতে, ক্ষেতে, বাগানে, কলকারখানায়, শিল্পীদের স্টুডিওতে, রঙ্গমঞ্চে, আকাদমিতে, বিশ্ববিদ্যালয় ও ল্যাবরেটরিতে উৎপন্ন হবে — তার সবকিছুই প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পেঁছবে। আমরা প্রত্যেকেই আস্তিন গুটিয়ে নিজের জায়গায়, ধরা যাক, আটঘণ্টা কাজ করব, তারপর মানবসংস্কৃতির মঞ্জিলে যাব এবং সেখানে কেবল নিজের নয়, সারা সমাজের কাজের আনন্দভোগ করব। কিন্তু, এটা কি বুর্জোয়া সমাজে ঘটে? না, তথাকথিত 'সাধারণ মানুষের' বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ, শ্রমের মূল ভারবাহী অংশ, এই সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, এটি ব্যবহারে পুরোপুরি অসমর্থ।

তদুপরি, আমরা দেখি, প্রায় সর্বত্রই বিশেষীকরণকে এতদূর অবধি পেঁছন হয়েছে যে, এতে মানুষের ভাবমূর্তির বিকৃতি ঘটছে। তারা নিজেদের বিশেষ ক্ষেত্রে এতদূর অবধি এগিয়ে গেছে যে, জার্মানির মতো অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল দেশেও বিশেষীকরণ সত্যিকার মানুষকে পঙ্গু করে ফেলে। আর এইসঙ্গে একদল পরজীবী আলস্যে দিন কাটাচ্ছে, এককভাবে আত্মভোগের মধ্য দিয়ে মানুষের ভাবমূর্তি বিকৃত করছে। তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, ফলত নিজ সত্তার সৃষ্টিশক্তির অবক্ষয় ঘটায়। এরা সেইসব পরজীবীকল্প, যারা ক্রমান্বয়ে দুটি পা ও পাখা হারিয়ে অন্য প্রাণী দ্বারা পোষিত একটি ঝুলিসর্বস্ব পতঙ্গ হয়ে ওঠে। এটা হল সর্বাধিক বিকৃতি এবং চমৎকার শৈল্পিক সজ্জা আরোপিত হলেও এর বিকৃতি, কুশ্রীতা অনাবৃতই থাকে। এটা সমগ্র জীবনকেই ব্যাধিগ্রস্ত করে। আর এজন্যই আমাদের স্বকালের সংস্কৃতির বস্তুত পুরো পরিসরে সত্যিকার শিক্ষিত একটি মানুষও দেখা যায় না।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষ ঈশ্বরের ভাবমূর্তির নিরিখে স্বীয় আদর্শ গ্রহণকালে বলেছিল যে, ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময়, তাঁর ভালবাসা অসীম, সকল মানুষ তাঁর ভালবাসার পাত্র। সকল মানুষ? না, এমন কথা বলা চলে না...

নিউ টেস্টামেন্ট যখন বলে: 'স্বর্গবাসী তোমার পিতার মতো নিখুঁত হও', তখন স্বর্গবাসী পিতা কী বলেন শুনুন: 'প্রতিহিংসা হল আমার, আমিই তা শোধ করব।' এতে তাঁর শুদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কেননা, শেষবিচারের দিন তিনিই মানুষের বিচারক হবেন এবং অননুতপ্ত পাপীকে মানুষের সাধ্যাতীত শাস্তি দেবেন, নরকের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সুতরাং, ঈশ্বর হলেন মানুষের কল্পনায় পরম প্রেম ও প্রচণ্ড ক্রোধের আকর। ভালবাসা তার সর্বোচ্চ রূপে কেবল তখনই জয়ী হতে পারে যখন ক্রোধের আর কোনই হেতু থাকবে না, যখন কুশ্রীতা, হিংসার অবসান ঘটবে। কিন্তু, তার পূর্বাবধি, যতক্ষণ এগুলি থাকবে, ততক্ষণ এগুলিকে নির্মূল করতে হবে। তাই বিজয়ী মানুষকে যখন একদিন আর লড়াই করতে হবে না, তখন সে হয়ত শুদ্ধ আনন্দময় সত্তা—'বিজয়ের জ্যোতিতে দীপ্তমুখ'(৩) হয়ে উঠবে। কিন্তু বিজয়ের পূর্বাবধি আমাদের সংস্কৃতিনাশী শত্রু, সেই দৈত্যের প্রতি শরনিক্ষেপ অব্যাহত রাখব। ততদিন পর্যন্ত মানুষকে লড়ুয়ে থাকতে হবে। কীজন্য? মানুষের ভাবমূর্তির জন্য, এটা নির্মাণের জন্য, এর নির্মাতারূপী শিক্ষার জন্য।

বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল শিক্ষাবিপ্লব এবং তা স্কুলের ভিতর ও বাহির উভয়তই। এই বিপ্লব হল মানুষের শিক্ষার বিপ্লব, মহান ভালবাসার বিপ্লব এবং তা কেবল আজকের বিকলাঙ্গ, পঙ্গু আর সেজন্য যারা অশিক্ষিত তাদের জন্যই নয়, আমাদের পুত্রকন্যা ও পৌত্রপৌত্রীদের জন্যও, যাদের এজন্য ভালবাসি যে, তাদের মধ্যে আমরা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত সেই মানুষটিকে দেখি, দুর্ভাগ্যবশত আমরা যা হতে পারি নি। একটি সুন্দর মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে না পারার এই ব্যর্থতা মানুষের মধ্যে আদর্শের জন্য একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগায় এবং মানুষের সেই আদর্শে পৌঁছনোর পথে বিদ্যমান যাবতীয় প্রতিবন্ধের বিরুদ্ধে তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লব হল মানুষের বিদ্রোহ, যে মানুষ নিজেকে পৃথক ব্যক্তিবিশেষের বদলে পুরো সমাজের সঙ্গে গঠিত বা শিক্ষিত করে তোলে।

কারণ, যথার্থ সমাজসৃষ্টি ব্যতিরেকে ব্যক্তির পক্ষে নৈতিক শিক্ষালাভও একেবারেই অসম্ভব।

যথার্থ সমাজে, যেখানে মানুষ অন্য কাউকে শ্রমদানের জন্য কাজ করে না, যেখানে সে কাজ করে সাধারণ পুঁজির, সাধারণের মন্দিরের জন্য, যেখানে সে নিজেই বসবাস করে, যেখানে বসে সে নিজে মহৎ ও সুন্দরের কাছে প্রার্থনা জানায়—কেবল সেই সমাজেই সত্যিকার শিক্ষিত মানুষের উদ্ভব সম্ভবপর, কেবল সেখানেই সে তার হৃদয় খুলতে পারে এবং মানুষ সর্বদাই নিঃসঙ্গ আর এমন কি প্রিয়তম বন্ধুও আসলে মায়া মাত্র — মোপাসাঁর এই প্রত্যয়টি অস্বীকার করতে পারে (৪)। সামাজিক পরিস্থিতির, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ত্রুটিই মানুষের মনে পারস্পরিক অবিশ্বাসের এই বীজ বুনেছে। এটাকে গলিয়ে ফেলতে হবে আর ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে, ভালবাসা ও পারস্পরিক সাহায্যের পরিবেশে একটি হৃদয়কে অন্য হৃদয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হতে হবে। এবং অন্যায় নামক দানব মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার খোদ সেই ভালবাসার দৌলতে মানুষ প্রবল ঘৃণা বোধ করবে। পৃথিবীর মুখ থেকে একে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

অতএব শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে এবার তা স্পষ্ট হল। এটি আজকের সমাজ কর্তৃক পঙ্গুকৃত মানুষের মধ্য থেকে এমন মানুষ সৃষ্টি করবে, যে হবে শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী, বর্তমানের অবদমিত অনুদ্ভিন্ন প্রত্যঙ্গগুলির অস্তিত্বজনিত যাবতীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম। সে প্রতিটি প্রত্যঙ্গের সমন্বিত বিকাশ ঘটাবে, যাতে একটি অন্যটির জন্য বাধা না হয়ে ওঠে। আর সমগ্র সমাজও এমনভাবে তার যাবতীয় প্রত্যঙ্গগুলিকে বিকশিত করবে, যাতে সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত দেখা না দেয়। একজন শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যেমন প্রতিটি কোষ সকল কোষের কল্যাণের জন্য বেঁচে থাকে, কাজ করে, সবকিছু সুখের অনুভূতিতে সংমিশ্রিত হয়, তেমনি সমাজেও সবকিছুরই একটা সাধারণ লক্ষ্য থাকা উচিত, এবং স্বতন্ত্র প্রতিটি মানুষের সর্বোচ্চ সৃজনশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত যাতে সবকিছুই একটি সাধারণ সমন্বয়ে পৌঁছয়।

আর এই সমন্বয় — যাকে আমরা বলি সংস্কৃতি — তাই তো শিক্ষা। স্কুলগুলিকে এই শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু কীভাবে কাজটা তাদের পক্ষে সম্ভবপর? এগুলি কি কোন মানুষকে এই রকম, একটি পূর্ণাঙ্গ

শিক্ষা দিতে পারে? না, বছরের হিসাবে এটা অর্জন করা যায় না। এই ধরনের শিক্ষাপ্রক্রিয়া মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অব্যাহত থাকে। মানুষ আমৃত্যু শিক্ষালাভ করে। জীবনের এমন কোন পর্যায় নেই যখন শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। জীবনের বিশেষ গড়নই শিক্ষাগ্রহণকে অপরিহার্য করে তোলে। আর এটা প্রত্যেকটি কলা, প্রত্যেকটি বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে বিকশিত হচ্ছে বলেই নয়। আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবন প্রতি মাসে নতুন কাজের উপচার উপস্থাপিত করে আর নতুন কিছুর সঙ্গে আমাদের খাপ খাওয়াতে বাধ্য করে বলেও এটি ঘটে। জনৈক প্রখ্যাত জাপানী শিল্পী বলেছিলেন যে, কেবল সত্তর বছরে পৌঁছনোর পরই তিনি নকশা-আঁকিয়ের সত্যিকার পরিচয় উপলব্ধি করেন, কেবল সত্তর বছরে পড়েই তিনি নিজের সত্যিকার শিল্পী-পরিচয় আবিষ্কার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন সত্যিকার মহান এক শিল্পী, ইতিপূর্বে যিনি অনেকগুলি চমৎকার কাজ করেছেন, শেষে সত্তর বছরে পেন্সিল দিয়ে যথার্থই জাদু সৃষ্টি করলেন এবং বস্তুত সর্বকালের সেরা নকশা-আঁকিয়ের স্বীকৃতি পেলেন (৫)।

সর্বক্ষণ শিক্ষাগ্রহণই শুধু নয়, এইসঙ্গে অনুক্ষণ সতর্ক, নমনীয় থাকা, নতুন প্রভাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকাও প্রয়োজন। শিক্ষা বলতে যদি বাইশ বছর বয়সেই চিরকালের মতো চূড়ান্তভাবে ছাঁচে-ঢালাই হওয়া বোঝায়, তাহলে তো সর্বনাশ! না, তাকে অবিরাম নতুনের সঙ্গে খাপ খেতে হবে, প্রতিটি নতুন শব্দে তাকে সাড়া দিতে হবে, প্রতিটি নতুন আভা, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবন পরখে তাকে সমর্থ হতে হবে।

আপনারা এই ধরনের বুড়োদের কথা জানেন যারা কোনকিছু যতই নতুন, যতই সুন্দর হোক তবু বলবে: 'না, আমাদের সময়ের সবকিছু আরও ভাল ছিল, লোকজন অন্য রকম ছিল, তোমরা বীরদের মতো নয়।' এইসব আসলে তেমন মারাত্মক কিছু নয়। নিজে যে-সময়টাতে তৈরি হয়েছে তার আদলেই আটকে থাকা আর কি!

শিশু হয়ে থাকাটা এক বড় কৌশল। তবে জীবনই এটা শিক্ষা দেয়। প্রায় প্রত্যেকেরই শিশু হওয়ার সামর্থ্য আছে, কেবল তার শিশুসুলভ আনন্দটুকু নষ্ট না করলেই হল। জীবনভোগের এই ক্ষমতা, প্রতিভার এই লক্ষণটি প্রহত করবেন না, ধ্বংস করবেন না। পরবর্তীকালে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও শেষে বার্ধক্যে পৌঁছে বেঁচে থাকার ওই কৌশলটি হল

শ্রেষ্ঠতম শিল্প। হ্যাঁ, চমৎকার এক বুড়ো হওয়াটা অন্যতম সেরা শিল্প বৈকি। আর সম্ভবত এই পর্যায়েই মানুষের পূর্ণতর প্রকাশ ঘটে — এইসব বিজ্ঞ বয়স্করা যাবতীয় নতুনের প্রতি উন্মুক্তহৃদয়, নতুন প্রজন্ম যাদের কাছে সম্বর্ধিত, যারা তাদের কাছে নিজের অভিজ্ঞতা হস্তান্তর করে, যারা বলতে পারে তাদের জীবন ছিল ভালবাসার আলোকস্নাত। তারপর জীবন এক প্রশান্ত, মহিম স্তরে পৌঁছয় যখন দীর্ঘায়ু মানুষ নিজেকে পরলোকের ভাবনায় ব্যস্ত রাখে না এবং এই ভেবে শান্তিতে চোখ বোজে যে তার যাবতীয় কৃতকর্ম ভাবী প্রজন্মের হাতে ন্যস্ত হয়েছে...

এই সবই শিক্ষা করা প্রয়োজন। যে-লোক সবেমাত্র নিজেকে তরুণ ভাবতে শুরু করেছে, যখন সে অন্য সময়ের বাসিন্দা, আর সে যদি অন্যদের কথিত দুর্ভাগ্য ও ভীতিকর হিসাবে চিহ্নিত অবস্থাগুলির মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়, তাহলে পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠবে। সর্বদাই আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা কেবল স্কুলের বিষয় নয়।

স্কুল থেকে শুধু শিক্ষার চাবিটুকুই পাওয়া যায়। স্কুল মানুষকে দেবে কর্মশিক্ষা, দুনিয়ার যাবতীয় রহস্য মোকাবিলার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতির বনিয়াদ, এভাবে আসবে প্রথম গতিবেগ, তারপর জীবন সামনের পথে নিরন্তর এগবে, এবং এই পথ কী হবে তা আগে থেকে কারও জানা নেই।

পুরো জীবনটাই তো বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা! সারা জীবনই একজন মানুষের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। কারণ, আদর্শ হল দূরস্থ এবং সেখানে না পৌঁছন অবধি মুহূর্তও স্থির থাকার অবকাশ নেই। একটি মুহূর্ত অপব্যয়ের অর্থ সেটা আপন জীবন থেকে চুরি করার নামান্তর। অবশ্য ঘুম প্রয়োজন। বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু ঘুম ও বিশ্রাম ততটাই প্রয়োজন যাতে অর্জিত নতুন শক্তির দৌলতে পরে হারান সময়ের ক্ষতিপূরণ করা যায়। একটি প্রবচন হল: 'যে ঘুমায় সে পাপ করে না।' না, যে-লোক অতিরিক্ত ঘুমায় সে মারাত্মক পাপ করে, সে সময় হারায়, সময় নষ্ট করে। সময় নষ্টকারী তো আসলে আত্মহত্যাকারীই। সে নিজের মানুষী ভাবমূর্তিকেই হত্যা করে, সমাজকে হত্যা করে, সত্যিকার মানবতার খোদ আদর্শকেই হত্যা করে। যখন কোন-না-কোন কেরানিদল একত্র হয়ে বলে: 'আস, সময় **কাটানোর** জন্য এক হাত খেলা যাক', তখন তারা তো আসলে নিজেদের কার্যকলাপকেই নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে; তারা চারজন

হত্যাকারী, তারা আত্মহত্যাকারী, তারা পরস্পরকে হত্যায় নিযুক্ত, তারা সমাজের প্রয়োজনীয় সময়টুকুকে হত্যা করছে। তাদের জীবনবোধ এতটা অগভীর ও দরিদ্র যে কেবল এখানে, এই সবুজ টেবিলেই শুল্কবিভাগের কোন কেরানি কিংবা নথিরক্ষক নিজের কিছুটা ভাগ্য ফেরানোর সম্ভাবনা আঁচ করতে পারে, 'বড় একটা ফায়দা লুটের' সম্ভাবনা দেখে — এটাই তার জন্য এক বিরাট মওকা, তার জীবনে আর কোন ঘটনা নেই।

শিক্ষালাভেচ্ছুর পক্ষে সময় নষ্ট খুবই অনুচিত। তার কাছে যাবতীয় ঘটনা, অতি তুচ্ছ ব্যাপারও প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয় আর এগুলির উত্তর খোঁজার জন্য তাকে বই খুঁড়তে হবে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে এবং অতঃপর নিজের উদ্ভাবন পুরোপুরি আত্তীকরণ করতে হবে। 'আত্তীকরণ' অর্থ কী? কোন কিছুকে নিজের মধ্যে আত্তীভূত করা, নিজের সম্পদের অন্যতম উপাদানে পর্যবসিত করা। যা আত্তীভূত করা যায়, নিজস্ব করা যায় তাই তো মানুষের সম্পদ।

কিছু কিছু অপেশাদারের নিজস্ব ছবি-সংগ্রহ ও রঙ্গমঞ্চ থাকে। কিন্তু তারা সেগুলির কোনটাই **আত্তীকরণ** করে না এবং সেজন্য তারা এগুলির মালিক নয়। এগুলির মালিক হল সেইসব কপর্দকশূন্য শিল্পীরা যারা এই গ্যালারিতে এসে পূর্ণ উপলব্ধি সহ এগুলির প্রশংসা করতে পারে। যে-লোক এজন্য হাজার হাজার রুবল ব্যয় করেছে, কিন্তু এই ছবিগুলিকে 'আত্তীকরণের' জন্য, নিজের আনন্দের উৎস বানানোর জন্য কিছুই করে নি, তার তুলনায় এগুলির মালিকানার অধিকার ওই শিল্পীদের অবশ্যই হাজার গুণ বেশি।

স্কুলগুলি মানুষকে উপকরণাদি 'আত্তীকরণের' সুযোগ দেয়।

বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা কী? এখান থেকে আপনারা কী সংগ্রহ করেছেন? স্কুলের বাইরে শিক্ষাদানের জন্য, শিক্ষালাভের জন্যই আপনারা এখানে সমবেত। বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা হল সংস্কৃতিকেন্দ্রগুলির সৃষ্টির কাজ ও সদ্ব্যবহার, যা জীবনটাকে কেবল কালক্ষয়ে, একটি সরল প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হওয়ার বদলে অর্থবহ করে তোলে। এই হল বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার সারমর্ম তথা লক্ষ্য: জাদুঘর, গ্রন্থাগার, রঙ্গমঞ্চ, গণ-বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাক্রম, ব্যায়ামসমিতি ইত্যাদি। জনগণের জন্য এগুলি সুগম করে তুলুন। এগুলিতে জনগণকে টেনে নিন যাতে তারা শিক্ষালাভ করে। তাদের

শিক্ষার ধরন শেখান, যাতে তারা মনপ্রাণ, তাদের মূল্যবান যাবতীয় কিছু সাধারণের ভাণ্ডারে সঁপে দিতে পারে।

এখানে রাশিয়ায় কাজটি সবিশেষ নিবিড় তাৎপর্য লাভ করেছে। 'জীবন হল প্রাত্যহিক কাজকর্মের সমুদ্রবিশেষ, এজন্য সাঁতার জানা চাই এবং সচ্ছলতর জীবনের জন্য দূরের, সম্ভাবনার দেশে পৌঁছন চাই' — এটা বলা এক কথা। আর 'মানুষ ডুবছে, ওদের বাঁচানোর জন্য আমাদের সাঁতার শেখা উচিত' — সেটা বলা আরেক কথা। এখানে রাশিয়ায় সত্যিকার কোন স্কুল ছিল না, কেউ সত্যিকার কোন স্কুলে লেখাপড়া শেখে নি। আমাদের স্কুলগুলি মানুষকে পঙ্গু করে ফেলে, তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আংশিক তথ্যাদি দেয়, যা পরক্ষণেই আর মনে থাকে না। এই ধরনের কত মানুষ যে আছে, যারা চোখ বুজে চলে, কিন্তু নিজেদের অন্ধত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়, তাদের কেবল চোখ মেলে তাকান প্রয়োজন আর তখনই তারা দেখবে আকাশ, সূর্য, পৃথিবী! যে-জনগণ ছিল ভিতঘরের অন্ধকারে বন্দী, যারা ছিল ছুঁচোর গর্তবাসী, যাদের কখনই ডানা মেলার সুযোগ দেয়া হয় নি, তারা যাতে নিজের বিজয়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে সেজন্য আমাদের কাছে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা হল অনেকগুলি শিক্ষণীয় বিষয়, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প, মূল্যধর বিষয়গুলি প্রচারের একটি বিশাল যন্ত্র, জনগণকে সংস্কৃতির আলোদানের এক বৃহৎ হাতিয়ার।

রাজনৈতিক বিজয় অর্জিত হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে জনগণ উৎপাদনের যাবতীয় কেন্দ্রগুলি তার শক্তিশালী হাতের মুঠোয় নিতে শুরু করেছে। কিন্তু জ্ঞান ব্যতিরেকে কীভাবে সে শাসন করবে, নিজের অর্থনীতি চালাবে? স্কুলেই তার জ্ঞানার্জনের কথা। কিন্তু, 'এতো শামুক চলছে, এক সময় ওখানে পৌঁছবে' এমন অবস্থা। এখনই জ্ঞান দেয়া দরকার আর কেবল বর্ধমান প্রজন্মকে নয়, যাদের মধ্য থেকে আমাদের আশানুযায়ী জন্মাবে নতুন মানুষ, জ্ঞান দিতে হবে সম্প্রতি জয়ী হয়েছে এমন প্রতেকটি মানুষকে। তাদের সমাজ বদলানোর সুযোগ দিন, তাদের জ্ঞানের আলো দিন!

আত্মিক ক্ষুধার, সাংস্কৃতিক ব্যাপারে জনগণের অপুষ্টির তুলনায় শারীরিক ক্ষুধাটা অনেক কম ক্ষতিকর। জনগণ কত যে ভুল করছে, কত যে বদলোককে এগুতে সাহায্য করছে, যারা নিজেদের কুশ্রী প্রতারণার

মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষকের ভাবাদর্শের উপর কলঙ্ক লেপন করে! কিন্তু জনগণের যদি শিক্ষা না থাকে, যারা এগিয়ে আসে তাদেরই যদি তারা আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হয়, তাহলে কী করা যাবে? রাজনৈতিক কুসংস্কারের বশে গোড়ার দিকে বুদ্ধিজীবীরা তাদের রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতে লিপ্ত হলে সে আর কী করবে? প্রতি পদেই ভুল হচ্ছে। কিন্তু জনগণের আত্মবিশ্বাস অটুট রয়েছে। সে যে জয়ী **হয়েছে** এতে তার বিশ্বাস অনড়, ঐকান্তিক। তার জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা প্রবল। তদুপরি প্রাচীন সংস্কৃতির প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলার পর সে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নতুন প্রাসাদের ভিত্তি গড়ছে।

কী ভেঙ্গে ফেলা উচিত, কীভাবে ভাঙ্গা উচিত সেটা জানার জন্য এবং নতুন প্রাসাদের নির্ভুল ভিত্তি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন প্রভূত জ্ঞানের। আমরা এজন্য ভীত যে অন্ধত্বাক্রান্ত জনগণ নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, রাজনৈতিকভাবে মালিক হওয়া সত্ত্বেও হয়ত শেষপর্যন্ত জার ও অভিজাত গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া অন্যায়গুলি থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হবে। সেজন্যই ব্যাপারটা এই মুহূর্তে এতটা জরুরি হয়ে উঠেছে।

যথাসময়ে স্কুলের যাবতীয় কাজকর্মগুলি সম্পাদন করাই আপনাদের কাজ। অর্থাৎ, সাধারণ সাক্ষরতা দান আর এইসঙ্গে সর্বক্ষণ মনে রাখা যে, এটা কখনই আদর্শ নয়, অথবা কাউকে এক-আধটা পেশা শেখানও নয়, মানবতার জন্য তাকে সংগ্রামী হিসাবে গড়ে তোলাটাই হল আসল কথা। পৃথিবীর স্বরূপ, তার উৎপত্তির ধরন, পুঁজিবাদ থেকে বর্তমানের এই ক্রান্তি উদ্ভবের প্রকৃতি আর আমাদের বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে এর সম্পর্কের পারম্পর্য জানা, এই দুনিয়ায় আমার — ইভান বা স্তেপানের সঠিক অবস্থান জানা, নিজের কর্তব্য জানতে পারলেই শুধু ওই ধরনের মানুষ হওয়া যায়। দুনিয়ায় সংঘটিত মহত্তম বিপ্লবের এই কালপর্বে জনগণকে কর্তব্য সম্পাদনের সামর্থ্যটুকু দিন!

বন্ধুগণ, ঠিক এজন্যই আমাদের শ্রমিক-কৃষক সরকার বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার উপর সর্বাগ্রে এতটা ব্যাপক গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে। আর সেজন্যই সম্ভবত এতে কোন সম্পদ বিনিয়োগই যথেষ্ট নয়, আর তাই

শ্রমিক-কৃষক সরকার বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার আদর্শকে সাহায্য দিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

আমাদের যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক থাকলে, এমন কি, এখনই আমরা সারা রাশিয়াকে গণ-বিশ্ববিদ্যালয় (৬) দিয়ে ভরে দিতে পারতাম। কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়। কারণ এই পথে আলোবহনক্ষম মানুষের সংখ্যা বেশি নয়। প্রথমে আমাদের প্রভাষকদের শিক্ষিত করতে হবে, সম্ভাব্য নেতাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আর এটাই হবে সর্বাগ্রগণ্য কাজ। সম্ভবত, এতে আমাদের লেগে যাওয়া উচিত। ইতিমধ্যে জনগণের জন্য সরাসরি যেটুকু সামান্য কাজ করা সম্ভব তাতেই আমাদের তুষ্ট থাকতে হবে।

তা সত্ত্বেও আমি অবশ্যই বলব যে, বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা ব্যাপক জনগণকে নতুন স্তরে উত্তরণের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হলেও এইসঙ্গে এটা যন্ত্র হিসাবে শিক্ষিতমন্যদের রূপান্তর ঘটানোর পক্ষেও কম কার্যকর নয়। আমরা শিক্ষিতদের এক্ষেত্রে কাজ করাব, এমন কি যারা এতে শরিক হতে নিজে ইচ্ছুক নয়, যারা আমাদের সঙ্গে আংশিক অভিন্নমত, আমরা তাদের এতে শরিক করব, যাতে নিজেদের শিক্ষা তারা জনসেবায় লাগাতে পারে। তাদের জ্ঞানভাণ্ডার অবশ্যই জনগণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। এই দানে তারা দরিদ্র হবে না, পক্ষান্তরে সমৃদ্ধতর হবে।

বড়দের সঙ্গে কাজ করা অবশ্যই স্কুলে কাজ করা থেকে আলাদা। এমন কি, আমরা তো স্কুলেও শিক্ষককে ছাত্রদের সহকর্মী হতে বলি। তবে সেখানে বয়স্ক শিক্ষক আর কচি ছাত্রদের নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। আমরা এখানে এমন একজন মানুষ দেখছি যে শ্রমবিচ্ছিন্ন, যার সত্যিকার কোন দুঃসময়ের অভিজ্ঞতা নেই, নেই কোন সামাজিক বোধ, নেই সৃজনশীল আত্মার কোন বৈপ্লবিক আলোড়ন — সে আসবে শ্রমিক বা কৃষকদের কাছে একজন সাধারণ শিক্ষার্থী হিসাবে, যাদের সে শিক্ষা দেবে। হ্যাঁ, শিক্ষণের মধ্য দিয়ে তাকে শিক্ষালাভ করতে হবে! তাদের কাছে এসে আনন্দে কম্পিত হস্তে সে এই বীর-জনতাকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি শেখাবে। তার অবশ্যই জানা উচিত যে, এই সরল সহযোগিতা হিসাবে জনগণের কাছ থেকে পাওয়া এই ধন্যবাদটুকু তাকে নতুন শক্তি যোগাবে। রুশ বুদ্ধিজীবীরা এক অবদমিত করুণ জীবনের বোঝা টেনে চলেছে। স্বৈরতন্ত্রের এই পদলেহী যাকে স্বৈরতন্ত্র কৃতদাসদের ভাবী পাহারাদার হিসাবে গড়ে তুলেছে, সে এখন

সত্যিকার নাগরিক হতে পারে, শ্রেষ্ঠ মেহনতিদের গুণাবলীতে নিজেকে ভরে তুলতে পারে, কেবল এই মেহনতিদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেই সে সত্যিকার নাগরিক হতে পারে।

এটা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জনগণের বিরাট শৃঙ্খল যা অতীতের যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েও ভবিষ্যতে সবলে পথ তৈরি করে চলেছে এবং বিজ্ঞান ও কলার ক্ষীণ শৃঙ্খল যা অত্যন্ত মূল্যবান এবং যা এই বিঘ্নসঙ্কুল ও অন্ধকার নদীতে তার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ জলধারা অবশ্যই নিঃসারিত করবে, তাদের একটি গ্রন্থিতে বাঁধতে পারব। এই মিলন সুফল ফলাবে। কারণ, এই বিঘ্নসঙ্কুল ও অন্ধকার অথচ বিশাল নদীটি হল সেই মাধ্যম যা সমকালীন সংস্কৃতির যাবতীয় শ্রেয়কে বিকশিত ও দীপ্ত হয়ে ওঠার সুযোগ দিতে পারে, আর আসলে কেই-বা অতীতের বিজ্ঞান ও কলার বিপুল মূল্যের যাথার্থ্য অস্বীকার করতে পারে। জনগণের সঙ্গে সংযোগের ফলে এই সবই নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, মৃতবস্তু থেকে প্রাণবন্ত সত্তায় রূপান্তরিত হবে। এই সবই সত্যিকার সৃজনশীলতার আগুনে প্রজ্বলিত হবে এবং এইসঙ্গে জনগণের বিশাল অথচ নিবিড়তর অন্ধকারাচ্ছন্ন আত্মার অন্তস্থলকে আলোকিত করবে — যে-আত্মা নিরালোক হলেও প্রজ্বলন্ত, অন্ধকার এবং একইসঙ্গে সমৃদ্ধও।

যারা অজ্ঞানকে জ্ঞান দিতে জানে তাদের আমরা এতে শরিক হতে এবং মেহনতিদের শক্তি দ্বারা সংক্রমিত হতে বলি। এই দুয়ের মিলন থেকে ক্রমে শিক্ষিত মানুষের, দুর্ধর্ষ সংগ্রামীর জন্মলাভ ঘটবে, যে পৃথিবীর রূপবদলের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তারপর অভ্যুদয় ঘটবে সেই নর-দেবতার, যার জন্মের জন্য সম্ভবত পৃথিবীর সৃষ্টি, যে হবে স্বাভাবিক পৃথিবীর রাজা, কিন্তু এমন এক রাজা যার আমরা স্বপ্ন দেখি যখন বলি: একজন শিক্ষিত মানুষ।

আমাদের আদর্শ হল এমন এক মানুষের ভাবমূর্তি যে আসলে ঈশ্বরকল্প, যার তুলনায় আমরা সবাই শুধু কাঁচামাল, ধাতুপিণ্ড, আকৃতি লাভের জন্য অপেক্ষিত, তবু জীবন্ত ও নিজ নিজ অন্তর্লীন আদর্শের বাহক।

আর বর্তমান কাল — গলিত, উত্তপ্ত, বৈপ্লবিক এই কাল, যা ব্যাপক অগ্রগতির সম্ভবনায় ভরপুর, তখন আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে একত্রে, দলবদ্ধভাবে — শিক্ষার স্তরের দিক থেকে আমরা যে-পর্যায়েই থাকি না

কেন — যুগপৎ এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। বিদ্যমান এই পরিস্থিতিতে যেকোন পাঠ্যক্রম শুরু করা অবশ্যই একটি বিরাট ঘটনা, যেখানে প্রজ্বল আশার ধারক শ্রমিক-কৃষক সরকার এবং জ্ঞানপিপাসায় ভরপুর রুশ জনগণ আর সেই সরকার আপনাদের মধ্যে যার জাগরণ ঘটাতে উৎসুক।

কমরেডগণ, সাম্প্রতিক কালে, যখন সোভিয়েতরাজ জয়ী হতে শুরু করেছে, যখন প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের দুঃস্বপ্নের সেই অনুভূতি, যেকোন মুহূর্তে গৃহশত্রু বা বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের অসিতে ওই শিশু — সমাজতন্ত্রের শ্বাস আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা এখন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, শিশুটি এখন বিপুল সর্ব-রাশিয়া দোলনায় শায়িত, যখন আমরা আজ সানন্দে বুক-ভরা শ্বাস নিচ্ছি, বুলগেরিয়া (৭) থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদকে সর্বত্র সঙ্কোচিত হতে দেখছি, যখন আমরা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বিজয় অল্পবিস্তর পূর্ণ হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করছি, কিছুকাল আগেও পিছিয়ে পড়া আমাদের লক্ষ কোটি ভাইবোনেরা যখন আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে — এইসব দিনে পিটার্সবুর্গে ঘুরে ফিরে বহু ধরনের ক্লাবে, কোর্সে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমি বুকে উচ্ছ্রিত আনন্দের জোয়ার অনুভব করি, যখন আমি দেখি কত মানুষ কাজ করতে প্রস্তুত, কেবল নিচুতলার নয়, বুদ্ধিজীবীদের স্তরেও, যেখান থেকে অনেকেই আসছে আমাদের কাছে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এবং কেবল বলছে: 'আমরা যা জানি তা কি কোন কাজে লাগবে? কাজে লাগলে নিন।' আর তারা আনছে তাদের মূল্যবান সামগ্রীগুলি, অত্যন্ত দামী জিনিসপত্র, যার অস্তিত্ব আমি — পুরনো ধারণানুসারে একজন শিক্ষিত মানুষ — অনেক সময় এমন কি সন্দেহও করতাম না, আর এখন এগুলিই তারা আমাদের দিচ্ছে।

নিজ লাল পিটার্সবুর্গের অনুসারী রাশিয়া হল বিপুল আত্মিক সম্ভাবনায় ভরপুর। নতুন নির্মাণের জন্য আমাদের হাতে আছে পর্যাপ্ত শক্তি। আমাদের আত্যন্তিক অজ্ঞতা, তারুণ্য, অপরিপক্কতা এবং ইউরোপীয় পরিবারে কনিষ্ঠতম ভ্রাতা হিসাবে আমাদের অবস্থান, অগ্রজদের সাধ্যাতীত একটি সমস্যা সমাধানে এক কনিষ্ঠতম ভ্রাতার উদ্যোগ ইত্যাকার ভয় এই শক্তির মুখোমুখি মুহূর্তে উবে যায়। আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন, কিন্তু কালক্ষয়ের ধৈর্য নয়। আমরা চাই সেই ধৈর্য যা কার্যসম্পাদনে যাবতীয় শক্তিকে সংহত করে, পুরো কাঠামো তৎক্ষণাৎ তৈরি না হলে যা হতাশায়

ভেঙ্গে পড়ে না। অবশ্য এতে এটা বোঝায় না যে আমরা কাজে হেলা-ফেলা করতে পারি। সকলে প্রাণপণে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমরা অবশ্যই নতুন মানুষ গড়ব!

সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আমাদের উপর নিবদ্ধ। কেউ কেউ আমাদের দেখে গোপন হিংস্র আনন্দে বলেছিল: 'দেখ, ওরা এখন খুঁড়িয়ে চলছে, এখন পড়ে গেছে — আবার উঠছে!' তারা এখন দেখছে যে, আমরা এখন মাটির গভীরে কঠিন মূল বিস্তার করছি, অচিরেই আমাদের বার্ষিক প্রলেতারীয় জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে চলেছি আর ইতিমধ্যে এই চারাগাছে যদি সোনালী ফল নাও ধরে থাকে তবুও সেখানে ক্ষুদে প্রথম পাতা, প্রথম কুঁড়ি তো অবশ্যই দেখা দিয়েছে। এই কুঁড়িদেরই একটি, গাছের একটি ভাবী প্রস্ফুটন হল আপনাদের এই শিক্ষাক্রমগুলি, যাকে, বন্ধুগণ, আমি জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

# কমিউনিস্ট প্রচার এবং জনশিক্ষা

আমরা প্রায়ই লিখে থাকি যে, শ্রেণী-রাষ্ট্রে জনশিক্ষার উপর সর্বদাই শ্রেণীর ছাপ মুদ্রিত থাকে।

যে-ক্ষেত্রকে 'নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান' বলা হয় তা এবং শুদ্ধ বিজ্ঞানের তথ্যাদিকে আপাতত এক পাশে সরিয়ে রাখছি, যদিও এমন কি এখানেও উল্লেখ্য যে, গণিত সহ বিজ্ঞানের যে-এলাকাগুলি অতি দুর্গম, সেখানেও শ্রেণীসৌরভ অতি ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশে সমর্থ।

কিন্তু মানববিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রিত রাখলে আমরা দেখি যে, পদ্ধতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক শুদ্ধতার জন্য প্রসিদ্ধ চিন্তকরাও বস্তুত সম্প্রতি ব্যক্তিকতার বড় বড় মাত্রাগুলিকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করছেন।

সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির — যেমন ঐতিহাসিক-দের কথাই ধরা যাক — বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছন যায় যে, এখানে ব্যক্তিক সমীকরণ এক মুখ্য ভূমিকাসীন (১) এবং এমন কি ঐতিহাসিক গবেষণার সর্বাধিক নৈর্ব্যক্তিক অংশটুকুও শেষ আশ্রয় হিসাবে একটি মৌলিক তথ্যসংকলন হয়ে ওঠে, যা থেকে অন্যান্য ঐতিহাসিকরা অভিন্ন বিবেক ও বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তেও পেঁৗছতে পারেন।

অধিকন্তু, পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্রমের ফলের মধ্যে এবং সেজন্য এই ফলভিত্তিক শিক্ষায় এভাবেই শ্রেণীসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটে। বলাই বাহুল্য, কোন-না-কোন শ্রেণীকুসংস্কারের সঙ্গে বা কোন-না-কোন শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানকে খাপ খাওয়ানোর জন্য সেগুলির সরাসরি বিকৃতি ঘটানোর অল্পবিস্তর স্থূল ধরনগুলিও তো আমাদের সামনেই আছে।

জনশিক্ষাকে যদি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের একটি ধরন হিসাবে দেখি তাহলে দেখব যে, কোন-না-কোন শ্রেণী-সরকারের লক্ষ্যের সঙ্গে জনগণের মনস্তত্ত্বকে

খাপ খাওয়ানোর জন্য একে সর্বদাই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, শ্রেণী-সরকারের শিক্ষানীতি মোটামুটি সামাজিক প্রতিবেশের সর্বস্তরে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

শাসকশ্রেণী, মধ্য স্তর (যাদের ওভারসিয়র বলা যায়) ও নিম্ন স্তরগুলির শিক্ষার মধ্যে বিভিন্ন লক্ষ্য নিহিত রয়েছে — যেখানে এই শেষোক্ত স্তরগুলি রাষ্ট্রের কাছে কেবল কাজের উপকরণ, শ্রমশক্তির উৎস ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা কখনই অস্বীকার করি না যে, সমাজতন্ত্রও তার বিকাশের প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পর্যায়ে অবশ্যই একটি শ্রেণীসমাজই বটে। নিশ্চয়ই এরও রাজনৈতিকভাবে একটি শাসকশ্রেণী আছে। সে হল প্রলেতারিয়েত। তদুপরি এটা অবশ্যস্বীকার্য যে, এই শ্রেণী নিজের আধিপত্য রক্ষায় কঠোর সংগ্রামের পরিস্থিতিতে বেষ্টিত থাকে, ইতিহাসের চাকা পুনরায় ঘুরে যাওয়ার মতো নিরন্তর এক হুমকির মধ্যে বাস করে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে প্রলেতারিয়েতের হাতে শ্রেণী-সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ছাড়া আর কোনভাবেই দেখা চলে না।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শক্তির বিধান এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অধীন রাষ্ট্রের মধ্যেকার পুরো পার্থক্যটা এই যে, পূর্বোক্তের উদ্যোগগুলি সর্বদাই খোদ রাষ্ট্রকে মজবুত ও সুপ্রতিষ্ঠ করার তথা অন্যদের দ্বারা জনগণকে দাসত্ববন্দী করার লক্ষ্যেই নিয়োজিত, অথচ শেষোক্তের চেষ্টা হল, বলতে গেলে, আত্মহত্যার দিকেই, অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির দিকে, যেখানে খোদ রাষ্ট্রই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, প্রতিটি মানুষের পূর্ণমুক্তি ঘটবে। তা সত্ত্বেও, ব্যবহৃত উপায়, চলার পথ বলপ্রয়োগেরই নামান্তর হবে।

এগুলি জনশিক্ষাক্ষেত্রে এভাবে প্রতিফলিত হয় যে, শিক্ষা ও পুরো রাষ্ট্রীয় শিক্ষাযন্ত্রটি অবশ্যই কমিউনিস্ট প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হবে। এতে বলপ্রয়োগ এই অর্থে প্রযোজ্য যে, রাষ্ট্রীয় শিক্ষাযন্ত্রের অংশ হিসাবে কিছু ব্যক্তি, যারা কমিউনিস্ট প্রচারের ক্ষতিসাধন করে, অথবা অন্তত এর পরোক্ষ সহায়ক হতেও গররাজী — তাদের সর্বদাই রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে নির্মমভাবে বিতাড়িত করতে হবে।

এই যন্ত্রটিকে একইসঙ্গে যথাসম্ভব কমিউনিস্ট প্রচারে সক্রিয় উদ্যোগীদের দ্বারা ভরে তুলতে হবে।

বলপ্রয়োগের ধরন হিসাবে বুর্জোয়াদের দ্বারা রাষ্ট্রের ব্যবহার এবং বলপ্রয়োগের ধরন হিসাবে প্রলেতারিয়েত দ্বারা রাষ্ট্রের ব্যবহারের মধ্যে মূলগত পার্থক্য অনুসারে আমরা এখানেও স্কুলের মাধ্যমে (যেমনটা সংবাদপত্রের মাধ্যমে) বুর্জোয়াদের মিথ্যাচার প্রচার প্রত্যক্ষ করি।

আর কমিউনিস্ট একনায়কত্ব বলপ্রয়োগ থেকে বিরত না থেকে সর্বাধিক পরিমাণে সেই সত্যপ্রচারে প্রাণান্ত করে, যা প্রলেতারিয়েতের ও এইসঙ্গে সমগ্র মানবজাতির সম্পদ।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের তলোয়ার যেমন মানবতাবিরোধী অভিশপ্ত অস্ত্রবিশেষ, তেমনি তার অভীষ্টও অতি বীভৎস।

কমিউনিস্ট জ্ঞানের দ্রুত প্রচারেও অবশ্য একটা অভীষ্ট রয়েছে। কিন্তু, তা হল মহৎ, মানবজাতির বিকাশের সম্পূর্ণ স্বার্থানুকূল, ঠিক যেমনটি অন্তর্বর্তীকালে কমিউনিস্ট তলোয়ার হল নির্যাতনকারীদের হাত থেকে নির্যাতিতদের রক্ষার একটি বীরধর্মসম্মত অস্ত্র।

বর্তমান সময়েও আমরা কার্যত কমিউনিস্ট প্রচার ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোন সমাবন্ধ তৈরি করি নি, আর সমাবন্ধ কেন, বলতে গেলে সাধারণ কোন প্রীতিবন্ধনও গড়ে তুলি নি।

একজন কমিউনিস্টের জন্য কমিউনিস্ট প্রচারের বাইরে আর কী ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্ভবপর? আমরা, কমিউনিজমের প্রচারকরা কি জনগণের শিক্ষা ছাড় আর কিছু কখনো ভেবেছি? বৈপ্লবিক প্রচারকার্য কি জনগণের জন্য সর্বাধিক জরুরি ক্ষেত্রে শুদ্ধতম জনশিক্ষা নয়, যা মানুষকে ঘনিষ্ঠতমভাবে স্পর্শ করে?

যখনই জনশিক্ষা কমিশারিয়েতকে কমিউনিস্ট শিক্ষার হাতিয়ার হিসাবে, সোভিয়েত রাশিয়ার সমগ্র জনতার মধ্যে কমিউনিস্ট ধারণা প্রচারের একটি শক্তিশালী সংস্থা হিসাবে ব্যবহারের প্রশ্ন উঠছে, তখনই আপত্তি উঠেছে দুটি দিক থেকে।

এই প্রসঙ্গে 'বিশুদ্ধ' ও 'বিষয়মুখী' শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থকরা বলেন: 'কী! আপনারা বিজ্ঞানসমূহকে একটি বিশেষ পার্টির কর্মপন্থার অধীনস্থ করতে চান! আপনারা চান জনগণের বিদ্যাশিক্ষাকে যতসব আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তার জনসভায় দেয়া আবেদনের কাছে বলি দিতে ইত্যাদি?..'

এইসব আপত্তি সম্পর্কে আমাদের জবাব: কেউ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের

স্বাধীনতার উপর কিংবা নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে দেয়া সম্ভাব্য ব্যাপকতম জনশিক্ষার উপর সামান্যতম মাত্রায়ও হস্তক্ষেপ করছে না, যে-শিক্ষা খুবই বিস্তৃত, অদ্যাবধি বিদ্যমান সবকিছু অপেক্ষা বিস্তৃততর: ভাষা, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ, কলা, কৃৎকৌশল দক্ষতার জ্ঞান, ইত্যাদি।

সাধারণ স্কুল-শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই চলবে। কারণ, প্রলেতারিয়েত ও তার আদর্শ আসলে সত্যালোকের জন্য বিন্দুমাত্রও ভীত নয়। লাসাল বহুকাল আগেই বিজ্ঞান ও 'চতুর্থ সম্প্রদায়ের' মধ্যেকার স্বাভাবিক সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন (২)।

কিন্তু আমরা জানি যে, স্কুলগুলি প্রথমত, শিশু ও তরুণদের সামনে মানবজাতির অতীত উপস্থিত করতে, বর্তমানের একটি ছবি তুলে ধরতে এবং ভবিষ্যতের আশাকে উজ্জ্বলতা দিতে বাধ্য আর এগুলিকে চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে নিষ্পন্ন করা এই পৃথিবীতে কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। কারণ, এই চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা জিনিসটি বরাবর মানুষের দৃষ্টির অগোচরেই থাকে।

আমরা জানি যে, নৈর্ব্যক্তিকতার ছদ্মবেশের আড়ালে অনেকেই আজ শিশু ও তরুণদের সামনে সেকেলে দৃষ্টিকোণ থেকে, সেকেলে শ্রেণীগুলির (জমিদার, বুর্জোয়া) দৃষ্টিকোণ থেকে, অথবা শ্রেণীসমূহের মধ্যকার বিভিন্ন অন্তর্বর্তী দলগুলির, নানা ধরনের গৌণ 'বুদ্ধিগত' আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছে।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এগুলির বৈজ্ঞানিক আর নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির শিলাকল্প দার্ঢ্যের তুলনায় ভগ্ন মৃৎপাত্রের খণ্ডমাত্র।

প্রলেতারীয় রণকৌশলের যুক্তি অনুসারে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্দীপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা দাবী করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুরূপভাবে, নির্দ্বিধায় সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতার যুক্তির জন্যও অভিন্ন দাবি উত্থাপন জরুরি মনে করি।

কমিউনিজমের ধারণা বা কমিউনিজম নির্মাণের সঙ্গে পুরোপুরি অসম্পর্কিত কোন বিজ্ঞান বা কৃৎকৌশলের অস্তিত্ব থাকা বস্তুত সম্ভবপর নয়।

পক্ষান্তরে, যখন আমরা প্রাকৃতিক জগৎকে পুরো মানবসমাজের জন্য যুক্তিনিষ্ঠ সুখী সমাহারের বর্ধমান সজ্ঞান স্বনির্মাণে আইনের সিঁড়ি

হিসাবে দেখি এবং যখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর সর্বকালের তুলনায় শ্রেষ্ঠতম যুক্তিনিষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে অংশ হিসাবে সুন্দরভাবে খাপ খেতে দেখি তখনই সকল জ্ঞান — হোক তা প্রকৃতির নিয়ম ও প্রতিটি কৃৎকৌশলগত দক্ষতার মতো সামাজিক ঘটনা থেকে খুবই দূরস্থ — তা এক নতুন আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সুতরাং স্কুলের স্বাধীনতার প্রবক্তাদের আপত্তিগুলির যুক্তিসঙ্গত বিচারে আমাদের সামান্যতম শঙ্কিত হওয়ারও কোন কারণ নেই। স্কুলগুলি মানুষের দুঃখদায়ী অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, এবং কমিউনিস্ট হওয়ার নিরিখেই তা যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক, বৈজ্ঞানিক হবে।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত আমরা অন্য দিক থেকেও আপত্তি শুনি — আমাদের সহকর্মীদের, তারা নিজেরাও কমিউনিস্ট, বিশেষত আমাদের পার্টির কোন কোন প্রচারকদের দিক থেকে।

তাঁরা ভয় পান এজন্য যে, জনশিক্ষা কমিশারিয়েতকে কমিউনিস্ট বিশ্বাস প্রচারক প্রধান সংস্থার স্বীকৃতি দিলে বিশুদ্ধ পার্টি-প্রচারের ধারাটি সাধারণ শিক্ষার বিস্তৃত স্রোতে মিশে যাবে এবং আজিকার প্রধান প্রশ্নগুলি — রাজনীতি, রণকৌশল, কর্মসূচি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি — ধুয়ে মুছে সাধারণ শিক্ষার অসীম বিস্তারে নীত ও লুপ্ত হয়ে যাবে।

আমি এমন সব আপত্তি শুনেছি যেগুলিতে এই ধারণা আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে: গুরুগম্ভীর কোন কোন কমরেড আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, পার্টি-কর্মীদের হাত থেকে প্রচারের ব্যাপারটা ছিনিয়ে নিয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর সেটা তুলে দেয়া মোটেই উচিত নয়।

বলাই বাহুল্য যে, মুহূর্তকালের জন্যও আমাদের পার্টি-প্রচারের কাজে অন্যান্য লোকজন ঢুকিয়ে হালকা করে ফেলা অবশ্যই মারাত্মক ভুল হবে। ব্যাপারটা একে দুর্বল করা নয়, মজবুত করা।

পার্টির প্রচারক, ব্যক্তিগতভাবে ও তাদের জন্য বিদ্যমান সেই খোদ সাংগঠনিক সমিতিগুলি আগের মতোই থাকবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া তাদের উপর কোন নতুন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে না। স্থানীয় পার্টি-শাখার সঙ্গে তাদের সংযোগ সম্পূর্ণ অলঙ্ঘনীয় থাকবে এবং তারা এখন জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের পুরো যন্ত্রটিকে কাজে লাগাতে পারবে। এর ভেতরেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা, আমাদের স্কুলগুলিকে,

গণবিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে, জনসাধারণের মিলনায়তনগুলিকে এবং গ্রন্থাগার, রঙ্গমঞ্চ, কনসার্ট, প্রদর্শনী প্রভৃতিকে ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে।

এটা তো পার্টিকে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের অধীনস্থ করা নয় (স্মর্তব্য — শিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মী যারা সরাসরিভাবে এর কর্মচারী এবং এদের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ কমিউনিজম থেকে বহুদূরে অবস্থিত, তাদের এতে গ্রহণ করা)। ব্যাপারটা তার উল্টো, সেই যন্ত্রটিকে ও কর্মচারীদের যথাসম্ভব সরাসরিভাবে পার্টির অধীনস্থ করা।

আমি আবার বলছি, এতে বর্তমান কাজের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, একে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের ঘনিষ্ঠতর করার মাধ্যমে পার্টি-প্রচারের কাজের কোনই পরিবর্তন ঘটান হবে না। কিন্তু, কমিশারিয়েতের কাজের অনেক মৌলিক পরিবর্তন ঘটান হবে, যেহেতু তা কমিউনিস্ট বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম প্রচারের হাতিয়ার হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, যা কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ সাহায্য ছাড়া নিষ্পন্ন হবার নয়।

অতএব, আমি চাই, যে-ধারণাটি আমাদের পার্টির প্রচারকদের দ্বারা আলোচিত ও উপলব্ধ হোক তা হল এই যে: পার্টির প্রচার জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের অংশ হয়ে উঠবে না, জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের কাজই এর অংশ, কমিউনিস্ট পার্টির অতি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে।

# সোভিয়েত রাশিয়ায় বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার কার্যাবলী

কমরেডগণ, বেঁচে থাকার যোগ্য প্রতিটি মানুষের জন্য, মানবসমাজের পূর্ণসচেতন জীবনের জন্য শিক্ষাপ্রক্রিয়া হল মূলত বিজ্ঞ জীবের প্রধান ভিতবিশেষ। পুরনো প্রবাদ বলে: মানুষ খাওয়ার জন্য বাঁচে না, বাঁচার জন্যই খায়। তাই বলে এটা বলা চলে না যে, মানুষ বাঁচার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করে, শিক্ষিত হওয়ার জন্য বাঁচে না। সে সম্পূর্ণতই শিক্ষিত হওয়ার জন্য, নিজেকে শিক্ষিত করার জন্য বাঁচে। প্রাণশক্তিকে মজবুত করে না, জীবনের ধারাকে প্রশস্ত করে না, জীবনের তেমন প্রতিটি মুহূর্ত, তেমন প্রতিটি কর্ম আসলে একটি দান হারানোরই সামিল।

হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ কালপর্বের মধ্য দিয়ে মানুষ মহাজাগতিক ও প্রাকৃত হেতুসমূহের আশ্রয়ে শিক্ষালাভ করেছে এবং যেন প্রকৃতি দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। বিকাশের এক পর্যায়ে অভাব ও প্রকৃতি দ্বারা তাড়িত হয়ে দলের পর দল তখন সূর্যালোকের বৃত্তে — আত্মোপলব্ধির, আত্মজ্ঞানের আলোতে প্রবিষ্ট হয়েছে এবং অতঃপর নিজের জন্য একটি লক্ষ্য — নিজের আত্মিক উন্নতির জন্য, নিজের সচেতন, শেষলক্ষ্য স্থির করেছে। আর আমরা যখন 'বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা' শব্দটি শুনি তখন এর আনুষঙ্গিক কাজের তোড়ে আমরা অচেতনে ভীত হয়ে পড়ি।

অবশ্যই, মানুষের শিক্ষার মূল অংশ, প্রধান ভাগ তার তারুণ্যের আওতাধীন এবং সম্ভবত শিশু প্রাক্-স্কুল পর্যায়ে থাকাকালে জীবনযাত্রার যে কৌশল আয়ত্ত করে, যেসব কাজ করে সেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা সকলেই প্রাক্-স্কুল শিক্ষার উপর পর্যাপ্ত তাৎপর্য আরোপ করি (আমাদের এই অধিবেশনের দিন কয়েক আগে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এটাই ছিল আলোচ্য বিষয় (১) ), কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাক্-স্কুল শিক্ষায় আদিম সরল উপাদানগুলিই টিকে রয়েছে। জীবন, শিল্পকলা, প্রযুক্তি ও মানুষের অতীতের সঙ্গে পরিচিত তো স্কুল-জীবন শুরুর পরই ঘটে, আর সেইসব দেশ সুখী যেখানে প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনভাবে সক্রিয় ও উচ্চশিক্ষিত

শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এইসব শিক্ষার সুযোগ পায়। কিন্তু, এমন কি সেইসব দেশেও — অবশ্য সত্যিকার থাকার বদলে যা আসলে কল্পনারই সামিল — স্কুলশিক্ষা থেকে কখনই পূর্ণতা অর্জিত হয় না। সারা জীবন, মাথার চুলে পাক ধরলেও মানুষ শিক্ষালাভ করতে পারে। সে তা করবে, এটা অবশ্যকর্তব্যও আর সারাটা জীবন যেহেতু স্কুলের কাঠামোয় ধরে রাখা যায় না সেজন্য এভাবে পাওয়া যাবতীয় শিক্ষা তো আসলে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষারই নামান্তর।

জনশিক্ষা কমিশারিয়েত বা বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার এই কংগ্রেসের কার্যাবলীকে এতটা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা অবশ্যই স্ববিরোধী ও অযৌক্তিক হবে। প্রায়োগিক অর্থে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা বলতে বুঝায়: যেসব মানুষ শিক্ষার ব্যাপারে কোন সাহায্য পায় নি, অর্থাৎ, যাদের স্কুল খুব সামান্যই দিয়েছিল আর যারা স্কুলেই যায় নি, তাদের রাষ্ট্র ও স্কুল কর্তৃক সাহায্য দেয়া। আরও এগিয়ে যেতে তাদের সহায়তা যোগান, তাদের ত্রুটি পূরণ করা, এমন কি, যারা স্কুলে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করে নি বা এমন শিক্ষা পেয়েছে যা মনের বিকাশ সাধনের বদলে তাকে পঙ্গু করেছে তাদের শিক্ষা দেয়া — এই হল বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার বিষয়।

যদিও আমরা বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার পরিসরকে অনেকটাই সংকীর্ণ করেছি তবু এখনো আমাদের সামনে বিশাল ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষভাবে রাশিয়ায় বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষের বিদ্যমানতার কারণে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাকর্মীদের প্রতিটি মানুষের সাক্ষর হওয়ার অধিকার ও কর্তব্য নিশ্চিতকরণে বিপুল পরিমাণ কাজের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সমস্যাটিকে সকলের সর্বতোভাবে ও পূর্ণ সামর্থ্যে মোকাবিলা করতে হবে। এটি হল রাশিয়ায় বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার নিত্যকর্ম!

জনগণের রঙ্গমঞ্চের ভাবনা নিয়ে আপ্লুত হওয়া, চমৎকার সব মিলনায়তন কেন্দ্রের সম্ভাবনার ছবি আঁকা অবশ্যই অনেক বেশি আনন্দকর। কিন্তু, এই কাজটা মোটেই কেবল স্বপ্ন দেখার ব্যাপার নয়, বাস্তবায়নেরও বিষয়। প্রথমত, বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার একেবারে ভিতঘরে নামা উচিত আর মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই মূল, কঠিন কর্মপুঞ্জ হল আসলে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, স্থূলতম ও আদিমতম অজ্ঞতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।

অবশ্য আমরা কখনই সামনের রাস্তাকে মাইল-খুঁটির ভিত্তিতে ভাগ

করে — যেমনটি বলা যায় — এই পর্যায়ে আমরা এককভাবে জনগণকে সাক্ষর করব — নিজেদের কাজ সীমিত করতে পারি না। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সাক্ষরতা একটি কার্যকর প্রত্যয় যা আমাদের খোদ হাতের নিচেই শেষপর্যন্ত সামর্থ্য, শক্তির একটি প্রত্যয় হয়ে ওঠে। যে-স্বাক্ষর মানুষ বই পড়ে না, তার কী প্রয়োজন? এটা তো আবার নিরক্ষরতায় পর্যবসিত হওয়ারই নামান্তর। আর আমরা জানি রাশিয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষ পড়তে শিখেও শেষপর্যন্ত সব ভুলে গেছে। আর কেবল রাশিয়ায় নয়, উন্নততর দেশেও এমন ঘটনা হামেশাই চোখে পড়ে।

সাক্ষরতা হল চাবিকাঠি। মানুষকে কেবল চাবি দিয়ে খোলার মতো কোন সিন্দুক বা ধনরত্নের পেটরা না দিলে আসলে তো তা কিছু না দেয়ারই সামিল হয়। এই অর্থে সাক্ষরতার আপনা থেকে কোনই মূল্য নেই, যদিও এটি ছাড়া অন্যান্য মূল্যসংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। স্কুলের মতোই আমাদেরও একই বিষয় থেকে শুরু করতে হবে, অর্থাৎ কেবল সাক্ষরতার ভাবনাই নয়, সকল বয়স্ককে **আমাদের সাধ্যমতো তাদের আত্মিক বিকাশের সকল পর্যায়ের,** অতি জরুরি সাধারণ শিক্ষার আহার্য যোগাতে হবে। আমাদের সাধ্যমতো বিভিন্ন পর্যায় বলতে আমি বোঝাচ্ছি সব ধরনের শিক্ষাকোর্স, রবিবারের স্কুল, সান্ধ্য কোর্স, অব্যাহত স্কুলের পড়াশোনা, পৃথক বক্তৃতা ইত্যাদি — আরম্ভকারীদের আত্মিক আহার্য যোগানোর জন্য এই সবই হিসাব করতে হবে, যাদের নেই কোন বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা, কোন মূল প্রশিক্ষণ, আর অনুরূপভাবে উচ্চতর পর্যায়ের পড়ুয়াদেরও, সম্ভবত সুশিক্ষিতদের চাহিদা মেটান পর্যন্তও। এখানে, রাশিয়ায় আমরা সংস্কৃতিকে আদিম অর্থে খর্বিত করতে, শিক্ষিত মানুষের আরও বিকাশকে অসম্ভব করে তুলতে পারি না।

উচ্চ পর্যায়ে অব্যাহত বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের শর্তেই কেবল আমরা জনগণকে উন্নত করতে পারি। বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা চালিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষকের আর ওদের পড়ানোর জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়মুক্ত প্রফেসরের।

আমাদের প্রয়োজন অত্যুচ্চ পর্যায়ের একটি জীবন্ত সংস্কৃতির। সামাজিক সত্তাকে সমতালে, সংস্কৃতির নিম্ন স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে বিকশিত হতে হবে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জনপ্রিয়করণ এবং শিল্পকলা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রচারকে জনপ্রিয়করণ — এগুলিই তো বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার মূল কার্যাবলী।

প্রায়শই স্কুল-শিক্ষক বিদ্যালয়মুক্ত কাজ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি একজন বয়স্ক নিরক্ষরকে তরুণ ছাত্রের মতোই দেখেন। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার দিক থেকে একজন শ্রমিক বা কৃষক ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষকের চেয়েও উঁচুদরের মানুষ হতে পারে। তাই, বয়স্কদের শিক্ষাদানের সময় স্কুলের প্রচলিত প্রণালীগুলি ব্যবহার্য নয়। বয়স্ককে স্বাক্ষরতা দানের প্রক্রিয়াটি সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির পরিবেশে, বই, সংবাদপত্র, ডিক্রি ইত্যাদি পড়ার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জনপ্রিয়করণের ব্যাপারে জীবনের সঙ্গে, কার্যকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই অভিন্ন সংযোগ থাকা অপরিহার্য। এখানে আসল বক্তৃতা ন্যূনতম মাত্রায় কমিয়ে আনাটাই বাঞ্ছনীয়, এর বদলি হবে ল্যাবরেটরিতে, কারখানায় হাতে-কলমে কাজ।

কিন্তু বক্তৃতার কোনই প্রয়োজন নেই, এগুলি স্কুলের কাজমাত্র — একথা বলা কি উচিত? না, নিশ্চয়ই না। বক্তৃতার প্রাণবন্ত শব্দটি খুবই জরুরি, বিশেষত রাশিয়ায়। কিন্তু, সর্বত্রই আর সর্বদাই বক্তৃতার সঙ্গে যথাসম্ভব ব্যবহৃত হবে দেখানোর মতো জিনিসপত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন, ফিল্‌ম ইত্যাদি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের সক্রিয়, প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য সকলভাবে বিদ্যালয়-মুক্ত ছাত্রদের আকর্ষণ করতে হবে।

কিন্তু, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির যথার্থ আধেয় আসলে জনগণের কমিউনিস্ট সচেতনা বৃদ্ধিতে কতটা অবদান যোগাবে?

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশ সামান্যই আছে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার খোদ স্বভাব অনুযায়ীই তাদের বিশ্ববীক্ষার মূল ভিতগুলিই তো অল্পবিস্তর নৈর্ব্যক্তিক। উদ্ভিদ, প্রাণী, যন্ত্রবিজ্ঞানের নিয়মাবলী ইত্যাদির আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানসমূহের সজ্ঞান বা অজ্ঞান বিকৃতিকরণ কীভাবে কল্পনীয়? এই ধরনের সত্যের বিকৃতি ঘটালে অর্থব্যবস্থাই তো চালু রাখা সম্ভবপর হবে না। যেহেতু অর্থব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হবে, মেশিনগুলিকে যথাযথভাবে চালু রাখতে হবে, অসুস্থ পশুগুলিকে নিরোগ করতে হবে, মাটিকে উর্বরা করতে হবে, সেজন্য

নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান ছাড়া নান্যপন্থা। তাই জ্ঞানের এই ক্ষেত্রটি সকল দেশেই অত্যন্ত সম্মানীয়। এর কাজ হল: স্বল্পতম অপচয়ী ও অত্যন্ত গভীর সন্ধানী প্রণালীর সাহায্যে প্রকৃতি সন্ধান এবং প্রকৃতির যাবতীয় ক্ষমতাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও মিতব্যয়ে বাস্তব রূপদান করা। সেজন্য আমাদের আছেন উল্লেখ্য সংখ্যক বিজ্ঞানী — অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর এবং নিচের দিকে — অল্পবিস্তর প্রতিভাবান জনপ্রিয়করণকারী বা অন্তত পক্ষে সুপণ্ডিত প্রভাষকরা যাদের উপর নির্দ্বিধায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার পুরো দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায় — সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে প্রায়োগিক কৃৎকৌশলের খুঁটিনাটি পর্যন্ত।

কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একেবারেই আলাদা। এখানে সবকিছুই আত্যন্তিক বিতর্কযুক্ত। যেমন: একজনের ইতিহাস বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি কী, নিজের আদর্শ বলতে সে কী বোঝে, বর্তমান জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত কী — এই সবের উপরই নির্ভর করে মানুষটির পথের নিশানা, তার কর্তব্য, কাজের ধরন। কিছুকাল আগেও সমাজ ছিল সামাজিক অসাম্যভিত্তিক। বিভিন্ন দেশে নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলিই অল্পবিস্তর মুখ্য ভূমিকাসীন ছিল। সামন্ত প্রভুদের পর সর্বত্রই পুঁজিবাদী বুর্জোয়ারা প্রধান হয়ে ওঠে। এই পুঁজিবাদী বুর্জোয়ারা যেকোন মূল্যে বিজ্ঞানকে বিকৃত করতে বাধ্য হয়েছে এবং ততোধিক সজ্ঞানভাবে, কালে কালে।

কালে কালে বুর্জোয়াদের সামনে তারই সৃষ্টি হিসাবে প্রলেতারিয়েত নামক এক ভয়ঙ্কর শত্রুর আবির্ভাব ঘটতে থাকে, যে ভিন্নতর মাত্রা ব্যবহারক্রমে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অন্যতর পরিলেখে দেখে। আর বুর্জোয়াদের বিজ্ঞানকে যখন নবজাত প্রলেতারীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ে রত হতে হল তখন আর লড়াইটি আদর্শের মধ্যে সীমিত থাকল না, শাসকশ্রেণীর অনুকূলে খোদ সত্যকেও বিকৃত করা হল, উল্টান হল — এমন কি পরিসংখ্যানকে — 'নিরপেক্ষ' অঙ্কের ভাষাকে।

আমি একথা বলছি না যে, সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়াদের বিজ্ঞান বা আনুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়িক বিজ্ঞান বস্তুত সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। এমন কিছু বলা আমার ইচ্ছা নয়! আর অ্যাডাম স্মিথ বা ডেভিড রিকার্ডোর (২) মতো বুর্জোয়া বিজ্ঞানীদেরও টমাস ম্যালথাসের প্রতিপক্ষে বিচার করার সময় মার্কস বলেছেন যে, স্মিথ ও রিকার্ডো তাঁদের আবেষ্টনীজাত

প্রক্রিয়ার চাপের মধ্যে কাজ করেছেন ও পূর্ণ সততায় সেগুলি বিচারের প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ কালের প্রতিনিধি বিধায় তাঁদের পক্ষে **পূর্ণ** সত্যে পৌঁছন সম্ভবপর হয় নি। কারণ, তাঁদের দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে আর সেজন্যই তা চোখে পড়ে নি। কিন্তু মার্কস বলেছেন যে, ম্যালথাস **সজ্ঞানভাবে** বিজ্ঞানকে বিকৃত করেছেন। তাঁর জীবন ও রচনা দ্বারা তিনি নিজেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর একজন **সজ্ঞান কৈফিয়ৎদাতা** বানিয়েছেন (৩)।

অবশ্য, বিজ্ঞানে উভয় ধরনের উপাদানগুলিই রয়েছে। সজ্ঞানে বিকৃত বিজ্ঞান কিন্তু ততটা ক্ষতিকর নয়, সমালোচনার ছোঁওয়াতেই তার স্বভাবমৃত্যু ঘটে। কিন্তু অজ্ঞানে বিকৃতি ঘটানোর ব্যাপারটা আরও জটিল। আর তরুণ প্রলেতারীয় বিজ্ঞানের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা যখন পলিতকেশ, বারো বা পনেরো খণ্ড রচনাবলীর উপর অধিষ্ঠিত অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ করি তখন দেখি যে, তাঁরা ব্যতিক্রমী সব নৈর্ব্যক্তিক, ব্যতিক্রমী তাৎপর্যশীল সব চিন্তাধারা ব্যক্ত করে বলেন: 'বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক,' 'বিজ্ঞান স্বাধীন'। আর আমরা, মার্কসবাদীরা যখন শ্রেণী-সচেতনার কথা, প্রলেতারীয় বিশ্ববীক্ষার কথা, প্রলেতারীয় বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের কথা বলি তখন তাঁরা বলেন যে, এটা হল সংকীর্ণ শ্রেণীগত বা পুরোপুরি পার্টিগত দৃষ্টিভঙ্গি।

আমরা যেখানে সাদা দেখি, তাঁরা দেখেন কাল। তাঁরা মনে করেন যে-সামাজিক বিজ্ঞানকে তাঁরা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে পান করেছেন, তাঁদের প্রফেসরদের বক্তৃতা থেকে আত্মস্থ করেছেন, যাঁরা তাঁদের কাছে বিরাট সব পণ্ডিত ব্যক্তি, তা অবশ্যই 'নৈর্ব্যক্তিক'। অথচ আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একেবারে মূল থেকে আগা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া সরকারের সৃষ্ট অজস্র কুসংস্কারে সংক্রমিত, যা সমাজপ্রক্রিয়ার সারবস্তুকে বিকৃত করে, ভুল-ভাবে উপস্থাপিত করে। এখানে তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য এতটা গুরুতর যে, এই প্রশ্ন অবশ্যই তখন জিজ্ঞেস করতে হয়: আমাদের আওতাধীন শিক্ষা-সৈনিকদের অধিকাংশকে নিয়ে বিদ্যালয়মুক্ত কাজের ব্যাপারে কী করা যায়?...

বক্তৃতা-সেমিনার ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ এই উভয় ধরনের কাজের দিকেই আমাদের মনোযোগ ঘনীভূত করা প্রয়োজন যাতে আমরা সামাজিক বিজ্ঞানেই সেই প্রসিদ্ধ ঈস্ট-চূর্ণ হস্তগত করতে পারি, যা বৈজ্ঞানিক

সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সংখ্যাবৃদ্ধিক্রমে শিক্ষার তালটিকে বিদ্যালয়ের ভিতর ও বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবে।

এই লক্ষ্যে উদ্যমী কার্যকলাপ না চালালে আমাদের স্থানীয়, এমন কি, পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর কমরেডদের কাছ থেকেও সর্বক্ষণ শুনতে হবে: 'এখন আমাদের একটি লিখিত পাঠ্যসূচি, জনগণের মধ্যে সামাজিক জ্ঞানের স্তরোন্নয়নের পক্ষে চমৎকার একটি পাঠ্যসূচি রয়েছে। এটা পড়ানোর কাজ এমন লোকদের দেয়া উচিত যাদের অন্তত নিশ্চিতভাবে সমাজতন্ত্রী বলা যায়। কিন্তু তা হচ্ছে না। এমন লোকদের আমরা এই পাঠ্যসূচির দায়িত্ব দিচ্ছি যারা এর বিরোধী, যেখানে 'হ্যাঁ' বলা উচিত তারা সেখানে সর্বত্র বলবে 'না'। তারপর পাঠ্যসূচিটি নিজেরই বিপরীত রূপ নেবে।'

আর প্রায়ই এই পরিস্থিতি এড়ানোর কোনই উপায় থাকে না। এই অসুবিধা সম্পর্কে আমি মন্তব্য করেছি। জনশিক্ষা কমিশারিয়েতকে অবিরাম এই অসুবিধার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। আমরা এক পক্ষের লোকদের বলতে শুনি: 'এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। বক্তৃতা এটা-ওটা শেখাবে আর জনসাধারণ, আমাদের লোকজন, নিজেরাই সেটা বেছে নিতে পারবে। এক 'বাটি ঠাণ্ডা বিষ' গিললে এতে তারা সত্যিসত্যি মারা পড়বে না!' আরেক দিক থেকে অন্যরা বলে: 'এখানে আপনাদের শেখার কী আছে। এ তো আনকোরা প্রতিবিপ্লব!'

সুতরাং আমরা কী করব? অধিকাংশ স্কুল, বিদ্যালয়মুক্ত ব্যবস্থার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান তুলে দেব? সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো ভেঙ্গে ফেলা এবং বসন্তকালীন ঘাসের মতো নিচ থেকে গজিয়ে ওঠার জন্য এটি ছেড়ে দেয়া? অবশ্য এটাও নিতান্তই হাস্যকর বটে। এটা স্পষ্ট যে, কিছু একটা মধ্যপন্থা আমাদের পেতেই হবে।

কিছুটা ঝাড়াই-বাছাই, কিছুটা যাচাই করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের নতুন ধরনের শিক্ষক তৈরির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। আমি জানি, অনেকেই এই নতুন সময়ের সঙ্গে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজেদের খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে: স্বেচ্ছায়, যখন তারা বর্তমানের পক্ষে মানানসই নয় এমন সত্য প্রচারে সতর্ক থাকে আর এর বদলে নতুন উপাদানগুলির উপর গুরুত্ব দেয়; আর অনিচ্ছায়, যখন তারা সংগ্রামরত শ্রমিক শ্রেণীকে দেখে যথার্থই আত্মহারা হয়, যার অগ্রগতি তারা

স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করে। আর আমাদের সামনেই তো বহু মানুষের পুনর্জন্ম ঘটছে, কেউ কেউ একেবারে হঠাৎ, সাউল থেকে পল হয়ে ওঠার মতো, কেউ আবার ধীরেসুস্থে, ক্রমান্বয়ে, তবে নতুন মানুষ হিসাবে। প্রক্রিয়াটি অতিক্রান্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও গতিবেগ অর্জন করবে। কারণ, শিক্ষকবর্গ, প্রশিক্ষকদের এই বাহিনীটি বুর্জোয়াদের বদলে মূলত বুদ্ধিজীবীদের নিয়েই গঠিত হচ্ছে।

বুদ্ধিজীবীরা জারতন্ত্র ও পুঁজির চাপের মধ্যে বহু দশক অবধি থাকার ফলে না বুঝেই কখনো-সখনো আত্মপ্রতারণা করেছে। সেইজন্য এটা এখন খুবই স্বাভাবিক যে, নতুন ব্যবস্থা যত দৃঢ় হবে বুদ্ধিজীবীরা তত দ্রুত দলে দলে আমাদের দিকে ধেয়ে আসবে —যারা আজ পৃথিবীর নতুন মালিক, যারা তাদের কল্পিত 'নৈর্ব্যক্তিকতা' থেকে মুক্তি দেবে, যারা বুদ্ধিজীবীদের সত্যিকার, অকৃত্রিম সৃজনশীলতায় বন্ধনমুক্ত করবে... সুতরাং অতিরিক্ত মুষড়ে পড়ার কোন কারণ নেই। অসুবিধাগুলি সাময়িক। যোগ্যতম লোক নির্বাচন, ব্যাখ্যার চেয়ে বরং তথ্যগত জ্ঞানের উপর বেশি জোর দেয়া, যেখানে পূর্বোক্ত ব্যাপারে এমন কারও উপর দায়িত্ব দেয়া যায় না যে সচেতনার দিকে নতুন রাশিয়া থেকে খুবই দূরে আর এইসঙ্গে যোগ্য কর্মিদলের প্রশিক্ষণের জন্য সোৎসাহে কাজ করে যাওয়া ইত্যাদি যেসব ব্যবস্থার কথা বলছি তা গ্রহণ করলে আমরা অবশ্যই এইসব অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারব।

শিল্পকলা জনপ্রিয়করণের ব্যাপারটি প্রথম দৃষ্টিতে বিলাসিতা মনে হতে পারে। অনেকে প্রায়ই একথা মনে করে যে, বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষায় শিল্পকলাও থাকবে, হয়ত 'বিনোদনের সময় শিক্ষাদানের' জন্যই, যেমনটি লাতিন বাঁধা-বুলিটি বলে। এটা হল শিল্পকলা নিয়ে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার কাজ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত হাস্যকর দৃষ্টিভঙ্গি।

শিল্পের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আমি এখানে কোন আলোচনা করব না। এতে দীর্ঘ সময় কথা বলা সম্ভব। আমি শিল্পের সর্বজনস্বীকৃত তথ্যাদি সম্পর্কে অল্পবিস্তর সাধারণভাবেই কিছু বলব। শিল্প হল একটি শক্তি যা শিল্পীর প্রকাশিত বিশেষ আবেগের শক্তিতে শ্রোতা বা দর্শক সাধারণের অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। এটা তর্কাতীত সত্য। বাগ্মিতা বলতে বক্তার কেবল প্রচারক হওয়াটাই বোঝায় না (শ্রোতার জ্ঞানের পরিধি

বর্ধন), উত্তেজনাসঞ্চারী (অনুভূতিকে নাড়া দেয়া) হওয়াও বোঝায়... মানুষের তখনই চারিত্র্যবদল ঘটে যখন সে আপ্লুত হয়, যখন সে জ্বলে ওঠে, যখন সে ভালবাসে, যখন তার আবেগের তারে, অনুভূতির মর্মে সাড়া জাগে। আর এটাই তো শিল্পের কাজ! মানুষ, এমন কি তাদের অস্তিত্বের ঊষালগ্নেও, সব ধরনের সামাজিক নৃত্যগীতের আশ্রয় নিয়েছিল।

বিজ্ঞান যেমন মস্তিষ্ককে, শিল্পকলা তেমনি হৃদয়কে সংগঠিত করে এবং এর প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে জনগণের নৈতিক উন্নতি ঘটায়। কিন্তু এতে কলুষপূর্ণ শিল্পে কোনই ফল ফলাবে না, বুর্জোয়ারা অতি সম্প্রতি যার আশ্রয় নিয়েছে...

এইসঙ্গে অতীতের শিল্পের ক্ষেত্রে অনেকগুলি বুদ্ধিজীবিদলই বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সক্রিয়তমভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ইতিহাসের গতিপথে তারা সর্বদাই নিজেদের জন্য শৈল্পিক সচেতনতা, একটি ধর্মীয়-নান্দনিক শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে।

মানুষের যেকোন জাতির সর্বোচ্চ বিকাশলগ্নে, অতীতেও আমরা মহান শিল্পের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করি যা আমাদের প্রতিটি বোধ্য উদ্দীপনা ও আনন্দের উৎস হতে পারে। আর অতীত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই শিল্পের ভিত্তিতে, ওইসব মহান সম্পদের ভিত্তিতে আমরা আমাদের মহান কালের অনুষঙ্গী একটি শিল্প লালন করতে পারি, বিশেষত যখন দেখি যে, মহান ফরাসী বিপ্লবের সময় একটি নতুন, গণশিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। অর্ধ-উনিশ শতক ওই শিল্পের দৌলতেই উজ্জীবিত ছিল। ফরাসী বিপ্লবই সঙ্গীতে সৃষ্টি করেছে বেটোভেনকে, স্থাপত্যে এনেছে আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম রীতি — অ্যাম্পায়ার শৈলী, সাহিত্যকর্ম থেকে জন্মেছে দুটি বলিষ্ঠ ধারা — রোমাণ্টিসিজম ও রিয়েলিজম।

বিপ্লবের কালকে অনেকেই 'গদ্যময়' ভেবেছিল ও এর যথার্থ শিল্পে ঝোঁকপ্রাধান্যই দেখেছিল। অথচ তা আসলে সৃজনশীলতার অগ্রমুখে কী প্রবল ধাক্কাই না দিয়েছিল। তৎকালে প্যারিসে সংঘটিত গণ-উৎসবটি এখন এখানে, লাল পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় এসে পৌঁছেছে এবং ফরাসী বিপ্লবের তুলনায় উচ্চতর প্রাবল্যে।

ঠিক একইভাবে আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিপ্লবাহূত বা তার অনুষঙ্গী হিসাবে পূর্ণ এক লহরী বিপুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করি।

সুতরাং সামাজিক সত্তার গঠন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ যে খুবই প্রত্যক্ষ আমরা তা বিশ্বাস করতে পারি। **শিক্ষা** শব্দটির তিনটি অর্থ রয়েছে। একপক্ষে, নিজেকে গড়া, অর্থাৎ নিজেকে নিজের তৈরি আদর্শের রূপ বা ভাবমূর্তির ঘনিষ্ঠ করা। পক্ষান্তরে, এমন একজন বিদগ্ধ'মানুষ হওয়া, যে মানুষী অর্ধ-প্রস্তুত সামগ্রী থেকে, 'মানুষী-ধাতুপিণ্ড' থেকে মানুষের সেই মহিমান্বিত প্রত্যয়ের ঘনিষ্ঠ এক সত্তায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, হয়ত আজও সে জন্মায় নি, যাকে আমরা জন্মাতে চাই — এই বিদগ্ধ মানুষের পক্ষে এককভাবে, যথাযোগ্য প্রতিবেশ ব্যতিরেকে টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। তার জন্য প্রয়োজন যথাযোগ্য পরিবেশ, মানুষের এমন এক সমাজ, যা কেবল শিক্ষিত মানুষের পিণ্ড বা পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ নয়, একটি নতুন সংগঠিত সমাজ, যথার্থ অর্থেই একটি মহাসংস্থা, যেখানে বসবাস এক মহান, সামাজিক আত্মার। এই তো সমাজতন্ত্র। এই হল কমিউনিজম। যে-সমাজ শুধু জনসমাহার তার সামনে একেই আমরা উপস্থাপন করি। এখানে ব্যক্তিতাবাদিতা ও সামাজিক বোধ একত্রে লীন। শিক্ষার কাজ শুধু কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বকে শিক্ষিত করা নয়, মানবজাতি গড়ে তোলা, সমাজ গড়ে তোলা।

পরিশেষে, মানুষ কেবল নিজেকে, তার সামাজিক প্রতিবেশকেই গড়ে তোলে না, ভৌত প্রতিবেশকেও তৈরি করে। সে কেবল নিজের বস্ত্রাদি, যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর, শহর ইত্যাদিই নির্মাণ করে না, শহরের চারিদিকে উদ্যান এবং ফলমূলের বাগানও বিস্তার করে। সে নদীর গতিপথ বদলায়, সমুদ্র-তীরের গড়ন পরিবর্তন করে, ইতিপূর্বে অনুপস্থিত সব প্রণালী ও যোজক গড়ে এবং এভাবে সে এমন এক জীবন সৃষ্টি করে যা মানুষের যাবতীয় আত্মিক চাহিদা মেটায়, যে-মানুষ তার নিজেরই স্রষ্টা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বশিক্ষার কাজ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধরনের কাজ ও নান্দনিক কাজ — এসবই শিক্ষার বিভিন্ন ধারা, এসবই সেই ভাবমূর্তির, আদিরূপের দিকে ধাবিত, যার ছবি আমরা আঁকি, যাকে আদর্শ বলে থাকি।

এ থেকে এগিয়ে গিয়ে আরও দুটি কাজ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন, যেগুলি আমাদের পক্ষে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

বিদ্যালয়মুক্ত **কৃৎকৌশল** শিক্ষাকে আমরা অবহেলা করতে পারি না।

পচে যাওয়া একটি শাখার উপর সমাজ দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার স্বপ্ন দেখতে পারে না, কোন ধরনের সামাজিক আদর্শে পৌঁছনোর কথাও ভাবা যায় না। এমতাবস্থায় আমরা যত বড় নেতা বা দূতই হই না কেন, পড়ে গিয়ে আমাদের মাথাগুলি গুঁড়িয়ে যাবেই। আমাদের লালফৌজ সবগুলি রণাঙ্গনেই জয়ী হতে পারে, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা পররাষ্ট্র নীতি দিয়ে সারা দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও রেলপথ না থাকলে, রুটির অভাব ঘটলে, কোনকিছু উৎপন্ন না হলে আমাদের বিপ্লব অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

রাশিয়ায় এটা ঘটতে পারে মূলত সাধারণ কারণে — যুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংস, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য। কিন্তু, এইগুলি ছাড়াও সর্বদিকে অবশ্যই আমাদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব রয়েছে — এতেই প্রধানত আমরা আটকে যাচ্ছি। আমাদের লোকরা সুশিক্ষিত নয় — কৃৎকৌশলের দিক থেকে, সত্যিকার শ্রম-নিয়মানুবর্তিতার দিক থেকে, আমাদের সামনের কাজের নৈতিক দায়িত্ব উপলব্ধির দিক থেকে। আর এসবই একটি অবিচ্ছিন্ন সমগ্রের মধ্যে একীভূত।

আমাদের হাতে কাজ-জানা লোক না থাকলে আমরা কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শরিক হতে পারি না। আমাদের আছে অল্পসংখ্যক দক্ষ শ্রমিক, হাস্যকর সংখ্যক ইঞ্জিনিয়র, আরও কম মধ্যম শ্রেণীর কৃৎকৌশলী, মোটামুটি খুবই কমসংখ্যক চৌকশ কর্মী। সম্ভাব্য সকল পথে আমাদের এই পরিমাণটি বাড়াতে হবে, আর এইসঙ্গে মানও।

বর্তমানে আমরা দেখছি যে, নাগরিক সংস্কৃতি গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করছে। হয়ত প্রক্রিয়াটি বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মুক্তি ডেকে আনবে। হয়ত এজন্যই লক্ষ লক্ষ মেহনতি গাঁয়ে বসবাস করছে। হয়ত এভাবেই তৈরি ভিতের সাহায্যেই আমরা গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত আদর্শের সত্যিকার প্রাচীর গড়তে পারব। সম্ভবত এরই কল্যাণে শহরগুলির বোঝা কিছুটা হালকা হবে, যারা এই দুর্দিনে নিজের অন্নসংস্থানেই হিমসিম খাচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে পৌঁছই আর যথার্থ একটি কৃষিসর্বস্ব প্রজাতন্ত্র গড়ি, তাহলে কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র নিয়ে আপ্রাণ গলাবাজি করলেও এখানে কমিউনিজম, সমাজতন্ত্রের কোনই হদিস থাকবে না। সমাজবিকাশের নিয়মেই বদলি হিসাবে গড়ে উঠবে গ্রামীণ বুর্জোয়াগোষ্ঠী...

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই আমাদের কৃৎকৌশল শিক্ষা প্রয়োজন।

অচিরেই জনশিক্ষা কমিশারিয়েত একটি ঘোষণার মাধ্যমে গুরুত্বসহকারে একথা জানাবে যে, সমন্বিত শ্রম-স্কুল যথার্থ টেকনিকাল শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না বা সেই উদ্দেশ্যও তার নেই। পক্ষান্তরে, সমন্বিত শ্রম-স্কুল নিজেই একটি টেকনিকাল বিদ্যালয়, পলিটেকনিকাল স্কুলে নিজের রূপান্তর ঘটানই তার লক্ষ্য। শ্রম-স্কুল যেন বিশেষ টেকনিকাল স্কুলগুলির বিলুপ্তি না ঘটায় সেইজন্য এই ঘোষণায় স্থানীয় কর্মীদের নির্দেশ দেয়া হবে। বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এরূপ একটি কথাও অনুক্ষণ সোচ্চার থাকবে। বিদ্যালয়মুক্ত টেকনিকাল শিক্ষাকে কোন অবস্থায়ই অবহেলা করা চলবে না।

এই ব্যাপারে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ অসুবিধাগুলির কথা আমি ভালই জানি। কিন্তু আমাদের সামনে অপেক্ষিত অশেষ সম্ভাবনার কথাও আমার অজানা নয়। উল্লিখিত পথে যদি আমরা দৃঢ়পদে এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে বিদ্যালয়মুক্ত টেকনিকাল শিক্ষা অবশ্যই নানা পেশার সমবায়ী দলের কৃৎকৌশল শিক্ষার্থীদের বদলে দিতে পারবে, যারা কারখানার কাজে অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে সাধারণভাবে কর্মিদলের শ্রমশক্তি বাড়াবে ও এভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। তারা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শক্তিশালী চালিকাশক্তির ভূমিকাসীন হবে। আমি ব্যাপারটি সম্পর্কে সংক্ষেপেই কিছু বলতে পারি। বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার এই দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার আরব্ধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ইদানীংকার তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা এই কংগ্রেসে বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং তখনই আপনারা প্রশ্নটির পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

শরীরচর্চা-শিক্ষার ব্যাপারটিও অবশ্যই উল্লেখ্য। এই সম্পর্কে অধিক কিছু বলতে চাই না। কারণ, এ নিয়ে সাধারণভাবে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং তা সকলেরই জানা। আমার দেয়া এই সূত্রপাতমূলক বক্তৃতায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এটা খুবই স্পষ্ট যে, শরীরচর্চা-শিক্ষার সাহায্যেও জীবনের ভিত্তিস্বরূপ যে-স্বাস্থ্য সেসম্পর্কে যথাযথ যত্ন লালনের ক্ষেত্রে আমরা জনগণের মধ্যে উচ্চতর পর্যায়ের সচেতনতা

গড়ে তুলতে পারি। মানুষের শক্তি, কৌশল ও সৌন্দর্য বিকাশের দ্বারা এবং সামাজিক জীবনের একটি অনুষঙ্গ হিসাবে দলগত কার্যকলাপের মধ্যে এগুলিকে বিশেষভাবে সমন্বিত করে, এমন কি, কোন কোন বুর্জোয়া দেশেও (যেমন জার্মানি) সত্যিকার সুফল লাভ সম্ভবপর হয়েছে। খেলাধুলা ও শরীরচর্চা সংক্রান্ত তাদের সমিতিগুলি দেহচর্চার ক্ষেত্রে উচ্চমান অর্জন করেছে এবং এইসঙ্গে সমিতিগুলির কোন-কোনটি শ্রমিক শ্রেণীর অব্যাহত কোষ হয়ে উঠেছিল ও যথাসময়ে ব্যবহৃত হচ্ছিল। শরীরচর্চা-শিক্ষা ব্যক্তিতাবাদী হওয়ার বদলে অবশ্যই একটি যৌথ কর্মকাণ্ড হবে এবং এতে যথেষ্ট সাফল্যের সম্ভাবনাও রয়েছে।

আমরা অবশ্যই নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই চালাব, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জনপ্রিয় করব, শিল্পের সাথে জনগণের পরিচিতি ঘটাব ও এইসব ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সৃজনশীলদের এগিয়ে আসতে সহায়তা যোগাব, কৃৎকৌশল ও শরীরচর্চা-শিক্ষার প্রতি যত্ন নেব — এইসব কথা পুনঃস্মরণ করলে দেখতে পাবেন যে, আপনাদের সামনে কী বিপুল কর্মক্ষেত্রই না বিদ্যমান রয়েছে। আর ইতিমধ্যে এটা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না যে, এইসবই জরুরি রাজনৈতিক প্রচারের গুরুত্বে কাজে লাগাতে হবে...

বর্তমানেই মার্কসবাদের নিরীক্ষা মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস পুনর্লিখনে ও আমাদের চারপাশের সমাজের যাবতীয় ভিতগুলির পুনরানুসন্ধানে এতটা গভীরে পৌঁছেছে এবং এমন বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে যে আমরা আজ বলতে পারি: এমন কোন জ্ঞানশাখা নেই, বিজ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যাকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষার প্রাসাদের একাংশের অন্তর্গত করে পড়ান যায় না। যেকোন বিজ্ঞান থেকেই আমরা এমন পথ উদ্‌ঘাটন করতে পারি। যেকোন বিজ্ঞান থেকে শুরু করে আমরা সমাজকাঠামের গভীরে যতদূর ইচ্ছা অক্লেশে পৌঁছতে পারি...

যেকোন দৃষ্টান্ত, যেকোন বিজ্ঞান, যেকোন বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে আমি দেখাতে পারি যে, সামাজিক প্রচারকার্যের মূল ধারার সঙ্গে একে যুক্ত করার মতো সহজ কাজ আর কিছু নেই। পক্ষান্তরে, এমন কোন রাজনৈতিক সমস্যা বা সভার বিষয় নেই যা বৈজ্ঞানিকভাবে মোকাবিলা করা যায় না, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে কিছু তথ্যাদি সেখানে উপস্থাপিত করা যায় না। এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যেকোন ধরনের জ্ঞানই একজন মানুষ অর্জন করতে থাকুক, এটা কীজন্য এই সত্যটি তাকে আমাদের অবশ্যই বলা উচিত। আরও ভালভাবে কাজ করতে তার জানা উচিত যে, সে দেশের অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যই কাজটি করছে। তার অবশ্যই জানা উচিত যে, সে হল নতুন শ্রমবিশ্বের একজন নাগরিক, যা সবেমাত্র জেগেছে, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। প্রতিটি তথ্যকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে তা বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীকে আরও ছড়িয়ে দেয়ার জন্য শ্রোতার হাতের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

শিল্পকর্ম সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অবশ্য সকলেই বোঝে যে, ভাল বক্তৃতাও একটি শিল্পকর্ম। বক্তৃতায় যথেষ্ট আলঙ্কারিক রূপকল্প ও গলায় অঢেল আকুলতা থাকলেই এটি শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে না। সঠিক উপস্থাপনাই মূলকথা। এই হল নির্মাণের শিল্পকলা। এই অর্থে শিক্ষাদানও এক শ্রেষ্ঠতম শিল্প। এরই মাধ্যমে শিক্ষক, বিদ্যালয়মুক্ত প্রভাষক দুনিয়ার সেরা উপকরণ — মানুষের আত্মাকে গড়ে তোলেন। এইগুলি তৈরির ধরনটা জানা প্রয়োজন: প্রথমে নরম করা, হাতের ছোঁয়ার কাছে এবং তাদের মহৎ দিকগুলি নিয়ে আপনার কাজের প্রতি তাদের সংবেদনশীল করে তোলা।

তাদের কিছুটা প্রভাবিত করার শর্তে, আপনার প্রতি তাদের কিছুটা সহানুভূতি জাগানোর মতো উভয়ের মধ্যে একটা যোগাযোগ সৃষ্টির শর্তেই এটা সম্ভব। অর্থাৎ, আপনি তখন তাদের সামনে একজন শিল্পী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন।

আমরা জনসভায় যেমনটি করি সেভাবে আপনারা যদি গান-বাজনা ব্যবহার করেন, শিল্পীর ছবি যদি নিজেই আমাদের কাছে উড়ে আসে যেভাবে ইতিমধ্যেই তা আমাদের পতাকা ও পোস্টারকে উজ্জ্বলতা দিয়েছে, আপনাদের সহায়তা যোগানোর জন্য যদি শিল্পের পুরো ফুলবাগানটিই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তাহলেই আপনারা সফল হলেন। শ্রোতারা যখন নিজেরা এর প্রয়োজন বুঝবে সেজন্য আর আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে না। আপনারা তখন শিল্পকলার ন'জন দেবীকেই সাহায্যের জন্য আবাহন করতে পারেন।

সৌখিন নাট্যসম্প্রদায় থেকে ক্লাবের দেয়ালে মিউরাল চিত্রকলা আঁকা পর্যন্ত এমন কোন কর্ম নেই যা মানুষের রুচি উন্নয়নে, তাদের জীবনে

আনন্দের নতুন উপলব্ধি জাগাতে, যা বিশেষভাবে সহজবোধ্য সেই শিল্পের ভাষায় আমাদের কাছে আকাশের সূর্যকল্প মহান সত্যগুলি সম্পর্কে ব্যবহার্য নয়।

কমরেডগণ, গণমিলনায়তন কেন্দ্রের আকারে সমন্বিত করে আমি এই ধারণাগুলি আপনাদের কাছে সাধ্যমতো ব্যাখ্যার চেষ্টা করব, যে গণমিলনায়তন আসলে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাপ্রত্যয়ের ভিত্তি আর আদর্শ। অবশ্য এই শিক্ষা স্বশিক্ষার পাঠচক্র, শ্রমিক ও কৃষক ক্লাব, সব ধরনের কোর্স এবং গ্রন্থাগার ও রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমেও চালান যেতে পারে। কিন্তু স্মর্তব্য, এইসব ধরনের কাজ 'গণমিলনায়তন কেন্দ্রের' প্রত্যয়ের মধ্যেই একীভূত করা এবং এগুলিকে সামগ্রিক, সমন্বিত আকার দেয়া সম্ভবপর। প্রত্যয়টি বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার ধারণার চেয়েও ব্যাপকতর। গণমিলনায়তন কেন্দ্রকে শুধু সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেই নয়, রাজনৈতিক, পেশাগত ও সমবায়ী জীবনের সংস্থা হিসাবেও দেখা উচিত।

কংগ্রেস চলাকালে সম্ভব হলে 'সমন্বিত' গণমিলনায়তন কেন্দ্রের ধারণা সম্পর্কে আমি আপনাদের বিস্তারিত বলব। অন্যথা ইতিমধ্যে লিখিত আমার প্রবন্ধগুলিতে আমি অতিরিক্ত মন্তব্য হিসাবে অন্তত এসম্পর্কে কিছুটা যোগ করব, যেগুলি হয়ত একটি পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হবে। বর্তমানে বোধ হয় বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার কাঠামো, এটির বিদ্যমান ব্যবস্থাদির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলাই ভাল হবে।

কমরেড ন. ক. ক্রুপ্‌স্কায়া তাঁর বক্তৃতায় যে-ইঙ্গিত দিয়েছেন বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই (৪)। আমার ব্যাখ্যানুযায়ী বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার অর্থ বুঝতে হলে কমিশারিয়েতের অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের সঙ্গে অবশ্যই এর সুস্পষ্ট যোগাযোগ থাকতে হবে। অবশ্য এটা অশুদ্ধ ও স্ববিরোধী হবে, যদি আমাদের বলতে হয়: যেহেতু রঙ্গমঞ্চ, গ্রন্থাগার, জাদুঘর, চিত্রশালা, প্রদর্শনী ও সিনেমা — এইসব এবং খোদ বইপত্রও শিক্ষার মাধ্যম ও সেই অর্থে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষারও মাধ্যম, তাহলে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাবিভাগকেই এসব মোকাবিলা করতে হবে।

অবশ্য কোন নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়ে যদি বেরিয়ে আসার পর নিজেকে আগের তুলনায় আরও শিক্ষিত মনে না হয়, তাহলে এমন রঙ্গমঞ্চ বন্ধ করে

দেয়াই উচিত। কেননা, এটা রঙ্গমঞ্চের বদলে আসলে তো একটা হালকা বিনোদন মাত্র। আপনি যদি ওখানে নিদ্রার সমান ফলই পান তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে টিকে থাকার সামান্যতম অধিকারই এর থাকতে পারে। রঙ্গমঞ্চ তো শিক্ষারই মাধ্যম। সমগ্র সামাজিক জীবনই ব্যক্তির জন্য একটি শিক্ষাপ্রক্রিয়া। কিন্তু, এই কাজটি হল জনকমিশার পরিষদের, শিক্ষাবিভাগের নয়।

আমরা যথেষ্ট স্পষ্টভাবে আমাদের কাজের সীমানা চিহ্নিত করব। বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাবিভাগের কাজ হল তাদের সাহায্য দেয়া যারা বিশুদ্ধ একক চেষ্টায় শিক্ষালাভে সমর্থ নয়, যাদের জন্য বিদ্যালয়মুক্ত সংস্থার, অর্থাৎ এক ধরনের স্কুল — সাধারণ থেকে একটু আলাদা ধরনের হলেও অবশ্যই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বটে — সাহায্য প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমাদের রঙ্গমঞ্চবিভাগ রঙ্গমঞ্চ থেকে শিক্ষায় সরাসরি সাহায্য দেয়ার কথা ভেবে দেখতে পারে।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চগুলির তো স্বাধীনতা রয়েছে। তাদের শিল্পগত দায়িত্বও আছে। সেগুলি ব্যাপক অনুষ্ঠানসূচি গড়ে তুলছে, মঞ্চশিল্পের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বৃহত্তম সাফল্যলাভে সচেষ্ট রয়েছে। রঙ্গমঞ্চে আসুন, যদি ইচ্ছা হয় শিক্ষা নিন। কিন্তু তারা আপনাদের কাছে আসবে না! অবশ্য বক্তৃতার পরে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান চাইলে সেই দায়িত্ব বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাবিভাগের উপর বর্তাবে। এইজন্য বিদ্যালয়মুক্ত বিভাগ কোন আঞ্চলিক রঙ্গমঞ্চ বা মালি থিয়েটারের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করার ব্যাপারে বলতে পারে: আমাদের জন্য এমন একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন যেখানে থাকবে, ধরুন, মানবেতিহাসের কোন এক বিশেষ মুহূর্ত, কিংবা ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি যুগের ছবি হিসাবে পাঁচ বা ছ'টি নাটক — এই হল বিদ্যালয়মুক্ত বিভাগের কর্মচারীদের উপযুক্ত কাজ। কিন্তু এছাড়া রঙ্গমঞ্চ যাতে শিল্পপ্রগতির নিয়মে বিকশিত হয় সেজন্য তাদের স্বাধীন রাখা হবে।

শিল্প ও বিজ্ঞান উভয়তই মানুষ তার সৃজনশীলতাকে যথাসম্ভব উন্মোচিত করবে। কারণ, এই গাছে জন্মান ফল থেকেই শেষে সকলের আহার্যের সংস্থান হবে। শিল্পের ক্ষেত্রে সবকিছুকে অব্যর্থভাবে জনপ্রিয়তার স্তরে নামিয়ে আনা মোটেই সঙ্গত নয়। যাতে যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক মানুষকে জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যমে শৈল্পিক সৃজনশীলতায়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

দক্ষতা অর্জনে, সম্পূর্ণ স্বাধীন সৃজনশীল কর্মে উপরে টেনে তোলা যায় সেজন্য আমাদের ভাবতে হবে। রাষ্ট্র রঙ্গমঞ্চবিভাগকে অবশ্যই বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাবিভাগের একটি উপাঙ্গে খর্বিত করতে পারে না। কিন্তু এথেকে আরেকটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা খুবই দুঃখজনক হবে: ওখানে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাবিভাগের কিছুই করণীয় নেই। রঙ্গমঞ্চবিভাগই সৌখিন নাট্যচক্রগুলির বা সরলীকৃত নাট্যানুষ্ঠানের উপযোগী মঞ্চের ব্যবস্থা করুক। এই বিভাগই উপযুক্ত নাটক খুঁজে বের করুক, রঙ্গমঞ্চের জন্য তার সুপারিশ পাঠাক, বক্তৃতা সহ জনপ্রিয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে ভাবুক।

এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত অবশ্যই অত্যন্ত বেমানান হবে। এতে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার একক কাঠামোটি খণ্ডবিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। গণমিলনায়তন কেন্দ্রের দায়িত্ব তখন কার উপর বর্তাবে, যেখানে অনুষ্ঠিত হবে নাট্যাভিনয়, প্রদর্শনী, কনসার্ট, যেখানে প্রতিটি অনুষ্ঠান অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে আড়াআড়ি করে চলবে? অর্থাৎ বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাসংক্রান্ত আমাদের কাজগুলি ভেঙ্গে পড়বে। এটা বিশেষত গ্রন্থাগারের কাজের ক্ষেত্রেই প্রকটিত হবে। গ্রন্থাগার হল বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার একটি বাহুবিশেষ। এইসঙ্গে গ্রন্থাগার বিভাগের কাজ হল সব ধরনের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ, অর্থাৎ এর অর্ধেক কাজই বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাবিভাগের হাতছাড়া হবে।

সমস্যাটি অন্যভাবে সমাধান করা যায়। গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্রলগ্ন বিভাগ গড়ে উঠুক, ভাল কথা। কিন্তু আমরা নিজেদের ছোটখাটো রঙ্গমঞ্চবিভাগ, আমাদের নিজস্ব ছোট চলচ্চিত্রবিভাগ, ছোট গ্রন্থাগার বিভাগ গড়ে তুলব, যা হবে কেবল আমাদের, বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাবিভাগের কর্মীদের। যদি ওই ক্ষুদ্র বিভাগটি আমাদের বিদ্যমান শিল্প ও বিজ্ঞানের শক্তিকে ঘনীভূত না করে, যদি শিল্পসংক্রান্ত যাবতীয় প্রধান বিভাগগুলি এতে আনা না হয়, তাহলে সামান্যই ফলোদয় হবে, বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা উপবিভাগে এক ধরনের কুটিরশিল্প হয়ে উঠবে। রাষ্ট্রের যাবতীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষমতা আর এই বিভাগের থাকবে না।

অতএব একটিই শুধু পথ আছে আর আমি সেটাই কংগ্রেসকে সতর্কভাবে বিবেচনা করতে বলব: আমাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিভাগের অন্তর্গত একটি করে উপবিভাগ গঠন, সেগুলি তাদের কাজের বিদ্যালয়মুক্ত

শিক্ষার দিক নিয়ে অল্পবিস্তর নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে, উল্লিখিত ক্ষেত্রে বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হিসাবে নির্দিষ্ট কলা বা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ধরনে জনসেবায় কাজে লাগাবে এবং প্রতিটি উপবিভাগ বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাখাতের অতিরিক্ত সংস্থা হিসাবে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কংগ্রেসের পক্ষে এই সাংগঠনিক কেন্দ্র সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা এখন খুবই জরুরি। কারণ, বিভিন্ন এলাকায়, জেলায় এই ধরনের একটা কিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, হয়ত-বা খর্বিত আকারে, আর হয়ত এই একই সমাধান সেখানেও প্রযোজ্য হবে...

আমার এই প্রারম্ভিক বক্তৃতায় অবশ্য কংগ্রেসের দশ দিনের কর্মসূচির যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা মোটেই সম্ভবপর নয় আর কাজের ক্ষমতা যত বেশিই হোক এসম্পর্কে শেষ কথাটিও বলে দেয়াও তার পক্ষে অসম্ভব বটে। আমি মনে করি যে, এই ভূমিকায় অন্তত অংশত আমি আমার অভীষ্ট লাভ করেছি, অর্থাৎ বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতকর্মের যে বিপুল সম্ভাবনা ও গুরুত্ব রয়েছে তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি এবং অন্তত এর কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলি লক্ষ্য করতে বলেছি। বিশ্ব-ইতিহাসের যে অনুপম, রক্তিম মুহূর্ত আমরা এখন অতিক্রম করছি তারই আলোকে আমি এইগুলি বিশ্লেষণ করেছি।

হাজার মানুষের এই সমাবেশে উপস্থিত আমরা অবশ্যই নতমস্তকে বলব না: আমাদের শত্রুদের এগিয়ে আসার মুখে যখন সবকিছু বিপন্ন, যখন সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া যুদ্ধের কুত্তাদের দৃঢ় অথচ যুদ্ধক্লান্ত হাতে মোকাবিলা করছে তখন বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা নিয়ে একটি কংগ্রেস আহ্বান মোটেই সময়োচিত নয়।

না, এটা এক বিরাট ব্যাপার। এটা একটি প্রতীক। এতে আমাদের আন্দোলনের শক্তি প্রকটিত — আমরা জনগণকে যুদ্ধে, রণাঙ্গনে যেতে, ওইসব নির্লজ্জ আক্রমণ মোকাবিলা করতে বলার সঙ্গে সঙ্গে এখানে, এই কেন্দ্রে, রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলে শত শত মানুষকে জনশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সমবেত করছি। অবশ্য আজ একহাতে তলোয়ার আর অন্যহাতে আলোকবর্তিকাই আমাদের বইতে হবে। এই দুটিই আমাদের জয়লাভের পক্ষে অপরিহার্য। অতএব এখানেও আমরা যুদ্ধসভা বসিয়েছি, এখানেও আমরা অভিন্ন মহাযুদ্ধের মধ্যেই রয়েছি।

আর এখানে ইতিমধ্যেই লালফৌজের প্রতিনিধি বলেছেন — এটা আমাদের সাহায্য দিচ্ছে, আমরা একে সাহায্য করছি। বন্ধুগণ, এই সবই বিশ্ব-ইতিহাসের পক্ষে একান্তই জরুরি: আমাদের মহান কাজটি সারা মানবজাতির ভবিতব্যের জন্য।

১

# শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে

## বুর্জোয়া ও কমিউনিস্ট শ্রম-স্কুল

শ্রেণীসমাজে রাষ্ট্রকৃত সবকিছুরই একটা সুস্পষ্ট শ্রেণীচারিত্র্য থাকে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে দুটি প্রধান মতের একটি হল উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের, অন্যটি মার্কসবাদীদের।

উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা বলে যে, রাষ্ট্র হল নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার সংগঠন। এইসঙ্গে বর্তমান সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং তাদের পারস্পরিক সংঘাতের বাস্তবতা স্বীকারক্রমে উদারনৈতিকরা বলে যে, রাষ্ট্র ও তার আইনকানুনগুলি শ্রেণীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত আর এইসব শ্রেণী নিজেদের মধ্যে সংঘাতের মাধ্যমে যাতে সাধারণ ঐক্য বিনষ্ট না করে সেদিকে নজর রাখাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। এটি ন্যায়ের রক্ষক আর এইসঙ্গে যোগাযোগ, হাসপাতাল, স্কুল — জীবনের এই দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা, যা সবার জন্যই আবশ্যকীয় এবং সেজন্যই তা একটি সাধারণ সংস্থার, সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উচ্চতম সংগঠনের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের আওতাধীন থাকে।

ফলত উদারনৈতিকরা দাবি করে যে, খোদ রাষ্ট্রকে অবাধ নির্বাচনভিত্তিক আইনসভার উপর নির্ভরশীল হতে হবে, যাতে প্রতিটি শ্রেণী সেখানে তার প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। তারা মনে করে এভাবেই আইনসভা দেশে বিদ্যমান শক্তিগুলির সম্পর্কের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে।

আপস হিসাবে, সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার চুক্তিবদ্ধ বিবাহ হিসাবে এই রাষ্ট্র-তত্ত্বটি গণতান্ত্রিক আইনসভাভিত্তিক শাসনে কিছুটা দৃঢ়তা পায়। তবু তত্ত্বটি অশুদ্ধ বটে। আসলে এর সঙ্গে বাস্তবের কোনই মিল নেই। মার্কসের অনেক পূর্বসূরী যেমনটি সন্দেহ করেছিলেন এবং মার্কস স্পষ্টভাবে, নির্ভুলভাবে যেমনটি দেখিয়েছেন তা হল: রাষ্ট্র আসলে শাসকশ্রেণীর একটি সরকারী সংগঠন ছাড়া আর কিছু নয়।

শাসকশ্রেণী হল সংখ্যাগুরুর শোষক, শেষোক্তের শ্রমের উপর নির্ভরশীল

একটি সংখ্যালঘু শ্রেণী। তারাই জমি, সাজসরঞ্জাম, পশ্বাদি ও নিজেদের মজুরদের নিয়ন্তা। কেবল বলপ্রয়োগের একটি বিরাট যন্ত্র গড়ে তোলার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের পক্ষে এমন নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই সৈন্যবাহিনী ও পুলিস বাহিনী পোষে, এরা শাসকশ্রেণীর সেবা করে এবং সংখ্যালঘুদের হাতে কেন্দ্রিত বিপুল সম্পদের উপর সংখ্যাগুরুরা কোন হামলা চালালে তা প্রহত করে, সংখ্যাগুরুকে পুনরায় বশ্যতায় বাধ্যকরণে নিষ্ঠুরতম প্রতিশোধের আশ্রয় নেয়।

এই অবস্থা দাসপ্রথাধীন সমাজে ছিল। সেখানে মালিকরা ছিল সশস্ত্র, দাসেরা অস্ত্রহীন, দাসেরা বিদ্রোহের দুঃসাহস দেখালে তাদের দমনের জন্য দাসমালিকরা সর্বদাই বরকন্দাজ প্রস্তুত রাখত। সুসংস্কৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও ঘটনাটি সত্য বটে। সেইসব দেশে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য আইনী প্রতিশোধ বা সরাসরি হামলা চালান হয়। এমনটি ব্রিটেন, আমেরিকা, এমন কি সুইজারল্যান্ডেও ঘটে। (কিছুদিন আগেও সুইস পুলিস জুরিখের রাস্তায় শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়েছিল।)

শাসকশ্রেণীর প্রাধান্য নিশ্চিত করাই প্রতিটি রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সংখ্যাগুরুরা শিক্ষিত ও সংগঠিত হয়ে ওঠে, যখন প্রলেতারিয়েতরা ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ধারায় ভাবতে শুরু করে, পেটি বুর্জোয়াদের কেউ কেউ র‍্যাডিকালপন্থী হয় (যেখানে বড় বড় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রশক্তির কাছাকাছি অবস্থিত বা রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করেছে, যেখানে যোগাযোগের সুব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছেছে সেখানেই এমনটি ঘটে), তখন বড় বড় বুর্জোয়ারা সমাজবিন্যাসের শৃঙ্খলা আর অটুট রাখতে পারে না, যার সাহায্যে তারা নিঃশর্তভাবে, কোন আড়াল ছাড়াই ক্ষমতাসীন রয়েছে। এই কার্যসিদ্ধির চেষ্টায় সে তখন সরকারের কাছ থেকে তথাকথিত সম্পত্তিগত যোগ্যতার সুযোগ নেয়, যাতে কেবল ধনীরাই আইনসভায় যাওয়ার অধিকারী হয়। কিন্তু কাজটি ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ে। এতে পরিপক্ক গণতান্ত্রিক অংশ (এমন কি সম্পত্তির মালিকদের মধ্যেও) প্রকট হয়ে ওঠে, অবাধ্য হয়ে ওঠে: এমন কি বিপ্লবের আশঙ্কাও দেখা দেয়। সুতরাং এজন্যই বুর্জোয়ারা (কখনো রীতিমতো স্বেচ্ছায়) সর্বজনীন ভোটাধিকার নামের উদ্ভাবনদক্ষ একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যা

আপাতদৃষ্টিতে সকল নাগরিককে রাজনৈতিক সাম্য দেয় আর একইসঙ্গে ধনীদের হাতে ক্ষমতা অটুট রাখে।

আমেরিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্সে সর্বজনীন ভোটাধিকার রয়েছে। এইগুলি গণতান্ত্রিক দেশ (গণতন্ত্রের অর্থ হল 'জনগণের রাজত্ব')। কিন্তু, সেখানকার অধিকাংশ মানুষই ভিক্ষুকপ্রায় আর অতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘুরা কলকারখানা, খনি, বাড়িঘর ও বিপুল সম্পত্তির মালিক, বসবাস করে চূড়ান্ত বিলাসিতায়। এগুলি হল সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ। আর যদি কেউ বলে যে, এইসব মেশিনপত্র, বাড়িঘর, জমিজমা জনগণের সম্পত্তি হওয়ার উচিত শর্তেই কেবল জনগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তাহলে তাদের জেলে রাখা হয়, তাদের সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয় — অর্থাৎ এইসব প্রচারের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর অবদমন চলে।

কেবল শক্তির দ্বারাই এটা অর্জিত হতে পারে না। অবশ্য বুর্জোয়ার পক্ষে শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশি অস্ত্রসজ্জিত থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, বিকাশের এই পর্যায়ে বুর্জোয়ারা বিরাট সৈন্যদল পুষতে বাধ্য হয়। বিশাল দেশের, বিপুল বিদ্রোহী জনসাধারণের সঙ্গে, তথা অন্যান্য হিংস্র রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা — এই ব্যাপার মোকাবিলার জন্য একটি বিশাল সৈন্যদল প্রস্তুত রাখা আবশ্যকীয়। তাই সামরিক দিক থেকে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন সৈন্যসংগ্রহ ছাড়া বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গত্যন্তর নেই।

কিন্তু, জনগণের এই সৈন্যবাহিনী সহজেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। লক্ষণীয় যে, কোন সময়, কখনই রাষ্ট্র **এককভাবে** বলপ্রয়োগের উপর ভরসা রাখে নি। নিচের শ্রেণীগুলিকে দমনের জন্য চিরদিনই **প্রধান** উপায় হিসাবে **তলোয়ার,** স্থূল শক্তিই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এইসঙ্গে সমাজের নিচুতলার মানুষের **চেতনাকে বিষাক্ত করার** পদ্ধতির প্রয়োগও অব্যাহত ছিল।

প্রথমত, অধস্তন শ্রেণীকে জ্ঞানলাভের সুযোগ দেয়া চলবে না, জনগণকে অজ্ঞ রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই অজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে এইসব বোধ দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে যে: দাস বিদ্যমান পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ভাববে, সে এটাকে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা হিসাবেই দেখবে। তার সাধারণ বিবেচনাকে বিকৃত করতে হবে, বসবাসের পরিস্থিতির কাছে তাকে স্বেচ্ছায় নতিস্বীকারের শিক্ষা দিতে হবে।

আমাদের লেখকরা একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন: সে ভূমিদাস বা গৃহদাস। সে কুকুরের মতো প্রভুকে তুষ্ট রাখে। সে নিশ্চিত যে, ঈশ্বরই তাকে প্রভুর জন্য জীবনপাতের ভার দিয়েছেন। স্মরণ করুন, জারের জন্য জীবনপাত যে বীরত্বের সেরা নিদর্শন তা কীভাবে আমাদের সৈনিকদের বোঝান হত। আপনারা জানেন জনগণকে কীভাবে পোষ মানান হয়েছিল। এতটা সাফল্যের সঙ্গে তাদের পোষ মানান হয়েছিল যে, তারা অস্থিমজ্জায় দাস হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের দাসত্বকে আশীর্বাদ ভাবতে শিখেছিল। এটা করা হয়েছিল ধর্মের বিকৃতির সাহায্যে, পাদ্রিদের সহায়তায়। শৈশব থেকেই তারা অধস্তনদের মাথায় এইসব ধারণা ঢুকাত যে, এই দুনিয়া সত্য নয়, মৃত্যুর পর আরেক দুনিয়া আছে, যেখানে সবকিছুই আলাদা, আর এখানকার কর্তব্য সম্পর্কে জানার জন্য বিষয়টি জানা সকলেরই উচিত। ধর্ম অতি সুচতুরভাবে এই শিক্ষা দেয় যে, বিশ্ব এতই সুশৃংখল যে ইহলোকে একজন দরিদ্র মুখ বুজে থাকলে পরলোকে সে দারুণভাবে পুরস্কৃত হতে পারে, কিন্তু এখানে ভাগ্যের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করলে পরলোকে তাকে অবশ্যই কঠিন সাজা পেতে হবে।

এই ধারণাবলী অন্যান্য কুসংস্কারের সঙ্গে কৃষকদের মাথায় ঢুকান হয়েছে আর সেজন্যই কৃষকদের মধ্যে, অধস্তন শ্রেণীগুলির মধ্যে এইসব ধারণার এমন ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

দুনিয়ার রাজার রাজা, যাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করণীয় নেই, তিনিই ঈশ্বর। ভাল বা খারাপ ফসল, মানুষের ভাগ্য, জীবন ও মৃত্যু, অসুস্থতা, সাফল্য ও ব্যর্থতা সবই তাঁর ইচ্ছাধীন, সবই তাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনি পার্থিব রাজার মতো নন, যিনি যাকে ইচ্ছা জেলবন্দী করতে পারেন। তিনি কেবল ইহলোকেই নন, মানুষের চিরন্তন আত্মারও ভাগ্যনিয়ন্তা। আর চিরন্তন আত্মার তুলনায় মানুষের ইহলোকের সংক্ষিপ্ত জীবন তো কিছুই নয়! এই রাজার রাজাই আসলে দুনিয়ার বিদ্যমান নিয়ম-শৃংখলার স্রষ্টা।

খ্রীস্টধর্ম বলে যে, দরিদ্রদেরই ঈশ্বর ভালবাসেন। তিনি তাদেরই পক্ষে। সত্যমিথ্যা কেউ জানে না, হয়ত ধনীরা পরলোকে খুবই দুরবস্থায় পড়বে। মানুষের উচিত ক্ষণিকের এই কষ্টভোগ সহ্য করা এবং ইহলোকে ধনীদের আজ্ঞাপালন। তত্ত্বটি অবশ্যই ধনীদের জন্য সুবিধাজনক। আর দরিদ্র অজ্ঞতার দরুন এতে বিশ্বাসী, এই চালাক কৌশলের পুরোটারই সমর্থক।

পশ্চিম ইউরোপেও এটি সহজলক্ষ্য। আমরা দেখি, সেখানে রাষ্ট্র (আর রাষ্ট্র যেখানে গির্জা থেকে পৃথক, সেখানে সমাজ) বিপুল অর্থব্যয়ে বিষপ্রয়োগকারী বাহিনীকে, মানুষের সহজবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করার জন্য হরেক রকমের পাদ্রি পুষছে।

যে-দেশ যত বেশি সংস্কৃত, যথেষ্ট কার্যকর নেশা হিসাবে খ্রীস্টধর্ম সেখানে তত বেশি পরিশুদ্ধ, ছলাকলাহীন।

অল্পবিস্তর সভ্য রাষ্ট্রের বিকাশের পর্যায়ে মানুষের চেতনাকে বিষাক্ত করার জন্য এটি বিপুল সম্পদ হস্তগত করে, জাতীয় ব্যারাক খুঁজে পায়। সর্বজনীন যুদ্ধশিক্ষা বলতে আমরা সকল তরুণের জন্য সামরিক যন্ত্রের লৌহকঠিন মুঠোয় কিছু সময় থাকার কথাই বুঝি। আসলে কিন্তু প্রত্যেকের জন্য দু'তিন বছরের সামরিক শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, কারও ভাল যোদ্ধা হয়ে ওঠার পক্ষে বড় জোর তিনমাসই যথেষ্ট।

কিন্তু তরুণদের অনেকদিন ধরেই সৈন্য হওয়ার শিক্ষা নিতে হয়, যাতে অফিসর শ্রেণী ও ননকমিশন্ড অফিসররা তাদের ইচ্ছার শেষটুকু পর্যন্ত লুটে নিতে পারে, যাতে তারা হুকুম পাওয়া মাত্র নির্দ্বিধায় যে-কাউকে গুলি করতে পারে। 'দেশাত্মমূলক' কর্তব্যের ছদ্মবেশে এভাবে মানুষকে পুতুল বানান হয়, তাদের তালিম দেওয়া হয় এবং এভাবে শিক্ষিত মানুষ কেবল সৈনিকজীবনেই নয়, পরবর্তীকালেও তার আত্মায় সেই বশ্যতা, হুকুম শোনামাত্র সম্মোহিত হওয়ার গুণটি বহন করে চলে।

তারপর রাষ্ট্রের হাতে আছে সংবাদপত্র, অর্থাৎ, বিপুল পরিমাণ কাগজের (হয় রাষ্ট্র নিজে অথবা নিজের ক্রীত বা রক্ষণাধীন সংবাদসংস্থার মাধ্যমে) সাহায্যে ইচ্ছামতো কুৎসা প্রচার, ইচ্ছামতো লেখা প্রকাশ, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা ছড়ান এবং গালগল্প, গুজব, মিথ্যা খবর রটানোর অশেষ সামর্থ্য। সংবাদপত্রের শিরাগুলির মধ্য দিয়ে মিথ্যার একটি পুরো নদী বয়ে যায়, বিশেষত পশ্চিমের দেশগুলিতে। এটি সর্বত্রই পৌঁছয়, বস্তুত প্রতিটি কৃষকের ঘরে এর অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সেখানে ধ্বংসাত্মক কার্যসম্পাদন করে। দস্যুকল্প সংবাদপত্রগুলি তথাকথিত জনমত গড়ে তোলে। সাধারণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এই জনমত আসলেই নির্ভেজাল বানানো ব্যাপার। রাষ্ট্র বলে: এই-এই রকম জনমত তৈরি কর, আর সবগুলি সংবাদপত্রে নির্ধারিত

সুরে চিৎকার শুরু হয়। মানুষ এইসব বিশ্বাস করে। তারপর তারা প্রতিপক্ষীয় সংবাদপত্রের, সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলির মোকাবিলায় কোমর বাঁধে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এমনি কেউ সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র বন্ধ করে দিতে পারে না। কিন্তু, এছাড়াই ওগুলির বিরুদ্ধে অনেকটা সহজেই লড়াই করা যায়। বড় সংবাদপত্র চালানোর জন্য মোটা পুঁজি চাই। কিন্তু শ্রমিকদের তা থাকে না। শ্রমিকদের সংবাদপত্রগুলি চলে অতি সামান্য পুঁজিতে। বুর্জোয়াদের ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানগুলি ওদের কোনই বিজ্ঞাপন দেয় না। সিকি ফ্রাঁ দামের একটি কাগজেরও কিন্তু — যেমনটি ফ্রান্সে করা হয় — বিজ্ঞাপন দরকার। এছাড়া কাগজ চলে না। এজন্য প্রায়ই সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলি কেবল বুর্জোয়া সংবাদপত্রের দরিদ্র আত্মীয় হিসাবেই টিকে থাকে।

অবশেষে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আরেকটি হাতিয়ার আছে: **নির্যাতিত মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতাদের ক্রয় করে নিজের দলে টানা।**

খোদ শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রায়ই আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়। এদের মধ্যে যারা পুরো ব্যাপারটা বোঝে তারা জনগণকে বলতে শুরু করে: 'চোখ খোল, দেখ, এটা মোটেই গণতন্ত্র নয়, পুরোপুরি এক প্রবঞ্চনা, সৈন্য ও সংবাদপত্রের সাহায্যে, ঘুষের দৌলতে নগণ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু তোমাদের শাসন করছে, তোমাদের জীবন, ভাগ্য দুর্বিষহ করে তুলছে'।

গোড়ার দিকে এইসব লোককে সম্ভাব্য সকল পন্থায় খতম করে দেয়া হত। শেষে এদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজটা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ভাল বক্তা হলে এইসব লোক আইনসভাশাসিত দেশে শহর-কাউন্সিল বা বৃহত্তর সংস্থা হিসাবে জেলা-কাউন্সিলে — যেগুলি আমাদের জেম্‌স্তভোর মতো সংস্থা — অথবা শেষপর্যন্ত আইনসভায় নির্বাচিত হতে পারে আর তখন ওদের ক্রয় করা সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। এমন লোককে সব ধরনের ভাল জিনিসের আশ্বাস দেয়া হয়, ক্লাবে গ্রহণ করা হয়। তাদের কেউ কেউ বুর্জোয়া পরিবারে বিয়ে করে, হঠাৎ বড় চাকুরি পেয়ে যায়, কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে বা তাদের তা দেয়া হয়। শ্রমিকদের কোন কোন প্রতিনিধি এই প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করে, আত্মবিক্রয় করে বসে। ব্রিয়াঁর (১) মতো কেউ কেউ পুরোপুরি আত্মবিক্রীত হয়, দেহ-মন বিকিয়ে দেয়, বুর্জোয়াদের গোলাম হয়ে ওঠে, অথচ সমাজতন্ত্রের একটা হালকা

আবরণীকে তখনো আড়াল হিসাবে ব্যবহার করে। তাদের মুখে ফুটে বড় বড় বিপ্লবী বুলি, অথচ বিপ্লবকে কয়েকশ' বছর পেছনে ঠেলে দেয়, আর ঈশ্বরের দোহাই দিয়েশ্রমিকদের বর্তমানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গিতপ্রাণ কর্মীদের অনুসরণ না করতে বলে। এরা **বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্রী** হয়ে ওঠে। মন্ত্রিত্বের গদি পায়। এরা করিতকর্মা আর বুর্জোয়া শ্রেণী তার পুরো ভাগ্য এদের হাতেই সপে দেয়, ওদের রাষ্ট্রতরীর প্রধান মাঝি বানায়। কারণ, এরা সমাজতন্ত্রের বুলির কুয়াশা সৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপন করতে পারে, দাঁতাল নেকড়ে হিসাবে জনগণের পরিচিত সাধারণ বুর্জোয়া অপেক্ষা রাজনীতিবিদরূপে অনেক বেশি কার্যকর হয়।

রাশিয়ায়ও এরই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখি। ফেব্রুয়ারি-এপ্রিলে (১৯১৭) বুর্জোয়ারা ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের মন্ত্রিত্বের গদি দেয়ার দাবি তারা জানিয়েছিল। ডাকা হয়েছিল চের্নোভ, সেরেতেলি ইত্যাদিকে (২)। বুর্জোয়ারা এদের আড়াল হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তারা হোস-পাইপের সত্যিকার চালক হিসাবে বিপ্লবের আগুন নিভানোর জন্য সর্বত্র ছুটছিল। ওরা সর্বতোভাবে আড়ালের কাজ করেছিল, অথচ মূল ক্ষমতা ছিল পুঁজিমালিক কনোভালভ, জমিদার ল্ভোভ, ব্যাঙ্কমালিক তেরেশ্চেঙ্কোর (৩) হাতে। আমাদের এমন লোক ছিল না যাদের উপর বুর্জোয়ারা পুরো ক্ষমতার দায়িত্ব দিতে পারে। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে লয়েড জর্জ ও মিলেরাঁর (৪) মতো লোক রয়েছে যারা জনগণের মধ্য থেকে উপরে উঠেছে, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হয়েছে। অবশ্য ওদের খাটো দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

কিছু কিছু লোক নিজেদের আংশিক বিক্রয় করে। তাদের অবস্থা অল্পবিস্তর সুবিধাজনক থাকে। তারা আর তাড়াহুড়া করে না, তবে বুলির ব্যাপারে পুরোপুরিই সমাজতন্ত্রী থেকে যায়। তারা সব সময়ই কর্মব্যস্ত থাকে, শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়, সংগঠন গড়ে, কিন্তু কার্যত সবই বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপস-রফার মাধ্যমে। তারা বলে যে লক্ষ্য, অর্থাৎ বিপ্লব কিছুই নয়, পথ, অর্থাৎ সংস্কারই আসল ব্যাপার। আজ কাজের সময় আধঘণ্টা কমে গেল, আগামীকাল দশ কোপেক বেতন বাড়ল। এই হল 'আইনসভার মাধ্যমে লড়াইয়ের' বাস্তবতা। ধীরেসুস্থে, সহজভাবে। এই ধরনের সুবিধা বুর্জোয়ারা সানন্দেই দেয়। আর এইভাবে জার্মান সোশ্যাল-

ডেমোক্রাটিক পার্টির মতো বিরাট দল কাউট্স্কির (৫) সহ বহু অতিবামপন্থীদের নিয়েও শেষপর্যন্ত আইনসভার চোরাবালুতে পুরোপুরি সেঁধিয়ে গেল। এভাবেই শ্রমিক শ্রেণী তার নেতাদের হারায়।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে, বুর্জোয়ারা কত শক্তিশালী। এগুলির মধ্যে অতি নগণ্য হিসাবে চিহ্নিত যে-**স্কুল** তাকেও জনগণের চৈতনা বিকৃত-করণে বুর্জোয়ারা যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

শাসকশ্রেণীর সরকারের প্রথম কাজ হল নিচের শ্রেণীগুলিকে অনুন্নত রাখা, সমালোচনামূলক চিন্তার ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করা। রাশিয়ার মতো একটি দেশের কথা ধরলে দেখা যায় যে, জার-শাসনের একেবারে শেষপর্যন্তও জনশিক্ষামন্ত্রী আসলে সর্বদাই ছিলেন, শ্চেদ্রিনের ভাষায়, জনশিক্ষাহরণমন্ত্রী (৬)। কোন সমিতি স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলে মন্ত্রী এতে রাজি হতেন না। কোন শহর বিশ্ববিদ্যালয় চাইলে মন্ত্রী গররাজি হতেন। কোন প্রতিভাবান প্রফেসর থাকলে তাঁকে বিদেশে যেতে বাধ্য করা হত। ছাত্রেরা স্কুলে বিজ্ঞানের কার্যকলাপ বাড়ানোর ব্যাপারে লড়াই করলে সরকার তাদের সৈন্যদলে পাঠাত। এই ছিল জনশিক্ষামন্ত্রকের নিত্যনীতি। এই মন্ত্রক ছিল আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি শাখার মতোই। এই শেষোক্ত বিভাগটি স্কুলগুলিকে তার তদারকিতে রাখত।

এমন কি, রাশিয়ায় অর্থমন্ত্রক (যাকে বাজেটের ভারসাম্য বজায় রাখতে হত এবং সেইজন্য এটা বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের আবশ্যিকতা উপলব্ধি করেছিল, অন্যথা অন্যান্য দেশের পেছনে থাকাই রাশিয়ার নিয়তি হত, কারণ অপুঁজিতান্ত্রিক দেশই সর্বদাই পুঁজিতান্ত্রিক দেশের কাছে মার খেত) স্কুল তৈরির ব্যাপারে চাপ দিলে জনশিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে তার তীব্র সংঘাত দেখা দেয়। অর্থমন্ত্রক পশ্চিম ইউরোপের সেরা প্রতিমান অনুযায়ী নিজের পলিটেকনিকাল কলেজ, বাণিজ্যিক বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিল। আর বলাই বাহুল্য, দক্ষকর্মী, ভাল দোকানকর্মী এবং কৃষিসংক্রান্ত জনপ্রিয় পত্রিকা পাঠে সক্ষম ও খামার উন্নয়নে সমর্থ কৃষক গড়তে হলে জনগণকে অজ্ঞতাবন্দী রাখা চলে না।

যেসব দেশের মানুষ সাধারণভাবে শিক্ষিত, বুর্জোয়া হলেও যেসব দেশের জনশিক্ষাব্যবস্থা প্রাগ্রসর, সেখানে সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিকদের দক্ষতার মান অপেক্ষাকৃত উন্নততর হয়ে থাকে। পশ্চিম ইউরোপ এসম্পর্কে

নিশ্চিত হওয়ার পরে সে জনগণের স্কুলের দিকে মনোযোগ ঘনীভূত করেছিল।

তা সত্ত্বেও জনগণের স্কুলগুলি জনসাধারণকে পূর্ণজ্ঞান দিক তা সে চায় নি। এতে তাদের কী লাভ? প্রশিক্ষণের খাতিরে তাদের প্রয়োজন শুধু কিছুটা পড়া ও লেখা শেখা। কিন্তু ওখানে থাকা চাই পাদ্রিদের, যাতে এইসঙ্গে তাদের যতটা সম্ভব খ্রীস্টধর্মীয় বিষ গেলান যায়। জনসাধারণ একটা পর্যায় অবধি কৃৎকৌশল জ্ঞান আয়ত্ত করবে, তবে সে কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ পাবে না, আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল প্রাথমিক স্কুলের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উচ্চতর বিদ্যায়তনে তার এগিয়ে যাওয়াটা আটকান। কাজটি এমন দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছে যে, যেমন রাশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাশেষে মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ছাত্রের হার ছিল এক শতাংশের এক চতুর্থাংশ। অর্থাৎ, চারশ'র মধ্যে একজন এবং তাও কেবল ভাল মুরব্বি থাকলে অথবা ধনী কৃষকসন্তান ইত্যাদি হওয়ার দৌলতে (৭)।

সুতরাং, একজন সাধারণ মানুষকে বড়জোর তিন-চার বছর শিক্ষালাভের পরই বাধ্য হয়ে স্কুল ছাড়তে হয়। অতঃপর যদি সে সান্ধ্য ক্লাসের মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়, তবে তা কেবল নিজের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্যই। সে যাতে পূর্ণ জ্ঞানার্জন করে ধরা যাক, অতি সহজে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট না হয়ে ওঠে, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। তাই জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড সহ সকল ইউরোপীয় দেশে নিচের স্কুলগুলি থেকে সামনে বা উপরে যাওয়ার কোন পথ খোলা নেই। কিন্তু আমেরিকায় ব্যাপারটা এমন নয়। সেখানে শ্রমিক কিংবা ক্ষুদে কৃষকদের যে-অংশটি উচ্চতর বিদ্যায়তনে পৌঁছয় তার সংখ্যা অনেক বেশি, অন্তত ৪-৫ শতাংশ তো বটেই। এর কারণ কী? জনগণের মধ্য থেকে গজিয়ে উঠা মানুষ সম্পর্কে আমেরিকা ভীত নয়। সেখানকার স্কুলগুলির কাঠামো এভাবে তৈরি যে শহুরে শ্রমিক ও কৃষকদের সামান্য একটা অংশ সেখানে পৌঁছতে পারে। কিন্তু স্কুল তাদের মধ্যে বুর্জোয়াদের ধ্যানধারণা লালনের জন্য প্রাণান্ত করে, যাতে স্কুলছাত্রটি নিজের সম্প্রদায় থেকে দূরে সরে আসে তেমন শিক্ষাই স্কুল তাকে দেয়। এই ধরনের মানুষের চেয়ে তো বিকর্ষী আর কিছুই হতে পারে না: নিজের মা-বাবা সম্পর্কে লজ্জিত, প্রাথমিক স্কুল

সহপাঠীদের সম্পর্কে লজ্জিত — কারণ তাদের পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া ভিন্ন ধরনের, তাদের প্রতি শাসকশ্রেণীর আচরণ অন্য রকম। এটা লক্ষণীয় যে, শ্রমিক ও কৃষকদের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হতে না দেয়ার জার্মান-নীতি বুর্জোয়াদের পক্ষে অসুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে প্রতিভাবান জার্মান শ্রমিকরা নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে থেকে যাওয়ার ফলেই জার্মানিতে এত অধিক সংখ্যক প্রতিভাবান শ্রমিক নেতার উদ্ভব ঘটেছে। অভিন্ন কারণেই জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে শ্রেণীসচেতন প্রশাসক ও সংগঠকের সংখ্যা এতটা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকা পক্ষান্তরে অনেক বেশি চতুর। সেখানে সামন্ততন্ত্রের কোন জের নেই। সে এইসব মানুষকে সৈন্যবাহিনীতে অফিসরের চাকুরি দেয়, বিনীত ইঞ্জিনিয়রের পদে উন্নীত করে। সেখানে যদি পোল্যান্ড, রাশিয়া ও জার্মানি থেকে অবিরাম দরিদ্র উদ্বাস্তুরা না আসত তাহলে আমেরিকায় কোন সমাজতান্ত্রিক নেতা জন্মাত না। আমেরিকার অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী নেতাই ইউরোপ থেকে উদ্বাস্তু হিসাবে আগত ইতালীয়, ইহুদি, পোল ও আইরিস। সুপ্রতিষ্ঠ খাঁটি বংশের কোন মার্কিনী যদি স্কুলে কোন যোগ্যতা দেখাতে পারে তাহলে তাকে সঠিক তালিমই দেয়া হয়। সেখানকার স্কুলে প্রায়োগিক ধরনের জ্ঞানশিক্ষার প্রাধান্য লক্ষণীয়। তাদের স্কুলে ইতিহাস শেখান হয় 'দেশাত্মবোধ' ও শ্রেণীর আদর্শে, শেখান হয় ধর্ম, যা বিষাক্ত করে দেয়া হয় শিশুমন। এবং তারপরই যাবতীয় বিজ্ঞান, অত্যন্ত স্থূল, প্রাথমিক পর্যায়ের আর তাও কেবল চার বছর। বারো বছরেই একটি ছেলের পড়াশোনায় ইতি। অতঃপর কলকারখানা বা কর্মশালায় শিক্ষানবিসীর পালা। এভাবেই ছাত্ররা স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়, তাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বুর্জোয়াদের কিন্তু ধর্মশিক্ষা নিয়ে অঢেল ঝামেলা পোহাতে হয়। প্রসঙ্গত প্রখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ পাউলসেন (৮) উল্লেখ্য। তাঁর মতে স্কুলে ধর্মশিক্ষা দিলে অন্যান্য শিক্ষকদের দেয়া বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে এর অসঙ্গতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ফলত স্কুলের প্রতি ছাত্রদের বিশ্বাসে ফাটল ধরে। বাইবেলের গল্পগুলি যে বিজ্ঞানবিরোধী উদ্ভাবন বুঝতে পারলেই ছাত্ররা 'দেশাত্মবোধক' ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। সেজন্যই পাউলসেন মনে করেন যে, মানবকদের শাসকশ্রেণীর

স্বার্থানুকূল্যে গড়ে তোলা যে-শ্রেণীস্কুলের লক্ষ্য, সেখানে তার দুর্বলতম গ্রন্থি, ধর্মশিক্ষা বর্জিত হওয়া উচিত। অন্যদিকে, আরেকজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ফর্স্টার (৯) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, বাইবেলবর্জিত স্কুল চালানোর যাবতীয় প্রচেষ্টা শাসকশ্রেণীর পক্ষে কখনই সার্থক হতে পারে না। তিনি এই বলে অনুযোগ করেছেন যে, অন্যতর কোন উপায়েই কৃষক ও প্রলেতারিয়েতের শিশুকে সেই মাতৃভূমির জন্য রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করা যায় না যেখানে তারা নিজেই শোষিত। এই ঘটনাপ্রবাহের ন্যায্যতা যুক্তিসহকারে সমর্থন করা যায় না। এতে ঈশ্বরেচ্ছা ও পরলোকের ধারণা আমদানির শর্তেই কেবল এই 'দেশাত্মবোধক' শিক্ষাদান, অর্থাৎ আসলে ছাত্রদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় বিষাক্ত করা সম্ভবপর। মোটামুটি পাউলসেনের উল্লিখিত কারণেই ফরাসীরা ধর্মের বদলে স্কুলে বুর্জোয়া নৈতিকতা চালু করেছিল। এই নীতিকথার পাঠ্যগ্রন্থকে ব্যুইসন (১০) আহাম্মকির সমতুল্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন — যিনি একজন র‍্যাডিকাল, মোটেই সমাজতন্ত্রী নন।

অতএব বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় উভয়সংকট দেখা দেয়: পাদ্রিদের টেনে আনা আহাম্মকির সামিল, অথচ ওদের ছাড়া চলাও মুস্কিল। নৈতিক শিক্ষা সত্যিসত্যিই আরও জটিল হয়ে ওঠে। সংস্কৃতির মান ইতিমধ্যেই এতটা উপরে উঠে গেছে যে, কোন জার্মান বা ফরাসী শিশুকে নাকে দড়ি দিয়ে আর ঘোরান যায় না। এখন সে খোলা চোখে সবকিছু দেখতে শিখেছে। ফলশ্রুতি — স্কুলে সংকট।

স্কুল এমনসব অনুগত প্রজা সৃষ্টি করবে যারা বিনাপ্রশ্নে নিজেরা যে-জেলে শোষিত তার জন্যই প্রাণপাত করবে — এমন ব্যাপার কীভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব? সমস্যাটি কঠিন বৈকি।

কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলে এলেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। পশ্চিম ইউরোপে মাধ্যমিক স্কুলগুলি এমনভাবে সংগঠিত যে প্রাথমিক স্কুলের মতোই অভিন্ন বয়সী ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে। কিন্তু লক্ষণীয়, তারা বুর্জোয়াদের সন্তান। তাই গরীবদের প্রবেশ বন্ধের জন্য এখানে বেতন খুবই চড়া। এইসব স্কুলে বেতন দিতে হয় আর অংকটি এমনই যে, কোন শ্রমিকের তা সাধ্যাতীত। অবশ্য পেটি-বুর্জোয়াদের সন্তানদের জন্য কিছু কিছু অবৈতনিক ব্যবস্থাও থাকে। এখানেই আমরা দ. আ. তলস্তয়ের একটি কথার প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করি: উচ্চবিদ্যালয় রাঁধুনির

সন্তানদের জন্য নয় (১১)। এটা তো বুর্জোয়াদেরই সাধারণ স্লোগান। এখানকার মূল উৎপাদ হল নানা চাকুরির জন্য অফিসর তৈরি: সৈন্যদল, শিল্প, সাধারণ আমলাতন্ত্র। এদের, এইসব **একান্ত নিজস্ব সহকারীদের** উপরই তো পুঁজির ভরসা। এরাই হবে অবশিষ্টের শাসক।

সরকার যখন রীতিমত অবক্ষয়িত, সেকেলে, দানবিক — যেমনটি রাশিয়ায় ছিল — তখন সে এমন কি সেই অফিসরদেরও আর কণামাত্র বিশ্বাস করে না। যখন বুদ্ধিজীবীরা সর্বদিক থেকেই নির্যাতিত, যখন দেশ অজ্ঞতা, বর্বরতায় নিমজ্জিত — ডাক্তারের চরম অভাব সত্ত্বেও যখন ডাক্তার জীবিকার্জন করতে পারে না, লেখকরা যান সাইবেরিয়ায় আর দেশে সাংবাদিকের আকাল সত্ত্বেও তাদের লিখতে দেয়া হয় না — তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বুদ্ধিজীবীরাও সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। এই হল সামন্ত, জমিদারদের সরকার। উচ্চবিদ্যালয় সম্পর্কে এর অবিশ্বাসের প্রমাণ ওইসব স্কুলের (জিমনাজিয়া) প্রধান শিক্ষক হিসাবে 'কৃষ্ণশতক' সদস্যদের নিযুক্তি। বইগুলি অঢেল আহাম্মকিতে বোঝাই থাকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সাংগঠনিক ব্যর্থতার দরুন সরকারের কোনই উপকারে আসে না। মৃতভাষাকেই তখন গৌরবের আসন দেয়া হয়। একদা, কোনকালে এইসব মৃতভাষা, যেমন লাতিন, অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একদা ক্যাথলিক ইউরোপে সকল লেখকই লাতিন ভাষায় তাঁদের গ্রন্থাদি লিখেছিলেন: ইংরেজ, ইতালীয়, পোল, সকলেই। লাতিন ছিল সেদিনের আন্তর্জাতিক ভাষা।

আজ লাতিন তার গুরুত্ব হারিয়েছে। লাতিন ব্যতিরেকে গ্রীস ও রোমের জগৎ সম্পর্কে কিছুই যায় না, এমন কথা সর্বৈব সত্য নয়। 'ক্ল্যাসিকাল' মাধ্যমিক স্কুলে কিছুটা অবজ্ঞাত অবস্থায় মেকি ও বিকৃত সংস্কৃতির ইতিহাস থাকে'ও ইতিহাসের শিক্ষক তা সপ্তাহে দু'-তিন ঘণ্টা পড়ান। অথচ প্রতিদিনের পাঠ্যসূচিতে আছে ব্যাকরণ, নিয়ম ও ব্যতিক্রম সহ তা দিয়ে কান ঝালাপালার ব্যবস্থা — কেবল ভাষার কাঠামোর উপরই ঘনীভূত মনোযোগ (১২)।

এর স্বপক্ষে তারা যুক্তি দেখায়: সম্ভবত এতে মন তৈরি হয়, বিরক্তিকর আর তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কিছু একটা শেখা শিশুদের পক্ষে ভাল। বিশেষ ধরনের কুস্তির প্রশিক্ষণ বটে! এদের ব্যাকরণের কোন প্রয়োজন

নেই। এর পুরোটাই তারা বেমালুম ভুলে যাবে, কিন্তু যাকে বশ্যতা দেখাতে হবে, যাকিছু বলা হয় তা-ই শুনতে, পড়তে হবে, তার মগজ ভোঁতা করার জন্যই আসলে এই ব্যবস্থা। উচ্চবিদ্যালয়ের এই পুতুল বেচারীরা উর্দি পরে একঠাঁই বসে থাকে। ডাক পড়লেই কেবল তারা উত্তর দেয়। বাকি সময়টা চুপচাপ থাকা, এখান-ওখান থেকে পাঠ দেয়া হয়। যা দেয়া হয় সেটা পড়তেই তারা বাধ্য। সব মিলিয়ে সেনানিবাসের মতো হুকুম তামিল করাটাই মুখ্য।

টেকনিকাল উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের অবস্থা কিছুটা ভাল। কিন্তু, টেকনিকাল উচ্চবিদ্যালয় ও জিমনাজিয়ার মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে হলে আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। দ্বিতীয় ভিলহেল্ম সিংহাসনে বসলে টেকনিকাল উচ্চবিদ্যালয়ের সমর্থক শিক্ষকরা তাঁর কাছে আর্জি রাখলেন: 'আমাদের প্রয়োজন ভাল ব্যবসায়ী, ভাল ক্যাপ্টেন, ভাল হিসাবনবিস ও ইঞ্জিনিয়র। গ্রীক আর লাতিন দিয়ে আমাদের শিশুদের মগজ বোঝাই করা কেন? আমাদের স্পষ্ট কথা হল ফলপ্রসূ স্কুল তৈরি হোক।' আর ভিলহেল্মের ছিল সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা, যার ফলশ্রুতি হল জার্মানির বর্তমান ধ্বংসাবস্থা। তিনি এদের কথায় সায় দিলেন: জার্মানির বাণিজ্য ও শিল্প বিকাশের জন্য, যুদ্ধজয়ের জন্য ভাল সংগঠনের অপরিহার্যতার খাতিরে কেবল ফলপ্রসূ বিষয়গুলিই পড়ান হোক।

কিন্তু কাঁচা-রঙের 'ক্ল্যাসিকাল' শিক্ষকরা উত্তর দিল: 'জাঁহাপনা, আপনি একটি বড় ধরনের ভুল করতে যাচ্ছেন। টেকনিকাল উচ্চবিদ্যালয়গুলি হয়ত আপনাকে কোন-না-কোন ক্ষেত্রে আরও ভাল বিশেষজ্ঞ যোগাবে, কিন্তু তেমনটি ভাল, অনুগত প্রজা দেবে না। আপনি যদি সত্যিকার অনুগত প্রজা চান তাহলে একমাত্র ক্ল্যাসিকাল শিক্ষাই তা দিতে পারে' (১৩)।

এটা ছিল এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভুল বিবৃতি। ভিলহেল্ম তখনই উত্তর দিয়েছিলেন যে, ওরা যদি সামান্য কিছুটাও বেশি বুদ্ধিমান হয় তাতে ভাল প্রজা না হলেও তাঁর চলবে। শেষে তিনি অনুশোচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভিলহেল্ম সরাসরি বিজ্ঞানবিরোধী হয়ে উঠেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক সময় প্রকৃতিবিজ্ঞানের সেরা পণ্ডিতদেরও তিনি বহিষ্কার করেন।

রুশ দেশের তুলনায় আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া

স্কুলগুলি কিছুটা উন্নততর ছিল। সেইসব দেশে বুদ্ধিজীবীরা বুর্জোয়াদের দ্বারা সম্পূর্ণ ক্রীত বিধায় তাদের জ্ঞানলাভে ভীত হওয়ার মতো কিছু ছিল না। একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়র ভালই জানে, যে-কোম্পানিতে সে কাজ করবে সেখানে তার জন্য স্টক ও শেয়ারের ব্যবস্থা থাকবে আর মালিকের জন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে যতবেশি অর্থ শোষণ করবে সেই অনুপাতেই বড় মাইনে পাবে, ভাল থাকবে। একজন আইনজীবী, একজন সাংবাদিক, একজন ডাক্তারকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগেভাগে, তাদের পিতাদের জীবদ্দশায়ই কিনে ফেলা হয়। এদের বাধ্য করার প্রয়োজন হয় না। এরা বুর্জোয়া-সমর্থক শক্তি, তাদের অনুগত স্বেচ্ছাসেবক। অন্যদিকে, রুশ সরকারের কাছে অনেকদিন থেকেই **বিপ্লবী** ও **ছাত্র** এই শব্দদুটি সমার্থক ছিল। সামান্য শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই সরকার জনগণের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছে। তবু, শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া সম্ভবপর হয় নি: কর্মচারি আর বিশেষজ্ঞ ছাড়া তো চলাই মুস্কিল। রুশ সরকার তখন উভয়সংকটে পড়েছিল। কিন্তু লক্ষণীয়, রাশিয়ায় বুর্জোয়া স্বাধীনতা পেঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের একাংশ প্রলেতারিয়েত ও তার আদর্শের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সমর্থক হয়ে উঠেছিল। মস্কো বিপ্লবের সময় ছাত্ররা শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় এবং শ্বেতরক্ষীদের ইউনিটগুলির (১৪) কোষকেন্দ্র হয়ে ওঠে। কারণ, তারা বিশ্বাস করত প্রলেতারিয়েতের তুলনায় বুর্জোয়ারা তাদের জন্য সুবিধাজনক হবে: ‘প্রলেতারিয়েতের রাজত্বে কী ঘটবে শয়তান ভালই জানে। যত সব অভদ্র, মুর্খের দল। আমাদের হুকুম শুনতে হবে চাষাভুষার। এটা পোষাবে না।’

ইউরোপে মাধ্যমিক স্কুলগুলি অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে সংগঠিত হলেও আসলে এগুলি খারাপভাবে সংগঠিত। বুর্জোয়ারা জ্ঞানান্বেষা বন্ধ করতে পারে না বলেই এটি ঘটে। আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলগুলি সর্বাধিক সুপরিচালিত। সেখানকার বুর্জোয়ারা কীভাবে তাদের সন্তানদের জন্য স্কুলগুলি সংগঠিত করেছে তা আমাদের সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে হবে। আমরা আমাদের সমন্বিত শ্রম-স্কুলে যাকিছু চালু করছি তার অধিকাংশই হল আমেরিকার সেরা বুর্জোয়া স্কুলগুলিতে প্রযুক্ত পদ্ধতিগুলিরই সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগ। কিন্তু শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বাস্তবমুখী করা তো বুর্জোয়াদের সাধ্যাতীত।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেঁছনোর লক্ষ্যে কোন বিজ্ঞান অন্বেষণের সময় সব বিজ্ঞানেই অঢেল সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার অস্তিত্ব অনিবার্যভাবেই সহজলক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি ধর্মীয় প্রত্যয়কেই কেবল চূর্ণবিচূর্ণ করে না, বুর্জোয়া ব্যবস্থার পক্ষসমর্থনকেও অচিন্তনীয় করে তোলে। যদি কোন সত্যিকার বুদ্ধিজীবী, সৎ বুদ্ধিজীবী, যার মন অর্জিতব্য অর্থের অংকে, বিয়ের সম্ভাব্য পাত্রী, বাড়িঘর সাজানোর চিন্তায় ভরাট নয়, যে সত্যিকার ভাল ডাক্তার বা শিক্ষক হতে ইচ্ছুক, সে যদি নিজ বিজ্ঞানে আত্মসমর্পিত থাকে, আজীবন এতে নিবিষ্ট থাকতে চায়, তবে সে অবশ্যই সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠবে। কীভাবে সৎ জীবন গড়া যায়? একটি সমন্বিত জীবন গড়ে তোলার জন্য অন্যদের সঙ্গে কাজ করা, যেখানে মানুষের সবগুলি দিকই বিকশিত হবে, যেখানে ওইসব উন্নত মানুষ সকলের সুখের জন্য পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে বসবাস করবে — এটাই কি প্রতিটি চিন্তাশীল সমাজসচেতন মানুষের স্বাভাবিক নয়? রুসো (১৫), পেস্‌তালৎসি (১৬), হার্বার্ট (১৭) ও ফ্রেবেলের (১৮) মতো সেরা শিক্ষাবিদরা এমন বৃহৎ একটি আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে একে লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন নি। সত্যিকার সৎ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষকে বিজ্ঞান সর্বদাই সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়েছে।

একজন ইঞ্জিনিয়রকে অবশ্যই এই প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়: কীভাবে সবচেয়ে কম ব্যয়ে যথাসম্ভব বেশি উৎপাদন করা যায়? প্রতিযোগিতার লোকসান এড়ানোর জন্য কীভাবে অর্থনীতি সংগঠিত করা উচিত? আর তখনই সে সর্বপ্রথম পুঁজিতন্ত্রের উৎখাত চাইবে। কেননা, প্রতিযোগিতা হল বিপুল সামর্থ্যনাশী, কেননা, প্রযুক্তির মূল কাজই হল মানুষকে যথাসম্ভব বেশি উৎপাদনে সহায়তা যোগান আর কাজের পরিবেশ থাকবে তার জন্য যথাসম্ভব কম ক্ষতিকর, সংস্থাগুলিকে সমন্বিত করা যাবে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রণালীর মধ্যে। একজন সৎ ডাক্তার বুঝতে পারবে যে, রোগচিকিৎসা হল প্রশমনকর, আর ডাক্তারের প্রথম প্রয়োজন রোগবারক ব্যবস্থার, সামাজিক ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কাজের। এজন্য চাই ভাল আবাসিক ব্যবস্থা, কঠিন শ্রমের প্রয়োজনীয়তালোপ, যথাযথ পুষ্টিকর খাবার আর তাহলেই মানুষ হবে শতগুণ বেশি সুস্থ এবং এটি কেবল সমাজতন্ত্রের দৌলতেই সম্ভবপর।

যে-বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজের কাজকে সর্বতোভাবে বিচার-বিবেচনা করে, সমাজতন্ত্রী হওয়াই তো তার নিশ্চিত ভবিতব্য। আর সে সমাজতন্ত্রী না হলে অবশ্যই তার বিবেককে হত্যা করাতে হবে, নিজেকে বিবেকহীন হতে হবে। কিন্তু সর্বদাই এমনটি সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

এরই ফলে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, এবং তাঁদের অনেকেই, বিশেষত ইদানীংকালে সমাজতন্ত্রের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। মধ্যপন্থীদের আরও সহজেই কেনা যায়। কিন্তু সতর্কতা হিসাবে প্রথমে তাদের ফাঁকি দেয়াটা কৌশল হিসাবে মন্দ নয়। শেষ অবলম্বন হিসাবে পূর্ণসত্য না জানাটা আরও ভাল। সেজন্যই যতসব জুয়াচুরি আর ফাঁকিবাজি। তাই আপনারা এমন কি ইউরোপেও পুরনো ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির অস্তিত্ব দেখবেন। আপনারা সেখানে মাধ্যমিক স্কুল-পাশ অঢেল লোক পাবেন যারা সরলতম উৎপাদন-প্রণালীরও একটা বোধগম্য বর্ণনা দিতে পারবে না। তাদের শিক্ষা মূলত পুঁথিগত। মাধ্যমিক টেকনিকাল স্কুলের ছাত্ররা বিশেষজ্ঞের জ্ঞান পেলেও অন্যান্য সব বিষয়েই তারা অজ্ঞ থাকে। এইসব স্নাতকরা নিজের ক্ষুদ্র অংশটুকুই কেবল জানে, আর কিছু না। এই তো মাধ্যমিক স্কুলের ব্যবস্থা।

এইসব শ্রেণী-স্কুলের বদলে আমরা, সমাজতন্ত্রীরা কী দিতে পারি? প্রথমত, আমাদের আলাদা কোন প্রাথমিক স্কুল বা গণবিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্কুল থাকবে না। পরিবার নির্বিশেষে প্রতিটি ছেলেমেয়ে এক ও অভিন্ন প্রথম শ্রেণীতে, সমন্বিত শ্রম-স্কুলে (প্রথম পর্যায়) যাবে। একইভাবে প্রথম পর্যায়ের চার বছর শেষ করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের চার বছর কোর্সে যাবার অধিকার সকলেরই থাকবে। সকলের জন্যই একটি সমন্বিত স্কুল রয়েছে (১৯)। অবশ্য এখানে একটি শর্ত আছে: প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে স্কুলশিক্ষার অধিকার দেয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন আরও স্কুলের, এখনকার তুলনায় অনেক বেশি স্কুলের। দেশের অর্থনীতি না দাঁড়ান অবধি স্কুলগুলি আদর্শ থেকে অনেকটা দূরেই থাকবে। এগুলি তো আসলে অর্থনীতির উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের সামনে এইসব আদর্শ টিকিয়ে রাখব না। মোটেই তা নয়: আমাদের অবশ্যই এইসব পবিত্র কর্তব্যের দায়গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়-পর্যায়ের স্কুলগুলির ক্ষেত্রে অবস্থা আরও খারাপ। এই দ্বিতীয় পর্যায় হল প্রাক্তন ক্ল্যাসিকাল স্কুল (জিমনাজিয়া)" ও টেকনিকাল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিসঙ্গী। রাশিয়ার এগুলির সংখ্যা খুবই কম। এগুলি কেবল বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব স্কুলের সংখ্যা এতই কম যে, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ৬০ শতাংশ শিশুর জায়গা হলেও এগুলিতে ১০ শতাংশ ছাত্রদেরও স্থানসংকুলান হচ্ছে না। আমাদের দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলব্যবস্থা দশগুণেরও বেশি বাড়াতে হবে আর ওইসব স্কুলের প্রয়োজন ল্যাবরেটরি, পদার্থবিদ্যা পড়ানোর জন্য সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি আর সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রভৃতি। আমাদের দেশের সামনে এমন বিপুল পরিমাণ কাজ আর কেবল অনেক বছরেই এর মোকাবিলা সম্ভবপর।

তাহলে আমরা কী করছি? তাহলে প্রতিটি শিশু প্রথম-পর্যায়ের স্কুল থেকে দ্বিতীয়-পর্যায়ের স্কুলে যেতে পারবে বলে ঘোষণা দেয়া কেন, যখন সবার জন্য এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সামর্থ্য আমাদের নেই? সেরা ছাত্রদের উত্তীর্ণ হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যার প্রস্তুতি বেশি, বাড়ির পরিবেশ উন্নততর তেমন শিশু প্রায়ই ভাল ছাত্র হয়ে থাকে এবং কৃষক বা প্রলেতারীয় শিশুর তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি বেশি লেখাপড়া শেখে। সেজন্য মেহনতিদের সন্তানদের উচ্চতম মাত্রায় অগ্রাধিকার দেয়াকেই আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি। এতে বিপদের কোন ঝুঁকি নেই। এইভাবে আমরা স্থূলবুদ্ধি ও কম প্রতিভাবান শিশুদেরই দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে পাঠাব, এমন চিন্তা সঠিক নয়। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। বিপুল সংখ্যক কৃষক ও শ্রমিক সন্তানদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান শিশু রয়েছে, যারা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পরিবারের সন্তানদের তুলনায় নিকৃষ্ট প্রতিবেশে থাকার দরুনই ইতিপূর্বে মাধ্যমিক স্কুলে যেতে পারে নি।

আমরা আমাদের স্কুলগুলিকে সমন্বিত **শ্রম**-স্কুল বলে থাকি। এর অর্থ কী? অর্থাৎ বুর্জোয়াদের উত্তরাধিকার হল পণ্ডিতী স্কুল থেকে পাওয়া 'ক্লাসরুম' ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি: বইয়ের, পাঠ্য-বইয়ের স্কুল, শিক্ষকের দেয়া মৌখিক পাঠ, ছাত্রের দেয়া মৌখিক উত্তর — যারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ডেস্কে অনড় হয়ে বসে থাকে তাদের, নিখুঁতভাবে নির্ধারিত কাজের সময়সূচির, মুখস্থবিদ্যা শিক্ষার স্কুল। আমাদের মতে স্কুল হিসাবে এগুলি

শিক্ষাবিজ্ঞানের বিচারে অতীব নিন্দিত। এমন কি সেরা বুর্জোয়া শিক্ষাবিদরাও এইগুলি পরিত্যাগ করেছেন।

শ্রমনীতির প্রথম প্রত্যয় হল শিক্ষার বিষয়গুলির সঙ্গে শিশু পরিচিত হবে শ্রমের মাধ্যমে, অর্থাৎ জীবন্ত, সক্রিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কোন বালিকার পুতুল নিয়ে খেলা আসলে তার গৃহবধূ ও মা হওয়ার প্রস্তুতির নামান্তর। ছেলেদের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাও তার যোদ্ধা হওয়ার প্রস্তুতি বটে। শিশুরা সর্বক্ষণই নিজেদের বয়স্ক হিসাবে ভাবে, বড়দের মতো হওয়ার অভিনয় করে, এবং খেলার মাধ্যমেই ভবিষ্যতে করণীয় বাস্তব কাজের মহড়া দেয়।

খেলা হল স্বশিক্ষারই একটি প্রণালী। 'স্কুলরুম' শিক্ষা এই সত্যকে অস্বীকার করে বলে: শিশু ছুটাছুটি করতে চায় — তাকে একঠাঁই বসিয়ে রাখুন। শিশু নিজে কিছু তৈরি করতে চায়, কোন কৌতূহলপ্রদ জিনিস নিজে নকল করতে চায় — তাকে লাতিন পড়তে বসান! বস্তুত এটি হল শিশুর খোদ স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়াই। আমরা এর বিরুদ্ধে। আমরা বলি: কিণ্ডারগার্টেন আর স্কুলের প্রথম বছরগুলির পুরো কাজ হল শিশুকে উপযোগিতামূলক খেলা শেখায় সাহায্য! নাচ, গান, কাগজ-কাটা, ছাঁচ অনুযায়ী কিছু গড়া — এগুলির মাধ্যমেই শিশুরা শিক্ষা পায়। যারা তাদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকে তাদের কাজ হল এমন সব খেলাধুলা বাছাই করা যাতে প্রতিদিন তারা কিছু একটা নতুন জ্ঞানলাভ করতে পারে, প্রতিদিন তারা কিছু একটা অর্জন করতে পারে, প্রতিদিন এটা-ওটা ছোটখাটো দক্ষতা শেখে। আর এই সবই এইভাবে যাতে তাদের কাছে কৌতূহলপ্রদ হয়।

প্রথম-পর্যায় স্কুলে এই অভিন্ন প্রবণতাই অব্যাহত থাকে। কিন্তু, এখানে খেলাধুলা থেকে ব্যাপ্ততম অর্থে কাজের ক্ষেত্রে এর রূপান্তর ঘটান চাই। ব্যবস্থাগুলি এমনটি হওয়া দরকার যেন শিশুরা **খেলাচ্ছলে** জ্ঞানার্জনের **সঙ্গে সঙ্গে কাজও করে**। বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না পেঁছন ও ক্লান্তিকর না হওয়া অবধি কাজ তো অবশ্যই আনন্দকর। শিশুদের দল গড়তে, কাজ বাছতে শিক্ষকরা সাহায্য করবেন এবং নির্দিষ্ট তথ্যসংগ্রহে তাদের সঠিক পথ দেখাবেন। শিক্ষকরা নিজেদের সামনে অর্জিতব্য একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে দেবেন, তাঁরা এমন প্রস্তুত উপকরণ সরবরাহ করবেন যাতে শিশুরা

কাজ করবে ও সিদ্ধান্তে পেঁছবে। শিক্ষণের নতুন পথের সারমর্ম অবশ্যই পড়া মুখস্থ নয়, পাঠ দেয়া ও উত্তর শোনা নয়, বরং শিক্ষাসফরে যাওয়া আর বেড়ান, স্কেচ আঁকা, মডেল তৈরি, সব ধরনের কর্মপ্রক্রিয়া, যেগুলির মাধ্যমে শিশু নিজেই তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে জ্যামিতির কথাই ধরা যাক। বলুন: 'এই হল উঠোন। এটাকে ভাগ কর। এটির একাংশে হবে গাছপালার বাগান, অন্যত্র পশু রাখার জায়গা ইত্যাদি। এস, কাজটা সবাই মিলে করা যাক।' আর তখনই শিশুরা উঠোনটিকে প্রয়োজনীয় সমানভাবে ভাগ করার জন্য মাথা ঘামাতে থাকবে। আপনি তখন তাদের মাপজোকের, জরিপের সরল পদ্ধতি দেখান— মাপজোকের পরিকল্পনাই তো জরিপের নামান্তর। একইভাবে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির জন্য আপনি শিশুদের সঙ্গে একত্রে ঘনক্ষেত্র, পিরামিড ও গোলক বানান, জোড়া দিন। শিশু এইগুলি নিজেই জোড়া দিচ্ছে, নিজেই কাঠামোগুলি তৈরি করছে, সরাসরি এগুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। 'কাঠের এই টুকরো দিয়ে একটা সুসম সিলিন্ডার তৈরি কর।' শিশু একটা, পরে আরেকটা টুকরো নষ্ট করবে। অন্য শিশুরা তাকে কিছুটা সাহায্য করুক।

মানচিত্র থেকে ভূগোল পড়ানোর বদলে আপনি প্রথমে ওদের বাইরে নিয়ে গিয়ে সত্যিকার পাহাড় কী, সত্যিকার নদী কী রকম, মাঠ কেমন তা দেখান, মাটির উঁচু-নিচু এলাকা মাপের পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন। বাচ্চাদের সঙ্গে একত্রে কাদা দিয়ে একটি মালভূমি ও পাহাড়ের চূড়া বানান। পুরো ক্লাস প্রথমে নিজেদের এলাকার একটি মানচিত্র তৈরি করুক এবং তারপর প্রজাতন্ত্রের কোন অংশ, যেমন, ক্রিমিয়ার। এই হল কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান। এভাবে অর্জিত জ্ঞান কেউ কখনো ভুলে যেতে পারে না।

আরেকটা পদ্ধতির দৃষ্টান্ত ধরা যাক: রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে শিক্ষা। যেমন, নিজের যা আছে তাই দিয়ে স্কুলের কোন একটা উৎসবের জন্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। এটি অবশ্যই একটি চমৎকার পাঠ, যৌথশ্রমের একটি কর্মকাণ্ড! এখানে নাটকীয়তা সৃষ্টিই আসলে মূলকথা। শিশুরা যখন পুতুল খেলে কিংবা দস্যু 'সাজে' তখন ব্যাপারটা অভিনয়েরই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ধরুন, আমরা সভ্যতার ইতিহাসের আদিপর্ব শিখছি। তাহলে গ্রীষ্মে সপ্তাহখানেক বুনোদের মতো থাকুন, জঙ্গলী বনে যান, চকমকি দিয়ে আগুন

জ্বালান, নিজের খাবার রাঁধুন ইত্যাদি। কোন একটি গোষ্ঠীপতিসুলভ পরিবারের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করার সময়ও এভাবে থাকা যায়। এটাই অভিনয় করুন। অবশ্যই সত্যিকার কৌতূহলোদ্দীপক হবে!

মনে করুন মধ্যযুগ পড়াচ্ছেন। শিশুদের নিজেদেরই এটা আত্মস্থ করা প্রয়োজন। তাদের তেমন কাজ দিন, বর্ণনার চেষ্টা করুন গিল্ডের কারিগর ও তার খদ্দেরের সম্পর্ক বা ভূমিদাস ও সামন্তের সম্পর্ক, সঙ্গে রয়েছে পাদ্রিও। দৃশ্যটা এমনভাবে বর্ণনা করুন যাতে শিশুর কৌতূহল জাগে। এই ধরনের পাঠ থেকে শেখা মধ্যযুগ সে আর কোনদিন ভুলবে না — কারণ এতে সে নিজেই থেকেছে, এটা তার রক্তে মিশে গেছে।

**খেলার মাধ্যমে** এই ধরনের শিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ছবি আঁকায়, এই সবকিছুতে, যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া চাই। আমি নান্দনিক চাহিদার কথা বলছি না, শৈল্পিক দক্ষতা শিক্ষা দাবি করছি না। আমি লেখা, কথা বলার মতোই যোগাযোগের একটি অপরিহার্য মাধ্যম হিসাবে চিত্রাঙ্কনের কথা বলছি। যে আঁকিয়ে নয়, সে শিক্ষিতও নয়। আমেরিকায় একজন স্কুল-শিক্ষককে দেয় পুরো পাঠটির ছবি আঁকতে হয়। তাঁকে শুঁয়াপোকার জন্মবৃত্তান্ত বললে তিনি সরাসরি চোখের সামনে তা এঁকে দেবেন আর প্রতিটি শিশুকে সেটাও মক্‌শ করতে হবে, আঁকতে হবে। বড় কোন শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে দাঁড়ান কারও হাতে একটি কলম বা খড়িমাটির টুকরো তার বক্তৃতারই একটি হাতিয়ার বিশেষ। নিজের বক্তব্যকে ছবির রূপ দেয়া খুবই জরুরি বৈকি।

শিশুরা বেড়াতে গেল — তারা এটা আঁকুক। একটা দালান রয়েছে — আঁকুক সেটা। আগে দেখ নি এমন একটা গাছ দেখলে — বাড়ি ফিরেই স্মৃতি থেকে তা এঁকে ফেল। Croquis (২০) হিসাবে তোমার বাড়ি, এটি তৈরির নকশা, কোথায় বিছানা, কোথায় জানালা — এইসব আঁক। এইসব স্কেচ, ছবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জীবনে লক্ষ লক্ষ বার এগুলি কাজে লাগবে। শিশুদের এটা-ওটা কাজের ভার দিতে চাইলে এক টুকরো কাগজ নিন, একটি পরিকল্পনার, কাজের খসড়া করুন। নকশা-আঁকিয়ের হাতিয়ার, ছবি আঁকার উপায় হিসাবে পেনসিল একটি অপরিহার্য বস্তু।

এই হল স্কুলে শ্রমনীতির প্রথম প্রয়োগ।

তদুপরি শ্রম-স্কুলের অন্যতর উদ্দেশ্যও রয়েছে। প্রাক্তন মাধ্যমিক

স্কুলগুলির মতো আমরা তো তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী তৈরি করতে পারি না। শ্রম-স্কুল সবাইকে অবশ্যই কর্মশিক্ষা দেবে। অর্থাৎ, স্কুলের পাঠ্যবিষয়গুলিকে শুধু **কাজের মাধ্যমে** টিকিয়ে রাখাই নয়, শিশুদের খোদ **শ্রম** শিক্ষা দেয়ার কথাও আমাদের ভাবা উচিত।

এইক্ষেত্রে আমরা অনেক সমর্থক পাই। এঁদের মধ্যে আছেন লেভ তলস্তয়ের বুদ্ধিজীবী শিষ্যবৃন্দ (২১)। তাঁরাও শ্রমমুখিতার পক্ষপাতী। কমিউনিস্ট অর্থে নয়, বরং তলস্তয়পন্থী অর্থে বাসনাটা বোঝা সহজ। শেষোক্তদের বিশ্বাস: নিজের উনুন তৈরি, রুটি বানান, জুতা সেলাই জানা প্রত্যেকেরই কর্তব্য — যাতে মানুষ নিজেই তার কাজটুকু করতে পারে, আর এইগুলি সে যতটা বেশি করবে অন্যের উপর তার নির্ভরতাও ততটাই কমবে। এটা অবশ্য পেটি-বুর্জোয়া আদর্শ।

কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বৃহদায়তন শিল্প, কলকারখানার ভিত্তিতে গঠিত। যে-মানুষটি কারখানায় ধাতুপাত বা পেরেক তৈরি করে, বাড়ি ফিরেও সে সবই নিজের হাতে করবে এমনটি আশা করা যায় কি? না, আমরা চাই না তার স্ত্রী কাপড় কাচুক। আমরা চাই বিরাট স্টিমলণ্ড্রি, যেখানে সকলের কাপড় কাচা হবে। আমরা চাই না পুরুষ খাবার রাঁধুক। আমরা চাই সকলের জন্য সুসজ্জিত ভোজনালয়। কমিউনিস্ট ব্যবস্থা সবকিছুকেই শিল্পগত পরিসরে বদলাতে চায়। সবাই নিজের জন্য সবকিছু করুক, এটি তার কাম্য নয়। ক্ষুদ্র শ্রমের যথেচ্ছাচার থেকে বিশাল সামাজিক সংস্থার উদ্ভব ঘটানোই এর লক্ষ্য।

কিন্তু এখনই শিশুদের এই সবই দিতে পারি না। অবশ্য পেটি বুর্জোয়ারা ও কৃষক জোত রাশিয়ায় রয়েছে এবং অনেক দিন থাকবে। আর পেশাভিত্তিক স্কুল সম্পর্কে কৃষকদের যতটা দাবি তা মোটামুটি কারিগরিমুখী: আমাদের ছেলেদের এমন শিক্ষা দেন যাতে তারা ঘোড়ার নাল আর কাপড়ও তৈরি করতে পারে। আমরা বলতে পারি না যে এখনই এগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। আমাদের এই ধরনের শিক্ষা, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, দিতেই হবে। তবে আমাদের মূল প্রবণতা এইদিকে নয়। সুতরাং, শ্রম-স্কুলের উপর প্রায়ই 'নিজের কাজ নিজে করার' তলস্তয়ী বৈশিষ্ট্য আরোপ করাটা সঠিক নয়। এটি সত্যিকার সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী।

কখনো কখনো গত বছর কী পড়া হয়েছে শিশুদের তা জিজ্ঞেস করলে তারা বলে: 'বেশি কিছু নয়। পড়া শেখার সময় আমাদের নেই।' 'কী করছিলে তাহলে?' 'নিজের কাজ নিজে করছিলাম। প্রতিদিন উনুনের জন্য কাঠ এনেছি, খাবার তৈরি করেছি, সবজির খোসা ছাড়িয়েছি।' শিশুরা যদি স্কুলে উনুন ধরায় তাহলে এটা অবশ্যই 'স্বনির্ভর' হওয়ার জন্য নয়, কার্যত দহন কী, কাঠ কেন পোড়ে ও তাপ ছড়ায় — এইসব শেখার জন্যই। প্রতিটি কাজ, এমন কি স্যুপ তৈরির মধ্য দিয়েও নিখিল বিশ্ব ও তার নিয়মগুলি শিক্ষা দেয়া যায়। কিন্তু প্রায়ই আমরা এমন শিক্ষামূলক দিকগুলির প্রতি নজর দেই না। আমাদের বলা হয়: 'অন্তত কীভাবে কাজ করতে হয় তা তো ওরা শিখেছে, আগে তারা হাত নোংরা করতে চাইত না আর এখন তারা এতে ভয় পায় না, আবর্জনা ফেলে, সবই করে।' এটি পুরোপুরি তলস্তয়ী দৃষ্টিভঙ্গি। অনুশীলনের এই দিকটি কোন কমিউনিস্ট প্রজাতন্ত্রের নাগরিক তৈরি নয়, স্থূল ধরনের কায়িক শ্রমের প্রতি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সন্তানদের স্বাভাবিক অনীহা ভাঙ্গা মাত্র।

ততটা কুশলী নয়, সমন্বিত শ্রম-স্কুলের এমন সমর্থকদের কাছ থেকে আমি এমন কি এইসবও শুনেছি: রাশিয়ার প্রতিটি কারখানাকে উৎপাদনশীল করার প্রেক্ষিতে স্কুলগুলিকে তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করতে হবে। শিশুদের পোশাক তৈরি বা কাঠের কাজ করান, তাদের তৈরি জিনিসগুলি বিক্রি করা, বদলান বা অর্থের বিনিময়ে জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা যায় আর এইভাবে স্কুলগুলিকে পুরোপুরি নির্ব্যয় করা চলে। এতে জ্ঞানের অভাবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে: স্কুল তো পণ্যোৎপাদন করে না, বিদ্বান মানুষ গড়ে। এই হল তার উৎপাদ! ছাত্রদের জ্ঞান ও দক্ষতার মধ্যেই উৎপাদ নিহিত, অন্য সবই গৌণ। অবশ্য সত্যিকার প্রয়োজনীয় কাজকর্মে শিশুদের অভ্যস্ত হওয়া দরকার। স্কুলের জন্য অবাস্তব, অনভিপ্রেত কাজ উদ্ভাবন, নকশাদার ফ্রেম তৈরি বা অনুরূপ কাজগুলি একেবারেই অবান্তর। শিশুর জন্য শিক্ষার দিক থেকে ফলপ্রসূ কাজ উদ্ভাবনই প্রয়োজন। স্কুলের এইসব কাজ অবশ্যই শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিসঙ্গত হবে, অর্থাৎ, এটা এমন হবে যা শিশুকে শিক্ষালাভে সহায়তা দেয়। যদি কোন শিশু কাজ করে অথচ কিছুই শেখে না, তাহলে সেটা অবশ্যই স্কুলের জন্য অপরাধ বৈকি।

যে-কাজ থেকে শিশু কোন জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করে না, তেমন কাজ স্কুলে মুহূর্তকাল রাখাও অনুচিত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা প্রথম-পর্যায় স্কুলে কর্মশিক্ষা রাখার ধারণাকে নিন্দা করছি। পক্ষান্তরে, মার্কিনীরা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবেই হাতের দক্ষতা বাড়ানোর ধারণা বিকাশে মনোযোগী হয়েছে। সেইজন্য প্রথম-পর্যায় স্কুলে ধাতুকাজের কর্মশালা থাকা, সেখানে কাঠের বা কুন্দকারের কাজে কিছুটা প্রশিক্ষণ পাওয়া, মাপজোক শেখা, ছোটখাটো জিনিসপত্র বসান, তৈরি করা নিশ্চয়ই শিশুদের জন্য উপকারী। প্রথম-পর্যায় স্কুলে শিশুদের সহজ হাতিয়ার ব্যবহার শেখান খুবই ভাল কাজ। এমন কি, দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হলে স্বনির্ভর হওয়ার কাজও চমৎকার ফল দিতে পারে। স্কুলের ছোটখাটো মেরামতি, লাগোয়া সবজি বাগানে কাজ কিংবা খরগোস, ছাগল ইত্যাকার ছোট জীবজন্তু তদারকির কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এতে শিশুরা যাতে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হয়ে না পড়ে সেদিকে এবং সর্বদা পর্যবেক্ষণ চালান ও অভিজ্ঞতা বাড়ানোর দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। কেবল দুধের জন্য গাই পোষা এখানে নিরর্থক। কোন কোন ক্ষেত্রে এতে কুফল ফলে থাকে। গরুর যত্ন নেওয়ার ঝামেলা পোষানোর মাধ্যমে শেখাতে হবে প্রাণীবিদ্যাগত, শারীরতাত্ত্বিক, কৃৎকৌশল ও পশুচিকিৎসা সংক্রান্ত পুরো একপ্রস্ত জ্ঞান, অর্থাৎ সংক্ষেপে সর্বাধিক পরিমাণ তথ্যসংগ্রহ।

দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল সম্পর্কে অবশ্য ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১০-১২ বছর থেকে, শিশুদের তাদের বয়সীদের উপযোগী যথার্থ, কৃৎকৌশলগত, কারখানার পরিবেশে বৃহৎ সামাজিক উৎপাদনে অভ্যস্ত করান উচিত। আমাদের পাঠ্যসূচি অনুসারে এটি পলিটেকনিকভাবে নিষ্পন্ন হবে। অর্থাৎ, ১২-১৬ বয়ঃসীমার মধ্যে আমরা এদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগর বা দক্ষ শ্রমিক বানাতে চাই না, যে-লোক ধাতুনির্মাণ শিল্পের কোন বিশেষ বিভাগে বা ট্র্যানিংয়ে পুরোপুরি যোগ্য কর্মী হিসাবে কাজ করতে পারবে। আমাদের লক্ষ্য হবে, ১৬ বছর বয়সী একটি ছেলে শিল্প সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে স্কুল ছাড়বে, কারখানার কাঠামো সম্পর্কে, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ডিনামো, বেতার ব্যবস্থা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেদগুলি, কারখানাকে কর্মশালা ও বিভাগে ভাগ করার প্রণালী সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে। সে জানবে কীভাবে গুদাম ও সরবরাহ বিভাগগুলি কাজ চালায়, কাঁচামাল

এসে পৌঁছয়, ওয়ার্কস অফিস কাজ করে। এই সবই সে স্বচ্ছভাবে উপলব্ধি করবে। কারখানার প্রত্যেক বিভাগে তার কাজ করা উচিত, হোক প্রতিক্ষেত্রে মাত্র দু'সপ্তাহ।

স্কুল থেকে কারখানায় পৌঁছে ছাত্রেরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানা কর্মশালায় কাজে যোগ দেবে এবং কয়েক দিন পর কর্মস্থল বদলাবে। ছাত্রেরা স্কুলে ফিরলে প্রতিবেদন ও বিতর্কের মাধ্যমে যাকিছু শিখেছে তা স্থির করবে এবং শেষে শিক্ষক সবকিছু মিলিয়ে এর একটি পুরো ছবি আঁকবেন। তিনি ছাত্রদের প্রশ্ন করবেন এবং এইভাবে কারখানা সংক্রান্ত ধারণাগুলি তাদের স্মৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠবে। একটি কারখানা সম্পর্কে জানা হয়ে গেলে অন্যতর কারখানার বেলায় ব্যাপারটা তাদের জন্য সহজতর হয়ে উঠবে। এদের মধ্যেকার অভিন্ন ও পৃথক জিনিসগুলি কী ও কেন শিক্ষক তা দেখিয়ে দেবেন। বহু ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিশুরা পরিচিত না হলেও কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। শুধু প্রধানগুলি সম্পর্কে জানাটাই যথেষ্ট। স্কুলের পাঠশেষের আগে প্রতিটি ছেলেমেয়ের পক্ষে বাঞ্ছনীয়: ধাতুনির্মাণ শিল্প, বস্ত্রশিল্প ও রাসায়নিক শিল্প সম্পর্কে কিছুটা ধারণা। এই ধরনের উৎপাদনগুলিই তাদের দেখান উচিত।

আমাদের দেশ অনগ্রসর। আমাদের অঢেল কলকারখানা নেই। অনেকগুলি শহরই শিল্পহীন। বহু কারখানা আজ অচল। এদিকে আমাদের অসুবিধা অন্তহীন। কিন্তু আমাদের আসল সমস্যা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব। অনেকগুলি কারখানায় যাওয়া সম্ভব না হলে একটিতে যান। তারপর পড়াশোনা, আলোচনা ও ছবির সাহায্যে বিভিন্ন কারখানার মধ্যেকার পার্থক্যগুলি বোঝান। আর কোন কারখানা যদি না পাওয়াই যায় তাহলে রেলপথ দিয়েও কাজ চালান যাবে: রেলইঞ্জিন ও রেল-কর্মশালা যথেষ্ট সাহায্য যোগাতে পারে। বাষ্পচালিত বড় বড় জাহাজ, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ স্টেশনগুলিকেও ছোট ছোট শহরে কাজে লাগান যেতে পারে। বাষ্পচালিত যেকোন যন্ত্রপাতি বা ছাপাখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন স্টেশন — অবশ্যই ব্যবহার্য। জালের মতো ছড়ান কারখানার সংখ্যা যত বাড়বে, প্রয়োজনীয় দ্রষ্টব্য আমরা শিশুদের যতবেশি দেখাতে পারব, দীর্ঘ শিক্ষাসফরে তাদের নিতে পারব, এই বৈষম্য ততই লোপ পাবে। শিশুরা তখন চার বছরের শিক্ষাক্রমে অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেখতে পারবে,

আর কেবল চোখের দেখা নয়, অনেক দিন সেখানে তারা কাজও করতে পারবে। এভাবেই এটি একদিন স্কুলের যাবতীয় পাঠ্যবিষয়ের বনিয়াদ হয়ে উঠবে।

কেন্দ্রীয়, মূল বিষয় হল মানবসংস্কৃতির ইতিহাস — অর্থনীতির ভিত্তিতে মানবসংস্কৃতির বিভিন্ন ধরনগুলির বিকাশের কাহিনী। বাষ্পীয় ইঞ্জিন পরীক্ষার সময় ছবি সহ বর্ণনা করবেন কীভাবে এটি উদ্ভাবিত হল, এর আগে কী ছিল। শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে শিশুর মনে যে-ছাপ পড়ে তাতে প্রতিটি পাঠ অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। শিল্প এমন একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র যেখানে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নগুলি, সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক বিষয় এবং শ্রেণী ও রাজনীতির প্রসঙ্গাদি সর্বদাই উচ্চারিত থাকে। শিক্ষককে দৈবাৎই শুধু এইসব ঘটনা বলতে হয়। তিনি ছাত্রদের বলবেন: তোমরা এই বইগুলি পড়, নিজেরা শ্রমিকদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর, নিজেরা ব্যাপারটার সমাধান খোঁজ। এভাবেই স্বাধীন চিন্তার সামর্থ্য অর্জিত হয়। শেষে কাগজে প্রতিবেদন লেখা প্রবর্তন করতে পারেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে রাশিয়ায় বস্ত্রকলের কথাই ধরুন: কীভাবে এটি এল, কখন এল, কীভাবে তৈরি হল। ছাত্রদের নিজেদেরই প্রতিবেদন তৈরির প্রস্তুতি নিতে, তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। আপনারা তাদের কয়েকটি প্রধান সূত্রের আভাস দিন। তারা সেইগুলি বইয়ে খুঁজবে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, নিজেরা প্রতিবেদন পড়বে। তারপর চলুক প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা।

কাজগুলি এমনভাবে করা চাই যাতে শিশুকে কিছুই মুখস্থ করতে না হয়, নিজেই সবকিছু আবিষ্কার করে।

বেশিদিন আগের কথা নয়, ঔষধপ্রস্তুত ব্যবস্থা সংস্কারে উদ্যোগী জনৈক প্রতিভাবান ব্যক্তি আমাকে বলছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট তথ্য তালিকার সাহায্যে শিশুদের ভেষজ গাছপালা খোঁজার কাজে লাগালে ও শেষে এইগুলি শুকতে দিলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যেত। এক ও অভিন্ন সময়ে এতে শিশুদের গাছপালার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে ও বুঝতে শেখান হচ্ছে, উদ্ভিদবিদ্যার চমৎকার পাঠ চলছে আর ঔষধপ্রস্তুতকারীর জন্য সংগৃহীত হচ্ছে অঢেল মূল্যবান উপকরণ। ধারণাটা অত্যন্ত নির্ভুল। শিশুরা জানুক তারা স্বাধীনভাবে কী করছে: প্রয়োজনীয়, জরুরি কাজ। তবে শিশুর

উপর অত্যধিক চাপ দেয়া সঠিক নয়, তাকে সাহায্য দেয়াও উচিত নয়, তাকে দেখতে দেয়া, কিছুটা খুঁজতে দেয়ার প্রয়োজন আছে। তাহলেই আপনারা তাকে বলতে পারবেন যে, এই এই নিয়ম রয়েছে, এই এই সূত্র রয়েছে যেগুলি তোমাকে অনেক কিছু ব্যাখ্যায় সহায়তা দেবে। এখন এই নিয়মের আলোকে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার অর্থ নিজে ব্যাখ্যা করুক। যেমন, আপনারা শিশুদের বাতাসের প্রত্যয় বোঝাতে চান। এইক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তু যে বিভিন্ন গতিবেগে মাটিতে পড়ে সেদিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন: পাথর দ্রুততর বেগে, পালক আরও আস্তে, আর হাইড্রজেনের বেলুন উপরের দিকেই ছুটে। এসম্পর্কে তাদের ভাবতে, এগুলির ব্যাখ্যা খুঁজতে দিন। হয়ত তারা বলবে যে, শেষের জিনিসটি বাতাসের চেয়ে হালকা, দ্বিতীয়টির ওজন প্রায় বাতাসের সমান আর প্রথমটি বাতাসের তুলনায় ভারি। তারা ভাবতে পারে এটা জিনিসের আয়তনের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া তারা আপনাকে আর কোন সূত্র দিতে পারবে না। এবার আপনাকেই সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।

শিশুরা প্রথমে খেলার মাধ্যমে, পরে ক্রমবর্ধমান কাজের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত পাঠ্য হিসাবে কিছু ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করবে যাতে বছরশেষে ছাত্রদের সবকিছু শেখান হয়েছে কি না, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সবকিছু দেয়া হয়েছে কি না শিক্ষক নিজে তা যাচাই করতে পারেন। পঞ্জিকার হিসাব মতো তিনি বছরকে ছোট ছোট কালপর্বে ভাগ করতে পারেন। প্রথম পর্যায়ে শিশুরা নির্দিষ্ট ধরনের কাজ — কাঠের কাজ, ধাতুকাজ, ইত্যাদি শিখবে। আর এইসঙ্গে প্রগতিশীল বুর্জোয়া স্কুলের বিষয়গুলিও: সাধারণভাবে সবজি ফলান, বাগান করা, জীবজন্তু দেখাশোনা, প্রাণীর খাঁচা, অ্যাকুয়ারিয়াম — এইসবই প্রথম পর্যায়ে উপকারী। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধান বিষয় হিসাবে প্রযুক্তিবিদ্যায় এই ভরকেন্দ্রটি বদলাতে হবে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এখানে আমরা বিশেষজ্ঞ তৈরি করছি না, সব ধরনের প্রযুক্তি সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানে এমন মানুষই গড়ছি। কলকারখানা সম্পর্কে মোটামুটি সে জানে এবং তদনুযায়ী অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ সম্পর্কে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যার নিয়ম সম্পর্কে একটি প্রাণবন্ত ধারণা লাভ করেছে।

কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে রাশিয়া কখনই কৃষিকে এড়িয়ে যেতে পারে

না। রাশিয়ার বিপুল সংখ্যাগুরু মানুষের পক্ষে শহরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই সীমিত, যদিও আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে যে, গ্রামীণ ছাত্ররা শহরে অন্তত কিছুকাল শিক্ষাসফরে থাকবে। কিন্তু সেখানেও অসুবিধা রয়েছে। শহুরে ছেলেমেয়েদের বরং গাঁয়ে শিক্ষাসফরে পাঠানোই সহজতর। এদের সংখ্যা কম আর গ্রামাঞ্চলের আয়তন বিশাল। কিন্তু গাঁয়ের বাসিন্দাদের জন্য সেখানকার শ্রম-স্কুলের চারিত্র্যটি শিল্পের বদলে অনিবার্যভাবেই কৃষিগত হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রতিটি পল্লীস্কুলকে কৃষিশিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় না করান পর্যন্ত আমাদের পক্ষে শ্রম-স্কুলগুলিকে সঠিক পথে চালনা সম্ভবপর হবে না।

পল্লীস্কুলগুলি অবশ্যই কৃষিভিত্তিক হবে। এইমাত্র আমি রাশিয়া ও ইউক্রেনের অন্তত তেরটি জেলা ঘুরে এসেছি, নানা ধরনের স্কুল দেখেছি, স্কুল সম্পর্কে কৃষকদের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ করেছি।

অধিকাংশ কৃষকই বর্তমান পর্যায়ের শ্রম-স্কুল সম্পর্কে অসন্তুষ্ট, যদিও প্রায় সর্বত্রই শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ই এই ধারণা বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য করছেন। কিন্তু পরিস্থিতি কী? একজন শিক্ষিকার কথাই বলি। ধরা যাক, তিনি পেয়েছেন ব্লন্স্কির বই বা কালাশনিকভের (২২) পুস্তিকা। শিল্পভিত্তিক স্কুল সম্পর্কে তিনি ভালই জানেন। কিন্তু, ওখানে নেই কোন কারখানা, লেদও দুষ্প্রাপ্য। এখন কীভাবে এটা তিনি কাজে লাগাবেন? তিনি পড়েছেন: স্বচ্ছন্দ জিমনাস্টিক ভাল, মডেল তৈরিও ভাল, আর চিত্রাঙ্কন তো বটেই, কিন্তু বই থেকে বেশি পড়াশোনা ভাল নয়। সুতরাং, তিনি এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে ছেলেমেয়েরা ব্যাকরণ খুব কম পড়ে, অংকও তাই আর অঢেল সময় খরচা করে মডেল তৈরি, চিত্রাঙ্কন, নাচ ও গানে। এতে কৃষকরা ভয় পেয়ে গেছে। তারা বলে: 'দেখুন, তারা আইকনগুলি সরিয়ে নেয়, কাজের কাজ কিছুই করে না, তাছাড়া বাইবেল পড়ানও বন্ধ করে দিয়েছে, আর সারাদিন কাটাচ্ছে নাচ-গানে। পুরনো দিনে লেখাপড়াই ভাল ছিল। ছেলেরা বখে গেলে শিক্ষিকা তাদের উচিতশিক্ষা দিতেন। আর এখন অবস্থা এতই খারাপ হয়েছে যে, ছেলের উপর হাত উঠালেই বলে: 'বাবা, সোভিয়েত আইনে এটা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে!' এতে কিছুই ভাল হবে না, আমাদের কোনই লাভ হবে না। আমরা এই ধরনের স্কুল চাই না। শিক্ষিকাকে আমরা আর খোরপোশ দেব না।'

নিজের দিক থেকে কৃষক ভুল করে নি। সে সেই অতীতের সুদিনের মতোই ভাবে: শিশুদের প্যারেড করাতে হবে, মারধর করা যাবে, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভয় ঢুকান হবে, লেখাপড়া শেখান হবে এবং বাকি সবই অপ্রয়োজনীয়। ধারণাগুলি নিশ্চয়ই খারাপ, তবে এটা তো সত্য যে, গ্রামাঞ্চলের স্কুলে সুকুমারবৃত্তি লালনের ব্যাপারটা মোটেই জরুরি নয়। আমি একটি স্কুলে গিয়ে দেখলাম স্কুলের দেয়ালগুলি শিশুদের আঁকা ছবিতে ভরে আছে এবং বুঝলাম এতে অঢেল সময় খরচা হয়েছে আর তখনই কৃষকদের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথাটাই মনে এল। দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষক কৃষি ও প্রকৃতি সম্পর্কে খুব কমই জানেন আর সেজন্যই শিশুদের তেমন কিছু শেখাতে পারেন না। তাই কৃষকরা বলে: 'শিক্ষিকা তো মই ও খন্তার পার্থক্য জানেন না', আর সেজন্যই স্কুলের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এইসঙ্গে লক্ষণীয় যে, রুশ কৃষক নিজেই কিন্তু কৃষি সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞ। জার্মানিতে প্রচলিত কৃষিপদ্ধতি রুশ কৃষকরা ব্যবহার করলে আমরা আজকের সেরা ফলনের ছয়গুণ বেশি ফসল তুলতে পারতাম। আর মার্কিন দেশের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিলে ফলাফল আমাদের কল্পনাকেও হার মানাত। ওরা কৃষিকে এতটা সংগঠিত করেছে যে ওখানে রোদ আর বৃষ্টি অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। সেদেশে অজন্মা শব্দটিই আর নেই। তারা জানে, কোন ধরনের গমে ফসলের দানা কতটা লম্বা হবে, একটা ছড়ায় কতটা শস্য থাকবে। নানা ধরনের সামগ্রী দিয়ে বা জীবাণু ছড়িয়ে তারা মাটির চারিত্র্যই বদলে দিয়েছে, ভাল ফসলের নিশ্চয়তা সহ রীতিমতো বিস্ময় ঘটিয়েছে। তাদের তুলনায় আমাদের কৃষকরা তো নিরেট, সত্যিকার বর্বর। আমাদের স্কুলগুলি তাদের কিছুটা সাহায্য দিতে পারলে অবশ্যই তারা এগুলিকে সম্মান দেখাত।

রুশ কৃষিবিদ্যাকে শিক্ষক ও ছাত্রদের মাধ্যমেই কৃষকদের মধ্যে তার বাহুবিস্তার করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা বর্তমানে শরৎ ও বসন্তে নিজস্ব অভিযান সংগঠনের জন্য যথাসাধ্য করছি। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা মাঠের কাজে শরিক হবে এবং একইসঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও কৃষির পাঠ নেবে। আমরা শিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সে ডাকব যেখানে কৃষিবিদরা বক্তৃতা দেবেন। অবশ্য প্রথম বছর ততটা করা

সম্ভবপর হবে না। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কৃষিবিদ্যার মূল বিষয়গুলি আমরা অবশ্যই শেখাতে পারব। তাঁরা যাতে ভাল কৃষিবিষয়ক পত্রিকা পান, আনুষঙ্গিক বইয়ের সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারেন, যাতে তাঁদের পক্ষে কৃষকদের নতুন ধরনের কৃষিযন্ত্রপাতি সম্পর্কে, এইগুলি বিকল হলে মেরামত সম্পর্কে, সারের যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভবপর হয়, তা আমরা দেখব। কৃষি-অর্থনীতির পুরোটা বদলান, এটাকে নতুন পর্যায়ে উত্তোলন — এ হল কৃষি জনকমিশারিয়েতের (২৩) কাজ। কিন্তু অযৌক্তিক কৃষি-অর্থনীতিতে যদি স্কুল এই ধরনের জ্ঞান বিস্তার করতে পারে, তাতে স্কুলের প্রতি কৃষকদের সম্মানবোধ বাড়বে। প্রত্যেকটি স্কুল যাতে একখণ্ড জমি পায় সেইজন্য আমরা নির্দেশ পাঠিয়েছি। সেখানে শিক্ষকরা ধীরেধীরে একটি আদর্শ বাগান, মৌমাছিশালা ও সামর্থ্যানুযায়ী একটি আদর্শ খেত গড়ে তুলবেন।

রাজনৈতিক পরিমাত্রার ব্যাপারটিও বিচার্য। অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাব মোতাবেক স্কুলগুলিকে জ্ঞানের, শ্রম-শিক্ষার, নাগরিক নীতিশিক্ষার উৎস হতে হবে (২৪)।

প্রত্যেকটি পল্লীস্কুলকে একটি শিক্ষাকেন্দ্র হতে হবে এবং কেবল শিশুদেরই নয়, বয়স্কদের জন্যও। অর্থাৎ প্রতিটি স্কুলে থাকবে: একটি ছোটখাটো বইয়ের দোকান, গ্রন্থাগার সহ পাঠকক্ষ, বয়স্কদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার জন্য বিদ্যালয়মুক্ত কেন্দ্র। এটাই আমাদের লক্ষ্য।

স্কুলকে হতে হবে প্রচারকেন্দ্র আর আন্দোলনের কেন্দ্র। স্কুলব্যবস্থার অংশ ও বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাযন্ত্র হিসাবে একে পাদ্রির চেয়েও ভাল কাজের চেষ্টা চালাতে হবে: ধর্মীয় কুসংস্কারকে ধ্বংস করা, কুলাকদের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই, বিপ্লবী-সমাজতন্ত্রী সহ সব ধরনের কুসংস্কার হটান; কমিউনিস্ট ব্যবস্থা কী, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র কী, বিপ্লব কী, এটি ঘটানোর কারণ ও এর লক্ষ্য কী — এইসব সম্পর্কে কৃষকদের শুদ্ধ ধারণা দেয়া; শিশুদের মাধ্যমে সরাসরি মা-বাবার মধ্যে নিরন্তর এই প্রচার চালানোর জন্য সংবাদপত্র, দৈনন্দিন খবরাখবর ব্যবহার করা উচিত।

এবং তখন আমাদের শিক্ষক যাঁরা ৫০-৬০ জনের বদলে কেবল ২৫ জন ছাত্রের দায়িত্ব নেবেন, তাঁরা গ্রামাঞ্চলে প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা বহন করবেন।

আর আমরা নৈরাশ্যের সঙ্গে বলব না: এটা হয়ত একদিন ঘটবে। কাজের এখনই সময়। শুদ্ধভাবে লক্ষ্যনির্ধারণই আসল কথা।

রাষ্ট্র আমাদের হাতে। হ্যাঁ, আমরা শত্রুদের হটিয়ে দিচ্ছি। আমরা এখনই না হোক, এক সময় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবই। এমন এক সময় আসবে যখন শিক্ষার রণাঙ্গন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনের স্বীকৃতি পাবে, যখন স্লোগান উঠবে: 'শিক্ষার জন্যই সব'। তখনই আমরা সামনে এগিয়ে যাব, আমি যা যা বলেছি সেইগুলি সবই সত্য হয়ে উঠবে।

এমন লোকও আছে যারা বলে যে আমরা আড়াই বছর ধরে পাগলের মতো খাটছি, অথচ এখনো কিছুই করতে পারি নি। কিন্তু সবকিছুই একসঙ্গে করা যায় না। এখানে নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে এগতে হয়। আর যদি এখন বলি যে, পুরনো স্কুলে ফেরাই অপেক্ষাকৃত ভাল ও বাস্তব কাজ, তাহলে আমরা অবশ্যই সবচেয়ে বড় ভুল করব।

কমিউনিস্ট আদর্শ থেকে আমরা পিছু হটতে পারি না, এমন কি এগুলির বাস্তবায়ন অতি কঠিন হলেও। এখন কৃষক ও শ্রমিকরা ভালই জানে যে, 'এক, দুই, তিন — এই দেখ জাহাজ' গোছের কোন ভোজবাজি ঘটবে না। কাজটা যখন বিরাট — গড়তে হবে এক বিরাট দালান — সেখানে প্রয়োজন অঢেল শ্রমের, ধৈর্যের, সেখানে ভিত তৈরির সময় ছাদ তোলা হয় নি বলে অনুযোগের অবকাশ নেই।

সমন্বিত শ্রম-স্কুল এমন কি পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে সেরা স্কুলগুলির চেয়েও ভিন্নতর। 'সমন্বিত শ্রম-স্কুল সম্পর্কিত ঘোষণাটি' বিদেশী ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর, সর্বৈব বুর্জোয়া কাজগ 'নোর্ডডৈচে আলগেমেইনে ট্সাইটুং' লিখেছিল: 'এই প্রথম একটি সরকার জনগণের জন্য একটি সত্যিকার স্কুলের কর্মসূচি তৈরি করছে। বলশেভিকরা এতে সফল হলে অবশ্যই তারা অন্যান্য দেশের চেয়ে বহুগুণ উন্নত একটি স্কুলের অধিকারী হবে... কিন্তু এটা আসলে এক অসার কল্পনা, ইউটোপিয়া, এমনটি ওদের সাধ্যাতীত।...'

তখন বুর্জোয়ারা ভাবত, রুশ বিপ্লব সাধারণভাবে একটি উপাখ্যান, একটি পরীক্ষা মাত্র। কেবল ইদানীং তারা বলশেভিক জুজু সম্পর্কে হল্লা জুড়েছে। এখন তারা দেখছে এটা কোন পরীক্ষা নয়, এটা তো দুনিয়াজোড়া এক প্রবল ঝড়, যাতে তাদের ধ্বংস হওয়ারই যথেষ্ট সম্ভাবনা।

# প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল প্রয়োজন

এই বিতর্কের বিষয়টি ঘোষণার পর জনকয়েক কমরেড আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন: 'কী ধরনের স্কুল প্রলেতারিয়েতের প্রয়োজন' এই নিয়ে কি একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে? এখানে বর্ণনার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য রয়েছে — প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বদলে প্রলেতারিয়েত। এইগুলিকে আমি দুটি পৃথক চিন্তাধারা বলতে চাই না। কিন্তু, ইদানীং এই ব্যাপারে সামান্য হলেও কিছুটা বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, আর একেবারে গোড়া থেকেই এতে কিছুটা নজর দেয়া দরকার। সেইজন্য এখন ব্যাখ্যাকালে আমি সীমিত হলেও এই মূল থিসিসগুলির উপর একটা শুদ্ধ আলোকপাতের চেষ্টা করব।

সম্প্রতি কোন কোন বিবৃতি এবং এই বিবৃতিগুলির ব্যাখ্যায়, কোন কোন প্রস্তাব ও প্রতিবেদনে, যেমন যুব কমিউনিস্ট লীগ (কমসোমল) কংগ্রেসে (১), এই ধারণা ব্যক্ত করা হচ্ছে যে, সর্বপ্রথম, এমনকি **এককভাবে** (সম্ভাব্য সীমিত সম্পদের প্রেক্ষিতে) প্রলেতারিয়েতের জন্য স্কুলের দিকে নজর দেয়া উচিত এবং, শিক্ষার একচেটিয়া অধিকারের ধারণাটা একটি শ্রেণীর হস্তগত বিষয় — যে আজ নেতা ও একনায়ক, — এই দেশের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে মিতব্যয়ী ও যুক্তিসিদ্ধ একটি রাজনৈতিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হতে পারে।

আমি আবার বলছি, এমন দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক কোন ব্যক্তি, কোন দল খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এখানে কেবল সামান্য বিচ্যুতি, একটা আভাস, এই ব্যাখ্যার একটি ইঙ্গিত, এই রূপায়ণ যাকে একেবারে গোড়া থেকেই মতদ্রোহ হিসাবে আমাদের নিন্দা করা উচিত। হতে পারে খুবই ন্যায্য অনুভূতি থেকে, অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ বিবেচনা থেকে এর উদ্ভব। কিন্তু সে-যাই-হোক এ তো নিশ্চিত মতদ্রোহ, শিক্ষাসমস্যার শুদ্ধ বিবৃতির ব্যত্যয়।

কেউ যদি এখন এই দৃষ্টিভঙ্গিটি, ওই তত্ত্বটি বিশদ করতে চান এবং বলেন: আপনাদের ভাল শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম, স্কুলের যথাযথ

সাজসরঞ্জামও তো আপনাদের প্রায় নেই; আপনারা জানেন যে আপনাদের স্বপ্নের শ্রম-স্কুল আসলে কলকারখানার সঙ্গে আঙ্গিক, মৌলিক সংযোগের মধ্যেই কেবল গড়ে তোলা সম্ভব; আপনাদের আছে শত সহস্র প্রলেতারিয়েত শিশু ও তরুণ-তরুণী আর বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের সবাইকে স্বাভাবিক শিক্ষার আশ্বাস দেয়াও অসম্ভব — তাহলে এই পথিকৃৎদের উপরই সবটুকু শক্তি ঘনীভূত করছেন না কেন? আমাদের সম্ভাব্য স্থলবর্তী হিসাবে তরুণ প্রজন্ম কেন আপনাদের পুরো মনোযোগ, বর্তমানে লগ্নিকৃত যাবতীয় সম্পদের সুযোগটুকু পাবে না? যদি কেউ এই শর্তে সমস্যাটিকে রূপায়িত করতে চান তাহলে তার পক্ষে ভুল করার খুবই সম্ভাবনা থাকবে যা আমাদের যুদ্ধকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে সমর্থনীয় হলেও আজ তা অবশ্যই আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার মূলধারার বিরোধী হয়ে উঠবে।

এক বছর আগে পার্টি-কংগ্রেসে ভ্লাদিমির ইলিচ প্রশ্নবোধক চিহ্ন সহ ও আলোচনার জন্য যে-স্লোগানটি উপস্থাপিত করেন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে ভ. ই. লেনিন বৎসরাধিক কাল পরে পুনরায় উল্লেখ করেন (২) (এবার আগেকার অনুসৃত নীতির উল্লেখ্য সাফল্যের একটি বিবৃতি হিসাবে) — সেসম্পর্কে ভাবলে দেখতে পাবেন যে, ওই নীতির অন্তর্লীন অর্থ ছিল নিম্নরূপ।

বাহ্যত এবং সংক্ষেপে বললে এটা হল কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী আর সামনে এগোন, হতে পারে ধীরগতিতে, তবুও সামনে এগোন যা হবে ততটাই অপ্রতিরোধ্য যতটা জনগণের মূল মেহনতি শ্রেণী, কৃষক — রুশ জনগণের পথিকৃৎ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। আমরা যদি এই সূত্রটিকে আরও বিশদ করি, ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখা যাবে যে, প্রলেতারিয়েতের কাজ হল দেশে বিদ্যমান উপাদানের সাহায্যে, প্রত্যেকটিকে যথাযোগ্য স্থান দিয়ে, অভিন্ন লক্ষ্যে প্রত্যেকটিকে ব্যবহারক্রমে নিজের প্রলেতারীয় রাষ্ট্র গঠন করা। অবশিষ্ট জনগণ থেকে প্রলেতারিয়েতের বিচ্ছিন্নতা, জনগণের অবশিষ্ট অংশ থেকে এর বিচ্ছিন্নতা, একটি বিশেষ শিবিরে প্রলেতারিয়েতকে রূপান্তরিত করা — এমন কি এই শিবিরের মানুষগুলির সংগঠনের স্তর অবশিষ্টদের তুলনায় প্রাগ্রসর ও নিজ লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি স্বচ্ছতর হলেও — এই বিচ্ছিন্নতার নীতি হবে ধ্বংসাত্মক নীতি। প্রলেতারীয় সরকারের মনোযোগ থাকবে সম্ভাব্য সর্বদিকে—

সারা দেশের জন্য, সমগ্র অর্থনীতির জন্য এবং অবশ্যই সর্বপ্রথম রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবন এবং আমাদের জনগণের আরও উন্নতির জন্য মূল ভিতগুলির শ্রেষ্ঠতমটি — কৃষকদের জন্য — কেবল এটাই হল সত্যিকার শুদ্ধ, ততোধিক জ্ঞানগর্ভ প্রলেতারীয় নীতি।

সুতরাং, আজকের আলোচ্য বিষয়টিকে অবশ্যই সঠিক ধরনে, প্রলেতারীয় **রাষ্ট্রের** জন্য, অর্থাৎ প্রলেতারীয় আদর্শভিত্তিক প্রলেতারিয়েত দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের জন্য সেরা স্কুল তৈরির সমস্যা হিসাবে উপস্থিত করা দরকার, যার লক্ষ্য হল শ্রেণীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ আর শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া অন্য সকলের হিতসাধন।

আজ, বিপ্লবের এই পঞ্চমবর্ষে, বলতে কী, অল্পবিস্তর বৈপ্লবিক মার্কসীয় আদর্শ ধরনেই শিক্ষাক্ষেত্র সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল প্রয়োজন?.. যেহেতু আমরা প্রলেতারীয় **রাষ্ট্রের** স্কুলের কথা বলছি, সেইজন্য মূলত অন্তর্বর্তীকালীন একটি স্কুলের কথাই বলা হচ্ছে।

বিপ্লবের একেবারে গোড়ার দিকে দেয়া আমাদের ঘোষণাপত্রেও আমরা বৈপ্লবিক ইউটোপিয়ার ব্যাপারটা আগ থেকেই অস্বীকার করেছিলাম। স্বাভাবিক ধারণাগুলি তো ধ্রুবতারার মতোই। আমাদের সেরা শিক্ষানীতি উপলব্ধির মাধ্যমে প্রকৃত শ্রেষ্ঠ স্কুলের ছবি কল্পনা করতে পারলে ব্যাপারটা তাৎপর্যশীল হয়ে উঠতে পারে। যাহোক, আমরা তখন ঘোষণাপত্রে এমন এক ধরনের স্কুলের নকশা আঁকছিলাম যা আমাদের একেবারে সেরা আদর্শ প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হত, অথবা এর পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত করা যেত। আজ, এমন কি এই দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রশ্নটি বিবেচনা করা মোটেই বাস্তবানুগ হবে না। আমাদের শিক্ষার আদর্শ পরিকল্পনার মূল যুক্তিগুলির পুনরুক্তি কঠিন না হলেও এ থেকে বিশেষ কোনই সাহায্য মিলবে না।

আমরা যখন বলি: ‘প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল প্রয়োজন?’ তখন আমরা এটিকে আরও একটি সূত্রের বিপরীতে দাঁড় করাতে পারি: ‘প্রলেতারীয় রাশিয়ার জন্য কী ধরনের স্কুল উপযোগী?’ আর আমরা এক ধরনের সমন্বয়ের, দুটির মাঝামাঝি কিছু একটা উদ্ভাবনের জন্য এখানে চেষ্টা চালাতে বাধ্য। এইজন্য যদি আমরা সুবিধাবাদের দিকে

বেশি ঝুঁকি, যদি সম্ভাবনাগুলি, অর্থাৎ যা সহজসাধ্য, তার খুঁটিনাটি হিসাব-নিকাশ করি, তাহলে দেখব যে, আমরা আমাদের ধারণাগুলি কার্যকর করার সেইসব পথও পরিত্যাগ করছি, যা বাস্তবায়ন সর্বোচ্চ বৈপ্লবিক শক্তির সাহায্যে মোটেই সাধ্যাতীত নয়।

এইসঙ্গে যখন সর্বোচ্চ বৈপ্লবিক শক্তির উপর ভরসা রাখছি, যা অবশ্য মোট পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু সত্য বলতে, খুবই কম পরিমাণে তা স্কুলের পক্ষে আসছে (যদিও এইক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে ভালটাই আশা করছি), — এর উপর ভরসাক্রমে আমরা তখনো এই শর্তে সমস্যাটির সমাধান দাবি করব না: যদি কোথাও কমিউনিজমের অন্তর্বর্তীকালীন অল্পবিস্তর পুরো প্রলেতারীয় রাষ্ট্র থাকত তাহলে সেই রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল সবচেয়ে মানানসই হত? আমরা তখনো নিজেদের সামনে নিজেদের প্রত্যক্ষ কাজটি রাখব: কী দিকচিহ্ন, কী **আশু** দিকচিহ্নকে দাঁড় করাতে পারি যা দিশারী হিসাবে আমাদের অতি দারিদ্র্যজর্জর, অতি অবহেলিত শিক্ষাক্ষেত্রে পথ দেখাবে, আমাদের পথে লক্ষ্যমুখে পরিচালিত করবে, যা কমিউনিস্ট শিক্ষাতত্ত্বের অনড় আদর্শের কাছাকাছি আমাদের পৌঁছে দেবে, যে-আদর্শ আজও আমাদের প্রিয় ও আমাদের কাছে অভ্রান্ত?

যদি আমরা শুদ্ধ শ্রেণী-পরিসরের বদলে রাষ্ট্রীয় পরিসরে এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই, তাহলে প্রথমত কী ধরনের স্কুল ব্যবস্থাকে একটি প্রলেতারীয় রাষ্ট্র বৈধ হিসাবে স্বীকৃতি দেবে ও সেজন্য লড়াই করবে সে-সম্পর্কে আমাদের চিন্তা স্বচ্ছ থাকা দরকার। এইক্ষেত্রে আমাদের পূর্বতন পরিকল্পনার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটান প্রয়োজন কিনা, বা পরিকল্পনার কোন দিকগুলির বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়েছে, কোন কোন দিকে সন্দেহ দেখা দিয়েছে?

পরিকল্পনাটি কী ছিল আপনাদের তা মনে আছে। এটি ছিল সমন্বিত পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুল তৈরির পরিকল্পনা। ধারণার দিক থেকে কমিউনিস্টরা যেভাবে স্কুল সমন্বয়ের ব্যাপারটা বোঝে তা হল — মেহনতি নিচু স্তরের জন্য শ্রেণী-স্কুল এবং মধ্যবিত্ত ও নীচতম সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগী শ্রেণী-স্কুলগুলির মধ্যেকার যাবতীয় বৈষম্যের নির্বিশেষ উৎখাত। আইনের দিক থেকে, শিক্ষার মানের দিক থেকে স্কুল হবে সমগ্র জনগণের জন্য এক ও অভিন্ন, প্রতিটি শিশুই শিক্ষার সমানাধিকারী।

শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত কিছু কমিউনিস্ট যেমনটি করেছে নামী সোভিয়েত সাময়িকীর পাতায় — তেমনি 'সমন্বিত' শব্দটির সঙ্গে 'অভিন্ন' শব্দটি গুলিয়ে ফেলবেন না। কারণ, যে-এলাকার বিশেষ পরিস্থিতিতে স্কুলটি গড়ে উঠছে সেখানে স্কুলের খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া কিন্তু মোটেই সমন্বয়ের পূর্বশর্ত নয়। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাতাত্ত্বিক পরীক্ষার নিরিখে, বিশেষ প্রতিভা অনুসারে শিশুদলের উপর গুরুত্বের নিরিখে স্কুলের অবশ্যই রকমফের থাকবে, এমন কি, এতে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেও প্রশ্রয় দেয়া চলে। এইসব ধরনগুলি, বিশেষ স্কুলের মধ্যে এই রকমফের, বিশেষ একটি এলাকার স্কুলপদ্ধতির মধ্যে, সারা দেশের স্কুলগুলির মধ্যে এটি কেবল আমরা স্বীকারই করি না, অত্যন্ত কার্যকরও মনে করি।

কিন্তু আমি এখন দেখাব যে, এইক্ষেত্রে জনশিক্ষা কমিশারিয়েত দীর্ঘকাল থেকেই উল্টোমুখে চলে একটি বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। অনেক দিন কমিশারিয়েত ভেবেছে যে, শিক্ষকসমাজ এবং প্রদেশ (গুবের্নিয়া) ও জেলার (উয়েজ্‌দ) স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্তরা নিজেরাই সাধারণ ধারণা অনুযায়ী নিজেদের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। আমাদের সরকারী পাঠ্যক্রমে, হয়ত স্বেচ্ছায়ই, আমরা খুঁটিনাটি সহ যথেষ্ট বিষয় উল্লেখ করি নি। এইকথা সত্য যে, তখন এলাকাগুলিতে কিছু পরিমাণ সৃজনশীল কাজ, পাঠ্যসূচি তৈরির কাজ হয়েছিল, আর আমরা পেয়েছিলাম সারা রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় তৈরি অনেকগুলি সন্তোষজনক পাঠ্যসূচি, এর কোন কোনটি ছিল খুবই ভাল। কিন্তু এখন স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, এখানে সম্ভবত অত্যধিক বিকেন্দ্রীকরণের দিকে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। আমরা এখন এই মতে পৌঁছচ্ছি যে, অনুমোদিত একটি পাঠ্যসূচিতেই আমরা অটলতর থাকব, এইগুলির সত্যিকার প্রয়োগের জন্য আরও চাপ দেব, অর্থাৎ আমরা দৃঢ়ভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে কিছু একটা নিম্নতম কর্মসূচি, শিশুশিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের মূল চাহিদাগুলির একটা কাঠামো তৈরি করব (৩)।

এইমাত্র স্কুল সমন্বয়ের যে-কথা আমি বলছিলাম, সেটা রাশিয়ায় কতটা বাস্তবায়ন সম্ভবপর? আমরা অবশ্য মাধ্যমিক স্কুলের নিচের ক্লাসগুলিকে প্রথম-পর্যায়ের সোভিয়েত স্কুল ঘোষণা করে এগুলিকে পল্লী স্কুলের মতো অভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বর্গভুক্ত করতে পারতাম। আমরা এইগুলি থেকে

মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চ শ্রেণীগুলি কেটে সরিয়ে দিয়ে ওগুলিকে দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল ঘোষণা করতে পারতাম — যেখানে প্রথম-পর্যায় স্কুলশেষে সবাই অভিন্ন মানদণ্ডে ভর্তি হতে পারত। এটাও যে সত্যিকার সমন্বয় নয় — তা দেখার মতো চক্ষু অবশ্যই আমাদের ছিল।

এমন কি, কিছুটা সমন্বয় ঘটালেও (দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলির সংখ্যা এবং এইমাত্র উল্লিখিত পদ্ধতিতে তৈরি সম্ভাব্য দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলির সংখ্যার মধ্যেকার বিরাট অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়) এতেও এটা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বৈষয়িক সুবিধার ক্ষেত্রে সমতার কিছু একটা নিশ্চয়তা থাকা দরকার, যাতে যারা ভর্তি হচ্ছে তারা অবশ্যই সবচেয়ে প্রতিভাবান হবে, যাদের অব্যাহত শিক্ষা, প্রাথমিক পর্যায়ে যাদের আটকে রাখাতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেইসব ছাত্রদের তুলনায় অবশ্যই অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

আপনারা জানেন যে, প্রথম-পর্যায় স্কুলগুলিতে মোটামুটি অর্ধেক শিশুর স্থানসংকুলান হতে পারে আর দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে ৫-৬ শতাংশের মতো ছাত্রদের কোনক্রমে জায়গা দেয়া সম্ভব। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, প্রথম-পর্যায় স্কুল শেষ করে ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৯ জন ছাত্রই দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে কোন জায়গা খুঁজে পাবে না। এই অবস্থা শহরবাসীদের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের চরম অসুবিধায় ফেলছে, যা স্কুল ব্যবস্থার এমন কি আংশিক সমন্বয়ের সম্ভাবনাকেও নষ্ট করে দিচ্ছে। অতঃপর সরল সত্যটি এই: সোভিয়েত রাশিয়ায় কৃষক পরিবারের একটি শিশুর পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবং স্বাভাবিক প্রতিভা নির্বিশেষে একটি শহুরে শিশুর তুলনায় দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থাকবে খুবই কম; আর তা চলবে বিপ্লবের কয়েক দশক পরও, এমন কি স্কুলগুলি যথাসম্ভব ভাল করলেও (৪)।

একটি নিন্দা প্রায়ই শোনা যায়: সমন্বিত স্কুলের আদর্শ বাস্তবায়নে আমরা নাকি ব্যর্থ হয়েছি, এমন কি এখনো আমাদের দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলিতে মেহনতিদের তুলনায় ধনিক শ্রেণীর সন্তানরা অনেক বেশি সংখ্যায় ভর্তি হচ্ছে। এই নিন্দা কিন্তু সর্বৈব ন্যায্য নয়। এর আংশিক ব্যাখ্যা এই যে, যারা স্কুল শেষ করতে যাচ্ছে তাদের স্কুল থেকে বের করে দেয়া এবং যেসব তরুণ-তরুণীদের আমরা কুড়িয়ে এনেছি, যারা কোনদিন

স্কুলে যায় নি, তাদের দ্বারা ওই স্থান পূরণ করা — অবশ্যই রীতিমতো ভুল হবে। অবশ্যই এটা অসম্ভব। কিন্তু গত পাঁচ বছরে দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলির গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া এবং শহরে এইসব স্কুলের প্রলেতারীয়করণ অনেকটাই এগিয়েছে। তবে যতদূর উচিত ছিল ততদূর এগোয় নি। আমাদের হাতে এই মুহূর্তে নির্ভুল তথ্যাদির হিসাব নেই। কিন্তু আমরা যদি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ওদের সামাজিক স্তরের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করতে পারতাম (শিক্ষামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব একটা ফলপ্রসূ মনে হয় না, এটা থেকে বিরত থাকাই বরং ভাল), তাহলে হয়ত দেখা যেত যে, দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে জনগণের বিভিন্ন স্তরের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব মোটেই শহুরে জনগণের নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরগুলির সাধারণ হারের সঙ্গে সন্নিপাতী নয়। কিন্তু যাই হোক, বিপ্লবপূর্ব অবস্থার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা একেবারেই অচল।

তাহলে এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক, আইনগত বাধা ভেঙ্গে ফেলার শর্তে এবং দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলির গণতন্ত্রীকরণ ও প্রলেতারীয়করণের দিকে সমন্বিত স্কুল অবশ্যই একটা অগ্রগতি বৈকি। কিন্তু এখনো প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রয়েছে। আর অবশ্যই তা কিছুটা বাধার মুখোমুখি হচ্ছে।

এই বাহ্যিক আইনগত সংস্কার আর এটা-ওটা সংস্কারগুলি, বা বিপ্লবের মাঝখানে যা খোদ স্কুলগুলির অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের মধ্যে সঙ্ঘটিত হওয়ার কথা, যা পলিটেকনিকাল শ্রম-শিক্ষার নীতি থেকে প্রবাহিত — সেখানে এগুলির মধ্যে সংস্কারসাধ্য একটি এলাকা রয়েছে এবং স্কুলের মৌলিক রূপান্তর এড়িয়েও এটি করা খুব কঠিন নয়। যেমন, স্কুলগুলিকে নিরেট তাত্ত্বিক পাঠ্যবিষয় থেকে মুক্ত করা, যা ছিল বিপুল সংখ্যাগুরু ছাত্র ও তরুণের পক্ষেই সব সেকেলে ভাষা। তারপর ছেলে ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্কুল ব্যবস্থা তুলে দেয়া — যা ছিল একেবারেই অর্থহীন, শিক্ষার দিক থেকে ক্ষতিকর ও অতীতের জেরমাত্র। সরাসরি ছাত্রদের চেষ্টায় স্কুলের মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠ স্বায়ত্তশাসনের দিকেও কিছুটা উন্নতি সাধন সম্ভবপর হয়েছে। প্রায় সমগ্র রুশভূমি থেকে নিরেট তাত্ত্বিক পাঠ্যবিষয়গুলি বর্জন করা গেছে এবং সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া (যদিও এই বছর আমি একটি শহর দেখেছি যেখানে সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয় নি, আর শহরটিও বেশ বড়), প্রায় সর্বত্রই সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে।

প্রায় সর্বত্রই স্কুলের স্বায়ত্তশাসনও সাফল্যের সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে, তবে এটি এমন একটি এলাকা যেখানে এখনো সঠিক কোন কাজ হয় নি, যেখানে অনেক অনুসন্ধান চালান হচ্ছে, যার কোন কোনটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

এইগুলিতে বড় ধরনের কোন বৈষয়িক খরচার সম্ভাবনা নেই। ডিক্রির ধরনে, কাগজেই, কিছু যুক্তিসঙ্গত ব্যতিক্রম সহ এগুলির ব্যবস্থা দেয়া চলে, যা কার্যকর করা হবে, জীবনে প্রয়োগ করা হবে, আর কেবল অসদিচ্ছা ও জড়তা দ্বারাই এগুলির বাস্তবায়ন ব্যাহত হতে পারে। খোদ শিক্ষাদর্শের সংস্কার, অর্থাৎ পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুলের নীতির বিষয়টা কিন্তু আলাদা ব্যাপার। এখানে সবচেয়ে বেশি সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কি শ্রম-স্কুল, পলিটেকনিকাল স্কুল প্রয়োজন? প্রথম দিক — প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য শ্রম-স্কুল প্রয়োজনীয় কি না সেটা নিয়েই শুরু করা যাক। এখানে মনে হতে পারে যে, আমাদের পক্ষে অসম্ভব রকম বেশি ভোট পড়বে — কমিউনিস্ট পার্টিতে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং পার্টি-সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদের অন্তত বড় একটা অংশের। পলিটেকনিকাল স্কুলের ব্যাপারটি অনুমোদন করলে যেসব শিক্ষাকর্মীরা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে, শ্রম-স্কুলের ব্যাপারে তারা হল আমাদের নিঃশর্ত সমর্থক, অর্থাৎ, তারা আমাদের মতোই শ্রমভিত্তিক স্কুলে বিশ্বাসী, কিন্তু এদের **বামপন্থীরা** মনে করে যে, একেবারে গোড়া থেকেই এটা পেশাগত বা বৃত্তিমূলক স্কুল হওয়া উচিত।

প্রথমত শ্রম-স্কুলের নীতিটি বিবেচনা করা যাক। প্রলেতারীয় দলগুলি এবং তাদের সহযাত্রী শিক্ষাবিদরা স্কুলের শ্রমভিত্তিক হওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। প্রলেতারিয়েত নিজেও মেহনতি শ্রেণী, কর্মদক্ষ শ্রেণী, যার পক্ষে ফলিত বিজ্ঞান ও এর মাধ্যমে সাধারণ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকভাবে সংগঠিত শ্রমের শিক্ষাগত ও সামাজিক তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব। তারা এর ভাল সমঝদার বটে এবং সেইজন্য এর ভিত্তিতে সংগঠিত স্কুলের যাথার্থ্য সম্পর্কে সে অবশ্যই নিঃসন্দেহ। কিন্তু এখানে মাত্রাভেদ থাকা সম্ভব। জার্মানি এবং বিশেষভাবে আমেরিকার কিছু শিক্ষাবিদরা যেভাবে শ্রম-স্কুলকে বুঝেছিলেন, আমরাও যদি সেইভাবেই এটা বুঝে থাকি, তাহলে আমরা আরও বিস্তৃত স্তরের বহুসংখ্যক মানুষকে স্বমতে আনতে পারব।

আজ অবশ্যই এমন কোন প্রগতিশীল আর এমন কি, সাধারণ লেখাপড়া জানা শিক্ষককে পাওয়াও দুষ্কর যে-লোকটি আলোচ্য পাঠ্যবিষয় বই থেকে পড়ার বদলে দেখা ও কাজের, পর্যটন, পরিক্রমা, ল্যাবরেটরির কাজ, চিত্রাঙ্কন, মডেল তৈরি, নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে, নির্দিষ্ট প্রকল্পটি সক্রিয়ভাবে সমাধা করে স্বাধীনভাবে পাওয়া উপকরণের নজির দেখিয়ে, আলোচনার মাধ্যমে, দলগত কাজের মধ্যে এটা বিশদ করে, দলগত তথ্য সঙ্কলন প্রভৃতি সহ নির্দিষ্ট বিষয়টি বাস্তবায়িত করতে হবে, সেসম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে। এখন এইগুলি আর সন্দেহের বিষয় নয়। কিন্তু স্কুলের এই দিকটাকে শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় বরং শিক্ষামূলক পরীক্ষা বলাই ভাল এবং কেবল এদেশেই নয়, যেসব দেশ ও প্রগতিশীল স্কুলগুলি বেশ কিছু আগে এই পথবর্তী হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রেও এটা অল্পবিস্তর সত্য।

কেবল বই থেকে পড়াশোনা শেখাকে সমর্থন দেয়ার অর্থ হল আজ, বুকি, ভেদি (৫) ইত্যাদি পড়তে ও লিখতে শিখে বিদ্যালাভ করাটাকে সমর্থনের মতোই হাস্যকর। দৃষ্টিভঙ্গীটি খুবই সেকেলে এবং এটা বুঝতে অক্ষম শিক্ষাবিদ অবশ্যই এক বৃদ্ধ বনবাসী। কিন্তু প্রলেতারীয় শিক্ষাতত্ত্বের জন্য তা মোটেই যথেষ্ট নয়, যদিও প্রথম-পর্যায় স্কুলের শিশুদের জন্য এটাও যথেষ্ট অগ্রগতি বৈকি। আমার মনে হয়, প্রথম-পর্যায় স্কুলের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এখানে গোড়ার দিকে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের কর্মীরা সম্ভবত বড় রকমের ভুল করেছে।

কথা হল — শ্রম-স্কুলকে আরও সামনে, আরও গভীরে নিয়ে যাওয়াটা কেবল সামাজিক শ্রমের অনুরূপ প্রক্রিয়া, সক্রিয় প্রক্রিয়াসমূহের সাহায্যে (যাতে কেবল স্মৃতিশক্তি নয়, কেবল মস্তিষ্ক নয়, সমগ্র শরীর শরিক হয়) শিক্ষাদানই নয়, সেখানে সামাজিক কৃৎকৌশল হিসাবে এবং প্রায়োগিক ধরনে খোদ শ্রমশিক্ষা দেয়াও। সর্বাধিক গ্রহণীয় শ্রমপ্রক্রিয়া হল সেগুলি যা শিশুকে কখনই শোষিত শ্রমিক বানাবে না, কিন্তু তার নিজের শরীর ও মনের বিকাশ ঘটানোর জন্য, তাকে দিয়ে কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদন করাবে। কার্ল মার্কসও ছাত্রদের উপর শ্রমের শিক্ষামূলক প্রভাবকে এভাবেই বুঝেছিলেন। আর এটি হল প্রলেতারীয় শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা আশাপ্রদ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রত্যয়। শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় এই প্রস্তাবকে যেহেতু পুরোপুরি গ্রহণ করা যায়, সেইজন্য কোন

কোন শিক্ষাবিদের চোখে 'নিজের জন্য কাজ করা' (অর্থাৎ গৃহস্থালির কাজ — কাঠ কাটা, জল আনা, রান্নাবান্না, ঘরপরিষ্কার) একটি প্রস্তুতি পর্যায় হিসাবে, কোন একটি যথার্থ শ্রমের পথপ্রদর্শকের অতি ঘনিষ্ঠ প্রস্তুতি পর্যায় হিসাবে, প্রথম-পর্যায় স্কুলের উপযোগী খাপ খাওয়ানোর পর্যায় হিসাবে যথেষ্ট ফলপ্রসূ বিবেচিত হয়েছে।

স্কুলে শিশুদের কার্যকলাপে নিজের হাতে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে আমি মোটেই ভিন্নমত পোষণ করি না। কিন্তু এই কাজে যথেষ্ট সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। গোড়ার দিকে, বিশেষভাবে স্কুলগুলির দারিদ্র্য ও বাড়তি কর্মী রাখার অসম্ভাব্যতার প্রেক্ষিতে এইক্ষেত্রে অবশ্যই বড় বড় ভুল করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজেরই যে কেবল শিক্ষাগত মূল্য আছে, যে-কাজের মাধ্যমে ক্রমেই অধিকতর দক্ষতা, শিক্ষা অর্জন ও তা পাকা করা যায়, 'পথ চলায়' অর্জিত জ্ঞানে কিছুটা ফলও ফলে এবং কেবল সেইজন্যই যে শিশুটি কাজ করছে — সেটাই দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল।

রান্না এবং তা থেকে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শরীরবিদ্যার চমৎকার পাঠ দেয়া সম্পর্কে জন ডিউয়ি-র (৬) ধারণা অবশ্যই সম্পূর্ণ নির্ভুল। অবশ্য এসম্পর্কে আমি প্রতিবাদও শুনেছি: রান্নার সময় এতকথা বললে কোনকিছু হয়ত বেশি সিদ্ধ হয়ে যাবে, কোনটা যাবে পুড়ে, ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, এই দৃষ্টিভঙ্গিই মোটামুটি শুদ্ধ। কেউ **এইভাবে** এগোলে সবকিছুরই শিক্ষাগত মূল্য আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু আজ যদি শিশুরা কাঠ কাটে, খাবার তৈরি করে, জল আনে এবং কাল ও পরশু এইগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটায় তাহলে এর ফলে মানসিক উন্নতি তো ততটা নয়ই, এমন কি শারীরিক উন্নতিও ঘটবে না। এই কাজ হল খুবই নিষ্প্রাণ ধরনের। আমরা, কমিউনিস্টরা এই ধরনের কাজের চিরলুপ্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। মহিলারা এই ধরনের যেসব কাজে সারাটা জীবন নষ্ট করছে আর যেসব শিশুদের এতে টেনে আনা হয়, উঠিয়ে দেয়াই তো আমাদের আদর্শ — কাপড় ধোয়া, রান্নাবান্না, বাসনপত্র পরিষ্কার ইত্যাদি থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য আমরা বিশাল যৌথ পরিসরে যান্ত্রিকভাবে এগুলি সমাধা করব।

আমাদের অনেকে, বিশেষত নারীজাতি যে সংকীর্ণ ও সাধারণ কাজের

শিকার, তার বিরুদ্ধে, তা থেকে মুক্তির জন্য আমাদের সমাজতান্ত্রিক সত্তা বিদ্রোহ করে। একে শিক্ষার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে গেলে খুব সতর্কতার সঙ্গেই করা প্রয়োজন। আর প্রথম পর্যায়ের শ্রম-স্কুল 'নিজের কাজ নিজে কর' এই বৈশিষ্ট্যটি এমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে যে, কোন শিশুকে তার স্কুলের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে শুনতে হয়: 'কখন আমরা কিছু শিখব, 'নিজের জন্য নিজে কর' শেষ করতেই তো সবটুকু সময় শেষ হয়ে যায়!' অনেক সময় স্কুলের নিজস্ব অসুবিধার জন্যই এটা ঘটে। প্রায়শই শিশুদের দুর্বল শক্তিটুকুর সাহায্যে স্কুলগুলি টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়, আর সাধারণত এইজন্য দায়ী শিক্ষকদের বদলে তাদের দুর্ভাগ্যই।

প্রথম-পর্যায় স্কুলে খেলাধুলা থাকবে, সক্রিয় চেষ্টার মাধ্যমে অভীষ্ট প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ যা খেলাধুলা থেকে অজ্ঞাতে রূপান্তরিত এবং ক্রমে আরও আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেবল বয়স্ক শিশুরাই সরাসরি, নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রম-স্কুলের পথে, অর্থাৎ সত্যিকার কাজ শেখার দিকে এগোতে পারে।

এখানে আমি একটি ছোট্ট ব্যতিক্রম, একটি শর্ত আরোপ করব, যা রাশিয়ার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুত এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ছোট্ট শর্ত বা ব্যতিক্রম থেকে তা আমাদের স্কুল-নীতির অন্যতম মূল নিয়মের রূপ পরিগ্রহ করে: জমির কাজ, যাকে একেবারে সরলতম ধরন থেকে, ৪-৫ বছরের শিশুদের উপযোগী মাটি ও জল নিয়ে খেলার 'কাজ' থেকে, গাছের চারা জন্মান এবং খরগোসের মতো পশু বা ছাগলের যত্ন থেকে সরাসরি বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশলের বিপুল সম্ভাবনা পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে দেখা সম্ভবপর — এই বহু ধরনের শ্রমকে (যা যথাযথ কাজে লাগান খুবই সুস্থ অনুসন্ধান এবং তা সবাইকে প্রকৃতির শক্তি ও সৌন্দর্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়) রাশিয়ায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ অন্য কোথাও এটা আর এত ব্যাপকভাবে কাজে লাগান সম্ভবপর নয়, উচিতও নয়।

প্রাথমিক, প্রথম-পর্যায় স্কুলগুলিকে (বস্তুত গ্রামাঞ্চলে স্কুল বলতে এগুলিই তো আছে। ওখানে দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত খুবই কম) সব্‌জিখেত, ফলবাগান, স্কুলের গবাদি পশুর ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। কারণ, এইসব কাজে নির্ভুল প্রশিক্ষণ দিলে এ থেকে

কলকারখানার মতোই অনুরূপ বহুবিধ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর হবে, যদি আমরা নিজেদের কৃষকের চিন্তারাজ্যে বন্দী করে না রাখি, যদি শিক্ষক এই ছোট স্কুল-গৃহস্থালিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে চান যা থেকে তিনি তাঁর সহকর্মীদের তরুণসুলভ যুক্তির উপর আস্থা সহ কাজের মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। এই দিক থেকে শ্রম-স্কুল নীতির প্রয়োগ একেবারেই প্রশ্নাতীত, এমন কি আমাদের মতো শিল্প-অনুন্নত দেশেও। এই কর্মসূচির অনেকটাই বিশেষ জটিল যন্ত্রপাতি ব্যতিরেকে, বিশেষ কর্মশালা ব্যতিরেকেই বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে কেবল একখণ্ড ছোট জমি, একটি ছোট স্কুল 'কৃষি অর্থনীতি' (এমন কি শহরের সীমানার মধ্যেও) বা গ্রীষ্মকালীন স্কুলের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে এমন কি শহুরে প্রথম-পর্যায় স্কুল এবং বিশেষত পল্লীস্কুলে এই প্রবণতা চালু করা যেতে পারে। এটা অল্পবিস্তর সম্ভবপর।

দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলের ক্ষেত্রে, খোদ শ্রমশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অবশ্যই অন্য রকম। এখানে প্রথমেই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়: টেকনিকাল স্কুলের বদলে পলিটেকনিকাল স্কুল কেন?

অদ্যাবধি ও বিদ্যমান এখানকার মতবৈষম্যগুলির নিজস্ব একটি ইতিহাস রয়েছে। ইতিমধ্যে দৃষ্টিকোণ বদলেছে। কেউ কেউ, যেমন, আমাদের মূলনীতির সঙ্গে একমত হন। ব্যাপারটা এই নয়, যাতে তরুণদের একটি নির্দিষ্ট কারিগরি (সঠিক লক্ষ্যমুখী স্কুলের ক্ষেত্রে) বা শিল্পগত কোন একটি পেশা শেখান। এটা লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হল: **বৈজ্ঞানিকভাবে সংগঠিত শ্রমের সঙ্গে** তরুণদের পরিচয় সাধন। বৃত্তিমুখী শিক্ষার পক্ষপাতী কেউ কেউ এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বলছে: যদি কোন কিশোরকে **গুরুত্বপূর্ণ বিষয়** হিসাবে শ্রমের **সত্যিকার** ধারণা দিতে চান তাহলে তাকে একটি শ্রমপদ্ধতি থেকে অন্যটিতে ভাসাভাসাভাবে লাগাতে পারেন না, শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে তাকে নিয়ে টানাটানি করতে পারেন না। একটা নির্দিষ্ট বিভাগ বা কর্মশালায় তাকে কয়েক বছর ধরে সত্যিকার কাজ করতে দিন, যাতে সে গভীরে পৌঁছতে পারে, যাতে কাজটা সে সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

আমরাও মনে করি যে, উৎপাদনের একটি জায়গায়, একটি বিভাগে থাকাটাই ভাল, তবে যদি সেটা কেবল বৈজ্ঞানিকভাবে সংগঠিত হয়। এটা

হল মধ্যবর্তী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়। আমি অসংকোচে বলছি যে, যেকেউ পাল্লায় কোন একদিকে বেশি ওজন চাপাতে পারেন। কেউ বা শ্রমের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়বেন, এবং পলিটেকনিকাল শিক্ষা হবে শিশুদের বিদ্যমান যাবতীয় কৃৎকৌশল পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করান, বা বলতে গেলে কৃৎকৌশলসর্বস্ব বানানো। আমরা যা চাই এটা তা নয়।

আমাদের যদি একটি পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুল গঠনের সম্ভাবনা থাকত— আর আমি এখানে বলব যে, কখনো কখনো আমাদের সম্ভাবনাটা থাকে — তাহলে আমরা সেখানে শিল্পের দুই বা তিনটা বিভাগ রাখতাম, যেমন, যোগাযোগ, বস্ত্রশিল্প ও খনির কাজ। যেকেউ পলিটেকনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে চার বা পাঁচ বছরে এইগুলির প্রত্যেকটির যথেষ্ট গভীরে যেতে পারে। এই সময়ে শিশুরা এগুলির ভিত্তিতে বিশ্ববীক্ষালাভ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এমন কি, একটি কারখানার মধ্যেও ব্যাপক পরিসরের বিভিন্ন উৎপাদন পরীক্ষা করা সম্ভবপর। কারণ, প্রতিটি কারখানায় মূল উৎপাদন-প্রণালী ছাড়াও মেরামতি কর্মশালা ও বাণিজ্যিক বিভাগ (অফিস, হিসাব-নিকাশ, প্যাকিং, প্রেরণ ইত্যাদি) ও সর্বশেষে শিল্পলগ্ন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে এবং এতে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং, ব্যাপক উৎপাদনশীল যেকোন কারখানারই কয়েকটি প্রধান উপবিভাগ থাকে এবং সব মিলিয়ে সেখানে পলিটেকনিকাল শিক্ষা সংগঠন সম্ভবপর হতে পারে।

পলিটেকনিকাল শিক্ষার অন্যান্য বিরোধীরা বলেছেন: এইসব কোন কথা নয়। কথা হল আমাদের মতো দারিদ্র্যপীড়িত দেশে এই ধরনের নাজুক বিবেচনা আমাদের সাধ্যাতীত। হতে পারে পলিটেকনিকাল শিক্ষা খুবই ভাল জিনিস। কিন্তু আপনারা আকাশকুসুম ভাবছেন, অথচ আমাদের সামনে কঠোর বাস্তব দাঁড়িয়ে বলছে: আমাকে সরাসরি কাজে লাগানোর মতো শিক্ষিত ১৪-১৫-১৬ বছরের একটি ছেলে দাও, প্রশিক্ষণ পাওয়া মানুষ আমাদের বড় দরকার, না-হলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবার এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও কোন কোন ক্ষেত্রে একমত না হয়ে পারা যায় না। সাধারণ, বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিক থেকে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে পেৌঁছব যে, এছাড়া আমাদের আর কিছুই করার

নেই, অবশ্যই আদর্শ থেকে সাময়িকভাবে আমাদের পিছুই হঠতে হবে। এমন পরিস্থিতি তো দেখা দেয় যখন মানুষ রেশন কার্ডের মাধ্যমে যে-ন্যূনতম খাবারটুকু পায় যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিক থেকে ন্যূনতম নয়, আরও কম। অর্থাৎ দেশে তখন দুর্ভিক্ষের অবস্থা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশেও আজ এই ধরনের দুর্ভিক্ষ চলছে। তাই এইক্ষেত্রে পিছু হঠতে বাধ্য হলে কেউই আর আশ্চর্য হবে না। কিন্তু এটা অবশ্যই ভাবাদর্শগত পশ্চাদপসরণ নয়, যেখানে অল্পবিস্তর সম্ভব সেখানে পলিটেকনিকাল স্কুলের ধারণা বর্জন করা নয়।

বর্তমানে মতামতের লড়াইয়ে আমাদের স্কুল ব্যবস্থা কিছুটা খণ্ডবিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাই ইউক্রেনে প্রাক্তন মাধ্যমিক স্কুলের উপরের ক্লাসগুলি উঠিয়ে দিয়ে নিচের ক্লাসগুলিকে আনুষঙ্গিক প্রথম-পর্যায় স্কুলের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ফলত এইভাবে একদিকে অজস্র স্কুলের (অবশ্য এইগুলি আমাদেরও আছে), অর্থাৎ ৪-বছর স্কুলের জাল সেখানে ছড়িয়ে গেছে আর অন্যদিকে দেখা দিয়েছে ৭-বছরের স্কুল, যেগুলি খুব কম সংখ্যায় খোদ ইউক্রেনে টিকে থাকতে পারে। অন্যগুলি সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর এইসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, স্কুল শেষ করে পনের বছর বয়সীরা টেকনিকাল কলেজে ভর্তি হতে পারবে।

এই ব্যবস্থাকে দ্রুত কার্যকর পর্যায়ে আনার যাথার্থ্য সম্পর্কে আমরা তখন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু এই সন্দেহ — আসল ব্যাপার নয়, কারণ আমরা ছিলাম টেকনিকালের বদলে পলিটেকনিকাল শিক্ষার পক্ষে। আমরা নিজেদের পাঠক্রম সঙ্কোচনে বাধ্য হয়েছিলাম। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির নামে সর্বসমক্ষে এইকথা ঘোষণা করে যে, আমাদের পাঠক্রম থেকে সরে আসা ও সাময়িকভাবে ৭-বছর স্কুল চালু করা কমিউনিস্টদের পক্ষে বৈধ (৭)। সর্ব-রাশিয়ার ব্যাপক দারিদ্র্যের প্রেক্ষিতে এমন কি, ৭-বছর স্কুলও এক সর্বোচ্চ বিলাস — এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমরা আর আপত্তি তুলি নি। কিন্তু এই ক্লাস বাদ দেয়ার অনুকূলে একটি ডিক্রি জারি করলে এবং অন্য একটি ডিক্রির মাধ্যমে অসংখ্য টেকনিকাল কলেজ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেই ওগুলি 'পম্‌পেই'য়ের পদপাতধন্য স্থানে' (৮) জমি থেকে সবলে গজিয়ে উঠবে — এই ধারণার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি জানিয়েছিলাম।

৭-বছর স্কুল-উত্তীর্ণ সকল ছাত্রের স্থানসঙ্কুলানের মতো এতগুলি টেকনিকাল কলেজ আজও ইউক্রেনে অবশ্য তৈরি হয় নি। আর আসল সত্যটা আমি শিক্ষাবিভাগীয় কর্মীদের এক কংগ্রেসে (৯) আবিষ্কার করি। ইউক্রেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনার পর আমি জানতে পারি যে, ৭-বছর স্কুল পাশের পর ছাত্রদের অধিকাংশই কোন ধরনের প্রায়োগিক কাজের যোগ্যতা অর্জন করে না এবং বাস্তবিক পক্ষে প্রস্তাবিত টেকনিকাল কলেজ না থাকায় অন্যতর বিদ্যায়তনে ভর্তি হওয়ারও উপযুক্ত হয় না। আর ওখানে অশ্রুতপূর্ব একটি পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যাকে বলা হয় কোচিং (বা পরীক্ষার জন্য মুখস্থবিদ্যা শেখান)। স্কুলের পুরনো ওই দুটি ক্লাসের বদলি হয়েছে এখন ব্যাপক এই কোচিং-ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য যে, আমরাও অনিবার্যভাবে ঠিক এই পরিস্থিতিতেই পড়তাম — আমাদের দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলির দুরবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের এখানেও কোচিং ভালই চালু হয়েছে — যদি আমরা সেই পথ অনুসরণ করতাম। সুতরাং, ৭-বছর স্কুল-উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য ব্যাপক সংখ্যক টেকনিকাল কলেজ বর্তমানে তৈরির অসম্ভাব্যতার প্রেক্ষিতে — এমন কি দ্বিতীয়-পর্যায় ও এগুলির উপরের ক্লাসগুলি তোলে দিলেও — এটা স্বীকার্য যে, এতে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যখন সব কিশোরদের টেকনিকাল কলেজে স্থানসঙ্কুলান অসম্ভব তখন স্কুলগুলি ধ্বংস করে দেয়া কোন কাজের কথা নয়।

যুব কমিউনিস্ট লীগের বিগত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সোল্লাসে এই দাবী জানায় যে, দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলি দ্রুত গুটিয়ে ফেলতে হবে এবং তারা অচিরেই ৭-বছর স্কুল চালু করার জন্য আমাদের উপর চাপ দিতে থাকে। প্রক্রিয়াটি কিছুটা ত্বরিত করার আশ্বাসে তারা তুষ্ট হয় নি। আমি অকপটেই বলছি যে, এটা একটা মারাত্মক ভুল। কেবল নতুন পদ্ধতিতে তখনই চলে আসার জন্য নয় — যা আমাদের দৃষ্টিতে সুবিধাবাদী চাল — যে-গতিতে প্রক্রিয়াটি এতদিন চলছিল তাতে যথেষ্ট বেগসঞ্চারও এই ভুলেরই সামিল। প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের প্রধানদের কংগ্রেস (১০) এই ঝোঁক অন্তত মন্দীভূত করার পক্ষে মত দিয়েছিল — ৯-বছর স্কুলের ব্যাপারে আমরা অটল না-ও থাকতে পারি!

আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে, এই আলোচনায় আমরা যথার্থ

বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালে বলতেই যে ৭-বছরের স্কুল গড়ে তুলতে পারাই তো আমাদের জন্য এক পরম সৌভাগ্য। আমরা এখানে আমাদের শিশুশিক্ষার 'উপরের স্তর' নিয়ে আলোচনা করছি। অনেকেই এতদূর অবধি যেতে পারে না। শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে যে যোগ্যতমদের মধ্য থেকে উপরের স্তর গঠন করা যাবে এই প্রসঙ্গ বাদ দিলেও — এমন কি, এই নির্বাচন না চালালেও, এমন কি দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে আগতরা প্রথম-পর্যায় স্কুলের যে যোগ্যতমদেরই ১০ শতাংশ, তার কোন নিশ্চয়তা না থাকলেও, যদি আমাদের বর্তমান নীতির ওই বিষয়টির দিকে নজর দেন, যাতে ঘোষিত হয়েছে যে নতুন ধরনের প্রলেতারীয়-কৃষক বুদ্ধিজীবী সৃষ্টিই আজ সবচেয়ে জরুরি কাজ, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলই হল নতুন বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির এক ও অন্যতম অতিগুরুত্বপূর্ণ পথ।

টেকনিকাল শিক্ষাসংক্রান্ত প্রধান কমিটি যদি বলে: ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় মান এবং দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল থেকে আসা ছাত্র, এতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটা অস্বস্তিকর ফারাক বিদ্যমান — পরিমাণগত, বিশেষত গুণগত ফারাক — তাহলে আমাদের তা জানাতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল সমর্থনকালে যেন প্রথম-পর্যায় স্কুলকে গণতান্ত্রিক সংস্থা আর দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলকে পেটি-বুর্জোয়া সংস্থা, অভিজাত ব্যাপার-স্যাপার কেউ না বলেন। এই ধরনের কথা বলা অনুচিত। এটা আসলে পেটি-বুর্জোয়া, লোকায়ত (নারদনিক) দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণ মানুষকে উপরে ওঠান রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এই ব্যাপক জাগরণের সঙ্গে প্রাথমিক স্কুলের সংযোগই ঘনিষ্ঠতম, যাকে সর্বজনীন করার জন্য দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা কখনই এই ফললাভে সমর্থ হব না, যদি বিজ্ঞানকে উপরের দিক থেকে জয় করতে না পারি, যদি ওইসব লোক থেকে সংগৃহীত বাহিনী, অনেকগুলি বাহিনী গড়ে তুলতে না পারি, যারা কেবল বর্তমানে ক্ষমতাসীন সমগ্র প্রলেতারিয়েতের মতো বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায়ই প্রশিক্ষিত নয়, স্কুলেও ধারাবাহিকভাবে শিক্ষালাভ করেছে। এটি দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল বা কিছুটা মূল্যবান হলেও এর বদলি নয় এমন কোন বিকল্প দ্বারা করা যেতে পারে, যা দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলি যথাস্থান দখল করলে ধীরে ধীরে লোপ পাবে।

দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলির দিকে নজর দেয়া, এইগুলিকে শ্রম-স্কুলে

রূপান্তরের উদ্যোগ চালান অতঃপর প্রয়োজন। ৭-বছর স্কুল, অর্থাৎ স্কুলের শেষ দুটি শ্রেণী, তারপর টেকনিকাল কলেজ, না ৯-বছর স্কুলশেষে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, এটা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উচ্চশিক্ষা বা কর্মজীবনে প্রবেশে উত্তরণের যে-সেতুবন্ধ, শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে হয়ে ওঠা অর্ধশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ হিসাবে — এটাই সেই বিষয় যাকে আমাদের আয়ত্তাধীন সর্বশক্তি দিয়ে মজবুত করতে হবে। সুতরাং, স্কুল পলিটেকনিকাল বা কেবল পনের বছর পর্যন্ত পলিটেকনিকাল হবে, না কি এখনই পুরোপুরি টেকনিকাল স্কুল গড়ে তোলা উচিত — এইসব প্রশ্ন আপাতত সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করুন: সাধারণ শ্রমশিক্ষা, হোক তা পলিটেকনিকাল বা টেকনিকাল, আমি যা বলছিলাম সেই পুরোপুরি মার্কসবাদী অর্থে শ্রমশিক্ষা, অর্থাৎ শ্রমশক্তিকে উন্নয়ন ও শিক্ষাদান ভিত্তিক করা এবং মূলত শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা, এটা রাশিয়ায় সম্ভব কি না? এটা স্পষ্ট যে, ব্যাপক উদ্যোগের মাধ্যমে এটা অবশ্যই সম্ভবপর।

প্রথম কাজ হল শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা। রাশিয়া শিল্পে অনুন্নত। তার যথেষ্ট প্রধান শিল্পকেন্দ্র নেই। বর্তমানে আমাদের শিল্পগুলিও পুরো সামর্থ্যে কাজ করছে না। অর্থাৎ, দেশে শিল্পের পক্ষে সবগুলি স্কুলের স্থানসঙ্কুলান সম্ভবপর নয়। সাধারণভাবে এর পাশে রুশ স্কুলগুলিকে, এমন কি দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলিকেও সংগঠিত করা যাবে না। এটা হল প্রথম দিক।

দ্বিতীয়ত, প্রক্রিয়াটি খুবই ক্লেশকর। যতটা সুব্যবস্থা করা সম্ভব তদনুযায়ী কারখানায় এটা-ওটা করার সঙ্গে দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল থেকে আসা ছেলেমেয়েদের কিছুটা পরিচিত করানোর কথা আমরা বলছি না। আমরা এইরকম কিছু খুঁজছি না। প্রয়োজন হল তারা সেখানে সত্যিকার, গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে। বর্তমানে কেবল আত্যন্তিক অসুবিধার মধ্যে এটা সংগঠন সম্ভবপর যখন স্কুলগুলি কলকারখানা থেকে বহুদূরে রয়েছে, যখন ওখানে যেতে-আসতে অনেকটা সময় লেগে যাবে এবং যখন তদুপরি খোদ কলকারখানাগুলি প্রায়ই ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে না এবং মনে করে: 'দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল থেকে কিছু শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী নিয়ে আসে, তারা সবাই আমাদের বিরক্ত করে, আমরা ব্যস্ত মানুষ, আমরা কাজ করছি। তোমরা, তোমাদের শ্রম-স্কুল জাহান্নমে যাক। তোমরা শুধু বাগড়াই দাও।'

প্রায়ই এমনটি ঘটে। সত্যি, কখনো কখনো ব্যতিক্রমও দেখা যায়: কারখানা কমিটি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু খুবই দৈবাৎ। আমি এমন কি, এটাও বলব যে, দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলের সঙ্গে কোথাও কলকারখানার কোন সঠিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। বড়জোর খোঁজাখোঁজির পদ্ধতিটা আমরা অল্পবিস্তর সংগঠিত করেছি। এটা হল পয়লা নম্বর ঘটনা। বস্তুত, আশু ভবিষ্যতের জন্য যখন আমরা স্বাভাবিক দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলের কথা বলি তখন সেইসব স্কুলের কথাই বোঝাই যেগুলি প্রায়শই শিল্পহীন প্রাদেশিক শহরে, অথবা বড় শহরের কলকারখানাহীন মহল্লাগুলিতে রয়েছে, যেসব স্কুলের শিল্পশিক্ষা মূলত খোঁজাখোঁজির উপরই নির্ভরশীল। আশু ভবিষ্যতের জন্য সম্ভবত এই ব্যাপারে আমাদের কাজ হবে — শিশুদের এই অংশের জন্য, সাধারণ দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে পাঠরত মেহনতি পরিবারগুলির সন্তানদের জন্য আমাদের কর্মসূচি সংগঠিত করতে হবে, যাতে এই পথে শিল্পসংস্থাগুলিতে ব্যাপক শিক্ষাভিযান চালান যায়।

অন্যতর পদ্ধতি হল: আলাদা স্কুলে ছোট ছোট কর্মশালা এবং সারা জেলার উপযোগী বড় কর্মশালা নির্মাণ। নাদেজ্দা ক্রুপ্স্কায়া যেমন বলেন যে, ফ্রান্সে টেকনিকাল শ্রম-স্কুলগুলি প্রায়ই ঠিক এই ধরনের স্কুল-কর্মশালার ভিত্তিতেই কার্যাদি চালায় এবং শিক্ষণের লক্ষ্যে সুসজ্জিত বিষয়ে এইগুলিই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু তিনি তখনই সঠিক মন্তব্য করেন যে, পদ্ধতিটি অবশ্যই একটি বিকল্প মাত্র, কোন মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির ফল নয়। পদ্ধতিটি সরাসরি নিজস্ব ল্যাবরেটরি ও কর্মশালা সজ্জিত টেকনিকাল স্কুল থেকে ধার করে আনা। কিন্তু যেখানে সম্ভবপর, সেখানে আসুন, সকৃতজ্ঞ হয়ে আমরা তাই ব্যবহার করি। যেখানে কয়েকটি স্কুলের জন্য একটি সুসজ্জিত কর্মশালা গঠন কিংবা এমন কি, একটি ছোট ল্যাবরেটরি বা কর্মশালা গড়ে তোলাও সম্ভবপর, সেখানে তা করা অবশ্যই দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলের দিকে একটি শুদ্ধ অগ্রগতি হিসাবেই বিবেচিত হবে।

অগ্রগতির এই দুটি ধারা, কিংবা আপনারা রাজি হলে তিনটি ধারাকেই আমাদের স্বাগত জানান উচিত: নতুন উদ্যোগ — যথার্থ শিল্পের সঙ্গে নিরন্তর সংযোগ তৈরির উদ্যোগ — এটি হল একটি ধাপ। দ্বিতীয়টি হল শিক্ষাভিযানের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পসংস্থাগুলির সদ্ব্যবহার আর তৃতীয়টি — স্কুলে কর্মশালা প্রতিষ্ঠা। এটা স্পষ্ট যে, আমাদের স্কুলগুলিকে শ্রম-স্কুলে

বদলানোর লক্ষ্যে আমরা এই পথগুলি ধরেই এগিয়ে যাব এবং বর্তমানে এই দিকেই চলেছি। বস্তুত, পেত্রগ্রাদ, মস্কো ও আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা এইক্ষেত্রে পুরো একপ্রস্ত একক সাফল্যের নজির আমাদের সামনে তুলে ধরছে। সবগুলি স্কুলই এই পথবর্তী হয়েছে এমন কথা বলা অত্যাশার সামিল হলেও এটি অবশ্যই মুষ্টিমেয় কয়েকটি সুদৃষ্টান্তের আওতায়ও আর সীমিত নেই। আজকাল যেকোন শহরে গেলেই এমন অনেকগুলি স্কুলই চোখে পড়বে যেখানে মূলত কোন-না-কোন একটির ভিত্তিতে এই প্রণালীগুলির সমন্বয় ঘটান হচ্ছে।

কিন্তু এখানে আরও একটি অসুবিধাও দেখা দিচ্ছে এবং তা হল শিক্ষকদের মধ্যে এই ধরনের কাজের উপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব। শ্রম-স্কুল (রাশিয়ায় বিদ্যমান সর্বাধিক সংখ্যক কৃষিমুখী এবং শিল্পমুখী স্কুল) অবশ্যই নতুন শিক্ষণ-দক্ষতার পূর্বশর্তাধীন: খোদ প্রযুক্তির সঙ্গে কিছুটা পরিচিতিই শুধু নয়, প্রযুক্তি ব্যবহারের সামর্থ্য শিক্ষায় কারখানাগুলি ব্যবহার ইত্যাদিও প্রয়োজন। শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষার দিক থেকে প্রয়োজনীয় অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণ খুঁজে বের করতে হবে। কাজটি এতই কঠিন যে, বস্তুত এই ধরনের শিক্ষক বর্তমানে খুবই দুর্লভ যারা এতে সত্যিকার পারঙ্গম, অথবা এটা পরিচালনার মতো চলনসই দক্ষতার অধিকারী এবং আমাদের 'দরিদ্র, শূন্য রুশ নিসর্গে' এই সম্ভাবনা তো আরও কম। এই ধরনের মানুষ এক বা দুই সংখ্যায়ও গণনীয় আর এদের ক্লাস-ঘরে বাস্তব শিক্ষক হিসাবে ব্যবহারের বদলে মূলত আদর্শ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রধান হিসাবেই কাজে লাগাতে হবে। এমন কি এক্ষেত্রেও আমাদের যোগ্য লোকের সংখ্যা খুবই কম।

বিশিষ্ট সোভিয়েত প্রকাশনার মাধ্যমে যখন আমাদের কোন কোন কমরেড সরবে এই আপত্তি জানান যে, জনশিক্ষা কমিশারিয়েত শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে তখন তাঁরা আসলে নিষ্ফল প্রয়াসের কথাই বলেন। শিক্ষক তৈরির জন্য আমাদের কী প্রয়োজন? দুটি জিনিস: (১) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ; (২) অন্য কোথাও কিছু নেই বলেই এতে যোগ দিচ্ছে এমন লোকের বদলে নিতে হবে তাদের, যারা আমাদের তরুণদের সত্যিকার

সংগ্রামী অগ্রদূত, যে-তরুণরা সমাজে শিক্ষকের স্থানকে পবিত্র, শ্রেষ্ঠ সম্মানীয় বিবেচনা করে।

কিন্তু আমরা তো জানি শিক্ষকের সত্যিকার পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক। সামাজিক সম্মানের যে-টুকু তাঁর প্রাপ্য আজও তিনি তা থেকে বঞ্চিত, আরও বঞ্চিত রয়েছেন নিজ কার্যকলাপকে সামান্যতম সন্তোষজনক করার অনুকূল বসবাসের পরিস্থিতি থেকেও। আর বস্তুত, নতুন লোকজন আসার ব্যাপারেও সুস্পষ্ট মন্দা রয়েছে। এই মুহূর্তে সামাজিক শিক্ষাসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বোর্ডের (সোৎসভোস) (১১) দেয়া প্রয়োজনীয় শিক্ষকদের সংখ্যার ভয়ংকর, সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত হিসাবের (২·৫ লক্ষ, নিশ্চিতই কল্পনার কোন ভ্রান্তি) জবাবে, জ্যোতির্বিজ্ঞানকল্প এই সংখ্যার জবাবে আমরা এই কথাই বলছি যে, সারা রাশিয়ার জন্য বছরে আমরা কেবল ১০০০ শিক্ষককেই প্রশিক্ষণ দিতে পারি, যা এখন, এমন কি এই চরম সংকট মুহূর্তেও অন্যূন ৪৫ হাজার স্কুলের জন্য, আর তাও প্রথম পর্যায়ের স্কুলগুলিকেই কেবল হিসাবে ধরে। এটা তো স্পষ্ট যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের এই সংখ্যাটি স্বাভাবিক মৃত শিক্ষকদের স্থলবর্তী হওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। সুতরাং, আমাদের সংগ্রহের ধারাটি মোটেই সবল নয়। সর্বোপরি, আমরা এখানে ঘোষণা করছি যে, গুণের দিক থেকেও এটা যথেষ্ট দুর্বল।

যুব কমিউনিস্ট লীগের কংগ্রেসে বলা হয় যে, স্কুলগুলিতে তরুণী শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই বেশি। আমি এটাকে খুব কিছু ক্ষতিকর মনে করি না। কারণ, যোগ্য শিক্ষিকা হওয়ার জন্য একজন নারীর যথেষ্টই সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু কী ধরনের তরুণীরা আমাদের সঙ্গে কাজ করছে — এটাই প্রশ্ন। সাধারণভাবে শিক্ষকতার পেশার মানোন্নয়ন প্রয়োজন। আমরা তা দুর্বল করে দিয়েছি। শিক্ষাদানের খোদ প্রত্যয়ের মোট আকর্ষণীয় ক্ষমতা সত্ত্বেও, শিক্ষকের ভূমিকার উপর সুবিপুল গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও আমরা শিক্ষকের অবস্থানকে দুর্বল করেছি এবং এই নিন্দার একাংশ খোদ শিক্ষকবৃন্দেরই প্রাপ্য (এবং মস্কোর অংশও অন্যদের সমান ভাগীদার), যা দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের নিজের ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিতে উসকানি দিয়েছিল। পুরো গানটি থেকে তো এই কলিটিও বাদ দেয়া চলে না।

শিক্ষক প্রশিক্ষণও আসলে এক বিরাট ব্যাপার এবং খোদ প্রশিক্ষকদেরই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, সংগ্রহ করতে হবে। তারা আছে, তবে অল্প সংখ্যায়। আর যেহেতু তারা পৃথিবীর সেরা মানুষ সেইজন্য যাতে তাদের জ্যোতি মাটি-চাপা না পড়ে ঊর্ধ্বে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, আমাদের সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তারা খুব উচ্চমানের না হলে আমরা বিপন্ন হব। আমাদের অবশ্যই গলা ফাটিয়ে এবং মরিয়া হয়ে বলতে হবে: 'যাঁরা শ্রম-স্কুলের অর্থ বোঝেন, আসুন। এই চাহিদা মোকাবিলার জন্য দুই হাত, পুরো মস্তিষ্ক নিয়ে এগিয়ে আসুন। নিশ্চিত থাকুন সোভিয়েত সরকার এবং বিশেষত জনশিক্ষা কমিশারিয়েত সোনা দিয়ে আপনাদের মূল্যায়ন করবে।' গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হিসাবেই আমি এটা বলছি।

সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে একটি প্রতিবেদন দেয়ার সময় সেখানে আমরা শিক্ষকদের জন্য লড়াই করব, এবং লড়াইটি হবে খুবই শক্ত (১২)। ব্যাপক বেতন বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পদ সংগ্রহ যে খুবই কঠিন হবে আমরা তা বুঝি। কিন্তু রাষ্ট্র কিছু সংখ্যক লোককে, ধরা যাক কয়েক শ' জনকে বিশেষজ্ঞের উচ্চ হার দিতে পারবে না, যাদের উচ্চ দক্ষতার শিক্ষণের কাজে আমরা এখনই তলব করতে চাই, এটা সত্য নয়। এটা সম্ভব এবং এইজন্য কেবল প্রয়োজন — প্রগতিশীল সামাজিক শিক্ষাবিদ ও বিশেষত সোভিয়েত শিক্ষাবিদদের মধ্যে চূড়ান্ত বন্ধনগুলি মজবুত করা — যে-বন্ধন ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে, আমি বলতে পারি সেগুলি প্রতিদিন আরও মজবুত হচ্ছে, আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এটা সাধারণ ধরনের সমন্বিত স্কুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু 'অসাধারণ' স্কুলও রয়েছে, যদিও তারও নিজস্ব দোষত্রুটি আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের কতকটা একচেটিয়া অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা ভুল হলে, তবে প্রলেতারীয় তরুণদের প্রায় চোখের আড়ালে রাখা, সামাজিক শিক্ষাসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বোর্ডের ও টেকনিকাল শিক্ষাসংক্রান্ত প্রধান কমিটির যত্ন ও মনোযোগের প্রায় বাইরে রাখা কিন্তু আরও বড় ভুল, আরও মারাত্মক ভুল বৈকি। আমরা যে যুব কমিউনিস্ট লীগের কাছে অত্যন্ত ঋণী তা এখানে বলা প্রয়োজন এবং সেটা কেবল এইজন্য নয় যে তারা কলকারখানায় তরুণদের প্রতি মনোযোগ দেবার ব্যাপারে তত্ত্বীয়ভাবে আমাদের বাধ্য করেছে ও তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সুযোগাদি বৃদ্ধি করেছে। এটা এজন্যও

যে, তারা কার্যত এইক্ষেত্রে সত্যিকার অবদান রেখেছে, সুফল দেখিয়েছে যা ইদানীংকালের সেরা উদ্দীপনাকর সাফল্যের খুবই ঘনিষ্ঠ।

ইউক্রেন ও ককেশাস বাদে কেবল এককভাবে রুশ ফেডারেশনেই কিছুদিন থেকে আমাদের হাতে রয়েছে কিশোরদের জন্য ৫ শতাধিক কারখানা স্কুলের (১৩) একটি সমাহার, এইগুলিতে আছে ৫০ হাজার তরুণ-তরুণী এবং প্রতিনিয়তই তাদের সংখ্যাও বর্ধমান। এখানে সাংগঠনিক দিক থেকে কিছু গোলমাল থাকা সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়নগুলির ও জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সমর্থনের কল্যাণে এই সংগঠনকে অপেক্ষাকৃত ভালই বলতে হবে। এখানেও শিক্ষকদের অভাব। কিন্তু এখানে কলকারখানার কৃৎকৌশল বিভাগের কর্মচারীদের নির্দিষ্ট কোন শিক্ষণ-দক্ষতা না থাকলেও তারা প্রায়ই শিক্ষকের কাজ করে থাকে। আর এখানে ভাবীকালের জন্য একটি সুলক্ষণ সর্বত্রই চোখে পড়ে — প্রাক্তন মহারাণী ক্যাথারিন ইনস্টিটিউটে ইনস্ট্রাকটরদের, এই নতুন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্স চলছে (১৪)। এই কেন্দ্র থেকে সত্যিকার শ্রমশিক্ষার মহান কর্মোদ্যোগ একদিন বাহিরের সকল স্কুলে ছড়িয়ে পড়বে।

শ্রমশিক্ষার লক্ষ্যগুলি এখানে অবশ্যই অনুদ্গত থাকবে না। এবং এটা এইজন্য নয় যে এখানে কারখানা শোষণের জন্য বজ্র আলিঙ্গনে এইসব তরুণদের গ্রাস করছে, পক্ষান্তরে, শিক্ষকসমাজ, কমিউনিস্ট পার্টি ও যুব কমিউনিস্ট লীগ তাদের সর্বোচ্চ শ্রমনিরাপত্তার জন্য, এই শ্রমের শিক্ষাগত দিকের উপর নজর রাখার জন্য যথাসাধ্য করছে। যাকে বলা হয় শ্রমের পুঁথিগতবিদ্যা, এখানে সেই লক্ষ্যে বেশিদূর যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বরং যা সম্ভবপর: কাজ শেষ করার দিকেই অত্যধিক সুবিধা দেয়া আর এটাই থামান প্রয়োজন। মনে হতে পারে যে, সমন্বিত শ্রম-স্কুলে যে-জিনিসটি নেই — কারখানার সঙ্গে সংগঠিত সংযোগ — তা এখানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। সেজন্যই কারখানা স্কুলের দিকে মনোযোগ ঘনীভূত করা প্রয়োজন, যাতে ওখানে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাতে পারি, কেননা শ্রম-স্কুলের ব্যাপারে তা হল আমাদের অগ্রগামী বাহিনী।

এখন উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের শিক্ষাপরিকল্পনায় এর তাৎপর্য সম্পর্কে আমি দু'-একটি কথা বলব, যা সাংস্কৃতিক আভিজাত্য হিসাবে প্রায়শই চিহ্নিত হয়ে থাকে। আমি আবারও বলছি: এটি প্রলেতারীয়

বা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির কোনটাই নয়। এটা হল লোকায়তবাদের ক্ষতিকর ধারণাবলী উদ্‌গীরণ, যখন বলা হয়: যারা সবার নিচে আগে তাদের যত্ন করুন। কেননা উপরটা মজবুত না হলে নিচের দিকটা যত্ন করা তো অসম্ভব।

শিক্ষকদের দিকে নজর না দিয়ে ছাত্রদের দিকে মনোযোগ দেয়া যায় না। এটা অনেকটা এই রকম, যদি সৈন্যদল গঠনের সময় বলা হয়: অফিসরদের নিয়ে ভাবছেন কেন, সিপাহী জোগাড় করা নিয়েই ভাবুন। এটা আহাম্মকি। আমরা যতই গণতন্ত্রী হই না কেন, আমাদের ভালই জানা আছে যে, যুদ্ধে অফিসর লাগবেই আর তাদের প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। সৈন্যবাহিনীর মাথাটা অবশ্যই হবে চিন্তনের ইচ্ছাশক্তির উপযোগী কেন্দ্রীভূত, শক্তিশালী একটি প্রত্যঙ্গ, যা থেকে কার্যকর যন্ত্রগুলিতে, বিপুল সংখ্যক সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে পুরো একপ্রস্ত সংযোজক প্রণালী পেঁছয়। এমন এক সময় আসবে যখন দেশে বুদ্ধিজীবী আর মেহনতিদের পার্থক্য লোপ পাবে। লেনিন পুরনো সরকারী কর্মচারীদের অধিকাংশকে বদলানোর বদলে আমাদের মোটেই কোন সরকারী কর্মচারীর প্রয়োজন নেই বললে তা অবশ্যই কল্পনাসর্বস্ব হত। কেন? আমরা তো নিজেরাই যথেষ্ট শিক্ষিত। কিন্তু আসলে আমরা শিক্ষার নাগাল ধরার চেষ্টা করছি।

কিমউনিজমে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন কালপর্ব অস্বীকারের মধ্যে এমন কি, সেরা নৈরাজ্যবাদীদেরও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত রয়েছে। তবে কমিউনিস্ট পার্টি কখনই ভ্রান্ত ধরনের গণতান্ত্রিকতা নিয়ে খেলা করতে চায় না। সে বলে না: চলুন, জনগণের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যাক, সে বলে যে, আমরা জনগণকে পরিচালিত করি। জনগণ বেসামাল হয়ে পড়লে আমরা তাদের হুজুগের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তাদের সঠিক পথে চলতে বাধ্য করার জন্য অত্যন্ত সক্রিয় যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করি। কিন্তু এইক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি সব ধরনের আভিজাত্য কার্যত, ভ. ই. লেনিনের সূত্রানুযায়ী বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সব শ্রমিকের মধ্যে সর্বাধিক নিয়মানুবর্তী পার্টি হয়ে ওঠে (১৫)।

অবিকল এই পথেই আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিসরে ইস্পাত-কঠিন বুদ্ধিজীবীকে গড়ে উঠতে হবে, যারা ওবলোমভ আর রুদিনের ধরনের (১৬) যাবতীয় তুলতুলে ভাব নির্দ্বিধায় বর্জন করবে, তারা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব

গড়ে তোলার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবে। এটা আমাদের প্রয়োজন এবং আমরা নিরক্ষরতাকে ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। এই সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর 'ভুলে যাওয়ার বদলে এইগুলি পালন করাই কর্তব্য' (১৭)।

আমরা একটি জিনিস থেকে সবলে অন্যটিকে আলাদা করতে পারি না: নিচের যথার্থ জনগণ থেকে আমাদের উপরের দিকে, মাথার দিকে সরবরাহ বাড়াতে হবে, অন্যথা নিচের মানুষ কোন সাহায্যই পাবে না, তারা স্বস্থানেই থেকে যাবে। সেজন্যই উচ্চতর শিক্ষার প্রশ্নটি গণতান্ত্রিক প্রশ্নও বটে। খুবই আনন্দের সঙ্গে আমি এই ব্যাপারটিকে স্বাগত জানাই যে, এখন মানুষের সচেতন আন্দোলনের অনুকূলে কমিউনিস্ট পার্টিও এইসব তরুণদের মোহভঙ্গ ঘটানোর বদলে তাদের শিক্ষাদানের কাজকে নিজের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি গ্রহণ করে সামনে বহুদূর এগিয়ে এসেছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য রাজনৈতিক শিক্ষাদান ছাড়া আর কিছুই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, ফলপ্রসূ হতে পারে না।

ব্যাপক কৃষক জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা হল স্বাক্ষরতা লাভের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপুল সংখ্যক জনগণের মধ্যে এইগুলি ছড়িয়ে পড়ে। তারা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু, তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমরা তাদের এখানে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় পাচ্ছি, নীচ থেকে আসা, গ্রাম ও কারখানা থেকে আসা, বিপুল জ্ঞানতৃষ্ণা সহ আসা মানুষের মধ্যে পাচ্ছি। পরবর্তীকালে তারা জনগণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের সত্যিকার কাজে লাগবে, এইসব যোগাযোগকারী ছাড়া জনগণকে আমরা শিক্ষিত করে তুলতে পারব না। তাই জনগণের মধ্য থেকে আসা এইসব তরুণদের মদদ যোগান, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের উপযুক্ত বানান আমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বটে।

এই ঘটনার নজির আমাদের রয়েছে। নিঃসন্দেহে শ্রমিক-অনুষদগুলি নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে প্রফেসর জের্নোভের মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি মর্মাহত হয়েছি। প্রফেসর জের্নোভ বন্ধু হওয়ার বদলে আমাদের শত্রুপদবাচ্যই ছিলেন। কিন্তু, তিনি ছিলেন এমন শত্রু যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার আনন্দকর: সত্যিকার উদারমনা, আমাদের কাজের ভাল দিক যাচাইয়ে সক্ষম, যিনি আমাদের সঙ্গে যাবতীয় লেনদেনে শুধু আনুগত্যই

নয়, ব্যতিক্রমী সহায়তাও দিয়েছেন, যদিও আগাগোড়াই আমাদের সম্পর্কে সন্দেহবাদী ছিলেন, যাকিছু করা হয়েছে তার অধিকাংশেরই নিন্দা করতেন, এতে মাথা নাড়তেন আর কখনই নিজের পুরো স্বাধীনতা ছাড়তে রাজি হতেন না। মৃত্যুর কিছুদিন আগে টেকনিকাল স্কুলে ভর্তেচ্ছু লেনিনগ্রাদ শ্রমিক-অনুষদের স্নাতকদের যাচাইয়ের জন্য গঠিত পরীক্ষা কমিশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি সেখানে ঘোষণা করেন যে, সাধারণ দরখাস্তকারীদের তুলনায় এইসব ছাত্রেরা শুধু যোগ্যতরই নয়, সাধারণভাবে সুশিক্ষিতও, এবং তাদের ধৈর্য, সহনশীলতা ও প্রতিভা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

তরুণরা যে-স্তরে উন্নীত হলে বৃদ্ধ শিক্ষকের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আশীর্বাদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করে এবং তিনি তাদের কর্মভার গ্রহণের উপযুক্ত ঘোষণা করেন — সর্বত্র এই মান অর্জিত না হলেও এটা অনস্বীকার্য যে, এরা অভাবিত পর্যায়ের উচ্চপ্রশিক্ষণ লাভ করেছে। বর্তমানে শ্রমিক-অনুষদগুলির সাড়ে তিন হাজারের মতো প্রাক্তন ছাত্র উচ্চতর শিক্ষায়তনে ভর্তি হচ্ছে এবং আগামী বছর অঙ্কটি আট হাজারে পেঁছবে। উচ্চতর শিক্ষায়তনের আসন সংখ্যা ত্রিশ হাজার। আপনারা দেখছেন, এটি মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশে পেঁছবে।

অন্যতর যে-উৎস থেকে উচ্চতর শিক্ষায়তনগুলি প্রায়ই সরাসরি ছাত্র পেয়ে থাকে সেটা হল পার্টি-স্কুল। এখানে আমাদের রয়েছে ত্রিশ হাজার তরুণ, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রথমে মধ্যস্তরের ও শেষে উচ্চতর পদলাভের আশায় নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য গভীর পড়াশোনায় মগ্ন রয়েছে, বর্ধমান সাফল্য অর্জন করছে। স্কুল ব্যবস্থার অবক্ষয়ের সাধারণ প্রেক্ষিতে (আমি সাধারণ বিদ্যমান বৈষয়িক অভাবের কথা বলছি না, যাকে 'বৈষয়িক ভিত্তি' বলা হয়) এখানে আমাদের মনে আনন্দ সঞ্চার করার মতো কিছু জিনিস দেখছি। এই বাহিনী উচ্চতর শিক্ষার দিকে এগিয়ে চলছে।

এই বিষয়ে স্ভের্দলভ্ স্মরণিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আমাকে বলেছেন যে, এই বছর পরীক্ষা কমিশন আগের তুলনায় আরও ভাল ফল লক্ষ্য করেছেন এবং তা কখনই উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো নিম্নমানের ছিল না। তাঁর মতে এইসব তরুণরা কীভাবে, কেবল ঈশ্বরই জানেন, সবকিছু শেখার মতো সময় পেয়েছিল, তারা যথেষ্ট ভাল, চিন্তাশীল মার্কসবাদী। একজন

কমিউনিস্ট যখন বলেন যথেষ্ট ভাল মার্কসবাদী তখন তার অর্থ কী দাঁড়ায় বুঝতে পারছেন? এতে অনেক কিছু বোঝায়। এটা হল পুরো বিশ্ববীক্ষার ব্যাপার। এতটা পড়ার সময় তারা কখন পেল? লালফৌজের কাজ, গড়খাইতে থাকা, নানা কমিশনে নানা প্রদেশে ঘুরে বেড়ান, সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ পদের কাজ ইত্যাদি সত্ত্বেও এতসব পড়ার সময় তারা জুটিয়েছে। আর আজ যখন আমরা এই প্রক্রিয়ার মতো ঘটনা দেখি: লেনিনের রচনার মতো একটি বইয়ের ৩০ হাজার কপি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে, আরও একটি সংস্করণ ছাপতে হচ্ছে তখন এই প্রশ্ন দেখা দেয় — কারা এইসব বই পড়ছে? পুরনো বুদ্ধিজীবীরা? সম্প্রতি বিশ্রামরত বিপ্লবী-সমাজতন্ত্রী আর মেনশেভিকরা, যাদের অঢেল সময় আছে, তারা? আমি বিশ্বাস করি না! এইগুলি পড়ছে তরুণ-তরুণীরা। তারা হাজার হাজার কপি মার্কসীয় সাহিত্য পড়ছে, সেগুলি ছিঁড়েখুঁড়ে না যাওয়া অবধি পড়ছে।

এবার উচ্চতর বিদ্যায়তনগুলিতে ভর্তির বর্তমান ব্যবস্থার কথা। আমি ভালই জানি, সেখানে অনেকগুলি ভুল করা হয়েছে। ওখানে সম্ভাব্য ভুলের ধরন দেখানোর জন্য আমি একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

উচ্চতর শিল্পবিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। আমি এই দৃষ্টান্ত এজন্যই নিচ্ছি, কারণ এতে সমস্যাটির উচ্চাবচ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। আমাকে এই ধরনের ঘটনা বলা হয়েছে: মস্কো সঙ্গীত বিদ্যালয়ে এমন কিছু ছাত্রছাত্রী নেওয়া হয়েছে যাদের প্রতিভা ও যোগ্যতার মান কোনমতেই আড়াই নম্বরের* বেশি নয়। কিন্তু কেন? কারণ এদের নানা সংগঠনের সোপারিশ রয়েছে। এটা চলতে দেয়া তো অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রতি অপরাধ করারই সামিল। কাউকে খারাপ সঙ্গীতশিল্পী বানান? এই ধরনের ছাত্রকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলা উচিত: তোমার কোন প্রশিক্ষণ, কোন প্রতিভা নেই, তুমি বিপ্লবের এই কঠিন দিনগুলিতে জনসেবা করার বদলে গান গাইতে চলেছ তোমার ছাগলের মতো গলা নিয়ে? এর চেয়ে সুকণ্ঠ কোন প্রতিবিপ্লবীকেও সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে দেখলে আমি অধিকতর সুখী হব।

---

* সর্বোচ্চ নম্বর পাঁচ, তিনের নিচে হলে খারাপ বলে ধরা হয়।

অনুদান বরাদ্দের ব্যাপারেও একই ঘটনা পুনরাবৃত্ত হয়। তার যোগ্যতা কম, কিন্তু সামাজিক খুঁটিটি শক্ত। বহুবারই এটি ঘটছে?

স্পষ্টতই এটি মারাত্মক ভুল। প্রলেতারিয়েতের সন্তানরা, তদনুরূপ চিন্তা ও সম্পূর্ণ চরিত্রের অধিকারীরা অবশ্যই প্রথম স্থান পাবে। তবে তাদের প্রতিভাবান হতে হবে। দ্বিতীয় স্থান পাবে যারা কেবল প্রতিভাবান। এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তৃতীয় স্থানের কোনই অবকাশ নেই।

এবার দেখা যাক এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কীভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। অবশ্য আমরা যদি অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এটা খুব ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করি তাহলে মারাত্মক ভুল করব। একজন ভাল বিশেষজ্ঞ সরাসরি বলতে পারেন কারও সঙ্গীতের প্রতিভা আছে কি না, সেখানে ভুলের অবকাশ কার্যত নেই। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। এখানে কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতার মানই নয়, এই সব তরুণদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ যে শিক্ষাগত যোগ্যতাটুকু লাভের সুযোগ পর্যন্ত পায় নি, সেটাও বিচার্য। আমরা যদি এখানে এমন একটি ছাঁকনি ব্যবহার করি যা খুবই কঠোর ও ভারি, তাহলে উচ্চশিক্ষায় প্রলেতারিয়েতের অনুপ্রবেশ পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে তাদের বিপুল উদ্যম, তাদের ধৈর্য, তাদের অগ্রগতির সামর্থ্যের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। হতে পারে তাদের শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত নয়, কিন্তু তাদের সামাজিক অভিজ্ঞতা, তাদের শক্তি বিপুল বিধায় তারা অবশ্যই এতে পৌঁছে যাবে। এখানে সামাজিক বিচারের নীতিকে পুরো কাজে লাগাতে হবে।

সবকিছু বিচার করে এই বছর থেকে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসার প্রেক্ষিতে রণাঙ্গনে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ কূটনৈতিক বিজয়, শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিক্ষাঙ্গনেও বিপুল বিজয়কে স্বাগত জানাব। আমাদের এখন একদল ছাত্র রয়েছে যারা বিপ্লবের প্রতি আত্মোৎসর্গিত, উদ্যমী, সমর্থ, জ্ঞানপিপাসু — নতুন অসাধারণ সংবেদনশীল ধরনের ছাত্র। তাদের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগের ভিত্তিতেই পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এখন আমি কথাটি বলতে পারছি। এই বিজয়কে এখন সংহত করা দরকার এবং এখানেই আবার বৈষয়িক ভিত্তির কথাটি সামনে আসছে। এইসব তরুণদের সহজেই এমন পরীক্ষায় ফেলা সম্ভব যাতে তারা মোহভঙ্গের শিকারে পরিণত হয়। আমরা লোকজনকে তাদের কাজ থেকে (তারা

সোভিয়েতের কোন-না-কোন কাজ করছে) সরিয়ে নিচ্ছি, যাতে তারা পড়াশোনা করে; তাদের পড়াশোনার সুযোগ দিতেই হবে। এতে যথেষ্ট অর্থব্যয় প্রয়োজন এবং তা আমাদের আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিরই একটি।

# বিদ্যালয়ের দর্শন ও বিপ্লব

আমি আমার শ্রোতাদের জন্য আমাদের শিক্ষানীতির অন্তর্গত কয়েকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ধারণা উপস্থিত করতে চাই।

এক বছর আগে হলেও আমি সাধারণ নীতি সহ বিদ্যালয় সংক্রান্ত দর্শন নিয়ে কোন তত্ত্বীয় বক্তৃতা দিতাম না। এর কারণ, অতিসম্প্রতি যাকে আমরা 'তৃতীয় রণাঙ্গন' বলি, সেখানে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে, যা আমাদের এমন বিশ্বাসে উদ্দীপনা দিচ্ছে যে, জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের মাধ্যমে রুশ জনগণ অতিগুরুত্বপূর্ণ যেসব সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে, আমরা এখন সেদিকে নজর দিতে পারব। যখন আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে, বলতে গেলে নিষ্ফল লড়াই, যাতে স্কুলের খোদ অস্তিত্বই বিপন্ন, তখন আদর্শ স্কুলের কথা, এমন কি, আদর্শে পৌঁছনোর অন্তর্বর্তী ধরনের স্কুলের কথা বলাও তো চরম আহাম্মকিরই সামিল। আর্জ আর পরিস্থিতি তেমনটি নয়: এখন জনশিক্ষা কমিশারিয়েত (সঠিকভাবে বললে রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিলের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ (১)। পাঠক্রম ও প্রণালীগত সমস্যাদি নিয়ে কাজ করছে, অর্থাৎ অস্থায়ী একটি সেতুনির্মাণ চলছে যার সাহায্যে আমরা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সমন্বিত পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুলের দিকে, এই স্কুলের আদলের মূল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত পুরো স্কুল ব্যবস্থার দিকে এগোতে পারব।

আমরা জানি বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রায় সর্বত্র, শিক্ষাপদ্ধতির সমস্যা নিয়ে, শিশুশিক্ষায় অনুসৃতব্য নীতির সমস্যা নিয়ে আরেকবার মোটামুটি আলোচনা শুরু হয়েছে।

এইসব ঘটনা, শিক্ষাতত্ত্বের ও স্কুলনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় কাজ শুরুর এই সুস্পষ্ট লক্ষণই আমাদের স্কুলনীতির মূল বিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম বছরগুলিতে প্রায়ই দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল ও উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রফেসররা আমাদের ভর্ৎসনা করেছেন: আপনারা স্কুলগুলিতে শ্রেণীবোধ দিয়ে ভরে তুলতে চান। আপনারা এমন কি দুধের শিশুদেরও আপনাদের প্রচার ও বিক্ষোভ সৃষ্টির উপাদান বানাতে চান।

আপনারা অল্পবয়সীদের জন্য বিষয়গত শ্রেণীহীন শিক্ষাতত্ত্বের এবং **মহান বিষয়মুখ বিজ্ঞানের** (বড় অক্ষর লক্ষণীয়) সাহায্যে টেকনিকাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করছেন। আপনারা নাছোড়বান্দা, আপনারা বিশেষ পার্টি-চিন্তার শরিক এবং শিশুদের শিক্ষাদানের পবিত্র ব্যাপারে আপনারা পার্টিগত দৃষ্টিভঙ্গির মতো ভয়ঙ্কর জিনিস ঢুকাতে চান। অথচ শিক্ষার হওয়া উচিত সম্পূর্ণ বিষয়গত আর শিক্ষার কাছে পার্টির শরিকানা তো সম্পূর্ণ পরকীয় বিষয়।

অনেকেই হয়ত আজও এই মতই পোষণ করেন। যে-শিক্ষক এমন ভাষা ব্যবহার করেন, বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অতিসীমিত জ্ঞান তো এতেই সহজদৃষ্ট। কিন্তু এর অর্থ মোটেই এটা নয় যে, আমি তাঁকে সামান্যতম ভর্ৎসনাও করছি। আমি জানি রুশ শিক্ষকদের উল্লেখ্য যোগ্যতার অভাবের জন্য তাঁরা দায়ী নন। এই অর্থে এমন কি, প্রফেসররাও ততটা চৌকশ নন। আর কেবল কলাস্থানবিদ প্রমুখরাই (তাঁরা সমাজবিদ্যার এলাকায় কাজ করেন না, তাঁদের কাছ থেকে এতটা আশা করাও অসঙ্গত) নন, এমন কি সমাজবিদ্যা, আইনশাস্ত্র, শিক্ষাতত্ত্বের প্রফেসররাও এমন অযৌক্তিক, অশিক্ষিতের মতো কথা বলে থাকেন। অর্থাৎ, কোন শিক্ষক, একজন প্রফেসর, যিনি সম্ভবত নার্সারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় অধ্যক্ষের পদে পৌঁছন অবধি শিক্ষার পুরো প্রক্রিয়াটি অতিক্রমের পরও এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করেন নি যে, স্কুল সর্বদাই রাজনৈতিক, শ্রেণীগত অস্ত্র ছিল আর এর অন্যথাও অসম্ভব। নিজে শিক্ষক হয়ে, একটি নির্দিষ্ট মত কাজে লাগিয়েও যদি ভাবেন যে, তিনি কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তার বাহক নন, — যেমনটি মলিয়েরের নায়ক ভাবত না যে সে সারাজীবন গদ্যে কথা বলেছে (২) — তাতে কেবল স্কুলগুলির সাংগঠনিক ত্রুটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেখানে মানুষ নিজের সম্পর্কে, নিজের কাজ সম্পর্কে, নিজের জীবনসত্য সম্পর্কে অজ্ঞই থাকে।

শিক্ষার মর্মার্থ কী? সংস্কৃতির ইতিহাসের গতিপথে শিক্ষা কী রূপ পায়, কী ভূমিকাই-বা পালন করে? এমন ভাষায় তাঁরা এই সম্পর্কে কথা বলেন যে এতে সত্যের পূর্ণ বিকৃতিই ঘটে, কুয়াশার মধ্যে স্পষ্টতা হারায়। কোন বিশেষীকৃত উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসাবে একজন শিক্ষক পাঠক্রম শেষ করার পরও শিক্ষার ইতিহাস, এর মর্মার্থ জানেন না, সজ্ঞানে অজ্ঞানে

মিথ্যার আড়ালে তাঁর কাছ থেকে বিষয়ের মর্মার্থ লুকিয়ে রাখা হয়। আজ আমার বক্তৃতার প্রথমাংশে আমি এইসব মিথ্যা উদ্ঘাটনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

সাধারণভাবে শিক্ষার লক্ষ্য কী?

একেবারে জন্মলগ্ন থেকে, বিকাশের অতি প্রাথমিক পর্যায় থেকে, ঐতিহাসিক ও নৃকুলতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠার সেই সময় থেকেই মানুষের ইতিহাস আমাদের সামনে শিক্ষার বিপুল তাৎপর্যকে প্রকটিত করে আসছে। প্রাণিজগতে আমাদের প্রায়ই রহস্যময় মনে হয় নিম্নলিখিত ঘটনা, যেমন: আলাদাভাবে, কৃত্রিম পরিবেশে লালিত একটি প্রাণী মা-বাবাকে কস্মিনকালেও না দেখে বয়সকালে কীভাবে এমন দক্ষতার সঙ্গে বাসা বা জাল বোনে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কিন্তু আমরা জানি কীভাবে তা অর্জিত হয়: এটা তার মজ্জাগত চারিত্র্য—পাখি, মাকড়সা বা গোবরে পোকার—যেভাবে ঘড়ির যন্ত্রটি কাজ করে আমাদের সময় সঠিকভাবে জানায়, অবশ্য যদি খোদ যন্ত্রটি বিকল হয়ে না পড়ে। আমরা জানি যে, প্রত্যঙ্গের কাঠাম ও স্নায়ুতন্ত্রে মূলত সঞ্চিত 'প্রমূর্ত অভিজ্ঞতা' লুকানো থাকে, যা একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক উদ্দীপনার জবাবে ক্ষুদে প্রাণীটিকে সর্বদাই অভিন্ন সূক্ষ্ম ও জটিল প্রণালীতে অব্যর্থভাবে সাড়া দিতে বাধ্য করে। অগণিত বছরে এই অভিজ্ঞতা অনভিযোজিত প্রাণীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এবং একটি নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী প্রত্যঙ্গের শারীরস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে সঠিকভাবে উপযোজিত হলে তার মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। তাই গোবরে পোকা বা শুঁয়াপোকা তার শূক বা প্রজাপতিকে অনুকূল প্রতিবেশে রাখার জন্য কী করণীয় সেটা ভালই জানে, নিজের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের আরেকটি প্রাণীর যাবতীয় প্রয়োজনগুলি বুঝতে পারে। যেভাবে একটি শিশুকে তার হৃৎপিন্ড চালু রাখা বা চুষে নেওয়া দুধ হজম করা শেখাতে হয় না, তেমনি প্রাণীকে বংশানুসূত্রে পাওয়া অভিজ্ঞতার সাহায্যে সারা জীবন কাজ করতে দেখলেও আশ্চর্য হওয়া আমাদের উচিত নয়, আর এটা কোন সজ্ঞান প্রক্রিয়ার পূর্বশর্তাধীন নয় বা হলেও খুব সামান্যই।

মানুষ মূলগতভাবেই এই ধরন থেকে পৃথক। আমরা মধ্য আফ্রিকার একটি কৃষ্ণাঙ্গ শিশু আর লন্ডনের জনৈক প্রফেসরের সন্তানের মধ্যে অঢেল ফারাক দেখি: তাদের ভাষা ও ভাবনার বিকাশ আলাদা, জীবনের স্বীকৃত

নিয়ম-কানুন আলাদা, ইংরেজের জন্য আছে জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে বিরাট নতুন প্রকরণ, অস্বাভাবিক জটিল সমাজের মধ্যেকার বিপুল সামাজিক সংযোগ, অথচ সেই বুনোর জন্য সবই অত্যন্ত আদিম, সরল, অর্ধজান্তব। তবু আমরা ভালই জানি যে, ইংরেজ অধ্যাপক ও সংস্কৃতিবানদের দীর্ঘ বংশের যাবতীয় সহজাত প্রবৃত্তির উত্তরাধিকার সত্ত্বেও এই ক্ষুদে ইংরেজকে আফ্রিকায় পাঠিয়ে ওখানে শৈশব থেকে লালিত-পালিত হতে দিলে হয়ত ওই কাল, ক্ষুদে শিশুর থেকে কার্যত সে কিছুই আলাদা হবে না, বা মোটেই আলাদা হবে না, কিংবা তার মধ্যে সামান্য কোন পার্থক্য দেখা দেবে — প্রতিবেশের সঙ্গে শারীরিকভাবে সে হয়ত কম অভিযোজিত হবে। পক্ষান্তরে, মানুষের 'নিচু' জাতিগুলিকে শিক্ষা দ্বারা বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে উত্তোলন করা যায় না ইত্যাকার কুৎসা প্রচার সত্ত্বেও আমরা জানি যে, এটা মিথ্যা। অনগ্রসর যাযাবর জাতির মাঝারি ধরনের সামর্থ্যের কোন শিশু ও অভিজাত বংশের সন্তানের মধ্যে আসলে কোনই পার্থক্য নেই। দুটি একই বাড়িতে লালিত-পালিত হলে, একই স্কুলে লেখাপড়া শিখলে সেখানে এককভাবে নিজস্ব যোগ্যতাই কেবল তাদের উন্নতির নির্ণায়ক হবে।

মানুষকে যেভাবে আমরা গ্রহণ করি, যেভাবে বিচার করি, সেই মানুষ পুরোপুরিই শিক্ষার সৃষ্টি। মা-বাবার কাছ থেকে সে উত্তরাধিকারসূত্রে পায়, যাকে বলে (অবশ্যই ভুল ধারণা) tabula rasa—সাদা পাতা: এতে লেখা থাকে সকল মানুষের জন্য যা সাধারণ কেবল তা, প্রাণীজগতের একটি গণ হিসাবে মানুষের যাবতীয় জৈবিক কার্যকলাপ। কিন্তু কী সে বিশ্বাস করবে, কী সে জানবে, কী সে পাবে, তার ব্যক্তিত্বের ৯০ ভাগ — সবই শিক্ষার উপর নির্ভর করবে। প্রজন্মান্তরে ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত জীবনযাত্রার পরিস্থিতিজনিত যৌথ অভিজ্ঞতার বিস্তার ও যোগ্যতার মাত্রা ও মানের নিরিখেই আসলে প্রতিটি জাতির সংস্কৃতির পর্যায় নির্ধার্য আর তা প্রজন্মান্তরে সংক্রমিত হয় শিক্ষার মাধ্যমেই।

পশুরা যেভাবে নিজে বদলেছে, বিকশিত হয়েছে ও সরাসরি বংশানুসৃতির মাধ্যমে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে, সেভাবে নয় — বিশ্ববিদ্যালয়, ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগার, বিপুল কৃৎকৌশলগত যন্ত্রে মুদ্রিত বিকাশের উচ্চতম পর্যায়ের বিশাল অভিজ্ঞতায় এটাই — অর্থাৎ একটি ক্ষুদে

বালক বা বালিকার বিকাশের মান নির্ধারণ করে। আর ওই ক্ষুদে বালক বা বালিকা (এমন শূন্য ক্ষুদে জীব, এমন ক্ষুদে শূকে একটি অত্যুন্নত সমাজে যেমন, অনুন্নত সমাজেও তেমনি) সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বাহ্যিক প্রভাবে প্রযুক্ত হতে থাকে এবং শিক্ষার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে যৌথ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, য়া এখানে স্নায়ু, পেশী বা অস্থিতে স্থিত হওয়ার বদলে গ্রন্থে, জ্ঞানে, যন্ত্রাদিতে, আধুনিক সমাজের সম্পদেই বিদ্যমান। এই তো মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য: এটা নিজের আদলে, নিজের পছন্দে ক্ষুদে মানুষগুলির মধ্য থেকে সুপারিশের মাধ্যমে, ওর মধ্যে তার রীতিনীতি, জ্ঞান ও আদর্শের সংক্রমণ ঘটিয়ে স্বনাগরিক তৈরি করে। এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যই তো শিক্ষা। আর এটা মানুষের ক্ষেত্রে একভাবে এমনই প্রযোজ্য যে, homo sapiens — চিন্তাশীল মানুষ ও homo faber — যন্ত্রনির্মাতা মানুষ নামের সংজ্ঞার্থে আরও একটি উপমাও যোগ করা যায়: homo educatus — শিক্ষিত মানুষ, যে-মানুষ শিক্ষাপ্রাপ্ত।

যেমন একটি প্রাণীবর্গ হিসাবে স্তন্যপায়ীর নির্ধারক বৈশিষ্ট্য হল বিকাশের গোড়ার দিকে শিশু মায়ের স্তন্যপান করে, তেমনি মানুষের নির্ধারক বৈশিষ্ট্য: ভাষার মাধ্যমে, চিহ্নাবলীর জটিল প্রণালীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ অসহায় একটি জীবকে সমাজ শিক্ষা দেয়, নিজের পর্যায়ে উন্নীত করে। কিন্তু শিক্ষা বা লালনের কার্যপ্রণালীর মধ্যে দুটি উপাদান রয়েছে: প্রগতি হিসাবে চিহ্নিত মানবিক অভিজ্ঞতা সংগঠনের নিরন্তর বৃদ্ধির উপাদান এবং হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা আত্তীকরণের মাধ্যমে গঠিত এই প্রগতির প্রতিটি পর্যায়ে শিশুদের উঠিয়ে আনার দক্ষতা — ঠিক ঘটনাটি, শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য করে যে, এটা কখনই বিষয়গত ছিল না বা বিষয়গত হতেও পারে না আর শ্রেণীসংস্কার দ্বারা, শ্রেণীপ্রবণতা দ্বারা বিকৃত হওয়াই এর নিয়তি।

কেন? কারণ, সম্পূর্ণ মানবেতিহাসে কখনই আমরা কোন সুস্থ সমাজের অস্তিত্ব দেখি না। কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর সুস্থ সমাজের অস্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হলেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রেই এমন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। আদিম কমিউনিস্ট উপজাতিক দলগুলি সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি। পরবর্তী বিকাশের পর্যায়ে আমরা দেখি যুদ্ধ, শিকার এবং ধনী জমিমালিকের কাছে দরিদ্র চাষীর অধীনতার মধ্যে ধনবান ও

দরিদ্রে, ধনী ও দরিদ্রে, আশরাফ ও আতরাফে, পণ্ডিত ও মূর্খে সমাজের স্তরীভবন। আর এ থেকে এমনটি বোঝায় না যে, তখন থেকে সামাজিক অভিজ্ঞতা গরীবদের মধ্যে সংক্রমিত হবে না, তা কেবল উচ্চশ্রেণীই ব্যবহার করবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, শিক্ষা অবশ্যই শাসকদের বিশেষ অধিকার হয়ে উঠেছিল। এটা হল এই পর্যায়ে শিক্ষার কু-উত্তরাধিকারের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

এখানেই সব কর্তব্য শেষ নয়: ক্ষুদে অভিজাত, ক্ষুদে সুবিধাভোগী তখন এই উপলব্ধিতে বিষাক্রান্ত হয় যে সে বিশিষ্ট, সে ঈশ্বরজাত, সে নীলরক্ত, সে অভিজাত, একজন যোদ্ধা আর অন্যরা হবে তার সেবক, তার স্বার্থের কাছে, এমন কি তার খেয়ালের কাছে অন্যদের জীবন সম্পূর্ণ মূল্যহীন। একেবারে গোড়া থেকেই কচি পশু হিসাবে অন্যদের প্রতি হিংস্রভাবাপন্ন ও অহঙ্কারী করে তাকে গড়ে তোলা হয়। গোড়া থেকেই তাকে বলা হয় যে, অস্ত্রধারণ হল ন্যায়সঙ্গত, সে একজন অভিজাত, সৈনিক, পেশাদার ঘাতক — এটা সবিশেষ সম্মানজনক, দেবতারাও এমনই, এমনই ছিল তার অসাধারণ অভিজাত পূর্বপুরুষরা; দেবতারাও ঘাতক আর তুমিও ঘাতক, অন্যেকে পদানত করার তুমি অধিকারী বৈকি।

এমন একজন অভিজাতের জন্য শিক্ষার পুরোটাই কেটে-ছেটে এর উপযোগী করা হবে, এই আদর্শেই তাকে যাবতীয় বিজ্ঞান পড়ান চলবে। যে-সত্য এই ক্ষুদে অভিজাতটির এইভাবে কাজ করার অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়, শিক্ষার দিক থেকে অনুপযুক্ত হিসাবে বা 'অভিজাত' শিশুর পক্ষে বেমানান বিধায় তা অবশ্যই পাঠ্যসূচি থেকে বর্জিত কিংবা বিকৃত হবে, যেমনটি আমরা জানি খ্রীস্টধর্মকে পরবর্তীতে, উচ্চতর পর্যায়ে প্রায়ই বিকৃত করা হয়েছে। খ্রীস্টধর্মে বলতে গেলে অভিজাত শ্রেণী, অভিজাত বংশ, যেকোন যুদ্ধ, যাবতীয় হিংস্রতা সম্পূর্ণই অস্বীকৃত। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের প্রাক্তন অফিসর ও অভিজাতরা খ্রীস্টধর্মে শিক্ষা পেয়েছিল এবং তাদের বলা হয়েছিল যে স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র বলেছেন: 'তোমার এক গালে কেউ আঘাত করলে তাকে অন্য গাল এগিয়ে দেবে'। কিন্তু অফিসররা এমন কাজ করলে তাদের অবশ্যই নিজ রেজিমেণ্ট থেকে ঢেঁড়া পিটিয়ে খেদিয়ে দেয়া হত। পক্ষান্তরে, এইভাবে কেউ তাদের অপমান করলে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডেকে হত্যা করাই আত্মসম্মান রক্ষার নিয়ম ছিল।

আর পাদ্রি, জেসুইট বা অন্য কোনো বশংবদ যাজকের কাজ ছিল দক্ষতার সঙ্গে কোন ফাঁক খোঁজে বের করা ও বলা যে ঈশ্বরপুত্র কথাটা আধ্যাত্মিক অর্থেই বলেছেন এবং তা দৈনন্দিন জীবনে প্রযোজ্য নয়।

কিন্তু নিচু শ্রেণীর মধ্য থেকে উদ্ভূত নিউ টেস্টামেন্টের বাণী কি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের অনুরাগরঞ্জিত? এটি সংগ্রামের আবেগ বর্জিত, এটা উপর থেকে আসা সাহায্যের জন্য আমাদের ভক্তিসহকারে অপেক্ষা করতে বলে, নিচু শ্রেণীর মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা ও ধৈর্য লালন করে আর এটাই এর মারাত্মক ত্রুটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিচু শ্রেণীর মধ্য থেকে উদ্ভূত একটি মতবাদে তার ছাপ মুদ্রিত থাকবেই। নিচু শ্রেণীকে ঠকান এবং চিরকালের মতো ধৈর্যশীল বানানোর জন্য শাসকশ্রেণী খ্রীস্টধর্মকে প্রধান ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করে, নিজেদের খ্রীস্টের সৈনিক ও রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার চালায়। এতে কি একথা বোঝায় যে তারা অতঃপর শিক্ষার আদর্শ বদল করেছে? আসলে এইসব ফাঁকা বুলিতেই পর্যবসিত হয়েছিল আর এথেকেই আমার বক্তব্যের পক্ষে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অভিজাতরা (বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রেও সত্য) যাতে নিজেদের শ্রেণীসত্তা সহ তার অহংকার, সম্মানবোধ, রক্তপিপাসা, দাসমালিক হিসাবে প্রশাসনিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে সেইজন্য শিক্ষাকে কাটছাঁট করা হয়। শিশুদের মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য লালনক্ষম শিক্ষকই কেবল স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন।

সামাজিক স্তরের নিচের দিকে গেলেই ক্রমান্বয়ে স্কুলের পরিবর্তনগুলি চোখে পড়ে। শাসকশ্রেণীর দাবী: সাধারণ স্কুলের পড়ুয়াদের আনুগত্যের আদর্শে, যে-সমাজে তাদের বাস তার প্রতি অদোষদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি লালনের আদর্শেই শিক্ষা দিতে হবে। আর সেইজন্য সহায়ক হিসাবে প্রয়োজন সরকার-অনুমোদিত ভুয়া-দেশপ্রেমমূলক ইতিহাস শিক্ষা এবং বাইবেল পঠন যা থেকে তারা পুরো প্রাকৃতিক জগতের একটি বিকৃত ছবি পাবে, আর এর মাধ্যমে কিছু ধর্মান্ধ ধারণার সাহায্যে যাবতীয় অযৌক্তিকতাকে যথেষ্টই আড়াল করা সম্ভব হবে। অন্যথা এইগুলি অতি স্পষ্টভাবেই উক্ত বিনীত ও নির্যাতিতের চোখে পড়ত। স্কুলে নিয়মানুবর্তিতা চালু সহ শিশুকে এমন শিক্ষা দেয়া হয় যাতে সে শৈশব থেকেই নিজেকে ইচ্ছাশক্তিহীন জীব মনে করে, যাতে তার ইচ্ছাপূরণের অসম্ভাব্যতায় নিশ্চিত হয় যাতে কোন

শিক্ষক-অফিসরের অধীনস্থ সাধারণ কর্মচারী হওয়াই তার নিয়তি ভাবে, যেখানে সে কুচকাওয়াজ শিখবে, রাষ্ট্রের কার্যচালনার এক মানুষী উপাদান হয়ে উঠবে।

মজ্জাগত, প্রবঞ্চনাকর অধ্যাসের কালো চশমা এড়িয়ে, নিজের সত্যিকার চোখে ইচ্ছামতো যেকোন একটি দেশের স্কুল দেখলেই তৎক্ষণাৎ বড় বড় হরফে তার চোখে পড়বে: এই স্কুলগুলি হল সেইসব সংস্থা যেখানে একটি বিশেষ রাষ্ট্রশক্তি প্রতিটি সামাজিক শ্রেণীকে ওই রাজনৈতিক কৌশলগুলিই শিক্ষা দেয়, যেগুলি তার প্রয়োজনীয়। উঁচু শ্রেণীর শিশুদের তার কৌশলগুলি শেখান হয়, সমাজের মধ্য ও নিচু শ্রেণীরা শেখে তাদের কৌশলগুলি। জ্ঞানবিজ্ঞান ও দক্ষতা প্রতিটি শ্রেণীকে এই মাত্রায়ই শেখান হয় যা রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য, যাতে কর্মদক্ষ শ্রমিক তৈরি করে রাষ্ট্রকে যোগান দেয়া যায়, কিন্তু সর্বদাই নজর রাখা যাতে বেশি দূর এগোন না হয়। কারণ, সেই বিজ্ঞান তো কাম্য নয় যা লুসিফারের অহংকারে পরিপূর্ণ, যা ঋজু ও দোষদর্শী, যা শিশুকে অতিরিক্ত চালাক করে তোলে এবং তারা শ্রেণী-সমাজের জন্য আনন্দকর ও অপরিহার্য সেই মলচালিন (৩) দৃষ্টিভঙ্গীটি হারায়।

সর্বত্রই তো স্কুলগুলি এই ধরনের। আপনারা অবশ্য আপত্তি তুলে বলতে পারেন: 'না, সর্বত্র নয়। জারদের স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃত্বের সেই অন্ধকার যুগে রুশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা আমাদের মনে আছে। মস্কো বিশ্বদ্যিালয় তখন স্কুলগুলির এই ধরনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। উচ্চবিদ্যালয়ে, ক্যাডেট কোরে অবশ্যই কিছু ভাল শিক্ষক ছিলেন যাঁরা অন্যতর ধারণার কথা বলতেন। ভাল গ্রামীণ শিক্ষকও ছিলেন বৈকি, যাঁরা জারের রক্ষীবাহিনী হতে, শিশুদের ডানা বেঁধে দিয়ে মানুষের বদলে তাদের গৃহপালিত মুরগি হিসাবে গড়ে তুলতে চাইতেন না।'

অবশ্যই আলাদা ধরনের কেউ কেউ ছিলেন বৈকি। আমিও তাই বলব, তাঁরা ছিলেন। কিন্তু এতে কোন অসঙ্গতি নেই। উল্লেখ্যতম দৃষ্টান্তটিই নেওয়া যাক: বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, ওখানকার শিক্ষকদের একটা বড় অংশ, আর ততোধিক সংখ্যক ছাত্র বহু দশক ধরে এই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুর্গের মতো দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কীজন্য? কারণ তখন লড়াই শুরু হচ্ছিল দুটি শ্রেণীর মধ্যে: একদিকে জমিদার শ্রেণী এবং তাদের

সমর্থক বড় বড় যাজক, সামরিক অফিসরদের শক্তি, সরকার চালিত আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্র, যারা সর্বস্ব দিয়ে হলেও রাশিয়াকে অন্ধকার, অনগ্রসরতা ও হিমার্ত শীতে আটকে রাখতে চেয়েছিল; অন্যদিকে বুর্জোয়ারা, যারা তখন পর্যাপ্ত সম্পদ সঞ্চয় শুরু করেছে, যাদের জন্য রেলপথ, বাষ্পচালিত জাহাজ, তার-যোগাযোগ, সুসংগঠিত চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ইত্যাদি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, যে-পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের বাইরে পুঁজিতন্ত্র বিকশিত হতে পারে না, যার বাইরে মুনাফা অর্জন অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় প্রাচীন ও নতুনের মধ্যে তৎক্ষণাৎ লড়াই দেখা দেয়।

এমন কি, মহান পিটারও অংশত বুর্জোয়া বিপ্লবী বটেন। কেননা, তিনি অভিজাতদের উপর একক নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, তিনি ব্যাপক সামাজিক স্তরকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি প্রাক্তন এক ফেরিওয়ালা বালককে মন্ত্রীত্ব দেন, বুর্জোয়া শ্রেণীজাত বিদেশী পর্যটক — ডাচ জাহাজ-ক্যাপ্টেন ও সুইস কারিগরদের সহানুভূতি দেখাতেন, উচ্চপদে বসাতেন। রাশিয়া ইউরোপীকরণের অনুকূল বিধায় পিটার বাণিজ্যিক পুঁজিতন্ত্রকে, ব্যবসায়ীর আর জায়মান শিল্পগত পুঁজিকে সহায়তা যোগাতেন। পুরনো অভিজাতরা তখন বলতে শুরু করে: 'উনি কী ধরনের জার, যিনি আমাদের দাড়ি কেটে ফেলছেন, ইনি আমাদের নন'। সরকার বুর্জোয়া পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হওয়ার ফলেই এমনটি ঘটেছিল এবং বুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেই যে-শ্রেণীর উপর তখনো সে নির্ভরশীল তার মজ্জাগত রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। এথেকেই রুশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ঘটে। প্রতিবেশী দেশগুলিতে অত্যুন্নত পুঁজিতন্ত্রের বিদ্যমানতার প্রেক্ষিতে মধ্য শ্রেণীকে টেনে আনা, তাদের সন্তানদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুগ সবকিছু শেখান তখন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল। এরই ফলশ্রুতি — সমাজের অভ্যন্তরে এক দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের উদ্ভব। বুর্জোয়া, বুর্জোয়াদেরই সৃষ্ট বুদ্ধিজীবী — উকিল, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিরা অন্যতর স্কুলের দাবী জানায়: অধিকতর পরিমাণে বাস্তব বিজ্ঞান শিক্ষা, আরও বেশি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা আর সামরিক শিবিরধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি হটান।

সংঘাতটি খুবই স্বাভাবিক: ভাল ব্যবসায়ী, কারখানামালিক,

ব্যাঙ্কমালিক, রেলপথনির্মাতাদের ক্ষেত্রে দৃশ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে নির্দ্বিধায় বলে: 'আমার কাছে এর কী প্রয়োজন? জাহান্নমে যাক এসব। আমার ছেলে বা মেয়ে কেন পরিত্যক্ত লাতিনে ডুবে থাকবে, কেন নিরর্থক বাইবেল দিয়ে তাদের শ্বাসরোধ করা হবে, যা লোকে অতীতে বিশ্বাস করত, যা আজকের বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে বেখাপ? আপনি তাকে সত্যিকার আধুনিক স্কুলে শিক্ষা দিন, মানুষ করুন'। (সেজন্যই জার্মানিতে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের স্কুলগুলিকে 'সত্যিকার' বা টেকনিকাল স্কুল বলা হত আর পরবর্তীকালে এই নামটি এখানেও চালু হয়েছিল।) 'তাকে যথার্থ বিষয়গুলি পড়ান, তাকে যোগ্যতা দিন, তাকে ব্যবসায়ী, নাবিক বা নির্মাতা হওয়ার মতো জ্ঞান দিন — এই ধরনের মানুষই তো আমার চাই'। কিন্তু স্বৈরতন্ত্র শাসন বলে: 'আমি এমন সরকারী কর্মচারী চাই যে বলবে 'জী হুজুর', 'যদি আপনার ইচ্ছা হয়', আমি এমন লোক চাই যে উর্দি পরবে; আমি এত সহজে তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না; তুমি ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত থাক আর ছাত্রেরা বিপ্লবী হয়ে ওঠে।'

কেন জমিদার ও আমলাতন্ত্রের স্বার্থের সঙ্গে বুর্জোয়া স্বার্থের এমন সংঘাত বাধে সেটা বোঝানোর জন্যই এই সামান্য তুলনা দিচ্ছি। সৈন্যবাহিনীর কথাই ধরুন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগ অবধি মনে করা হত যে, একজন সৈনিকের দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। ফ্রান্সে দুই বছরের বদলে তিন বছরের প্রশিক্ষণ চালু করে (তাদের মতে অন্যথা ভাল সৈন্য হওয়া যায় না)। যুদ্ধশেষে ফরাসী, মার্কিন ও জার্মান সেনাপতিরা এই প্রশ্নটি সম্পর্কে সর্বসম্মত অভিমত দেন যে, চার মাসেই একজন চমৎকার সৈন্য তৈরি করা সম্ভব। ড্রিল এখানে অপ্রয়োজনীয়। ব্যারাক-স্কোয়ার কৌশলাভিযান, প্রাশিয়ার মহান ফ্রেডারিকের ভূতাশ্রিত সেইসব পূর্ণাঙ্গ সামরিক সার্ভিস ও ড্রিল, নাকের ডগা পর্যন্ত পা তোলার সেই হংসগমন — এই সবই অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় বুজরুকি। বিষগ্যাস বা কামানের গোলায় নরহত্যার জন্য ব্যারাক-স্কোয়ার ড্রিল একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

আপনারা কি মনে করেন যে, এই সেনাপতিরা নিতান্তই আহাম্মক, এইগুলি তারা আগেভাগে বোঝে নি? তারা খুব ভালই জানত যে, এইভাবে এতগুলি মানুষের সময় নষ্ট করা পরিভাষাগতভাবে আহাম্মকিরই সামিল।

তাদের তাই শেখান হচ্ছিল যা আসলে যুদ্ধে নিষ্প্রয়োজন কিংবা তাদের শুদ্ধভাবেও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল না। তাহলে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল? সৈন্যদের ভয় দেখান, সম্মোহিত করা। সেনানিবাসের মতো জায়গায়ই কেবল মানুষের মধ্যে এমন একটি বোধ মজ্জাগত করান যায় যে, সে সৈন্য হিসাবে প্রয়োজন হলে বিনা প্রতিবাদে নিজের বাবা বা মাকেও গুলি করবে। আসল প্রয়োজন হল মানুষকে হতবুদ্ধি করা, তাদের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, নিরেট বানান আর তখনই কেবল তারা বিবেকের দংশন এড়িয়ে হুকুম তামিল করবে। এজন্যই তাদের তিন বছর সামরিক ব্যারাকে রাখার এই ব্যবস্থা।

ক্ল্যাসিকাল উচ্চবিদ্যালয় (জিমনাজিয়া) সম্পর্কেও ঠিক এটিই প্রযোজ্য। সেখানেও আট বছরের ড্রিল প্রয়োজন যাতে ইউরোপীয় ও চীনাদের জীবনের অন্যতম অতিদানবীয় একটি প্রকরণ — সরকারী কর্মচারী বা আমলা তৈরি করা যায়। আর কমবেশি যত সংখ্যক মানুষকেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বানান গেছে, তাদের সকলেরই জীবন্ত আত্মার মৃত্যু ঘটেছে, কেবল ধড়টিই বেঁচে রয়েছে। এটি ছিল নীতি হিসাবে একটি সুনির্দিষ্ট ধারা।

বুর্জোয়ারা শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখেছিল। সে 'সত্যিকার' বা টেকনিকাল স্কুলের জন্য লড়াই করেছিল। আর এটা এমন এক সময়ে যখন বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের পায়ে বেড়ি পরান ছিল, যখন রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রী শাসন তাদের আত্যন্তিক অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখত, যখন জন-শিক্ষাদানমন্ত্রক শিক্ষাহরণমন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যখন তাকে এই ধরনের ফরমান দেয়া হত: 'দেখবে যেন সাধারণ মানুষ বেশি দূর লেখাপড়া না শেখে,' যখন মূল লক্ষ্য ছিল: 'প্রাদেশিক কাউন্সিল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চায়, সত্যি? — এটা বাতিল কর!' এবং 'বলছ স্বাধীন চিন্তার আলোড়ন শুরু হয়েছে? — পাদ্রি তলব কর, সেই দেখুক 'স্কুলে কী হচ্ছে'।

এইসব ঘটনা চলাকালে উদারনৈতিক বুর্জোয়া স্কুলগুলি এক ধরনের বিরোধী চেতনায় আলোড়িত হয়ে ওঠে এবং সেইজন্যই মনে হত যেন এই বিরোধী উদারনৈতিক স্কুলগুলি আপামর জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনকিছু, সকল শিক্ষকের জ্ঞাতব্য কোনকিছু রক্ষায় ব্রতী হয়েছে। আপনারা আমাকে বলবেন: 'অবশ্যই সেকালের শিক্ষামন্ত্রক ড্রিলের মাধ্যমে জনগণকে বশ্যতা স্বীকার করাতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে তো

অন্য ধরনের স্কুল — প্রাইভেট, জেমস্তভো-র স্কুল (৪) ছিল, সেইগুলি এইসব চায় নি, ওগুলি সত্যিকার মানুষকে, স্বাধীন মানুষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে'। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা যাক।

সরাসরি আপনাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যে, আমি সাধারণ স্কুলের কথাই বলছি, ব্যতিক্রমের কথা বলছি না, যেগুলি সম্পর্কে পরে আলোচনা করাই আমার ইচ্ছা। বুর্জোয়ারা খোদ নিজেদের স্কুলগুলি কীভাবে সংগঠিত করেছিল এবার তা দেখা যাক। পৃথিবীতে একটিই দেশ আছে যেখানে বুর্জোয়ারা অল্পবিস্তর স্বাধীনভাবে গোড়া থেকে শেষ অবদি নিজের বুর্জোয়া স্কুলগুলি সংগঠিত করেছে — সেই দেশ আমেরিকা। এখানে আমি এখনই একটি শর্ত রেখে বলছি যে, আরেক ধরনের কৌতূহলোদ্দীপক স্কুলও রয়েছে — কতকটা সুইস মডেলের স্কুল এবং নরওয়ের স্কুল। শেষোক্ত স্কুল হল পেটি-বুর্জোয়া-কৃষক ধরনের, তার স্বকীয় যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই এতে বিদ্যমান, যেগুলি তারই নিজস্ব ধারার শ্রেণীচারিত্র্য।

কিন্তু আমরা সাধারণ বুর্জোয়া স্কুল নিয়েই আলোচনা করতে যাচ্ছি। ফ্রান্স ও জার্মানিতে বুর্জোয়ারা নিজস্ব ধরনের স্কুল সংগঠনে ব্যর্থ হয়েছে। যে-দূরত্বটুকু তারা অতিক্রম করতে পারে নি, সেটা বুঝাতে আমি দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব।

বুর্জোয়ারা অবশ্যই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সে বলে: শিশুদের মন কুসংস্কারে বোঝাই করা উচিত নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কিছু তাদের শেখানও অনুচিত; তাদের শেখান উচিত প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থ যাবতীয় সত্য, মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, যাতে শেষফল হিসাবে তারা ভাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ওঠে, নিজের কর্মক্ষেত্রে সে প্রকৃতির মোকাবিলা করতে পারে; আমরা প্রকৃতির সঙ্গে সত্যিকার প্রতিযোগিতা চাই, চাই শিল্পের, ব্যবসার, কৃষির বিকাশ। সেইজন্যই বুর্জোয়া শিক্ষক স্কুল থেকে পাদ্রিদের হটিয়ে দেয়। বুর্জোয়া শিক্ষক বলে: 'আমরা পাদ্রি চাই না, উপকথা ও সাহিত্যের মতোই ধর্মশিক্ষা দেয়া চলে, যেন বিকাশের একটা পর্যায়েই এইসব উপকথার জন্ম হয়েছে, কিন্তু এইগুলিকে সত্য বলে তো পড়ান চলে না'।

এই দৃষ্টিভঙ্গিটি কয়েক বছর আগে শ্রেষ্ঠতম জার্মান শিক্ষাবিদ পাউলসেন আত্যন্তিক স্বচ্ছতায় ব্যক্ত করেছিলেন (৫)। তিনি বিশিষ্ট এক

যুক্তির অবতারণা করেন যাতে ব্যাপারটা এমনই স্পষ্টতা পায় যে, অতঃপর বুর্জোয়া স্কুলের প্রকৃতি খুবই সহজলক্ষ্য হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন: 'স্কুলে ধর্মশিক্ষা এইজন্যই অনুচিত যে, বাইবেলের ইতিহাস এবং নিউ টেস্টামেণ্টের অধিকাংশ কাহিনী হল স্কুলের অন্যান্য যাবতীয় পাঠ্যবিষয়ের ভাবাদর্শের বিরোধী। স্কুল শিশুর মধ্যে সকল ঘটনার অন্তর্গত নিয়মের বিধান সম্পর্কিত সচেতনতা লালন করবে। যে-স্কুল অন্তত বার বছর বয়সী একটি ছাত্রকে দৈবঘটনার অসম্ভাব্যতাটুকুও শিক্ষা দেয় না, সেই স্কুলের প্রয়োজন কী? তাকে বস্তুর অবিনাশিতার নিয়ম, শক্তির বৃত্তে আবর্তন, শূন্য থেকে যে কিছুই উৎপন্ন হয় না, এইসব বুঝাতে হবে আর পাশের ঘরেই অতঃপর পাদ্রি মহাশয় তাকে শোনাবেন দৈবরহস্যের কথা। শিশু কাকে বিশ্বাস করবে? সে বলবে: 'পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে দৈবঘটনা ঘটে সেটা দয়া করে ব্যাখ্যা করুন?' সে আরও বলবে: 'আপনি অদ্ভুত অর্থহীন কথা বলছেন! যহনা তিমির পেটে তিনদিন ছিলেন একথা কেন বলছেন? প্রকৃতিপাঠে উল্লিখিত যে-তিমির কথা আমাদের শিক্ষক বলেছেন সেইসঙ্গে এটা তো খাপ খায় না!..'

'এটা এইজন্যই ঘটে যে, একজন এমন বিজ্ঞান শেখাচ্ছেন যা দু'হাজার বছর আগে বা হাজার বছর আগে, এমন কি একনাগাড়ে পাঁচশ' বছর আগে ছিল, অথচ আরেকজন পড়াচ্ছেন আজকের বিজ্ঞান: এর শেষপ্রান্তটি গেঁয়ো লোকদের, সমাজের সবচেয়ে অনগ্রসর স্তরের মুখ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে জড়ান, যারা সেকেলে ধ্যানধারণা থেকেই মনের খোরাক সংগ্রহ করে। কিন্তু স্কুল তো এর শরিক হতে পারে না, তাকে তো পৃথিবী সম্পর্কিত পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিশুদের সামনে এগিয়ে নিতে হবে, অর্থাৎ সেখান থেকে পাদ্রিদের হটাতে হবে! মা-বাবারা চাইলে এই সবকিছু স্কুলের বাইরে চলুক। কিন্তু স্কুলে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য ছাড়া আর কিছুই বলা চলবে না।'

পাউলসেন আরও এগিয়ে যান এবং বিষয়ের শ্রেণীচারিত্র্যের উপর জোর দেন। তিনি বলেন: 'এটা কি ভেবে দেখার বিষয় নয় যে, একজন প্রলেতারিয়েতের ক্ষুদে ছেলে সাতদিনে পৃথিবী সৃষ্টি তত্ত্বটি সহ অন্যান্য আজে-বাজে ব্যাপারে একবার বিশ্বাস হারালে সে স্কুলে বলবে: 'কেন আমাকে এইসব বাজে কথা শোনাচ্ছেন? ভূগোলের শিক্ষক নিজেই এটা

মিথ্যা প্রমাণ করেছেন' এবং সে যদি একথা নাও বলে তবু এতে তার আস্থা রয়েছে এমনটা মোটেই বোঝায় না। সে যদি কিছুই আর বিশ্বাস না করে, তাকে শেখান মালিকানার বিধি, রাষ্ট্রের নিয়মকানুন সহ আমাদের সমাজের আইন ও বনিয়াদের কিছুই বিশ্বাস না করে, তা হলে? পলকা, সমালোচনায় সহজভঙ্গুর জিনিসই তাকে দেয়া হচ্ছে, শেষে সে আর আপনাদের কোনকিছুই বিশ্বাস করবে না।'

নবীন প্রলেতারীয় ও কৃষকদের মনে শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ব ও সমাজ সম্পর্কে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি বর্ষণের সম্ভাবনা অটুট রাখার জন্য বুর্জোয়ারা বাইবেল বিসর্জন দিয়েছে, যেভাবে স্লেজের পেছনে ধাবমান নেকড়ের দিকে শূকরছানা ছুড়ে দেয়া হয়। বিদায় হে বাইবেল, এটা আমাদের দুর্বল দিক। এই তো প্রগতি রয়েছে, এটা নাও, ছিঁড়ে ফেল, হয়ত আমরা বাকিটুকু বাঁচাতে পারব!

কিন্তু ইতিপূর্বেই আমি বলেছি যে, বুর্জোয়ারা স্কুলকে 'সর্বৈব তাদের' বানানোর সাহস দেখাতে পারে নি। প্রসঙ্গত, প্রতিভাবান অস্ট্রীয় শিক্ষাবিদ ফর্স্টারের স্কুল-বিষয়ক একটি বক্তব্য উল্লেখ্য: 'যুদ্ধের আগে আমাদের স্কুলগুলি বহুদিক থেকেই ভুলভাবে সংগঠিত ছিল। আমরা উদারনৈতিক ব্যক্তিতাবাদের আদর্শে ভরাট হয়ে ছিলাম। আমরা রাষ্ট্রকে আলাদা কিছু ভাবতাম, যেন রাতের পাহারাদারের মতো আর মানুষকে জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত করাকেই গুরুত্ব দিয়েছি। অর্থাৎ তাকে দিতে চেয়েছি ধারাল দাঁত, লম্বা নখর, যাতে আত্মোন্নতির জন্য সে লড়াই চালাতে পারে' (৬)।

একজন মহৎ শিক্ষকের মুখনিঃসৃত একটি চমৎকার সমালোচনা। তের বা চৌদ্দ বছরের একটি ছেলেকে পদার্থবিদ্যায় তার পাশ করা কেন প্রয়োজন এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সে বলবে: 'যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারি।'— 'আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া কেন?' — 'যাতে একটা কিছু পদ পাই।' — 'কী জন্য তোমার পদ প্রয়োজন?' — 'যাতে টাকা পাই, জীবন ভোগ করতে পারি, সুবিধাভোগীদের একজন হই।' অতএব সব জ্ঞানের একই পরিণতি— দাঁত ও নখর বানানো। এমন ছেলে টিকে থাকার লড়াইয়ে সুঅভিযোজিত। আমি যাতে আরও সহজে একটি চাকুরি পাই, সেইজন্য স্কুল সম্ভাব্য স্বল্পতম চেষ্টায় প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞানলাভের সুযোগ আমাকে দেবে। কারণ, আমি সাধারণদের ছকে কোন একটা পদ পাওয়ার ইচ্ছা রাখি। এ তো

চীনা রাজকুমারদের স্কুলের মতোই, যেখানে কোন একটি বিষয় শিখলে টুপিতে আরও একটি বোতাম বা ফিতা জোটে এবং বড় সম্মান ও পুরস্কার হাতের মুঠোয় আসে। এই 'বোতাম ও ফিতাই' আসলে বুর্জোয়াদের শিক্ষার একক লক্ষ্য।

এবং ফর্স্টার বলেন — কী ফল ফলল? ফল হল কুনাগরিক। দেখা গেল, আমরা গত যুদ্ধে টিকেছি বা অর্ধেক টিকেছি। দেখা গেল, জনগণের সহজপ্রবৃত্তি এখনো তাদের ২য় ভিলহেল্মের জন্য, 'মহান জার্মানির' জন্য মৃত্যুবরণ করতে বলে। পরিস্থিতি আরও অনেক খারাপ হতে পারত এবং এখনই ভাবনা-চিন্তার সময়। আমরা এখানে সাম্রাজ্যবাদী যুগের বুর্জোয়া সহজপ্রবৃত্তির আওতাধীন, যখন জাতিগুলি প্রতি পদক্ষেপে পরস্পরের উপর বলপ্রয়োগ করে — শান্তিপূর্ণভাবে কখনই কোন যুক্তিতে পৌঁছতে পারে না; যখন চিৎকার ওঠে: 'একের জন্য সকলে!' প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বলে 'মহান জার্মানি' বা 'মহান রাশিয়া' আগাগোড়া ঐক্যবদ্ধ হবে, প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের বদলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে। 'দেশাত্মবোধ' একটি বোধ যা মানুষকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আসক্ত করে তোলে, যেটি তার মুনাফার পুরোটাই কয়েকজন পুঁজিমালিক ও বড় অফিসরদের দেয়; এই বোধ মানুষকে ব্যক্তিগত স্বার্থ, তার পরিবার, নিজের স্বাস্থ্য, নিজের জীবন বলিদানে উদ্বুদ্ধ করে।

'দেশাত্মবোধক শিক্ষা' এই অর্থে একটি বিশেষ অমানবিক প্রবণতাদুষ্ট... কারণ, এখানে 'দেশাত্মবোধ' হল বিশেষ দস্যুপ্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানোর জন্য ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রজাদের সমবেত করার একটি মহড়া মাত্র, যে-প্রতিষ্ঠান যথাসম্ভব অধিক মানুষকে একত্র করেছে।

ফর্স্টার বলেন, শিশুকে অবশ্যই দেশাত্মবোধের, আত্মত্যাগের, সামাজিক ঐক্যের, সমবায়িতার — অবশ্যই দেশাত্মবোধক — আদর্শে শিক্ষা দেয়া উচিত এবং তিনি নিজেকেই জিজ্ঞেস করেন: বুর্জোয়াদের স্কুলে কাজটি কীভাবে সম্ভব? আমরা কীভাবে কৃষক বা প্রলেতারিয়েতের সন্তানের মধ্যে এই বোধ দৃঢ়বদ্ধ করব যে, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই তার জন্য বাঞ্ছনীয়? সে তখন বলবে, কেন আমি সারা জীবন শ্রম ও যন্ত্রণা সহ্য করে এই অবস্থায় মারা যাব, কীজন্য দেশপ্রেমিক হব যখন কয়েক হাজার লোক 'আমার দেশে' বিলাস-ব্যসনে জীবন কাটায়?

ফর্স্টার প্রশ্ন করেন — আজকের এই পরিস্থিতিতে নিচু শ্রেণীর মানুষের পক্ষে কি তাদের দেশকে ভালবাসা সম্ভব? না, তিনি বলেন, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এমনটি অসম্ভব। নিচু শ্রেণীর একটি ছেলে বা মেয়েকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিলে সে তার দেশকে ভালবাসবে না, এতে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থায় ক্রুদ্ধ হবে...

বুর্জোয়া কখনই তার নিজস্ব স্কুলকে শেষপর্যায়ে উন্নীত করতে পারে নি। কারণ, সত্যিকার একটি স্কুলকে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে অবশ্যই সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ হতে হয়। ঘটনাগুলিকে অবিকৃত আকারে বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপিত করা, সমগ্র জীবন যে-আকারে সমস্যার মোকাবিলা করে সমস্যাগুলিকে সেইভাবে শিশুর সামনে তুলে ধরা তো শিশুকে আসলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লাগানোরই সামিল। বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রযুক্তিবিদ্যার, বিজ্ঞানের অগ্রগতির নির্বিশেষ সমর্থক নয়।

শোষকদের, বুর্জোয়াদের আমরা চাই না। আমরা চাই ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, শ্রমিক ও কৃষক। আমরা চাই পুরো জনগোষ্ঠী, যারা সৃষ্টির বিরাট কর্মকাণ্ড নিষ্পন্ন করে, এথেকে কেউ মুনাফা লুটলে সকলেই তা হারায়! কারখানা এমন একটি জায়গা যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম, মানবজাতির সেবার জন্য প্রকৃতির রূপান্তর ঘটানোর সংগ্রাম এগিয়ে চলে। এই তো সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়। এখানেই আমরা দেখি মানবশক্তির মিলন, যন্ত্রপাতির বিশাল সমাহার, বিশেষ ধরনের শক্তির কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতা, কাঁচামাল দেয়া-নেওয়ার মাধ্যমে, মানুষের ব্যবহার্য পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে দুনিয়াজোড়া সংযোগ। কিন্তু দেখা গেল যে, এই কারখানার মালিক কোন এক 'জগৎশেঠ' আর এর যাবতীয় উদ্বৃত্ত উৎপাদ তারই কুক্ষিগত: অলাভজনক হলে সে কারখানাটি বন্ধ করে দিতে পারে, যদি এর তৈরি বুট বা কাপড় থেকে মুনাফা না আসে, মজুর সস্তা দেখলে সে এতে নতুন যন্ত্রাদি প্রবর্তন নাও করতে পারে।

এবং ঘটনা হল তারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, দুনিয়ায় যুদ্ধ বাধায়, এতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়, পৃথিবী রক্তরাঙা হয়, — এই সবই নির্মূল করতে হবে। প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সবই সেকেলে শিলীভবন, অতীতের টিকে থাকার একটি ধরন, মানবজাতির ও আমাদের মালিকানা সম্পর্কের এক দানবীয় বিকৃতি। বিজ্ঞান

ও শ্রম এই দুর্ভর ওজন থেকে মুক্তি চায়, যেকোন অধিকার ও সুবিধা নির্বিশেষে বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে মানুষের জীবনযাত্রা সংগঠনের কথা বলে। কোন বুর্জোয়া সরকার স্কুলকে কি এইকথা বলতে পারবে? কখনই না — ফ্রান্সে নয়, এমন কি মার্কিন দেশেও কোন শিক্ষক কথাটি উচ্চারণ করবে না। কোন শিক্ষক বা প্রফেসর এমন কাজ করলে তাকে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দেয়া হবে। মার্কিন দেশে ক্লাসে কেউ সমাজতন্ত্র শেখানোর দুঃসাহস দেখালে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে বরখাস্ত হয়ে যাবে। আমরা ওখানকার এমন বহু দৃষ্টান্তই জানি আর অন্যান্য দেশের কথা তো বলাই বাহুল্য।

তাহলে বুর্জোয়াদের অধীনে স্কুলের পক্ষে সৎ হওয়া অসম্ভব, বিজ্ঞানসম্মত হওয়াও অসম্ভব বটে। একটা দূরত্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত হওয়া, যতটা শিক্ষার আনুষঙ্গিক। বুর্জোয়া কীভাবে শিশুকে শিক্ষা দিতে পারে? তার আগেকার অভিজাতদের মতো সেও তো ততটাই নিয়মানুবর্তিতায় আগ্রহী। তার কি সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই তার কারখানায় জনগণের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির?

কমিউনিজম নিজের সঙ্গে যে-স্কুল নিয়ে আসে তা হল প্রথমত একটি সমন্বিত স্কুল, অর্থাৎ, সকল শ্রেণীর জন্যই এটি অভিন্ন, সকলের জন্যই সেখানে অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি। আমাদের আদর্শ স্কুল বংশনির্বিশেষে সকল শিশুকে ভবিষ্যৎ উন্নতির অভিন্ন সুযোগ দেয়, 'জনগণের' স্কুল (যেখানে চার শ্রেণী শেষ করার পরই পত্রপাঠ বিদায়) ও ধনীদের স্কুলের মধ্যে কোনই ভেদাভেদ রাখে না। এটা সত্যিকার শ্রেণীহীন স্কুল: ছেলেমেয়েরা প্রস্তুতি শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষপর্ব সমাপনান্তে শিক্ষা সাঙ্গ করে। এখানে সকলেরই অভিন্ন সুযোগ। যেহেতু সকল শিশুকে শিক্ষার সবগুলি পর্যায়ে নেবার মতো সামর্থ্য দেশের নেই, সেইজন্য কেবল শ্রেষ্ঠতমদেরই উচ্চশিক্ষায় গ্রহণ করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, এটা হল শ্রম-স্কুল। শ্রম-স্কুল বলতে বোঝায় এমন একটি স্কুল যা যথাসম্ভব মুখস্থবিদ্যার বদলে শিশুকে তার সামর্থ্য ব্যবহারক্রমে খেলাধুলার মাধ্যমে যথাসম্ভব নিজের বিকাশ ঘটিয়ে ধীরে ধীরে এই খেলাকে সরল শ্রমপ্রক্রিয়ায় বদলানোর মাধ্যমে শেষপর্যন্ত জটিলতর, সফল ও কার্যকর জ্ঞানপ্রসূ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে। এটা শিশুকে নিজের কৌতূহলের মাধ্যমে মানসিক আহার্য যুগিয়ে অধিকতর নিশ্চয়তার সঙ্গে ফলিত জ্ঞান

ও দক্ষতার পরিমণ্ডলে আকৃষ্ট করে থাকে। কারণ, সমগ্র সত্তা সহ বাহ্যিক প্রত্যঙ্গগুলি সক্রিয় কর্মের মাধ্যমে এর সবই আত্মস্থ করতে পারে।

এইক্ষেত্রে মার্কিনীরা যথাসাধ্য সবই করেছে: তাদের কোন সমন্বিত স্কুল নেই, থাকাও সম্ভবপর নয়। কিন্তু শ্রম-স্কুলের ব্যাপারে, উপলব্ধির সক্রিয় প্রণালীর অগ্রাধিকার সম্পর্কে মার্কিনীদের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। এখনকার মতো তাদের কাছ থেকে আমাদের যথেষ্টই শিক্ষণীয় আছে, আর আমরা জানি কীভাবে কাজের মাধ্যমে, স্কুলের বাইরে যাওয়ার মাধ্যমে, চিত্রাঙ্কন, কোন বিষয় সম্পর্কে একটি বা এক দল শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করান, প্রতিবেদন লেখান, আলোচনা চালান, মডেল বানান, নাটকের মতো বিষয় অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে এই শিক্ষাপ্রণালী অর্জিত জ্ঞানকে শিশুর গভীরে মূলীভূত করান আর এতে পুরনো স্কুল-প্রণালীর সেই চিরন্তন প্রক্রিয়া — শেখা যাবতীয় কিছু ভুলে যাওয়া, অজ্ঞতায় প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা প্রায় থাকেই না।

কিন্তু শ্রম-স্কুল বলতে আমরা কেবল এটুকুই বোঝাই না।

দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল সম্পর্কে আমরা কেবল উপলব্ধির সক্রিয় প্রণালীর ভিত্তিতে নানা বিষয় পড়ান এবং শেষে আলোচনা ও লেখার মাধ্যমে উত্তীর্ণ সিদ্ধান্তগুলির বর্ণনা দেয়াটাই যথেষ্ট মনে করি না। আমাদের এখানে খোদ শ্রমের শিক্ষাদানও রয়েছে। এই শ্রমশিক্ষাকে (টেকনিকাল শিক্ষা নয়, মানুষকে কেবল দক্ষ শ্রমিক বানানোই যার লক্ষ্য) আমরা সাধারণ শিক্ষার অংশ হিসাবেই দেখি। সেইজন্যই এটা কাউকে ভাল টার্ণার বা বস্ত্রকল মজুর বানান নয়, তাকে শ্রমের সত্যিকার অর্থ বুঝান।

আজকের বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি বা শিল্পশ্রম সম্পূর্ণ, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের কেলাসে পর্যবসিত। কোন শিশুকে নিয়ে কোন কারখানায় গেলে এবং সেখানকার মেরামতি কর্মশালা, গুদাম, অফিস, অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতা, হিসাব ব্যবস্থা সহ সবকিছু দেখালে আপনি সেখানে কী শিখবেন? প্রকৃতির যাবতীয় নিয়ম: পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদির অসংখ্য সজীব দৃষ্টান্তের মোকাবিলা, জীববিদ্যার মতো বিজ্ঞানের মুখোমুখি হওয়া এবং গণিত, যন্ত্রবিদ্যা ইত্যাদির মতো বিষয়ে অঢেল তথ্যাদি সংগ্রহ, একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের ফলিত প্রক্রিয়া ইত্যাদি জানা।

আমরা আমাদের স্কুলগুলিকে 'পলিটেকনিকাল' বলি। কারণ, আমরা

একটিমাত্র দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে আমাদের স্কুলে শ্রমশিক্ষা দিতে চাই না। কারখানার ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শ্রমসম্পর্কের বিকাশ শিক্ষা করা যায়, জানা যায় শিল্পলগ্ন অসুখগুলির কথা, মোকাবিলা করা যায় জনস্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শারীরস্থান ও শারীরবিদ্যার — পুরোদস্তুর চিকিৎসাবিদ্যার অনেকগুলি বিষয়। বিজ্ঞানের এমন কোন বর্গ বা শাখা নেই যা শিল্পকেন্দ্র, কলকারখানার বিকাশের ফলে আমাদের পাওয়া মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পর্কের বিশাল পরিবেশে কোন-না-কোনভাবে বিজড়িত নয়। কিন্তু এই পথে এখনো যথেষ্টই অসুবিধা রয়েছে: বর্তমানে শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য সরাসরি কলকারখানায় নিয়ে আসা সম্ভবপর নয়। আমরা এখন শিক্ষাসফরের মধ্যেই সীমিত থাকতে বাধ্য এবং তাও যেখানে যথেষ্ট কলকারখানা রয়েছে। সংক্ষেপে, দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলকে সত্যিকার শ্রম-স্কুলে বদলানোর কাজটি খুবই জটিল আর বর্তমানে আমাদের অনুমোদিত পাঠ্যক্রম এই লক্ষ্যে কেবল বিকল্পের মাধ্যমেই প্রশ্নটির সমাধান করছে। মার্কসের আকাঙ্ক্ষিত এই স্কুল কার্যত আজ কেবল প্রলেতারিয়েতের সন্তান ও কারখানা স্কুলের ছাত্রদের জন্যই সম্ভবপর হতে পারে। শ্রমশক্তির অংশ হিসাবে ওদের অবস্থানকেই এইজন্য ব্যবহার করা চলে, ওদের শ্রমের শিক্ষাগত দিক নিয়েও ভাবা যেতে পারে। কারখানা স্কুলের ক্ষেত্রেই এই ধরনের কাজ খুবই জোরেশোরে চলছে।

কিন্তু আমাদের স্কুল তো কেবল একটি সমন্বিত স্কুল, একটি শ্রম-স্কুল, একটি পলিটেকনিকাল স্কুল নয়। এইসব নাম বৈজ্ঞানিক বা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বটে। কিন্তু আমাদের এখনো যথার্থ **শিক্ষার** কাজ বাকি: এটি কেবল ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার শুদ্ধ শিক্ষাদান এবং সঠিকভাবে স্কুলজীবন সংগঠনের মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হতে পারে।

এতে আমরা কী লক্ষ্য অনুসরণ করছি? আমরা একজন মানুষকে নৈতিক ও আত্মিক দিক থেকে যথাসম্ভব সমন্বিত হিসাবে গড়ে তুলতে চাই, যে-মানুষটি পুরো সাধারণ শিক্ষা পেয়েছে এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সহজেই পূর্ণ দক্ষতালাভে সমর্থ। আমরা অনুরূপভাবে তার সহনাগরিকদের জন্য একজন সত্যিকার, বন্ধুভাবাপন্ন সহকর্মী গড়তে চাই, আমরা সকল মানুষের জন্য একজন কমরেড, একজন যোদ্ধা গড়তে চাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক

আদর্শের জন্য সংগ্রাম চলছে। আসলে এই কর্মকাণ্ড বহু আগেই সূত্রবদ্ধ হয়েছে, যখন পুরো যুগপর্যায়ে বা প্রতিভাবান প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন জনের মাধ্যমে শিক্ষাচিন্তায় মহত্তম স্বচ্ছতা অর্জিত হয়েছিল।

'জনশিক্ষার সমস্যাবলী' (৭) গ্রন্থে আমি দেখিয়েছি, গ্রীক স্কুলগুলি (যেহেতু গ্রীস পূর্ণশিক্ষিত নাগরিক তৈরির কর্মসূচি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল) কীভাবে গ্রীকদের শিক্ষার সমস্যাটি মোকাবিলা করেছিল, যাতে তারা বর্বরদের তুলনায় যোদ্ধা হিসাবে, কর্মী হিসাবে, চিন্তক হিসাবে অনেক বেশি যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এই-ই সবকিছু নয়। তাদের মধ্যে নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠাও জরুরি ছিল। আর সেজন্যই যাবতীয় গ্রীক আইন-কানুন, যাবতীয় গ্রীক সংস্কৃতি ও কাব্যের এই প্রকট শিক্ষামূলক লক্ষ্য: অসাধারণ নিখুঁত, দেহমনে শক্তিশালী, প্রত্যেকটি গ্রীকের জন্য মহান বন্ধুত্ব ও ভালবাসায় ভরপুর সহনাগরিক গড়ে তোলা। এই শিক্ষার তাৎপর্য এই যে, গ্রীকরা অন্যান্য জাতির মধ্যে বিশিষ্ট হবে এবং বর্বর যুদ্ধবন্দী দাসদের থেকে স্বতন্ত্র হবে। এমন কি, এইজন্য ধর্মও ব্যবহৃত হয়েছিল।

গ্রীক ভাস্কর্যের শিক্ষাগত তাৎপর্যের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। জনৈক বালক একটি মূর্তি দেখছে। সে জিজ্ঞেস করল: 'এর অর্থ কী?' তাকে বলা হল, যাঁরা দৌড়, কুস্তি, রথচালনা, কবিতাপাঠ বা অন্যান্য প্রতিযোগিতায়, যাঁরা সকল নাগরিকের জন্য জাতি কর্তৃক আয়োজিত মহান জাতীয় পরীক্ষায় জয়ী হয়েছেন, উনি তাঁদেরই অন্যতম আর সেজন্যই তাঁর এই স্মরণিকসৌধ। ক্রীড়াবিজয়ীদের প্রায় কখনই তাঁদের প্রতিকৃতিকল্প আদলে আঁকা হত না। ভাস্কর সাধারণ মডেল সৃষ্টি করতেন যাতে একটি বালক ভাববে: 'তাহলে এভাবেই শরীর গড়ে তোলা উচিত, মানুষ যাঁদের সম্মান করে, যাঁরা শহরের গৌরব, এইতো তাঁদের মডেল, আমারও এমনটি হওয়াই উচিত'।

কিন্তু গ্রীক শিক্ষা কেবল ক্রীড়াবিদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, তার উপর ছিল নায়ক-অর্ধদেবতা, খোদ দেবতা, নরাকৃতি দেবতা, খোদ মানুষের চেয়েও বাড়া মানুষ। ভাস্কর্যের মধ্যে সামগ্রিকভাবে গ্রীক ধর্মের বক্তব্য হল: রোগ, যন্ত্রণা ও মৃত্যু হল মানুষের পক্ষে সত্যিকার মানুষ হওয়ার মূল বাধা; কোন মানুষকে অমর (বিশেষণটি প্রায়শই দেবতার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য), কাল-অস্পর্শিত কল্পনা করলেই কেবল তার সম্ভাব্য রূপ অনুমান করা যায়; এভাবেই তার অবয়বে প্রজ্ঞা, প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাসজাত

সঙ্গতি, যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য — সবকিছুর সমন্বয় প্রতিফলিত হবে।

অতএব সিঁড়ি আরও উপরে উঠছে, একেবারে সাধ্যাতীত আদর্শের উচ্চতায়, আর সবকিছু একটি আহ্বানেই স্পষ্টভাবে বলছে কতটা উচ্চতায় উঠতে হবে, যাবতীয় ব্যায়াম, মঞ্চাভিনয়, বর্ণাঢ্য উৎসব, এমন কি খোদ যুদ্ধেও কী লক্ষ্যে পেঁছতে হবে, যার শিক্ষাগত তাৎপর্য সহজলক্ষ্য। কারণ, এইগুলি বর্বরদের হাত থেকে বিশ্বকেন্দ্র — গ্রীসকে রক্ষা করার বেসামরিক লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। সেজন্যই প্রাচীনকালের শিক্ষাতত্ত্বে নানা দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় আমরা দেখি যে, প্রগতিশীল বুর্জোয়া নিজের নেতৃত্ব রাখার জন্য জনসমর্থন লাভের আশায় কীভাবে মানুষ ও নাগরিককে সম্ভাব্য সবচেয়ে নিখুঁত করে গড়ে তোলার শিক্ষাকর্মকে স্কুলের কর্মসূচি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ফ্রান্সে এইভাবে উদ্ভূত তালেইরাঁ, লেপেলেতিয়ে ও কনদরসেত স্কুল-পরিকল্পনা এমন কি, আজও ক্লাসিক হয়ে আছে (৮)।

কিন্তু প্রত্যেক বিশ্বস্ত শিক্ষকই জিজ্ঞেস করতে পারেন: 'আমি এমন মানুষ গড়তে চাই যে নিজে সুখী হবে ও অন্যদেরও সুখী করবে। কিন্তু, আপনাদের সমাজ ত্রুটিপূর্ণ, নরমাংসাশী, অসঙ্গতিদীর্ণ — সেখানে আমার কাছে এই প্রত্যাশা কেন? আর এথেকে শুধু একটি পদক্ষেপ এগোলেই যা অধিকাংশ মহান শিক্ষকই অতিক্রম করেছেন — সমাজতান্ত্রিক বা আধা-সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

যে-শিক্ষক ঘটনাবলীকে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তিনি বলবেন: 'সমস্ত মানুষকে ভালবাসা, সহমর্মিতা, ঐক্য ও দেহমনের সৌন্দর্যের আদর্শে শিক্ষিত করা গেলে সমাজ তো আপনা থেকেই বদলে যাবে'। কিন্তু সমাজ কাজটি করতে দেয় না। সে নিজের বন্য-পশুত্বের আদল অটুট রাখে। সেজন্যই বিপ্লবী অন্যপ্রান্ত থেকে কাজ শুরু করেন এবং গ্রীক শিক্ষাতত্ত্বের অত্যুচ্চ আদর্শবাদিতা বা রুসো, পেস্তালৎসি, ফ্রেবেল, ফিখটে ও হার্বার্ট (৯) প্রমুখের স্বপ্ন ও কর্মের জবাবে তিনি বলেন: 'তুমি, শিক্ষক যথার্থই মানুষকে সুশ্রী, সহকর্মী ও মানবজাতির মহান ঐক্যের মধ্যে অন্যদের সহযাত্রী হিসাবে গড়ে তোলার কাজের মুখোমুখি হও। কিন্তু তোমাকে কাজটি করতে দেয়া হবে না। প্রথমত, আমি বিপ্লবী হিসাবে জনগণের

অন্তর্লীন ঘৃণার উপর আস্থাশীল থেকে তোমার পথটি পরিষ্কার করা প্রয়োজনীয় মনে করি। এবং যখন জমিদারদের দাসমালিকানাধীন রাষ্ট্র ও বুর্জোয়া ধরনের রাষ্ট্রের অবশেষটুকু ছিন্নভিন্ন করে, জনগণের শিক্ষাহরণকারী এইসব মন্ত্রকগুলি ভেঙ্গে দিয়ে, তোমাকে গির্জার শক্তি থেকে মুক্তি করে তোমাদের মধ্যে যাদের শোনার মতো কান আছে, যারা সত্যিকার মুক্তিপ্রার্থী — কারণ তাদের অন্তরে একজন সজীব শিক্ষক অপেক্ষিত — তাদের সত্য কথা বলব — এবার কাজে নাম। এই ভূমিকম্পে অনেকগুলি দালান ধসে যাবে, এই লড়াই তোমাদের মধ্যে আমৃত্যু সংঘাত ডেকে আনবে, মন তিক্ততায় পাথর হয়ে উঠবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি উপলব্ধি করবে যে, তোমার জন্য মুক্তি এসেছে।'

শিক্ষা হল নতুন পরিচ্ছন্ন, আর কলুষ, কুসংস্কার ও অহংকারে অস্পর্শিত মানব-পাত্রে বর্ষিত বারিধারাতুল্য ওইসব ক্ষুদে, বিমুগ্ধ মানুষ— শিশুদের উপর আমাদের বিপুল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যাবতীয় তথ্যাদি (তাদের বয়সোপযোগী), বিশাল প্রযুক্তিবিদ্যার যাবতীয় কৌশল, আমাদের বিপুল শিল্পসম্পদের যাবতীয় সৌন্দর্য ঢেলে দেয়া, শরীরচর্চা ও মানসিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সত্যিকার উন্নত মানুষ, পরিকল্পনা অনুসারে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি — একদা যে-মানুষের স্বপ্ন দেখেছি আমরা একসঙ্গে, — আমাদের কালে যা আমরা হতে পারি নি, কিন্তু এখন যাদের তুমি শিক্ষা দিচ্ছ — কারণ, এই কাজের উপযোগী একটি যথার্থ সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়েছে।

তুমি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলতে পার: 'আমাদের মধ্যে কি এখন ঘুসখোর, ক্ষমতাবিহ্বল, ভণ্ড, অসুস্থ ও মূর্খ নেই?' এরা সবাই আছে, কারণ, যে-পথ বলে: 'মানুষকে আরও ভাল কর, সমাজও ভাল হবে', সেটা হল আত্মপ্রবঞ্চনা বা ডাহা মিথ্যা। এই পথ সর্বদা পরিত্যাজ্য — আমরা মানুষের চেয়ে সমাজকে অনেক ভালভাবে গড়েছি।

'আমাদের সংবিধান, আমাদের আদর্শ খুবই গৌরবময়, কিন্তু কার্যত,' তুমি আমাদের বলতে পার, 'কার্যত আমাদের জীবন সাধারণ পশুর টিকে থাকার চেয়ে খুব একটা আলাদা কিছু তো নয়।' সত্যিকথা। কারণ মানুষের পুনর্শিক্ষণ এখনো শেষ হয় নি। পুনর্শিক্ষণ প্রয়োজন এবং কখনো কখনো এক বা আমাদের আশপাশের অনেককে ভালভাবে সংশোধন করা দরকার।

আমাদের রক্তে একদা যে-'আফিম' ঢুকান হয়েছিল তা থেকে, যাবতীয় অহমিকা থেকে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য পঙ্গুকর কুসংস্কারের দুর্ভার বোঝা থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং ইদানীং যে প্রাথমিক, প্রস্তুতিমূলক শিক্ষাকার্য চালু হয়েছে সেই পর্যায়ে নিজেদের ক্রমে ক্রমে টেনে তোলার জন্য আমাদের প্রজন্মকে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে। আমরা কাজটি করছি এই আশায় যে, আমাদের অল্পবয়সী ভাইয়েরা, আমাদের সন্তানরা, যাদের বয়স এখন ১৫ বা ১৬, তারা পুরোপুরি না হলেও অবশ্যই আরও ভালভাবে প্রস্তুত হবে। শিক্ষক, তোমার উপরই আমাদের ভরসা, এবং বিদ্যমান কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও তুমি সামনের রাজপথটি পরিষ্কার করতে, বা অন্তত পরিষ্কারের কাজ শুরু করতে পারবে যাতে ভবিষ্যতে, কমিউনিজমে শিক্ষার ধারাটি শ্রেণীদোষমুক্ত হয়, যাতে শিশুদের আত্মাকে কেবল বিজ্ঞান, কলা ও সত্যের বিশুদ্ধ জলধারায় অভিসিঞ্চিত করা যায়, যাতে **এই প্রথম** শিক্ষা শ্রেণীহীন হয়ে ওঠে — শ্রেণীর বদলে তা সারা মানবজাতির সম্পদ এবং বস্তুত কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক শিক্ষকই এতে কর্ণপাত করবে না! এমনও অনেকে আছে যারা শুনতে চায় না। তারা কানে তুলা গুঁজে রাখে... আমাদের কালের মতো ইতিহাসের কোন কোন কালপর্বে প্রবল উদ্দীপনা ছাড়া, আত্মত্যাগ ছাড়া বাঁচা যায় না! এটি এক মহান যুগসন্ধি। তাই, যাদের পাগুলি খুবই খাটো তাদের অন্তত বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়েও দাঁড়ান উচিত।

কিন্তু কেউ কেউ এমনই অতীতাচ্ছন্ন যে, তারা বলে: 'আমার পুনর্শিক্ষণে আর কী হবে? ঈশ্বরের কৃপায় আমার চুলে পাক ধরেছে। আর ওরা আমাকে নতুন ধারায় শিক্ষা দিতে বলে... কী সেই নতুন ধারা যেখানে আমাকে সাহায্য দেয়ার মতো কোন পাঠ্যবই নেই? ওটা ছাড়া আমি নিজে নিজে কীভাবে কাজ করব? এইসবে আমি অভ্যস্ত নই...' এইভাবে, স্থূল, ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে অনেকেই নিজেকে, অন্যদের এই কথাগুলি শোনায়।

আর আছে শহীদ শিক্ষক, যারা সবই শোনে, সবকিছুতেই সাড়া দেয় আর বলে: 'আমি এটা পারি না, আমার এমন জ্ঞান নেই; এমন অভিরুচিও নেই... কী ভয়ঙ্কর কাজ আমাকে করতে বলা হচ্ছে আমি মনেপ্রাণে বুঝি। এটা উপলব্ধি করি যে, আমি, একজন রুশ শিক্ষক, যার উপর কয়েক

প্রজন্মের শিশুদের দায়িত্ব ন্যস্ত, যুগসন্ধিতে জন্মানোর জন্য যারা সুখী ও বিপজ্জনক সম্ভাবনায় নিক্ষিপ্ত, যখন জঙ্গলের নিয়ম-কানুনের বদলে সত্যিকার নিয়ম, মানবিক নিয়ম চালু হতে যাচ্ছে, পরিবর্তনের এই সময়ে যন্ত্রণা ও লড়াইয়ের মধ্যে আর সেইজন্য সব ধরনের বিপদের সম্ভাবনা যখন অঢেল... আমাকে বাঁচান...'

আর আমরা, কমিউনিস্টরা তাকে এই কাজে আহবান করে বলি যে এই বিভাগে আমাদের ক্ষমতা খুবই কম। আমরা এলোমেলো রাশিয়াকে, পেটি-বুর্জোয়া ও কৃষকের রাশিয়াকে একত্রে বাঁধতে পেরেছি। আমরা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অধীনে লৌহকঠিন ঐক্যবন্ধনে তাকে সংগঠিত করেছি। সে লড়াইয়ে জিতেছে। সে স্বাধীন। সে তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। কিন্তু আমরা, আমাদের পার্টি আর একা এগোতে পারছে না: সব শক্তির ঐক্য আজ প্রয়োজন। প্রয়োজন যাবতীয় শ্রমশক্তির মধ্যে গভীর সহযোগিতা।

সকল ভুল বোঝাবুঝি, সকল পুরনো দেনাপাওনা, সকল সন্দেহ দূর করার এটাই সময়। এখন বোঝা উচিত যে, ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ ঘটেছে, আমরা শুঁয়াপোকা থেকে সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছি, অচিরেই আমরা উড়তে শিখব। কিন্তু এই মুহূর্তে সামনে উন্মোচিত দুনিয়ার উজ্জ্বলতায় আমাদের চোখে ধাঁধা লেগেছে, আর শত্রুদের দঙ্গল আমাদের ঘিরে ধরেছে: অন্তরালে, অনেকগুলি প্রাথমিক বিপদের ফলে এবং প্রকাশ্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রু যারা আমাদের ঘিরে আছে। আমাদের মহান মুক্তিলগ্নটি বিরাট বিপদের মুহূর্তও বটে, আর সেইজন্য সারা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নকে নিবিড়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এবং মনে রাখা উচিত যে, এতে শ্রমজীবীর পুরো জগৎটি আমাদের পক্ষে আসবে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠরা আমাদের বিজয় নিশ্চিত করবে।

আমাদের ভেদাভেদ দূর করতে হবে। আর যখন কমিউনিস্ট পার্টি শিক্ষকদের আহবান জানায় তখন আবেগে সেই কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে, তাঁদের যে আজ কত প্রয়োজন সেটা উপলব্ধ হয়, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণের, আমাদের অবক্ষয়কারী পচা-ঘাসদৃশ অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সবকিছু নির্ভর করছে শিক্ষক, আমাদের ভাষায়, তিনি নিজেকে নতুন করে অভিযোজিত করবেন কি না, অর্থাৎ এই উপলব্ধিতে পেঁছবেন কি না যে,

ইতিহাসে এই প্রথম সত্যিকার একটি মানবিক স্কুল গড়ে তোলার এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল উদ্ভাবন কেবল তাঁরই দায়িত্ব।

আমাদের যৌথ লড়াইয়ের এই ষষ্ঠবর্ষে এই ধরনের একটি ঐক্যের পথে, প্রশ্নটির যৌথ মীমাংসার লক্ষ্যে আমরা বহুদূর এগিয়েছি। আমরা যদি আমাদের মধ্যে এখন তৃতীয় ধরনের শিক্ষক পাই — যাঁরা চলার পথটি চিনেন, যাঁরা প্রগতিশীল, ভুল করলেও যাঁদের পায়ের নিচে কঠিন মাটির আশ্রয় রয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা ধ্রুপদী শিক্ষাতত্ত্ব ভালই জানেন, মার্কিন শ্রম-স্কুল প্রণালী ভালই বোঝেন ও এরই মধ্যে রুশ স্কুলের অনুপম সমাধানে বিশ্বাসীরাও থাকেন — তাহলে এইসব শিক্ষকের মূল্যায়ন শুধু সোনার ওজনেই নয় — কিসের ওজনে তা আমার জানা নেই: তাঁরা হলেন ইস্ট-কল্প, যাঁদের সাহায্যে আমাদের ময়দার তালগুলিকে আমরা জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে ফাঁপিয়ে তুলব, কারণ, জ্ঞান হবে প্লেগের চেয়েও বেশি সংক্রামক।

একজন বুদ্ধিমান মানুষকে যথাযথভাবে কাজে লাগালে সে অতিদ্রুত কয়েক দশকের বদলে কয়েক বছরের মধ্যেই উল্লেখ্য সংখ্যক মানুষকে পারস্পরিক জ্ঞানবিতরণের মাধ্যমে যথেষ্ট শিক্ষিত করে তুলতে পারে। কম হলেও এমন মানুষ আমাদের রয়েছে। শিক্ষার আগ্রহ এখন প্রবল। উৎসাহী তরুণদের একটি নতুন প্রজন্ম আমাদের সাহায্য দেয়ার জন্য দারুণ আগ্রহে এগিয়ে আসছে। তাদের জ্ঞান কম হলেও উৎসাহ-উদ্দীপনা অঢেল। এইসব তরুণরা দারিদ্র্যপীড়িত প্রশিক্ষণ কলেজে পড়াশোনা করছে, প্রায়ই ভাল প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না, কিন্তু সঠিক পথেই লেখাপড়া শিখছে এবং অপেক্ষমান দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অত্যুচ্চ সচেতনতা আর শিক্ষাজীবন ও পরবর্তী পর্যায়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগের প্রস্তুতিতে ভরপুর হয়ে আছে — কারণ একজন শিক্ষকের কাজের অমেয় ফলাফল যাবতীয় আত্মত্যাগের ক্ষতিপূরণ করবে।

বক্তৃতাটি আমি জনৈক প্রখ্যাত ব্যক্তির কয়েকটি স্মরণীয় উক্তির মাধ্যমেই শেষ করতে চাই। আমি অবশ্যই ওই ব্যক্তির প্রতি ততটা শ্রদ্ধাশীল নই। তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক, মার্টিন লুথার। জার্মান শিক্ষকদের কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেছিলেন: 'ধর্মযাজক না হলে আমি অবশ্যই শিক্ষক হতাম। কারণ, যাজক হিসাবে আমি এমন সব মানুষের সঙ্গে আলাপ করি যাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, হাতগুলি অসাড়, জীবনের

চাপে যারা পঙ্গু, মলিন। কিন্তু আপনারা, শিক্ষকরা, তো শুদ্ধাত্মা মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। আমার উচ্চারিত সদুপদেশগুলি বিকৃত মনের উপরই বর্ষিত হয় আর খোদ এতেও কখনো সখনো কিছু একটা বিকৃতি থাকে আর তা বিকশিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু শিশুদের সংবেদী ও শুদ্ধ মনে আপনারা যে-সত্য সিঞ্চন করেন তা সেখানে অগ্নিশিখার দীপ্তিতে জ্বলবে' (১০)।

আমরাও এর পুনরাবৃত্তি সহ বলতে পারি: আমরা যদি রাজনৈতিক বক্তা না হতাম, আমাদের যদি পঙ্গু বয়স্কদের, যারা অক্ষম হলেও একাই কেবল মানুষের শক্তিতে সকলের মুক্তিদাত্রী পরিবর্তন আনতে সক্ষম, তাদের সত্যকথা শোনাতে না হত, তাহলে আমরা প্রত্যেকেই সানন্দে সেইসব শুদ্ধাত্মা শ্রোতাদের, সেইসব ক্ষুদে অমলিন হৃদয়গুলির, ওই উজ্জ্বল, উন্মুক্ত মনগুলির সঙ্গে আলাপ করতাম, যেখানে অনেককিছুই করা যায়, যাদের প্রত্যেকটি থেকে যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে সত্যিকার অলৌকিক কিছু সৃষ্টি করাও সম্ভবপর।

ওরা মানুষকে পঙ্গু করে ফেলত, মানুষকে সাধারণ আমলা বা অন্য কোন ধরনের দানব বানাত। কিন্তু এখন একটি শিশুকে আমরা অলৌকিক কিছু বানাব, সত্যিকার মানুষ বানাব, যা আমাদের বা আমাদের পিতাদের প্রজন্মে দুর্লভ ছিল। কিন্তু, আমাদের তরুণ ভাইবোনদের প্রজন্মে তাদের সংখ্যা অবশ্যই বাড়বে, আমাদের পুত্রকন্যাদের প্রজন্মে আরও বেশি বাড়বে, আর আমাদের পৌত্রপৌত্রীদের প্রজন্মে এই ধরনের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে। বিপ্লব, জীবন এই সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। কিন্তু শিক্ষক ব্যতিরেকে এর বাস্তবায়ন তো সম্ভবপর নয়। এই একটিমাত্র অলৌকিক ঘটনাই কেবল বিজ্ঞানে স্বীকৃতি পেতে পারে এবং তা হল মানবজাতির রূপান্তর।

স্বীয় লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন প্রত্যেক শিক্ষক যেখানেই যান, হোক তা ক্লাসঘর বা শিশুদের খেলার আসর কিংবা প্রকৃতির কোল, বাইরে নিয়ে আসা শিশুদের সেখানে তিনি অবশ্যই এটা উপলব্ধি করান যে কিছু-একটা পবিত্র কর্মকাণ্ড ঘটছে, আনন্দপূক্ত কিছু-একটা হৃদয় স্পর্শ করছে: মানুষের অলৌকিক রূপান্তরের পথে ওরা এগিয়ে চলেছে। তাঁরা যদি এই পবিত্র আহ্বানে তাঁদের জন্য অপেক্ষিত কাজ ও সৃষ্টির বিপুল স্বাধীনতার

পরিসর উপলব্ধি করতে পারেন, এবং বিপ্লব কী বিপুল আবেগের সঙ্গে এটা করার জন্য আহবান জানাচ্ছে, এতসব দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাঁদের ত্বরিত সাহায্যের জন্য সে কতটা প্রস্তুত তা বুঝতে পারেন, তাহলে যাবতীয় অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁরা অকপটে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত ও তাদের নেতা — রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

# সোভিয়েত নির্মাণপ্রণালীর আওতায় শিক্ষার কর্তব্য

সোভিয়েতরাজের প্রধান, মৌলিক ও সার্বিক কর্তব্য হল কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা। কমিণ্টার্নের সদস্য হিসাবে, আন্তর্জাতিক চিন্তা ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগ্রামের প্রতিনিধি হিসাবে, আমরা, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি — যার ইচ্ছা ও চিন্তা সোভিয়েত সরকারের কর্মনীতির নির্ধারক — সারা দুনিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু সোভিয়েতরাজ বিশেষভাবে আমাদের ইউনিয়নের মধ্যে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা আরও সঠিকভাবে বললে, আমাদের ইউনিয়নের মধ্যে এমন কর্মনীতি অনুসরণ করতে চায় যাতে সারা দুনিয়ায় সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ও সরাসরি ভাবে মেহনতিদের বিজয় নিষ্পন্ন হতে পারে।

আর এইক্ষেত্রে আমাদের দেশ এক অনন্য পরিস্থিতিতে রয়েছে। একদিকে এই দেশ রাজনৈতিক বিকাশের ধারার বিচারে অন্যান্য দেশগুলিকে অতিক্রম করে গেছে এবং এই বিষয়ে সে অন্যান্য দেশের তুলনায় কমিউনিজমের খুবই কাছাকাছি রয়েছে। কেননা, তার রয়েছে সোভিয়েত শ্রমিক ও কৃষকদের একটি সরকার, যার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আসলে শ্রমিকদেরই কমিউনিস্ট একনায়কত্ব। আমাদের ইউনিয়নের দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে এমনকিছু বিদ্যমান নেই। কিন্তু এইসঙ্গে আমাদের দেশ হল অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ব্যাপারে অন্যতম অনগ্রসরতম দেশ এবং আজও সে তেমনটিই রয়েছে। অতএব সে এক বিরোধী বিশ্ব দ্বারা বেষ্টিত এবং তদুপরি ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য জাতিগুলির পশ্চাদ্বর্তী। এথেকেই উদ্ভূত হয়েছে এক বিব্রতিকর অসঙ্গতি, যাকে সর্বদা বিচার-বিবেচনা করা আমাদের উচিত।

অবশিষ্ট দুনিয়ার সরকারগুলির সঙ্গে সর্বদাই — যদিও কখনো প্রচ্ছন্নভাবে — আমরা সংঘর্ষলিপ্ত রয়েছি। আমরা খুব ভালই জানি যে, আমাদের পায়ের তলার মাটি হল খুবই প্রতারক, লেনিনের ভাষায়, পঙ্কিল, কারণ আমাদের নিচে রয়েছে অত্যন্ত গভীর একটি স্তর, যা বর্তমানে

অর্থনৈতিকভাবে আমাদের মূল আশ্রয় — আমাদের ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতি, যা কমিউনিজমে পৌঁছনোর পক্ষে আমাদের পরিপক্ক করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া থেকে এখনো অনেক দূরবর্তী। এইসঙ্গে অক্টোবর বিপ্লবের আরব্ধ বিরাট দায়িত্ব পালনের পক্ষে দেশের সাংস্কৃতিক মানও মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এথেকে কমিউনিজমের দিকে এগুনোর সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছনোর আশু উদ্দেশ্যের ব্যাপারে যেকেউ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে: আমাদের নিজেদের বাঁচাতে হবে, আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে হবে। প্রথম রণাঙ্গন হল দেশরক্ষা। আপনারা জানেন প্রথম রণাঙ্গনটি অনেককাল যাবৎই বহুদূর ছড়িয়ে অন্যান্য রণাঙ্গনগুলিকে অস্পষ্ট করে তুলেছিল। এটাই ছিল কার্যত এক ও একমাত্র রণাঙ্গন। এর অন্যথা অসম্ভব ছিল। কেননা, বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম বছরগুলিতে সারা দুনিয়ার বুর্জোয়াদের সঙ্গে আমাদের লড়াই তীব্র ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় আর আমরা অস্ত্র হাতে সরাসরি ও খোলাখুলি যুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করেছিলাম।

তারপর, স্পষ্টতই দেশের অর্থনীতির শৃঙ্খলাবিধান অনেকগুলি কারণেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল: ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে আমরা যে-ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলাম সেই পর্যায়ে থেকে যাওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এমন দারিদ্র্যের অব্যাহত বিদ্যমানতা ছিল প্রথমত বিপ্লবের মৃত্যুঘণ্টাতুল্য আর দ্বিতীয়ত কেবল অর্থনীতির উল্লেখ্য উন্নতির মধ্যেই বুর্জোয়াদের কিছুটা হামলা আটকানোর মতো যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হত। তৃতীয়ত, অর্থনীতি যতটা উন্নত হবে, লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমরা ততটাই বিশ্ব-প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকের প্রধান অস্ত্র হিসাবে নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করতে পারব। আর কেবল তাই নয়, আমাদের সৃষ্ট দৃষ্টান্তও উজ্জ্বলতর হবে, শত্রুদের কুৎসামূলক ধারণাগুলিকে আরও কার্যকরভাবে চূর্ণ করতে পারব, যেসব ধারণা খোদ প্রলেতারিয়েতকে হতোদ্যম করে, যখন জোর দিয়ে বলা হয় যে আমাদের চলার পথটি আসলে ধ্বংসেরই পথ। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি কেবল নিজেদের মানুষের মতো বাঁচার সামর্থ্যই যোগাবে না, কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের কঠিনতর করেই তুলবে না, এটা এই সত্যও প্রমাণ করবে যে কৃষকদের সমর্থিত শ্রমিকরাজ, এমন কি আমাদের মতো একটি অনগ্রসর দেশে, এমন

কি সারা দুনিয়ার শত্রুতার মোকাবিলার মুখেও সেরা সুফল সৃষ্টি করতে পারে। এমন একটি সিদ্ধান্ত সমগ্র পশ্চিম ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত ও সারা দুনিয়ার কৃষকদের কাছে যেকোন প্রচার ও উত্তেজক বক্তৃতার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী।

আমাদের শিক্ষার লড়াইয়ের রণাঙ্গনটিকেই সাধারণত আমরা তৃতীয় রণাঙ্গন বলে থাকি। আর বন্ধুগণ, কেউই আসলে এমন তত্ত্বকথা বলে নি যে, প্রতিরক্ষা প্রথম স্থানে, তারপর অর্থনীতি, আর শিক্ষা যাবে তৃতীয় স্থানে। না, এমন তত্ত্ব কেউ উপস্থিত করে নি। কিন্তু ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক খোদ জীবনই আমাদের যথানুপাতে এই কাজগুলিকে এই অবস্থানে রাখতেই শিখিয়েছে।

এমন তত্ত্ব উপস্থাপন অসম্ভব কেন? ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট। অর্থনীতি ছাড়া কি যুদ্ধ চালান সম্ভবপর? অর্থনীতি একটা বিশেষ পর্যায়ে কার্যকর থাকার নিরিখেই যে কেবল একটি সৈন্যবাহিনীকে খাওয়ান, পরান, জুতা ও অস্ত্র যোগান সম্ভব — এটা তো খুবই সহজবোধ্য। ভিক্ষুকের পর্যায়ে অবনমিত একটি দেশের পক্ষে কোন ধরনের সৈন্যবাহিনী পোষণই সম্ভবপর নয়। এগার হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত রণাঙ্গনে ছড়ান সত্তর লক্ষ সৈন্যের খরচ যোগান অর্থনৈতিক দিক থেকে এক বিরাট ব্যাপার। সুতরাং দ্বিতীয় রণাঙ্গন ছাড়া প্রথম রণাঙ্গন তো অকল্পনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় রণাঙ্গনের খোদ বৈশিষ্ট্য অবশ্য গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে কিছুটা বিকৃত হয়ে গেছে। যুক্তিসঙ্গত, পরিকল্পিত অর্থনীতির উন্নয়নে খুবই কম এবং অভিঘাত-কৌশলের অর্থনীতির উপর খুবই বেশি নজর দিতে হয়েছে, যাতে বিশেষ ধরনের পণ্য, রণাঙ্গনের জন্য খাদ্য নিংড়ে আনা যায়, সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি চালু থাকে, ইত্যাদি...

বলাই বাহুল্য যে, তৃতীয় রণাঙ্গনের অবস্থাও ভিন্নতর নয়। কিন্তু শিক্ষা ছাড়া কীভাবে যুদ্ধ চালান সম্ভব? অবশ্যই অসম্ভব। গৃহযুদ্ধে অর্থনীতির মতো শিক্ষাও অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু কোথায় মিলবে এর খোঁজ, কী ধরনে তার অভিব্যক্তি ঘটবে? সৈন্যবাহিনীতে এটা কাজের আকার লাভ করেছে। ঠিক ওই বিন্দুতেই আঘাত ঘনীভূত করা হয়েছিল: শিক্ষাদানের কাজ, রাজনৈতিক বিভাগগুলির সাংস্কৃতিক অনুষদ, কমিউনিস্টপ্রধান সেই বিরাট বাহিনী যা সত্তর লক্ষ সৈন্যের একেবারে

অন্তস্থলে নিজের কর্মক্ষেত্রের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। যাতে গতদিনের দলত্যাগী, গতদিনের যে-কচি চাষীছেলেরা এই সবকিছুর অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়ে বলেছিল — 'তোমরা শান্তির আশ্বাস দিয়ে আমাদের যুদ্ধে টেনে এনেছ' — তাদের, গৃহযুদ্ধবিজয়ী সেইসব মানুষকে লালফৌজে বদলান যায়।

বস্তুত তিনটি রণাঙ্গনেই কাজ চলছিল, কিন্তু এইগুলি প্রথম রণাঙ্গনের সঙ্গে নিজেদের অভিযোজিত করেছিল। কেবল এখনই, বিগত কয়েক বছরেই এইগুলির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়গত ও স্বাভাবিক ভাবে আমরা নির্ধারণ করতে পেরেছি। এখন আমরা পুনরায় বলতে পারি এবং খোদ আমরা, তৃতীয় রণাঙ্গনের লোকেরা কেবল নয়, আমরা সমগ্র সোভিয়েত সরকারের নামে বলতে পারি যে তৃতীয় রণাঙ্গনটি প্রথম ও দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এইগুলিকে আলাদা করা অসম্ভব আর বর্তমানে আমরা নিম্নোক্ত সমস্যাগুলির মুখোমুখি: দেশরক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনীতি উন্নয়ন — এইগুলির কোনটাই তৃতীয় রণাঙ্গনের কার্যকলাপ দ্রুত বাড়ান ব্যতিরেকে বাস্তবায়িত হবার নয়...

প্রতিরক্ষার জন্য জনগণের প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য জনগণের প্রশিক্ষণ, দেশচালনার প্রধান পদগুলির জন্য জনগণের প্রশিক্ষণ— অর্থাৎ সত্যিকার কমিউনিস্টদের **শিক্ষাদান,** যারা কাজে পুরোপুরি আত্মসমর্পিত হবে। এটাও আসলে শিক্ষার কাজ, জ্ঞানবিস্তারের কাজ।

প্রথমত, জীবন এখানে এক প্রকাণ্ড ভূমিকার অধিকারী। শ্রমিক ও কৃষক যতটা তাদের পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে শুরু করে, তারা যে তাদের হুজুর-জারের দাস ছিল সেই অনুভূতিও তাদের ততই কমতে থাকে, তারা হারাতে থাকে পাদ্রির উপর তাদের শিশুসুলভ বিশ্বাস বা নিয়তি অপরিবর্তনীয় এই অন্তর্লীন অনুভূতি। এইগুলির স্থলবর্তী হতে থাকে নিজেদের স্বার্থলগ্ন এক যথার্থ সত্যিকার সক্রিয় সচেতনতা, জীবনকে নিজেদের প্রত্যক্ষ স্বার্থঘনিষ্ঠ করার ইচ্ছা।

আমরা কেবল একক জীবনের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করে বলতে পারি না যে যাকিছু ঘটছে, দেখা দিচ্ছে তা-ই নির্ভুল। পক্ষান্তরে, কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বের মর্মবস্তু ও উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে চলিষ্ণু জীবনের গতিপথ নির্ধারণে, কমিউনিজম থেকে দূরে ভুলপথে উল্টোপথে যাওয়ার বিরুদ্ধে

লড়াইয়ে। আমরা কার্যকর শিক্ষা দিয়ে থাকি। এই ধরনের শিক্ষা কিন্তু বুর্জোয়া শিক্ষা ও বুর্জোয়া ধর্মের ধসে-পড়া দেয়ালে ঠেস দেয়ার মতো কোন বুর্জোয়া 'নৈতিকতা' প্রচার নয়। বস্তুত শিক্ষার কাঠামোর সকল পর্যায়কে জীবনঘনিষ্ঠ করার মধ্যেই আমাদের শিক্ষা নিহিত। জীবন শিক্ষা দেয় বা খোদ জীবন ততটা শিক্ষা দেয় না, যতটা এখন জীবনের সংশ্লিষ্ট জনমত শিক্ষা দিয়ে থাকে।

বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের তরুণ-তরুণীদের সংযোগ মজবুত করার জন্য আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে, অর্থাৎ বাস্তবতা ও যুব কমিউনিস্ট লীগের সংযোগ, আমাদের শিশুদের দৈনন্দিন জীবন ও শিশুসংস্থাগুলির সংযোগ বিকশিত করতে হবে।

যুব কমিউনিস্ট লীগের প্রতিটি সদস্যই লীগের সঙ্গে শরিকানার জন্য খুবই গর্বিত, খুবই সচেতন। সে এই লীগের জন্য গর্বিত যা তার একান্ত আপনার, যা লেনিনের নামাঙ্কিত। লীগের অন্তর্গত থাকাটা তার জন্য এক পরম সুখ। তাকে লীগ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দেখ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মানসিক বা দৈহিক মৃত্যু ঘটবে।

কিশোর আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। ক্ষুদে পাইওনিয়র, এক মানবক, সেও নিজেকে লেনিনের এক পাইওনিয়র ভাবে এবং বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর শরিক হিসাবে গর্ববোধ করে। একজন জেনারেল সেণ্ট এন্‌ড্রু ফিতার জন্য না যতটা গর্বিত, লাল গলবন্ধনীটার জন্য একজন পাইওনিয়রের গর্ববোধ সেই তুলনায় আরও বেশি।

একটা ভাল সমবায় ছেলেমেয়েদের যতটা প্রভাবিত করতে পারে, একজন সুপ্রিয় শিক্ষকও ততটা করতে পারেন না। সংগঠনের মধ্যে কোন সহকর্মী একটি শিশুকে অযোগ্য পাইওনিয়র বললে এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

•

অন্যতম অগ্রগণ্য জার্মান শিক্ষক পল নাটোর্প কিশোরদের মধ্যে অপরাধ ও আত্মহত্যার বর্ধমান ঘটনা প্রসঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালেই লিখিত একটি বইয়ে উল্লেখ করেন: 'আমি বলতে বাধ্য যে এই সমস্যা মোকাবিলার একমাত্র পথটি কেবল গণতন্ত্রী-সমাজবাদীরাই খুঁজে পেয়েছে, কেননা তাদের যুবসংগঠনগুলিই সেরা ফল দেখিয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনার সংখ্যা

খুবই নগণ্য এবং তা এইজন্য যে তাদের যুবকদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর যৌথ গর্ববোধ ও পারস্পরিক যৌথ নিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে' (১)।

কিন্তু তখনকার যুবসংগঠনগুলির সঙ্গে কি আমাদের যুবসংগঠনগুলির কোন তুলনা চলে? ওগুলির তো সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অর্থহীন বুলি-কপচান ছাড়া কোন করণীয় ছিল না। কেননা, আমরা যেন আতশবাজির আলোয় রয়েছি, যেখানে সবকিছু, এমন কি হয়ত-বা বিবর্ণতাও আমাদের সামনে সমাজতন্ত্রের পরম উৎসবে রূপলাভ করে। এই ব্যাপারে আমরা সবিশেষ ভাগ্যবান। আমাদের কমসোমলের তরুণদের অবদমিত, অবনত রাখা হয় নি, পাঠান হয় নি আত্মগোপন করতে। তারা রাষ্ট্রে নির্মাণকার্যের অংশ। তারা তরুণ পাইওনিয়রের কচি হাত ধরে তাকেও নিজেদের পেছনে দাঁড় করায়, উত্তরাধিকারী সন্তান হিসাবে দেশের অর্থনীতিতে তাকে এগিয়ে নিয়ে আসে। কেননা, অর্থনীতির মালিক হল শ্রমিক, কৃষক, আর যুব কমিউনিস্ট লীগ ও পাইওনিয়র সদস্যরা তাদের উত্তরাধিকারী, তাদের উত্তরসাধক।

সেজন্যই কমিউনিস্ট শিক্ষার এমন ব্যাপক সম্ভাবনা আমাদের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে। সেজন্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঔচিত্য কিংবা তরুণদের মধ্যে গুণ্ডামি মোকাবিলার জন্য কী ব্যবস্থা ভাল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার বদলে আমাদের চোখের সামনে কেবল এটা রাখাই যথেষ্ট: সঠিকভাবে যুব কমিউনিস্ট লীগ ও পাইওনিয়র আন্দোলন গড়ে তোলাই হল কমিউনিস্ট শিক্ষায় পৌঁছনোর সরাসর প্রশস্ত ও সত্যিকার পথ।

এখানে কতকগুলি ক্ষতিকর বিচ্যুতি লক্ষণীয়, যেমন সংগঠনের কাজ দিয়ে তরুণ-তরুণীদের অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করা। ব্যাপারটি সম্পর্কে এখনই প্রত্যেকে জোরগলায় প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। অল্পবয়সীরা হুজুগে মেতে সামাজিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, লেখাপড়া ভুলে যায়। আমরা এই প্রশ্নগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখব এবং প্রথমত ও প্রধানত শিক্ষকদের সংবেদী ও সতর্ক সহায়তার মাধ্যমে এইগুলি শোধরানোর চেষ্টা করব। কেননা, এইসব ক্ষুদে মন ও শরীরের, শিশুর চেতনা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই তো বিশেষজ্ঞ।

বিজ্ঞান ব্যতিরেকে, স্কুলকে বিকাশের মূল মেরুদণ্ড না বানিয়ে আমরা অবশ্যই কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। কিন্তু পাইওনিয়র আন্দোলন

স্কুলের, উচ্চবিদ্যালয়ের স্থলবর্তী হবে এমন ধারণা পোষণের মতো এতটা আত্মহারা কেউ হয় নি। অবশ্যই কেউ এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ওঠে নি। একটিকে অন্যটির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, অত্যন্ত গভীর নিবিড় ও প্রীতিপূর্ণ ভাবে। এটিই সংক্ষেপে এবং সাধারণভাবে সোভিয়েতরাজের কাজ।

আমরা সংস্কৃতি চাই, চাই অ-আ থেকে শুরু করে বিজ্ঞান অবধি, চাই চিন্তার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি, চাই অনুভূতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতি। এখানে আমাকে বলতেই হবে যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে-স্থান, অনুভূতির ক্ষেত্রে সেই স্থানটি হল শিল্পের। প্রাচীন শিল্পের সাফল্যের মাত্রায় (যার অনেকাংশই আমাদের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়), পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের কাজগুলি থেকে অনেককিছুই শিক্ষণীয় আছে। এরই ভিত্তিতে আমরা নতুন শিল্প সৃষ্টি করছি, যা প্রাচীনেরই ভূমিজাত। এটা আমাদের অনুভূতিগুলিকে সামনে পরিচালিত, উন্নীত, পুনর্গঠিত করে, যেমনটি বিজ্ঞান সংগঠিত ও সামনে পরিচালিত করে আমাদের চিন্তাকে। এবং যদি সংস্কৃতি এভাবে কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতিতে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় তাহলে অন্যতর একটি বিষয়ও বিবেচ্য বৈকি: সংস্কৃতির বিকাশ ব্যতিরেকে কমিউনিজম নিরর্থক। সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প কেবল আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়মাত্র নয়। এইগুলি এইসঙ্গে আমাদের উচ্চতম শেষলক্ষ্যও।

কমিউনিজম আসলে কী? কমিউনিজম কি প্রলেতারিয়েতের জয়লাভের জন্য একটি সংগঠিত বিশেষ কর্মনীতিমাত্র? এটা যে নয় আমরা সবাই তা ভালই জানি। মানুষকে সুখী করতে না পারলে ক্ষমতাদখল নিরর্থক বৈকি। ক্ষমতাদখল করা হয়েছে স্পষ্টতই জনগণকে সুখী করার জন্য। প্রশ্নটি কি তাহলে পুরোপুরি অর্থনৈতিক? হয়ত আমরা জনগণকে মুক্তিদানের এই লক্ষ্যই নির্ধারণ করেছি যে তারা যেন নিজেদের নিঃশেষ না করে কাজ করে, তারা মাথার উপর ছাদের আশ্রয় পায়, পায় খাদ্য বস্ত্র। কিন্তু এই কি সব? অবশ্যই না। কেবল টিকে থাকা, প্রতিদিন পোশাক পরা, মধ্যদিনে মাংসের টুকরোটা গিলে ফেলা, সন্ধ্যায় শুতে যাওয়া এইসবই কি জীবনের লক্ষ্য? না। এইগুলি তো সুখী জীবন গঠনের উপায়মাত্র।

এইসব উপায়ের জন্য মানুষ বেঁচে থাকে না। জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি,

আবেগ ও অনুভূতির বিকাশ, সুখের অর্থোদ্ধার, নিজে সুখী হওয়া ও অন্যকে সুখী করার জন্যই তো পোশাক, খাবার, বিশ্রাম ও কাজের প্রয়োজন। মানুষের এমন এক ভ্রাতৃসংঘ গড়ে তোলাই আমাদের শেষলক্ষ্য, যা ক্রমাগতই নিজেকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করবে, মানুষের জন্য যাবতীয় বৈষয়িক সামগ্রীর ব্যবস্থা করবে, যাবতীয় সম্পদ ও সুবিধায় সুযোগ উন্মোচিত করবে।

সুতরাং সংস্কৃতি কেবল উপায় নয়, শেষলক্ষ্যও। এবং তৃতীয় রণাঙ্গনের কর্মীরা নিজেদের সম্পর্কে প্রথম রণাঙ্গনের কর্মীদের বলতে পারে: আমি তোমাকে সাহায্য করছি, আমাকে ছাড়া তুমি এক পাও এগোতে পার না। কিন্তু আগামী সুখের দিনগুলিতে এই প্রথম রণাঙ্গনটি — উদ্যত সঙ্গীন আর শব্দিত কামানগুলি তো থাকবে না। অর্থনৈতিক রণাঙ্গনের কর্মীদের লক্ষ্যে তৃতীয় রণাঙ্গনের লোকেরা বলতে পারে: আমাকে ছাড়া তুমি টিকবে না, কিন্তু সামনে তাকিয়ে এমন দিনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় যখন অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি রান্নাঘরের মতোই এক নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হবে, যেখানে অধিকাংশ কাজকর্ম চালাবে যন্ত্রপাতি। এইসব সমস্যাগুলি সমাধান হয়ে গেলেই আমরা, এঙ্গেলসের ভাষায়, প্রয়োজনের জগৎ থেকে মুক্তির জগতে উত্তীর্ণ হব (২)। তখনকার প্রধান সমস্যা হবে সংস্কৃতির সমস্যা এবং তখনকার দিনে প্রথম রণাঙ্গন ও দ্বিতীয় রণাঙ্গনের একটা উল্লেখ্য অংশ তৃতীয় রণাঙ্গনে এসে মিলবে। এই তৃতীয় রণাঙ্গনটি শেষ, কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে মোটেই সামান্য নয়। এটা এই অর্থেই শেষ রণাঙ্গন যে এখানে শেষ, চরম লক্ষ্যে এসে পৌঁছন যায়। যেজন্য আমরা সবাই লড়ছি, বাঁচছি, মরছি।

কমরেডগণ, আমার প্রতিবেদনটি সাধারণ কর্মসূচির রূপরেখার ওই অংশের মধ্যে সীমিত রাখতে পারছি না বলে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ওই ধারার, ওই পরিসরের একটি প্রতিবেদন যেকেউ দিতে পারে, এইজন্য রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জনশিক্ষা কমিশারের কোন প্রয়োজন নেই। তাই আরও সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পর্কে বলার জন্য আমি কিছুটা বাড়তি সময় নিতে চাই। অর্থাৎ বলতে চাই আমরা এখন কী করছি, এবং তৃতীয় রণাঙ্গনের ব্যাপারে এখনই উল্লিখিত সাধারণ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কী করতে পারি।

প্রথমত, এটা খুবই স্পষ্ট যে, বৈষয়িক ভিত্তি ব্যতিরেকে আমাদের কাজের কোনরূপ অগ্রগতি একেবারেই ধারণাতীত। আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন অর্থ তৈরি করি না, অর্থ মুদ্রণও আমাদের কাজ নয় — যা কিছুকাল আগেও অন্তত অর্থবিষয়ক জনকমিশারিয়েত করেছে এবং আজও প্রয়োজন হলে করে থাকে। আমরা বিদেশে বিক্রয়যোগ্য কোন পণ্যের উৎপাদকও নই। আমরা চাই সরকার কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে আর স্থানীয় সম্পদ থেকেই আমাদের অর্থ যোগাক। এই সম্পদগুলি থেকে আমরা অদ্যাবধি যে-সুবিধা পেয়েছি তা মোটেই সন্তোষজনক নয়।

অসন্তোষ প্রকাশের জন্য আমি কথাটি বলছি না। যে-সামান্য সম্পদের উপর রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে হচ্ছে সেই বিভাগে কর্মরত কমরেডদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমরা যথেষ্টই বিলাপ করেছি, অভিশাপ দিয়েছি। তবে তৃতীয় রণাঙ্গন অদ্যাবধি সহায়-সম্পদের জন্য দারুণ দুর্ভোগে ভুগছে এমনটি বললে আমার মতে অবশ্যই তা সংকীর্ণ বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হবে। না, আমাদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা, সামরিক কার্যকলাপের গুরুত্ব এবং অর্থনীতির হাঁ-মুখ বড় বড় গর্তগুলি ভরাটের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিচার করলে আমাদের যথাসম্ভব সবই দেয়া হয়েছে। আর এখন তৃতীয় রণাঙ্গনের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদগুলি এক মিনিটের জন্য আটকে রাখা হলেও তা খুবই লজ্জাকর হবে।

আর আমরা কী দেখছি? সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির গত অধিবেশনে আমার প্রতিবেদনে আমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট চেঁচামেচি করেছি এবং আমাদের রণাঙ্গনের ব্যাপারটি যে সত্যিসত্যিই অসহনীয় সেদিকে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণক্রমে হুঁশিয়ারি দিয়েছি (৩)। কাজটি ইচ্ছে করেই করেছি, কেননা, আমি জানি এখন সম্পদ রয়েছে আর কার্যনির্বাহী কমিটিকে সত্যি ব্যাপারটি জানান' প্রয়োজন। অবশ্য বিদেশস্থ আমাদের উদ্বাস্তু-অর্বাচীনরা এথেকে আমাদের অশেষ দারিদ্র্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানবে বৈকি। তারা আমার উদ্ধৃতি দেয়, ন. ক. ক্রুপ্স্কায়ার উদ্ধৃতি দেয় — যখনই আমরা তহবিলের অনটনের কথা বলি। তাদের খোশগল্পের রসদ যোগানোর ভয়ে চেয়ে দেখার জন্য কিন্তু আমরা তো পতেওর্মাকিন গ্রাম (৪) তৈরি করতে যাচ্ছি না, নিজেদের ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে গোলাপী চশমা পরাচ্ছি না।

যেসব অভাব ও কঠোর সংকটের মধ্যে বসবাস করছি এবং যা প্রধানত ওইসব লোকের অপরাধের জন্যই আমাদের মাথার উপর নেমে এসেছে, আমরা তা জানি। এই অবস্থা আমরা কাটিয়ে উঠব এবং কাটিয়ে উঠছি। এথেকে মুক্তিলাভের প্রথম শর্ত হল প্রতিটি ক্ষতের দিকে যথাযথভাবে তাকান ও নিরাময়ের শিক্ষাগ্রহণ।

অতঃপর আমরা নজিরহীন এক দূরত্ব অতিক্রম করেছি। তখন ৭·৮ কোটি রুবলের অঙ্কটি ছিল আমাদের কাছে আদর্শবিশেষ। আমরা পেয়েছিলাম কিছুটা কম, ৬ কোটি রুবল। তখন আমরা যা চেয়েছিলাম এখন মূলত আমরা তার পুরোটাই পাচ্ছি। এখানে বলা হয়েছে যে, আমাদের বরাদ্দের অঙ্কে অতিসম্প্রতি আরও ৯৫ লক্ষ রুবল বেড়েছে। কথাটা ঠিক নয়। এতে আসলে যোগ করা হয়েছে ১·৮ কোটি রুবল। কেননা এই হিসাবে ধরা উচিত অনগ্রসর জাতিগুলির জন্য বরাদ্দকৃত ৫০ লক্ষ রুবলের মধ্য থেকে ৩৫ লক্ষ রুবল, ধরা উচিত শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির জন্য দেয় ভর্তুকি। এভাবেই আমরা ১·৮ কোটি রুবল পেয়েছি। সবমিলিয়ে সমগ্র ইউনিয়নের পুরো বাজেট, কেন্দ্রীয় বাজেট, গত বছর ছিল ৮·৫ কোটি রুবলের। এই বছরের অঙ্কটি হল ১৪ কোটি রুবল।

আমরা যদি এই গতিতে এগিয়ে যেতে থাকি তাহলে অচিরেই সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারব। অবশ্য অর্থবিষয়ক জনকমিশারিয়েত (৫) আমাদের বলছে: আগামী বছরের জন্য আপনাদের ১০ শতাংশ বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিতে পারি। কিন্তু আমরা এতে আমল দিই নি। কেননা, অর্থবিষয়ক জনকমিশারিয়েতের কাজ তো অর্থ কমান ছাড়া আর কিছু নয়। যদি কমিশারিয়েত বলে ১ কোটি, আমরা মনে মনে বলি ৩ বা ৪ কোটির কমে রফা হবার নয়।

কমরেডগণ, স্থানীয় তহবিলগুলির ব্যাপারে পরিস্থিতি আরও উৎসাহজনক, অবশ্য যদি অর্থবিষয়ক জনকমিশারিয়েতের হিসাব আমরা বিশ্বাস করি। তাদের এই প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই বাহুল্যহীন। গতবারের প্রতিশ্রুতি ছিল ৮ কোটিরও বেশি, কিন্তু আসল ঘটনা হল পুরো সোভিয়েত ইউনিয়নে যথার্থ অঙ্কে বরাদ্দ হয়েছিল ৬·২ কোটি। এবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ২৪ কোটি। কিন্তু অতিনৈরাশ্যবাদী হিসাবেই ধরে নেওয়া ভাল হবে যে গতবারের তুলনায় আসলে কমই আমরা পাব, হিসেবী লোকের

মতো বলব — ১৮ কোটি। তাহলেও তো আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি। তাই এই সবগুলি যোগ করলে দেখা যাবে যে গত বছর আমরা পেয়েছিলাম ১৪·৭ কোটি, এবার টিকে থাকার জন্য পাচ্ছি ৩২ কোটি।

একইসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বর্তমানের স্লোগান হল — অটলভাবে, নির্দিষ্টভাবে এবং দূরভবিষ্যতের জন্য — 'গ্রামের দিকে যাবতীয় মনোযোগ'। এই সম্পদের বড় একটা অংশই যাবে স্পষ্টতই ওদিকে, গাঁয়ের দিকে, গাঁয়ে কাজের জন্য। তখন মূল কাজটি শুরু করার ব্যাপারে হয়ত আমরা সমবেত উদ্যাগ নিতে পারব।

সর্বজনীন বাধ্যতামূলক পড়াশোনাকে অবশ্যই আমাদের বাস্তবায়িত করতে হবে। আসলে আমাদের শিশুদের কতজন এখন স্কুলে যাচ্ছে? কোন কোন জায়গায় হারটি বিশের নিচে, কিন্তু গড়পড়তা ৫০ (হয়ত বা পঞ্চাশের চেয়েও কিছুটা বেশি)। স্কুলের সংখ্যা আমাদের দ্বিগুণ করতে হবে। আমাদের প্রয়োজন আড়াই লক্ষ শিক্ষক। কিংবা আরও বেশি। এটা কেন,° আপনারাই দেখবেন। এটা করা কি এখন সম্ভব বা সম্ভবপর নয়? অংশত, বন্ধুগণ, কেবল অংশত। কেননা জালের মতো ছড়ান আমাদের বর্তমান স্কুলগুলি তো অনেক ব্যাপারেই ঝাঁঝরা হয়ে আছে, অথবা পচা উপাদানে তৈরি এবং সহজেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। বিদ্যমান স্কুলগুলিকে মজবুত করার পরই শুধু সম্প্রসারণের কথা ভাবা চলে।

তবে যেসব এলাকায় কৃষকরা নিজেরাই স্কুল তৈরি করতে চায় সেখানে অবশ্যই সেইগুলি তৈরি হবে। জনশিক্ষা কমিশারিয়েতে নিরন্তর দরখাস্তকারীর স্রোত আসছে, তারা বলছে: 'আমরা স্কুল গড়তে চাই, আমরা কাঠ দেব, শ্রম দেব, শিক্ষকের বেতনের ব্যবস্থা করব, কিন্তু আমাদের এটা নেই, ওটা নেই।' দৃষ্টান্ত হিসাবে কিছুদিন আগের একটি ঘটনা বলছি। কুর্স্ক জেলা থেকে জনৈক°দরখাস্তকারী আসেন, ৪০০ রুবল ঋণ তাঁর চাই। 'আর এই ব্যাপারে যতটুকু বলতে পারি তা হল ইতিমধ্যেই আমরা একটি বিশেষ ক্ষেতে ফসল বুনেছি আর সেখান থেকে এই অঙ্কের ফসল উঠে আসবে। ফসল পাকলেই আপনাদের ঋণ শোধ করব।' তারা জেলা শিক্ষাদপ্তরে, প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে ঋণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। না, তাদের বলা হয়েছে আমাদের ৪০০ রুবল নেই। এই কমরেডটি, এমন কি একটি কাগজ দেখিয়েছেন যাতে জনৈক ঊর্ধ্বতন প্রাদেশিক কর্মচারী স্কুল তৈরির

জন্য ১০টি তক্তা মঞ্জুর করেছে। আর এই পর্যায়ের অধস্তন দপ্তরগুলির উত্তর হল: কোন তক্তা মজুদ নেই।

তাই এইসব কমরেডরা আমাদের কাছেই আসেন। অবশ্য আমাদের এই ধরনের কোন সঙ্গতি নেই। আমরা তো ব্যাংক নই। আমরা ঋণমঞ্জুর করতে পারি না। কিন্তু যা হোক আমি সেই ৪০০ রুবল পাওয়ার একটা ব্যবস্থা করি। কেননা সামান্য কয়েকটা রুবলের জন্য কৃষকদের সদিচ্ছা আহত হতে দেখাটা খুবই কষ্টকর বৈকি।

স্থানীয়ভাবে তাহলে যথাসম্ভব বেশি কলাকৌশল খাটানই উচিত। মধ্যপথেই কৃষকদের মোকাবিলা করা আমাদের উচিত। অন্যথা, তারা নিজেদের মধ্যে সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ আলাপ-আলোচনা চালাবে। আমরাও সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যখন আমাদের তরুণ-তরুণীদের ছ'-সাত কিলোমিটার দূরের স্কুলে ছুটতে হবে না, তারা নিজেদের গাঁয়ের স্কুলেই পড়বে। যতক্ষণ নির্মাণের এই আকাঙ্ক্ষা থাকবে, যতক্ষণ প্রদেশগুলির কাজটি করার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য থাকবে আমরা ততক্ষণ নির্মাণ-পরিকল্পনায় বাধা দেব না।

কিন্তু স্কুলগুলির অবস্থাটা বারেক বিবেচনা করা যাক। স্কুলগুলি যাতে ছাদ ছাড়া, চুল্লি ছাড়া, রূপকথার ধ্বংসস্তূপের মতো দাঁড়িয়ে না থাকে সেইজন্য প্রয়োজনীয় মেরামত খরচার একটা হিসাব করে (কেননা, সমস্যাটি ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানানোর মতোই) আমরা দেখেছিলাম যে অংকটি ২·৫ কোটি রুবলের কাছাকাছি পৌঁছয়। বিদ্যমান স্কুলগুলিকে কোনক্রমে খাড়া করার জন্যই শুধু অর্থটি প্রয়োজন। আমরা ব্যাপারটা সর্ব-রাশিয়া কার্যনির্বাহী কমিটির নজরে এনেছিলাম এবং আগামী বছর থেকে জনশিক্ষা কমিশারিয়েত আর প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগগুলির অধীনে একটি বিশেষ নির্মাণ-তহবিল গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। তহবিলটি মূলত মেরামতের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও আমার মনে হয় খোদ কৃষকরা নিজেদের স্কুল তৈরির উদ্যোগ নিলে তা তাদের আগাম অর্থ যোগাতেও পারবে (৬)।

স্কুলবাড়িগুলি যথাযথ হওয়ার পরই আসে পাঠ্যবই ও সাজসরঞ্জামের সমস্যাগুলি। এমন কোন সমস্যা নেই? তবে সত্যিই কি নেই? রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা সংস্থার (৭) প্রতিবেদন পড়ুন: ২·৩ কোটির মতো পাঠ্যবই রয়েছে — মোটামুটি যতটা প্রয়োজন। বইবুভুক্ষু প্রায় সকল ছাত্রকেই আমরা এইসব বইপত্র দিতে পারতাম। কিন্তু বইগুলি কমিশারিয়েত বা প্রাদেশিক

শিক্ষাবিভাগগুলির গুদামেই রয়ে গেছে। এইগুলি নড়ছে না, কিংবা নড়লেও খুবই ধীরে।

এইগুলি হল রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিলের পরীক্ষিত নতুন পাঠ্যবই। কিন্তু গ্রামাঞ্চল পুরনো পাঠপুস্তকগুলিরই দখলে, আর আমাদের শিক্ষকদের বক্তব্য মোতাবেক ওখানে ওগুলিরই পুরোপুরি রাজত্ব। এইসব বইয়ের কাছ থেকে শিক্ষকদের রেহাই নেই। ওইসব বইই শিক্ষকদের চড়া, পুরনো স্বরে হুকুম করে — স্কুলে কী করা উচিত। বইগুলি সেকেলে, ছেঁড়া, পুরনো। এইগুলির জন্য কৃষককে দিতে হচ্ছে চড়া দাম, পুদ* হিসাবে দাম। (কথাটা সত্যি যে রাশিয়ার কোন কোন অংশে পাঠ্যবইয়ের দাম কয়েক পুদ ওজনের শস্যের সমান।) এটা এক বিরাট জগাখিচুড়ি। এর একটা ফয়সালা করা সবারই দায়িত্ব। শিক্ষক-প্রতিনিধিরা আমাকে বলেছেন: 'রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা সংস্থার জিনিসগুলি খারাপ, সমবায়গুলি ওদিকে তেমন নজর দেয় না, ব্যাপারটা শিক্ষকদের হাতে ন্যস্ত করুন।

'এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় শিক্ষাকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির (৮) বিশেষভাবে উচিত হবে বই-প্রকাশনা শুরু করা, যেভাবে তা এখন সাফল্যের সঙ্গে বইবিক্রির কাজটি চালাচ্ছে। সম্ভবত এই ব্যবসায় প্রাদেশিক ও জেলা শিক্ষাদপ্তরগুলি এবং মহকুমার কার্যরত শিক্ষাকর্মীদেরও অবশ্যই জড়ান উচিত, কেননা পাঠ্যবই তো রয়েছে আর এইগুলি মহার্ঘও নয়, অথচ বইগুলি মোটেই নড়ছে না। এইগুলিকে অবশ্যই নাড়াতে হবে। যেখানে দামটা চড়া সেখানে দাম কমানোর জন্য সবকিছুই করা উচিত। কেননা, শিশুদের হাতে পাঠ্যবই পেঁছিনোর ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থ হলে চলবে না, যাদের শিক্ষাকে আমরা সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য বলে উল্লেখ করে থাকি।

পাঠ্যবই নিয়ে চিন্তাভাবনা, লেখা ও ছাপান কোন সমস্যা নয়। এটা নিয়ে ভাবনা, লেখা, ছাপান শেষ হয়ে গেছে। বইগুলি এখন তাকেই পড়ে আছে — নেই কেবল স্কুলে। এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটার একটা সুরাহা চাই। নতুন পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে আসে নতুন নতুন পদ্ধতি। এই সম্পর্কে বিশেষভাবে বলবেন ন. ক. ক্রুপ্‌স্কায়া (৯), তাই আমি এসম্পর্কে নিশ্চুপ

---

* এক পুদ — ১৬ কিলোগ্রাম। — সম্পাঃ

থাকছি। খুবই স্পষ্ট যে কাজটি হল আমাদের মূল দায়িত্বগুলিরই অন্যতম।

স্কুলের যে-ধরনের লেখাপড়াকে আগে যথেষ্ট মনে করা হত, আমরা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমাদের প্রাণবন্ত একটি স্কুলের পথ খুঁজতে হবে। শিক্ষকদের সঙ্গে এক আলোচনাসভায় আমাকে বলা হয়েছিল যে কৃষকরা নতুন স্কুল নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা বলে যে পুরনো স্কুল বর্ণপরিচয় শেখাত। কিন্তু এখন ছেলে বাড়ি ফিরলে তাকে জিজ্ঞেস করুন: 'কী শিখেছিস — লিখতে, পড়তে, অঙ্ক কষতে?' দেখবেন, সে তেমন কিছু পড়তে, লিখতে শেখে নি। 'কী শিখেছিস' — এই প্রশ্নের জবাবে সে বলে: 'আমরা শিক্ষাভিযানে যাই, মডেল বানাই, ছবি আঁকি।' কৃষকরা এতে মোটেই খুশি নয়।

আমার মনে হয় ব্যাপরটা ইতিমধ্যেই পুরনো হয়ে গেছে। মনে পড়ছে ১৯১৯ সালে কস্ত্রমা জেলার এক গাঁয়ের জনৈক কৃষকের নালিশের কথা। সে বলেছিল, তাদের শিক্ষিকা মূর্তি বানায়, গান গায় আর কিছুই করে না। আমরা স্কুলে শিশুদের লিখতে, পড়তে শেখাই না, আমাদের বর্ণপরিচয় নেই, তবে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি আছে — অবশ্যই এইগুলি আমাদের স্কুলের নতুনত্ব নয় (১০)। স্কুলকে কৃষকদের পক্ষে বোধগম্য করে তোলাটাই হল স্কুল ও নতুন পদ্ধতির প্রাথমিক কর্তব্য।

বর্তমানে স্কুলকে কৃষকদের কাছে বোধগম্য করে তোলাটা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা, কৃষক চায়, আমরা তার ক্ষুদে সন্তানটিকে কুসংস্কারের কাছে নত হওয়ার শিক্ষা দেই... অর্থাৎ তাকে ঈশ্বর ও মানুষকে ভয় করতে শেখাই। একজন কৃষকের কথা আমার মনে পড়ে। সত্যি, সে ছিল জোতদার ধরনের কৃষক (তখনকার দিনে নিজস্ব ছোট চিনি-কারখানার মালিক), আমার কাছে নালিশ করেছিল যে, তারা শুধু স্কুল থেকে আইকনগুলিই সরায় নি, বাইবেল পড়ানই বন্ধ করে নি, তার ছেলে ভানিউশ্‌কা-কে কানমলা দিলে সে তাকে শুনিয়ে দিয়েছে যে সোভিয়েতরাজের নিয়মে কাউকে মারধর করাটা নিষিদ্ধ। আর এটা ছিল স্কুলেরই প্রভাব। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে আমরা স্কুলকে কৃষকের ঘনিষ্ঠ করতে পারি না। শিশুদের মারধর করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমাদের স্কুলকে অবশ্যই এমনভাবে কৃষকের ঘনিষ্ঠ করতে হবে যাতে সে আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যগুলি বুঝতে পারে। আমরা স্কুলকে অবশ্যই তার

কাছে পৌঁছাব যাতে সে, ওই বুদ্ধিমান গেঁয়ো মানুষটি বোঝে ও দেখে যে স্কুল অভিজ্ঞ কৃষককে ভালই প্রশিক্ষণ দেয়। কিন্তু কোন ছেলে খারাপ লেখাপড়া শিখলে কোন পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিই স্কুলকে বাঁচাতে পারবে না।

স্কুল তার লক্ষ্য হিসাবে একদিকে ফলপ্রসূ সাক্ষরতার কাজ চালিয়ে যাবে — যা আশু সহজলক্ষ্য হবে, যা দ্রুত সরলভাবে ভালভাবে স্কুলে লেখাপড়া শেখাবে। অতঃপর স্কুল অবশ্যই কৃষিবিদ্যার মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেবে এবং এইভাবে নিজে কৃষিকার্যের সহায়ক হয়ে উঠবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বুর্জোয়া সুইজারল্যাণ্ডের এক বাগানীর কথা বলছি। আমার এই প্রতিবেশীটি আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর ছোট ছেলেটি স্কুল থেকে বাড়ি আসত এবং চাষাবাদ সম্পর্কে তাঁকে মূল্যবান পরামর্শ দিত। এখানে কৃষকদের চাষাবাদের মান নীচু বিধায় কারও পক্ষে অঢেল পরামর্শ দেয়ার কতই না সুযোগ রয়েছে। আর কৃষিবিদ্যা স্কুলের মাধ্যমে আমাদের কৃষি-অর্থনীতিকে সাহায্য যোগান যেতে পারে, শিশুদের মাধ্যমে রুগ্ন গরুর চিকিৎসা শিখিয়ে, শাক-সবজি চাষপ্রণালীর তথ্যাদি দিয়ে ওদের মাধ্যমে একে সহায়তা দেয়া চলে। প্রতিটি স্কুল এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে যাতে ডিমের কাছ থেকে মুরগির শিক্ষালাভ ঘটে।

কৃষক যখন দেখবে যে স্কুলের মাধ্যমে সে চাষাবাদের ব্যাপারে মূল্যবান তথ্যাদি পাচ্ছে তখন সে অবশ্যই স্কুলকে সম্মান দেখাবে।

স্কুলকে কেবল কৃষিবিদ্যায় জায়মান কৃষকপ্রজন্মের সচেতনার স্তরোন্নয়নের হাতিয়ার বানানোই নয়, সকলের, বয়স্ক কৃষকদেরও সচেতনার সাধারণ স্তরোন্নয়নের হাতিয়ার বানাতে হবে। জালের মতো ছড়ান ব্যাপক খামারের দেশ আমেরিকায় ইতিমধ্যেই কাজটা করা হচ্ছে। গত কৃষিসম্মেলনে আমরা ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বসহকারে উপস্থিত করি।

এখন যা প্রয়োজন: কৃষিকলেজ, কৃষিসংক্রান্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেদের আওতায় একটি করে নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্ব নেবে, মাধ্যমিক স্কুল থেকে শিক্ষক ও ছাত্রদের একত্র করবে, এদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষক তৈরি করবে এবং এই শেষোক্তরা অতঃপর বিভিন্ন স্কুলে যাবে ও প্রশিক্ষণ দেবে। কৃষিবিদ্যার মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি বিদ্যায়তনের থাকবে দেখাশোনার মতো নিজস্ব এলাকা। এর মূল ইউনিট হবে গ্রামীণ শিক্ষক। তাকে জানতে হবে মৌমাছি পালন ও বাগানবিদ্যা, চাষাবাদের কোন-না-

কোন শাখা,যাতে সে শিশুদের বিশেষ ক্লাস ও সংগঠনের মাধ্যমে দিনে দিনে ও মাসে মাসে কৃষি-অর্থনীতির কোন-না-কোন দিকে কিছুটা উন্নতি ঘটাতে পারে।

আমেরিকায় সন্তানদের মাধ্যমেই খামারীদের শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে, আর এইসব খামারের এতটা উন্নতি ঘটেছে যা আমাদের কৃষকদের আয়ত্তসাধ্য নয়। আমাদের কৃষকদের অবশ্যই শিক্ষাদান প্রয়োজন। এদের চাষাবাদের মান খুবই নিচু। অদূরভবিষ্যতেই অন্তত কয়েকটি এলাকায় অবশ্যই কাজটা বাস্তবায়িত করতে হবে। এই হল স্কুল পুনর্গঠন।

কেউ যেন না ভাবেন যে আমি রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিলের পাঠ্যক্রম বা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির বিরোধী। পক্ষান্তরে, আমি দুটিরই পুরোপুরি পক্ষে। এইগুলি তো সত্যিকার শ্রম-স্কুল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, খাঁটি কমিউনিস্ট স্কুল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক অগ্রপদক্ষেপ, উল্লেখ্য অগ্রপদক্ষেপ বটে। কিন্তু পদ্ধতিগুলি এমনভাবে উদ্ভাবন করা চাই, শিক্ষকদের এমন ধরনের নির্দেশ যোগান চাই, যাতে তা নিজেকে ছাপিয়ে না যায়। আর এমনটি ঘটেও। শিক্ষক বিব্রত হয়ে কাউন্সিলের পাঠ্যক্রম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন আর ইতিমধ্যে শিশুরা অশিক্ষিত অবস্থায়ই বড় হচ্ছে। এটা চলতে দেয়া যায় না। প্রণালীগত নির্দেশ ও সত্যিকার কাজের সম্ভাবনার মধ্যে সমন্বয়ের একটা সংযোগ আমাদের গড়তেই হবে।

কোন পথে কৃৎকৌশলগত জ্ঞানার্জন সম্ভব — এমন প্রশ্ন আমাদের প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়: 'পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির অরণ্যের মধ্য দিয়ে আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছি, কৃৎকৌশল দক্ষতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি।' এটা হওয়া উচিত নয়। এখানে একটি সাধারণ পরিমাপ থাকা চাই, যেমন: কৃষকরা যে-স্কুলকে শ্রদ্ধা করে সেটাই ভাল স্কুল। কিন্তু কাজটা করতে হবে সুবিধা দিয়ে, ধর্মের সঙ্গে আপস করে বা নিয়মানুবর্তিতার মান কমিয়ে নয়, বরং এমন কাজ করে যাতে কৃষক বলে: 'তাঁরা স্কুলে বাচ্চাদের দরকারী জিনিসগুলিই পড়াচ্ছেন, যা ওদের জানা প্রয়োজন সেইগুলিই পড়াচ্ছেন।' ঠিক এথেকেই বোঝা যাবে যে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি আর কাউন্সিলের পাঠ্যসূচি নির্ভুল। কেননা, স্কুলে প্রাণসঞ্চার ও স্কুলকে যথাসম্ভব জীবনঘনিষ্ঠ করার জন্যই এইগুলি পরিকল্পিত।

এবার শিক্ষকসমাজের বৈষয়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা বলা

দরকার। বলাই বাহুল্য যে, তাঁরা যতটাই আত্মোৎসর্গিত হন না কেন (অত্যন্ত আত্মোৎসর্গিত তো বটেই), তবু বৈষয়িক পরিস্থিতি একটা থাকবেই। এখানে বলা হয়েছে... তা হল একটি ভিত যার উপর আমরা দাঁড়াতে পারি। টলে গেলে সবকিছুই উল্টে যাবে। বৈষয়িক নিরাপত্তা ব্যতিরেকে কারও পক্ষেই কাজ করা সম্ভবপর নয়।

এইক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কী? এই বছরের জন্য বরাদ্দ ৭০ লক্ষ রুবলের সঙ্গে, অতিরিক্ত বরাদ্দের ৫০ লক্ষ সহ (স্থানীয় সংস্থান থেকে আরও দেয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে) শিক্ষকদের মাথাপিছু বাধ্যতামূলক দেয় (মাসিক) বেতন ২৮ রুবল পর্যন্ত আমরা বাড়িয়েছি। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে: 'অনেক প্রদেশেই এটি ইতিমধ্যেই আরও বেড়ে গেছে। আমরা যখন এর চেয়ে অনেক বেশিই পাচ্ছি তখন এই ২৮ রুবলের উপহারটি কীজন্য?' এটা ভুল, কেননা অর্থটি যাচ্ছে দরিদ্রতম প্রদেশগুলিতে। এই ১·২ কোটি রুবল দেয়া হলে কারও কারও অবস্থা কিছুটা ভাল হবে। একবার এই অতিরিক্ত অংকটা পেলে বেতন বাড়বে না, ওই ১·২ কোটি কোনই উন্নতি ঘটাবে না — এটা একেবারেই অসম্ভব। এমনটি হয় না। কিন্তু ওই ১·২ কোটি কি আসার পথে? এটা কি আপনাদের কাছে পৌঁছবে? স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কি এটি অন্যান্য খাতে খরচ করে ফেলবে না? অর্থটা কি কোন ছদ্মবেশে মোড়ে আর শিক্ষকসমাজের জন্য এমন কি অপমানজনক রূপেও ভিন্নখাতে পাচার করা হবে না? আমরা বলি: 'আমরা এতদ্দ্বারা ১·২ কোটি রুবল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দিলাম। আপনারা নিজেদের তহবিল থেকে এতে আরও ৩৫ লক্ষ যোগ করুন আর গড়পড়তা বেতন ২৮ রুবল পর্যন্ত বাড়ান।' এবং কী সাড়া আমরা পেয়েছি? স্কুলের সংখ্যাহ্রাস।

অতিসম্প্রতি আমরা সারিৎসিন প্রদেশ থেকে একটি চরমপত্র পেয়েছি (সারিৎসিন এলাকার শিক্ষকরা এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁরা জানেন): 'আমাদের জন্য বাড়তি বরাদ্দ ও অনুদানের ব্যবস্থা করুন, অন্যথা স্কুলের সংখ্যা কমাতে বাধ্য হব।' অথচ এই ধরনের কাজ বহু বারই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আর সারিৎসিন প্রদেশ তো কোন একক ব্যতিক্রম নয়। আসলে যেসব জায়গায়ই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর নির্দেশ পৌঁছেছে সেখানেই ইতিমধ্যে অপ্রতুল হয়ে ওঠা স্কুলসংখ্যা থেকে তারা আরও স্কুল কমাচ্ছে।

কিংবা অন্যতর চালাকি: তারা ৭ মাসের জন্য শিক্ষকদের চাকরিতে বহাল রাখে, বাকি ৫ মাস কার্যবিরতি, ছুটি। যেমন খুশি থাক। ফলত এক অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখা দেয়: আপনারা পেতেন ১৫ রুবল, এখন পেতে পারেন ২৮ রুবল, কিন্তু ১২-র বদলে ৭ দিয়ে গুণ করে। এটা অপমানজনক। এটা জুয়াচুরি। এতে কেবল শিক্ষকরাই প্রবঞ্চিত হচ্ছেন না, কেন্দ্রীয় সরকারও। সে তা মোটেই চায় নি।

অথবা অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপান, একজন শিক্ষকের উপর দুর্ভার বোঝা চাপান। কেউ কেউ হয়ত বা শ'খানেক বা অনুরূপ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন, যা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। ক্রমবর্ধমান কাজের বোঝা চাপান হচ্ছে যার মোকাবিলা শিক্ষকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে আর বেতনবৃদ্ধির পুরোটাই অযথা নষ্ট হচ্ছে, কোনই ফল দিচ্ছে না। এখানে দুজন শিক্ষকের প্রয়োজন। ব্যাপারটি দিনের মতোই পরিষ্কার। কিন্তু, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার নাম নেই — যথাসাধ্য তালগোল পাকাও, পরের বছর আরও ২৫ জন ছাত্র আসবে। এইভাবে ব্যাপারটিকে এমন করে দেখান যায় যে স্কুলের সংখ্যা না বাড়িয়েও কৃষকদের চাহিদা মেটান যায়। এটা তো স্পষ্ট যে নতুন স্কুল তৈরি অসম্ভব হলে আমাদের শিক্ষকদের সংখ্যা অন্তত বাড়াতেই হবে। এছাড়া সংস্কারে কোনই সুফল ফলাবে না।

বিশেষ আইন অনুসারে সেজন্যই ইদানীং প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগ, শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শক দল (১১) ইত্যাদিকে শরিক করে গঠিত নিয়ন্ত্রণ কমিশনের উপর আইনের সত্যিকার প্রয়োগ পরীক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। এটা তাদের দায়িত্ব। আমরা, জনশিক্ষা কমিশারিয়েত চাই যে আপনারা শিক্ষাকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে ও সরাসরি আইনভঙ্গের ঘটনা আমাদের জানান, অর্থাৎ যাতে শিক্ষক নিজের স্বাভাবিক শিক্ষণ-কাজের জন্য সত্যিকার ২৮ রুবলের বারগুণ পান। কমিশন যদি ব্যাপারটা লক্ষ্য না করে, আমরা তাহলে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করব। আইন জারি করা হয়েছে কারও খেয়ালখুশি মেটানোর জন্য নয়, সংস্কৃতির রণাঙ্গনকে উন্নত স্তরে পৌঁছনোর জন্যই।

এইসব বৈষয়িক পরিস্থিতির সম্ভাব্য উন্নয়নের সঙ্গে রয়েছে পেনসন সংক্রান্ত নিয়মও (১২)।

তারপর, শিক্ষকের পদমর্যাদার ব্যাপারটির উপর ঐকান্তিক দৃষ্টি দেওয়া খুবই জরুরি। এখানে বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্টই বলা হয়েছে আর আমার কাছেও অঢেল তথ্য রয়েছে। আমি আশা করি ও আমি নিশ্চিত যে, এই তথ্যে শিক্ষকদেরও যথেষ্ট বাড়াবাড়ির ঘটনা রয়েছে (তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং বাড়িয়ে বলছেন) এবং প্রতিপক্ষের কথা শুনলে এর অনেকটাই নিরর্থক মনে হবে, ততটা খারাপ নয় মনে হবে। এই সবকিছু সত্য হলে তা খুবই মর্মঘাতী হবে। কিন্তু একাংশও সত্য হলে তা নিশ্চয়ই গুরুতর এবং কঠোরভাবে এর একটা স্থায়ী ফয়সালা করা প্রয়োজন।

ব্যাপারটা নিয়ে কী করা উচিত? আমি মনে করি এই কংগ্রেস নিজেই একটি শক্তিশালী প্রতিষেধক। এখানে সরকার ও পার্টির প্রতিনিধিরা রয়েছেন। তাঁরা কিছুক্ষণ আগেই উচ্চস্বরে শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধির কথা, তাঁকে শিল্পের প্রলেতারীয় শ্রমিকের সমানাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার কথা বলছিলেন। এখানে বলা হয়েছে যে শিক্ষক হলেন সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান কর্মী, কৃষকের সঙ্গে সত্যিকারভাবে কার্যকর মৈত্রীপ্রতিষ্ঠার তিনিই যোগসূত্র। সরকার, পার্টি বা যুব কমিউনিস্ট লীগের কোন প্রতিনিধি এটা স্বীকার না করলে ও মেনে না চললে কঠোরভাবে তাদের মোকাবিলার কথাও এখানে বলা হয়েছে। শিক্ষকের প্রতি অজ্ঞতাপ্রসূত লজ্জাকর কার্যকলাপ বন্ধের সম্পর্কেও এখানে কিছু কম বলা হয় নি।

কিন্তু প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখা চাই। এখানে শিক্ষাকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব অপরিসীম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে নিশ্চুপ রয়েছে: অঢেল শক্তি সত্ত্বেও যেন নিজের শক্তি সম্পর্কে সে অজ্ঞ। আমাদের দেশে ন্যায়বিচার নেই, যেকোন ভুঁইফোড় শিক্ষককে অপদস্থ করতে পারে — এটা সত্যি নয়। নতুন প্রজন্ম লালনে নিযুক্ত ব্যক্তির মর্যাদাহানি ঘটান সম্ভব এবং এইজন্য দোষী কোন ভুঁইফোড় কর্মচারীর শাস্তির কোন ব্যবস্থা নেই — এটাও সত্য নয়। এমন ঘটনা জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের নজরে আনা উচিত। আমরা ভবিষ্যতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশেষ দপ্তর গড়ে তুলব এবং সেটি অচিরেই আইনের উপর এইসব হামলার মোকাবিলা করবে। আর যেক্ষেত্রে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের আওতা সীমিত সেখানে আমরা যাব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও পার্টির কাছে, যাদের হাতটি ওই পর্যন্ত পৌঁছনোর পক্ষে যথেষ্টই দীর্ঘ।

কমরেডগণ, আমরা এখনো এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি (শিক্ষার সকল দিক পর্যাপ্ত উন্নতিসাধনের মুখে আসা সত্ত্বেও) যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় মাত্র ৫০ ভাগ শিশুকে আনা সম্ভবপর হয়েছে। আর অন্যরা?

আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণে সাফল্যের কথা বলি। কিন্তু আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই তো আবার নিরক্ষর হয়ে উঠছে। স্পষ্টতই এখানে সাহায্য অত্যাবশ্যক। যেদিন শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ও সর্বজনলভ্য হবে, সেই প্রত্যাশিত দিনটি এখনো কিছুটা দূরবর্তী বটে। কিন্তু তরুণ নিরক্ষরদের অব্যাহত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে দেয়া তো কিছুতেই চলে না।

সেজন্যই ন. ক. ক্রুপস্কায়া কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমার গভীর সমর্থন রয়েছে। কেউ মনে করবে যে আমরা আমাদের শিক্ষাদর্শ অবনমিত করছি এতে ভয় না পেয়ে এখনই সাধারণ স্কুলে স্থানলাভে ব্যর্থ সাবালকদের জন্য একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা — হতে পারে এক বছরের জন্য — গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া আমাদের উচিত। এই বছরই প্রথম আমরা এই ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ লক্ষ রুবলের একটি অনুদান পেয়েছি। অবশ্য এই অর্থে তেমন কিছু এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। আমাদের বিশ্বাস এতে স্থানীয় উৎস থেকে আশু তহবিল সংগৃহীত হতে থাকবে, যা সব সময়ই বেড়ে চলবে। তদুপরি এই বছর কেবল প্রথম পরীক্ষাটিই নিষ্পন্ন হবে। পরীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ বৈকি।

কিন্তু এই আইন চালু করার মুখে (১৩) আমরা, এমন কি, সরকারের সদস্যদের মুখ থেকেও বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন শুনছি। তারা বলে: আপনারা নিরক্ষরতা দূর করছেন কেন, ১০ লক্ষ ৩০ হাজার রুবল অতিরিক্ত পাওয়া সত্ত্বেও আরও অর্থ চান কেন? আপনারা একেবারে অর্থহীন কাজে হাত দিয়েছেন। বয়স্কদের লেখাপড়া শিখিয়ে কী লাভ? স্কুলের দিকে নজর দিন, সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসুন, তাহলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোন প্রয়োজন থাকবে না। এটা স্কুলেই দূর হবে।

এটা স্পষ্টতই একটি বিভ্রান্তি। আর আমাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন কমরেডরা প্রায়ই একই ভ্রান্তির পরিচয় দেন। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে অপেক্ষার

আর অবকাশ নেই। যারা ইতিহাস সৃষ্টি করছে, যাদের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল, সেই সাবালকদের কিছুতেই নিরক্ষর রাখা চলে না। আজকের শিশুরা বড় হওয়া অবধি অপেক্ষা করার মতো ব্যাপার এটা নয়। কাজটি এখনই শেষ করা চাই।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজের মধ্যে আমরা অনেকগুলি সাফল্যই অর্জন করেছি। কেননা আমরা শিক্ষা দিচ্ছি সৈন্যবাহিনীকে, ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত শ্রমিকদের, শহরবাসীদের, যুব কমিউনিস্ট লীগকে, সৈন্যবাহিনীতে অচিরে ভর্তেচ্ছু যুবকদের। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের দিকে, আমাদের তৈরি শর্তানুযায়ী যাদের বয়স যথেষ্ট বেশি তাদের দিকে এগোলেই তখনই কঠিন বাধা দেখা দেয়: কৃষকদের সময় নেই, কৃষকদের কোন উৎসাহ নেই।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের পুরনো পদ্ধতি — 'আলোদাতা' স্বস্থানে থাকবেন এবং কৃষকদের তাঁর কাছে আসতে হবে — ব্যবস্থাটি যে ভাল নয় এতে আমাদের সন্দেহ নেই। এখন আমরা নিরক্ষরদের ছোট ছোট দলের সঙ্গে, ক্ষেত্রবিশেষে আলাদাভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করতে চলেছি। সে আমাদের কাছে না এল বর্ণপরিচয়ের বই হাতে, আমরা নিজেরাই তার কাছে যাব। তদুপরি অল্পশিক্ষিতদের উপর দেওয়া চাই অত্যধিক মনোযোগ। তাদের দিতে হবে সাহিত্য, পড়ার মতো কিছু, বোঝাতে হবে যে বই পড়া একটি অপরিহার্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, পড়া ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন। এই কাজের জন্য যোগান চাই উপযুক্ত বইপত্র।

এইগুলি খুব বড় সমস্যা। আসলে সারা গ্রামাঞ্চলই তো অল্পশিক্ষিত। লেখা ও পড়ার জন্য যতটা শিক্ষা প্রয়োজন কোন কোন ক্ষেত্রে ততটা তাদের জানা থাকলেও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ওরা সত্যিই অকাট মূর্খ। আমরা তাদের উপরে উঠাব এবং কেবল তাদের শিশুদেরই নয়, বড়দেরও। এইক্ষেত্রে আমাদের কাজ হবে সংশ্লেষের মাধ্যমে, অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে একটি গ্রন্থিতে বাঁধা অবস্থায়। এই কাজের মধ্যগ্রন্থি হবে পল্লীপাঠকক্ষ (১৪)। গ্রামে পল্লীপাঠকক্ষ হবে এমন একটি জায়গা যেখান থেকে কৃষক পাবে তার প্রয়োজনীয় খবরগুলি, যেখানে সর্বসাধারণ্যে পড়া হবে আইন, ডিক্রি ও সংবাদপত্র, যেখান থেকে জানা যাবে স্থানীয় জীবনের স্পন্দন, যেখানে থাকবে একটি দেয়ালপত্রিকা, সেখান থেকে বই ধার নেয়া ও পড়া

যাবে, জায়গাটা হবে উপদেশ পাওয়ার, দেখাসাক্ষাতের। মাঝে মাঝে ওখানে নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতির বিষয় সম্পর্কে — স্বাস্থ্যরক্ষা, চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও থাকবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঠকক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটির অনেককিছুই জানা চাই: কৃষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান ও স্থানীয় প্রভাবশালী মহলগুলিকে সংহত করা — স্বাস্থ্যরক্ষা কর্মী, কৃষিমন্ত্রকের প্রতিনিধি, স্থানীয় কৃষক কমিটি, স্থানীয় সোভিয়েতের কর্মী, স্কুলে কর্মরত সবাই, পার্টি-শাখা, যুব কমিউনিস্ট লীগ — সবাইকে অবশ্যই পাঠকক্ষে টেনে আনা চাই।

পল্লীপাঠকক্ষকে অবশ্যই এমন একটি কেন্দ্র হতে হবে যা গ্রামে আলোদায়ী সবকিছুকেই কাছে টানবে এবং নিজেও সবকিছুর উপর আলোকপাতের উৎস হয়ে উঠবে।

কমরেডগণ, যুব কমিউনিস্ট লীগ সম্পর্কে আলাদা একটি প্রতিবেদন রাখা হবে, তবুও এই উল্লেখ্য ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি কিছু না বলে পারছি না। আমাকে বলতেই হবে যে, সামগ্রিকভাবে জনশিক্ষার ক্ষেত্র এবং বিশেষভাবে পল্লীশিক্ষার ব্যাপারে জনশিক্ষা কমিশারিয়েত অবশ্যই যুব কমিউনিস্ট লীগের কাছে সবিশেষ ঋণী। যুব কমিউনিস্ট লীগ কেবল যৌবনের উচ্ছলতা, আমাদের আয়ত্তাতীত প্রাণপ্রাচুর্যেরই নয়, আত্যন্তিক বাস্তববাদিতায়, প্রায় তৎক্ষণাৎ একটি কাজ বোঝা ও লক্ষ্য করা এবং ধীরেসুস্থে ও বাস্তবানুগভাবে তা সম্পাদনের ও এগিয়ে নেওয়ার ক্ষমতারও অধিকারী। এই দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আমরা শুধু লীগের কাছেই কৃতজ্ঞ নই, আমরা আমাদের যাবতীয় কাজে তার সঙ্গে যোগসূত্রও তৈরি করেছি। আমরা চাই যে খোদ জনশিক্ষা কমিশারিয়েত যেভাবে কাজটি করেছে, আমাদের সর্বনিম্ন শিক্ষাসংস্থাটি পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই তেমনি তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক।

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে লীগের কাজের মধ্যেও ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে — সেজন্য তাদের তারুণ্যই দায়ী এবং যেগুলি, এমন কি লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা এখনো এসম্পর্কে নিশ্চিত যে, কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার পর লীগের কার্যকলাপ আরও সুপরিকল্পিত ও সুপথগামী হবে। 'গাঁয়ের দিকে নজর দেয়ার' ব্যাপারে

লীগের ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। চাষীচক্র ও কৃষক যুবকদের জন্য স্কুলের জাল বিস্তারে লীগ আমাদের সাহায্য দিচ্ছে। কিছুটা ঝঞ্ঝাটে ধরনের দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলি বা গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান সাত বছর কোর্সের স্কুলগুলির বদলি হিসাবে গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতির অনুকূল সুপরীক্ষিত স্কুল তৈরির ব্যাপারে সে আমাদের সহায়তা যোগাচ্ছে, যেসব স্কুল থেকে জন্ম নেবে গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বা বুদ্ধিজীবী কৃষক, যারা কাজ করতে পারবে সোভিয়েতরাজের স্থানীয় সংগঠনগুলিতে, সমবায় ইত্যাদিতে, তারা হবে সত্যিকার শিক্ষিত কৃষক। কাজটি বিরাট বৈকি।

চার বছরের স্কুল থেকে — অসম্পূর্ণ চার বছরের স্কুলগুলির কথা আর নাই বা বললাম — কখনই এই ধরনের কিছু উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যথেষ্ট সংখ্যক কৃষিস্কুল তৈরির জন্য কাজ করে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য।

কিছু লোক আপত্তি জানিয়েছে: 'বিশেষ কৃষিস্কুল কেন? আপনারা কি কৃষকদের তাদের নিজস্ব সমাজের সীমানার মধ্যেই আটকে রাখতে চান? কৃষকরা কেন সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া শিখবে না?' এর কারণ — আমাদের কোন সাধারণ স্কুল নেই, বস্তুত হবারও নয়। মার্কস যে-স্কুলের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই সত্যিকার, পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী সুসংগঠিত শ্রমের উপর নির্ভরশীল স্কুল কেবল সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কার্যত বাস্তবায়িত হতে পারে, যা কলকারখানার ঘনিষ্ঠ ও তার জীবনের শরিক। তাই আমাদের 'মিল ও কারখানার শিক্ষানবিস স্কুল' যে গুরুত্বপূর্ণ তা শুধু আজকের শ্রমিকদের বদলি হিসাবে নতুন প্রজন্মের শ্রমিক গড়ে তুলছে বলেই নয়, নতুন প্রজন্ম এগুলিতে কৃৎকৌশলের ব্যাপারে অবশ্যই উচ্চমানের প্রশিক্ষণ পাবে এবং কমিউনিস্ট হিসাবে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে বলেও। কীভাবে আমাদের যাবতীয় স্কুলকে যাতে সত্যিকার মার্কসবাদী স্কুলে উন্নীত করা যায় তারই একটি মডেল এগুলিই যোগাবে। কারখানা স্কুলগুলিই সেই শুভ পরিবেশে রয়েছে যেখানে মার্কসবাদী স্কুল বাস্তবায়িত হতে পারে। সেজন্যই আমরা প্রলেতারিয়েতের জন্য কারখানার কাজের কর্মসূচিভুক্ত সাত বছরের স্কুল ও কারখানা স্কুল তৈরি করেছি।

জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রাংশ শুধু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে আর সর্বোত্তম পরিস্থিতিতে তা শেষ করবে। ন'বছরের স্কুল শেষ করার

একমাত্র যোগ্যতা লাভই সংখ্যাগুরুর নিয়তি হয়ে উঠবে। তারা যাবে কোথায়?

সত্যিকার জীবনের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে ওদের যাওয়ার কোনই জায়গা নেই, জীবনযুদ্ধের জন্য তারা প্রয়োজনীয় সাজসজ্জাহীন। এ কারণে, আমরা একটি জরুরি ও অতিগুরুত্বপূর্ণ সংস্কার চালু করছি যাতে দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলের শেষ দুটি শ্রেণীকে বৃত্তিশিক্ষা ধরনের স্কুলে রূপান্তরিত করা হবে। এতে কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয়েরও সুযোগ থাকবে। প্রচারকার্যের কর্মী, সমবায় আন্দোলনের কর্মী, 'নিরক্ষরতা দূরীকরণের' জন্য শিক্ষক, পল্লীপাঠকক্ষের কর্মচারী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে আমরা স্কুলগুলিকে পরিচালিত করছি। এইসব কাজের জন্য আমাদের কর্মী প্রয়োজন, কিন্তু এদের প্রস্তুতির জন্য উচ্চশিক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

একজন কৃষক কেন এই পথে যাবে? আমাদের এই স্কুলগুলি সেইসব শহুরে তরুণদের জন্য, যাদের অন্য কোথাও যাওয়ার পথ নেই।

পল্লী স্কুল হল এমন এক স্কুল যা গ্রামাঞ্চলে কাজের লোক যোগাবে। এই স্কুলের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল পাবে সাংস্কৃতিক কর্মী, যারা থাকবে গাঁয়ে। পল্লী স্কুল শেষ করে ছাত্ররা ঠিক দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল-পাশ ছাত্রদের মতোই উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা কারখানা স্কুলে যেতে পারবে। কেবল সেরা ছাত্ররাই, কোন বিষয়ে প্রতিভা বা প্রবণতা রয়েছে এমন ছাত্ররাই কেবল এই সুযোগ পাবে। এই স্কুলগুলি আত্যন্তিক ব্যয়বহুল এবং ব্যাপক হারে এইগুলির ব্যবস্থা অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভব বিধায় এখানেই কৃষিশিক্ষার্থী চক্র স্থান পাবে, যেখানে তরুণরা দেখাসাক্ষাৎ করবে, যেখানে যুব কমিউনিস্ট লীগের নেতৃত্বে ও একাজের জন্য লীগ যে সাংস্কৃতিক দলের ব্যবস্থা করতে পারে তার তত্ত্বাবধানে সামাজিক তাৎপর্যশীল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা চালাতে পারবে। আমি যতদূর জানি, এইসব কৃষিশিক্ষার্থী চক্র খুবই উন্নত এবং লীগবহিস্থ যুবকৃষকদের মধ্যে সাংগঠনিক দিক থেকে অত্যন্ত সম্ভাবনাশীল।

প্রাক্-স্কুল শিক্ষা সম্পর্কে আরেকটি কথা। বৈপ্লবিক উদ্দীপনার প্রভাবে শুরু হলেও দুঃখের বিষয় শেষপর্যন্ত তা কার্যত শূন্যাঙ্কেই থিতিয়ে পড়ে। আমি প্রাক্-স্কুল শিক্ষার সাধারণ তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু বলতে যাচ্ছি না। সাত বছর বয়সের আগে যে শিশুমন গঠন করা সহজতর, তা

সকলেরই জানা এবং শিক্ষাসম্পর্কিত উদ্যোগ ওখান থেকেই শুরু হওয়া দরকার। নার্সারি দিনের থেকে শুরু করে কিন্ডারগার্টেনে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে স্পষ্টতই মায়ের পক্ষে পরিস্থিতিটা সহজতর হয়ে ওঠে। এই লক্ষ্যে কাজ করা নারীজাতিকে আত্মবিকাশের সুযোগদানের এবং সমাজজীবনে শরিকানায় তাদের সহায়তা যোগানোরও সেরা পথ (১৫)।

এখানে গ্রামাঞ্চলের বিষয়টি সবিশেষ বিবেচ্য। কেননা, এখানেই আমরা কিষানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগসূত্রটি খুঁজে পেতে পারি — যারা সবচেয়ে অসুবিধাভোগী অর্ধাঙ্গিনী তথা মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার অর্ধাংশও বটে। তার শিশুদের যথাযথ যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে, শিশুমঙ্গলের আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারটির সুষ্ঠু সংগঠনের মাধ্যমে আমরা কিষানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি। কাজটা শুরু করা যেতে পারে খুবই প্রাথমিকভাবে, খেলাধুলা দিয়ে। এতে কিষানীকে সাহায্য করা হবে, তার পরিস্থিতি সহজতর হবে।

গত বছর যেসব ছাত্রদের সারা দেশে অনেকগুলি জায়গায় পাঠান হয়েছিল, তাদের প্রতিবেদন থেকে আমরা জানি যে কেবল শিশুদের জন্যই নয়, কৃষকদের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাদের কাজ কী চমৎকার সুফলই না ফলিয়েছে।

অদূর ভবিষ্যতে প্রাক্-স্কুল কর্মকান্ড উন্নয়ন শুরু করার জন্য সহায়-সম্বল ও প্রয়োজনীয় লোক সংগ্রহের ব্যাপারে চেষ্টা চালাব, খুঁজেও পাব। গ্রামাঞ্চল, যেখানে এর অবস্থা খুবই শোচনীয় অথচ কারখানা মহল্লাগুলির তুলনায় কিছুমাত্র কম প্রয়োজনীয় নয়, আর অভ্যন্তরীণ শহরমহল্লাগুলির চেয়ে অনেক বেশি দরকারী, যেখানে তা কিছুটা টিকে আছে — সেখানেই এটা শুরু করা প্রয়োজন।

পেশা হিসাবে শিক্ষকতার সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আমি আরও কয়েকটি কথা বলতে চাই, যেহেতু তা জ্ঞানবিস্তারের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার প্রতি আমি বিশেষভাবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

আমি আপনাদের বলতে চাই: শিক্ষক এমন এক ব্যক্তি, যিনি একটি নতুন জীবের নির্ভুল বিকাশ ও অগ্রগতি তদারক করেন, বস্তুত এই জীব দিয়েই গঠিত একটি সমাজ। শিক্ষক, যৌথভাবে শিক্ষকসমাজ, কার্যত একটি নতুন প্রজন্মের যথাযথ বিকাশ তদারক করছেন। আর আমরা বলি:

এবং নতুন প্রজন্মই অশিক্ষা, অন্ধকার ও অজ্ঞতার মধ্যে শারীরিক দিক থেকে বিকলাঙ্গ, চেতনার দিক থেকে বিকলাঙ্গ, ভুলভাবে, বিকৃতভাবেই কেবল বড় হয়ে ওঠে না, এখানে, এই দেশে গ্রামাঞ্চলের সাবালক মানুষগুলি কৃষকসুলভ প্রজ্ঞা ও তিক্ত অভিজ্ঞতায় বিচক্ষণ হলেও বহু ব্যাপারে শিশুই থেকে যায়।

সামাজিক বিচারে কৃষকরা এক ধরনের শিশুরই সামিল। এদের বেড়ে ওঠা, বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। আর সামাজিক চেতনার ব্যাপারে কৃষকদের বিকশিত হতে হবে তাদের অধিকতর বিকশিত, অধিকতর সুসংগঠিত অগ্রজ, শ্রমিকদের প্রভাবের আওতায়। কিন্তু শ্রমিকরা তো সর্বত্র কৃষকদের সংস্পর্শে নেই। কৃষকের উপর শ্রমিকের প্রভাবের ফলশ্রুতির ব্যাপারটা প্রায়শই যথেষ্ট তর্কসাপেক্ষ, যথেষ্ট দূরের জিনিসও বটে।

কৃষকদের নিজেদের অবস্থার মধ্যে রেখে দিলে তারা যে সঠিকভাবে বেড়ে উঠবে, বিকশিত হবে, এমন কোন নজির দেখান চলে না। ওদেরও শিক্ষক চাই। অন্যথা তাদের বিকৃত হওয়া, ভুলপথে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু কেন?

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন অনেক বারই আমাদের বলেছেন, শিখিয়েছেন: কৃষক একটি দ্বৈতসত্তা। নিজের শ্রমের জন্য অত্যল্প প্রতিদানপ্রাপ্ত চাষী হিসাবে সে শ্রমিকের ভাই, সে শোষণের উপকরণ, সে মেহনতি মানুষ। কিন্তু বাজারে নিজের শ্রমফল বিক্রির ব্যাপারে সে হল ব্যবসায়ী। তার স্বভাবের একদিক তাকে প্রলেতারিয়েতের দিকে টানে, অন্যটি টানে বুর্জোয়ার দিকে। একজন কৃষক যতবেশি কাজ করে, যতকম ব্যবসা করে সে ততই বর্ণালীর শেষপ্রান্তে গরীব কৃষকের ঘনিষ্ঠ হয়, ততই বেশি তার পক্ষে আমাদের মিত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। কৃষক যতবেশি গ্রামীণ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে, তার মধ্যে কুলাক (১৬) ততই প্রকটিত হয়, এমন সব লক্ষ্যে সে আকৃষ্ট হয় যা প্রলেতারিয়েতের নির্ধারিত লক্ষ্যের সন্নিপাতী নাও হতে পারে। প্রসঙ্গত, কুলাকরা হল কৃষকদের মধ্যে উন্নততর, অধিকতর প্রভাবশালী অংশ, তারা তাদের নিজেদের জালে প্রলুব্ধ করে, নানা ধরনের চতুর যুক্তি ও আশ্বাস দিয়ে পুরো কৃষকসমাজকে তাদের দিকে টানে, অবশ্যই, পেটি-বুর্জোয়া উন্নয়নের পথে, ভুল পথে, যাকে প্রয়োজন হলে বিবিধ মনোহারী বাক্যজালে প্রচ্ছন্ন রাখা চলে...

অর্থাৎ, কৃষককে দুটি শক্তির মধ্যে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে একটি বাছাই করতে হয়। কৃষকের পক্ষে বুর্জোয়া বাছাইয়ের অর্থ হল নিজেকে ও তার সন্তানসন্ততিকে আরও কয়েক দশকের জন্য দাসত্ববন্দী রাখা। পক্ষান্তরে, শ্রমিকরা গ্রামাঞ্চলে কমিউনিজম এনেছে স্কুলের মাধ্যমে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে, পল্লীপাঠকক্ষের মাধ্যমে, সমবায়ের মাধ্যমে, পণ্যবিনিময়ের মাধ্যমে, 'অভিভাবক' হিসাবে কারখানার মাধ্যমে — এই কমিউনিজম হল মূলগতভাবে একটি নিগূঢ় কৃষক-আন্দোলন, কেননা, এই পথে কোথাও তা কৃষকদের প্রতি কোন ক্ষতিকর আচরণ করে না, কোনভাবেই তা গরীব ও মাঝারি কৃষকের স্বার্থবিরোধী হয়ে ওঠে না।

কমিউনিজম হল অর্থনীতির উচ্চতর ধরনের দিশারী, যেখানে থাকবে না কোন দরিদ্র এবং তা শুধু শহরে নয়, গাঁয়েও, যার অধীনে একক কৃষিঅর্থনীতি একটি পরিকল্পনা অনুসারে শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক ভাবে সামাজিক অর্থনীতিতে সম্প্রসারিত হবে, যাতে এখনকার জীবনযাত্রার তুলনায় সে অনেক অনেক বেশি মনুষ্যতুল্য জীবনযাপন করতে পারবে।

সেইজন্য কিছুকাল আগেও শিক্ষক এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে এই দুটি শক্তির মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। 'জনগণের শিক্ষকরা আমাদের সঙ্গে', বলাটা ছিল পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের একটি রঙের তাস আর ওই শিক্ষকরা সর্বান্তকরণে ছিলেন মূলত বিপ্লবী-সমাজতন্ত্রী (১৭)। পেটি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা বলেছিলেন যে, কৃষকরা হল সেই আদিশক্তি যা আমাদের ঘৃণা করবে ও দুনিয়ার মুখ থেকে সোভিয়েত শহরগুলির নিশানাই মুছে ফেলবে। এই বিপদ অবশ্য এখন কেটে গেছে। এটা এখন স্পষ্ট যে এইক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত জয়ী হয়েছে, প্রলেতারিয়েত শিক্ষককে সদর্থেই বন্দী করেছে, শিক্ষকরা নকল গ্রাম্য ভাবাদর্শীদের জালিয়াতি বুঝেছেন ও জ্ঞানের বার্তাবহ হিসাবে সাধারণ জ্ঞানপ্রচারের বদলে যে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে জ্ঞানপ্রচার করতে হবে যাতে একাই তা সত্যিকার আলো, কমিউনিজমের আলো হয়ে ওঠে, সেটাও উপলব্ধি করেছেন।

ঠিক এই অর্থেই একজন শিক্ষক কৃষকের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরির ক্ষেত্রে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু কৃষকের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরির ক্ষেত্রে তিনি কেবল একটি উপাত্তই

নন। আরও একটি বৃহৎ শক্তি রয়েছে যেখানে শিক্ষক ব্যতিরেকে যোগসূত্র তৈরি সম্ভবপর নয়, কেবল শিক্ষকই তার সঙ্গে আমাদেরকে, কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্ত করেন এবং যা ছাড়া তিনি, শিক্ষক এক তুচ্ছ ব্যক্তিমাত্র।

এই শক্তিটি কী? এটা হল ভাবী প্রজন্ম। সন্তানরা আমাদের পদাংক অনুসরণ না করলে আমাদের আদর্শের মৃত্যু ঘটবে। আর তারা অবশ্যই আমাদের পদাংক অনুসরণ করবে আমাদের চেয়ে আরও শিক্ষিত মানুষ হিসাবে। তারা শিক্ষা পাবে শিক্ষক, শিক্ষাদাতার কাছ থেকে, যাঁরা দাঁড়াবেন তরুণ শ্রমিক ও তরুণ কৃষকের পাশে — যারা এগিয়ে নেবে আমাদের আরব্ধ কর্ম।

জীবননদী বয়ে চলে, কেউ চলে যায়, অন্যেরা নবজীবনে প্রবেশ করে, নবাগতরা এই নদীজলের মালিন্যে সংক্রমিত হয়। শিশুরা, বলতে গেলে, বিগত প্রজন্মের যাবতীয় রোগে ব্যাধিগ্রস্ত হতে থাকে এবং পশ্চিমের স্কুলগুলিও ব্যাধিগ্রস্ত বটে। কিন্তু আমরা এই সংক্রমণের বিরুদ্ধে টীকা তৈরি করছি।

পক্ষান্তরে, সংস্কৃতির এই প্রাচীন, হাজার বছরের বর্ষীয়ান নদী বিপুল সুফল ফলিয়েছে। এই সুফলগুলি জায়মান প্রজন্মের মধ্যে ধীরেসুস্থে, যুক্তিসঙ্গতভাবে সংক্রমিত করতে হবে। বুর্জোয়ারা কী করত? তারা সত্য গোপন করত। তারা শিশুদের কাছে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম দিকগুলি সহজলভ্য করত না, শোষিত শ্রেণীর সন্তানসন্ততিদের কাছে তো অবশ্যই নয়।

শিক্ষক, আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থা, এখানে এক বিশাল পরিস্রাবকের মতো দাঁড়িয়ে, যার মধ্য দিয়ে নতুন জীবন প্রবাহিত হবে। যাকে বলা হয় জনশিক্ষা, তাকে তিনি বুর্জোয়া ও সামন্ত জঞ্জালগুলি থেকে পরিষ্কার করবেন, একে সমৃদ্ধ করবেন ওখানকার যাবতীয় সম্পদ দিয়ে, শতাব্দীগুলির যাবতীয় মহৎ উদ্ভাবন দিয়ে, বিজ্ঞানের অধুনাতম আবিষ্কারগুলি দিয়ে এবং বিশেষভাবে আমাদের সামাজিক কমিউনিস্ট বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি দিয়ে। এইভাবে তাঁর পক্ষে ঘটনাপ্রবাহের এক বিরাট দিকবদল ঘটান, এক বিশাল বিপ্লব ঘটান সম্ভবপর হবে। এই বিপ্লব হবে মানুষকে উন্নততর করার নামান্তর। এই কর্মশালা থেকে নির্গত মানুষগুলি হবে নতুন, শুদ্ধতর ও মহান আদলের জনগোষ্ঠী...

আমরা তো এখনো বাঁকা ও কুঁজো, নোংরা, হিংসুক ও অজ্ঞ। পুরনো

ব্যবস্থাই আমাদের এমনটি বানিয়েছে। কিন্তু নিজেদের বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন বিধায় আমরা ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে সুস্থ জীবনদানের জন্য এক বিপুল আয়োজন সম্পূর্ণ করেছি।

কে এই কাজ প্রধানত সমাধা করবে? নিশ্চয়ই শিক্ষক। এখানে একটি জিজ্ঞাস্য: এই মহান কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কি শিক্ষক নিজে প্রস্তুত? নিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে অন্যকে কীভাবে শিক্ষাদান সম্ভব? শিক্ষক কি এমন পূর্ণতার দিকে সামান্যতমও এগিয়েছেন এবং এমন উঁচু পর্যায়ের কর্তব্য সম্পাদনে তিনি কি সমর্থ?

অবশ্যই, কমরেডগণ, শিক্ষককে অবশ্যই স্বশিক্ষিত হতে হবে, তবে শিক্ষাদানের সঙ্গে তিনিও শিক্ষাগ্রহণ করবেন। যেহেতু তিনি কর্মে ও চিন্তায় মানুষের সেই অংশকে পুনর্শিক্ষিতকরণের বিপুল কর্মকাণ্ডে আত্মনিবেদিত, যা আমাদের রক্তপতাকার প্রভাবে এখন উদ্দীপ্ত, সেইজন্য তিনি তাঁর খোদ কাজের মাধ্যমেই প্রতিটি অতিক্রান্ত দিনে উজ্জ্বলতর, শুদ্ধতর হয়ে উঠবেন, নৈতিক দিক থেকে কমিউনিস্টের ঘনিষ্ঠতর হবেন এবং এমন এক ধরনের মানুষ হয়ে উঠার সমীপবর্তী হবেন, যে-মানুষটি তিনি না হতে পারলেও নিজের ছাত্রদের মধ্যে তা বাস্তবায়িত করবেন।

কমরেডগণ, এই হল আমাদের কালের শিক্ষকদের পেশা। সেজন্যই আপনাদের সামনে যে-সমৃদ্ধতম ও অনুপম কাজের সম্ভাবনা রয়েছে তাতে অনেকেই ঈর্ষিত হবে।

আমরা সবাই জানি যে বর্তমান পরিস্থিতিটি আপনাদের জন্য খুবই কঠিন। কিন্তু আজকাল তা কার জন্য কঠিন নয় বলুন? তবু এইসঙ্গে তা আনন্দঘনও, কেননা মানুষ কেবল শারীরিক উদ্বেগ আর যন্ত্রণার অবলম্বন নিয়েই বেঁচে থাকে না। আরব্ধ দায়িত্বপালনের অনুভবে, এবং এমন এক দায়িত্ব যা একাধারে বিরাট ও সারা দুনিয়ার ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, তাতে পুরো জীবন কতটা রূপান্তরিত হয়, আমরা তা জানি। এই অর্থে, বন্ধুগণ, শিক্ষক হওয়ার জন্য আপনারা নিজেদের অভিনন্দিত করতে পারেন, বিশেষত এই সময়ে, পরিবর্তনের এই তিক্ত তবু গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিতে শিক্ষক হওয়ার জন্য।

আপনারা যাঁরা নতুন মানুষের জন্য আশু লড়াইরত রয়েছেন, অল্প বয়সে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তাদের ভাল মানুষ তৈরি করছেন, তাঁরা

তো এই নতুন দুনিয়ায় অগ্রদূত। কিন্তু কাজটি কালক্ষয়ী। আপনারা এখন যাঁরা তরুণ, কাজটি শেষ হওয়ার আগেই তাঁরা হয়ত প্রৌঢ়ত্বে পেঁছবেন। এইসব অবশ্যই ঘটবে না আচমকা, কোন যাদুকাঠির ছোঁয়ায়, বা নতুন প্রণালীতে — তবু কাজটি আমাদের করতেই হবে!

অতএব, আমাদের নেতৃবৃন্দের ভাষায়, শিক্ষক হলেন কৃষকদের সঙ্গে আমাদের এক সুদৃঢ় যোগসূত্র এবং এইজন্য বর্তমানের নিশ্চায়ক। শিক্ষক হলেন ভাবী প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় যোগসূত্র এবং সেইজন্য আমাদের নিশ্চিত ভবিষ্যতের নিশ্চায়ক।

কমরেডগণ, এখানে উপবিষ্ট দু'হাজার শিক্ষক ছাড়াও আমাদের সারা ইউনিয়নের লক্ষ লক্ষ শিক্ষাকর্মী এখানকার কার্যসূচিটি মনোযোগ সহকারে শুনছেন। সমগ্র শিক্ষকসমাজে অবশ্যই এমন অনেকে আছেন যাঁরা অতীতমুখী, যাঁরা নিজেদের আহত মনে করেন, যাঁরা মনস্থির করতে পারেন নি বা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। তাই কেবল আমাদের পার্টি ও সরকারেরই পক্ষ থেকেই নয়, আমাদের সারা দেশে অনুরণিত আপনাদের কংগ্রেসের কণ্ঠস্বর থেকেও উচ্চারিত হোক: 'শিক্ষকবর্গ, মাথা উঁচু করে দাঁড়ান! উন্নতশির হোন, আপনাদের স্বীয় মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে অসম্ভব কঠিন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং নতুন সংস্কৃতি নির্মাণের মাধ্যমে আপনাদের প্রাপ্যস্বরূপ অসাধারণ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হোন!'

# সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক সূত্রাবলী

## ১। সমাজবিদ্যা এবং শিক্ষাতত্ত্বে এর তাৎপর্য

সমাজজীবনের তত্ত্ব রূপে সমাজবিদ্যা বস্তুত একটি পরীক্ষণীয় বিষয় হিসাবে জনশিক্ষাসমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

জনশিক্ষা — এর লক্ষ্য, ধরন, বিস্তার অবশ্যই সমাজব্যবস্থা, সাধারণ সামাজিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল এবং জনশিক্ষা সমগ্র সমাজসত্তার সঙ্গে কতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত — যার মধ্যে এর বিকাশ ও উপযোগিতা — মার্কসীয় সমাজবিদ্যা তা প্রতিপাদনে সমর্থ।

কিন্তু আমাদের কাছে, মার্কসবাদীদের কাছে, সমাজবিদ্যা কেবল নৈর্ব্যক্তিক, আরোহী বিজ্ঞান নয়, যা সমন্বয়কারী নীতির সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। আমাদের কাছে, মার্কসবাদীদের কাছে, তাত্ত্বিক সমাজবিদ্যা একটি অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার, আমাদের ফলিত সমাজবিদ্যার উৎসের এক সহযোগী বনিয়াদ। অন্যান্য যেকোন ক্ষেত্রের তুলনায় মার্কসের সেই উক্তিটি — অন্যেরা বহুভাবে জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আমরা তাকে বদলাতে এসেছি (১) — এখানেই সম্পূর্ণ অর্থবহ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বদা আমরা কেবল জনশিক্ষার অবস্থাই বিবৃত করব না, এর স্বাভাবিক মূলই কেবল সন্ধান করব না, আমরা জনশিক্ষার ওইসব ধরনগুলির, শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও ইচ্ছা প্রসূত শিক্ষা এবং নির্যাতিত জনগণের স্বার্থানুকূল শিক্ষার মধ্যে বিদ্যমান গভীর পার্থক্যগুলিও দেখাব।

আমরা নিজেদের জন্য এমন কি আরও সুদূরপ্রসারী একটি লক্ষ্যও নির্দিষ্ট করতে পারি। প্রলেতারিয়েতের সাধারণ কর্মসূচির (সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম), আমাদের সাধারণ ধারণার, প্রলেতারিয়েত যে-ব্যবস্থার জন্য লড়াই করছে তার অতুলনীয় সুবিধার এবং পরিশেষে এই লক্ষ্যে নির্ভুল অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের শিক্ষানীতির পূর্ণসাযুজ্যের ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, প্রলেতারিয়েতের বিশদীকৃত নতুন শিক্ষাতত্ত্ব পুরনো

তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে আর তা কেবল প্রলেতারিয়েতের স্বার্থানুকূল হওয়ার দৌলতেই নয়, সারা মানবজাতির অগ্রগতির স্বার্থানুকূল বলেও।

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্নিপাতের ক্ষেত্রে — গুরুত্বটা বিশেষত শিক্ষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশেষভাবে শিক্ষকদের জন্য — শ্রেণীলক্ষ্যের সঙ্গে সাধারণ মানবিক লক্ষ্যের সন্নিপাত সম্পর্কে মার্কস, লাসাল ও আমাদের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরা অতি স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন।

বুর্জোয়া শিক্ষাতত্ত্বের সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে সর্বদাই বিপ্লবী মার্কসবাদীরা ওগুলির স্বভাব ব্যাখ্যার মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখবেন না, সমালোচনা সহ সমাজতন্ত্রের নীতিজাত বিকল্প শিক্ষাতত্ত্বও উপস্থাপিত করবেন। ক্ষমতা দখলের পর কমিউনিস্টদের জন্য কাজটি একান্তই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাসীন সমাজবিদ অবশ্যই একজন রাষ্ট্রশাসক। সে অবশ্যই পুরনোর ধ্বংসকারী, নতুনের নির্মাতা। অবশ্যই সে একাধারে সংগ্রামী ও স্রষ্টা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের শিক্ষাসংক্রান্ত সমাজবিদ্যার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য খুবই স্পষ্ট। এটি সাধারণ নীতিসমূহের বিবৃতি থেকে অতি দ্রুত কার্যত বাস্তবায়িত হবে এবং এই কর্মকাণ্ডের আনুষঙ্গিক যাবতীয় অসুবিধাগুলিও বিবেচনা করবে আর মনে রাখবে যে একটি আঁচড়েই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটান যায় না, সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অন্তর্বর্তী ধরনগুলিই বেছে নেওয়া উচিত, বিবিধ শিক্ষাসংক্রান্ত ও বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলি এই অন্তর্বর্তী ধরনের সঙ্গে দ্রুত এঁটে যাওয়ার বদলে সাধারণ সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলবে।

## ২। সমন্বিত স্কুল — সোভিয়েত গণতন্ত্রের মূলনীতির প্রতিচ্ছবি

বুর্জোয়া একনায়কত্বের দেশগুলিতে জনশিক্ষার বিদ্যমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে নীতিগতভাবে কয়েকটি বর্গে স্কুলগুলির বিভাজন ও অল্পবিস্তর পুরোপুরিই সিঁড়ি অপসারণ, যাতে নিচের স্তর থেকে উপরের দিকে সম্ভাব্য ঊর্ধ্বগামিতা বন্ধ করা যায়। এটি কেবল অসমাজতান্ত্রিকই নয়, অগণতান্ত্রিকও বটে।

ঘোষিত অভিন্ন রাজনৈতিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি — গণতান্ত্রিক শব্দটি অবশ্যই উদ্ধারচিহ্নের মধ্যে — অন্তত সমান প্রতিভাসম্পন্ন সকল শিশুকে শিক্ষার সমানাধিকার দিতে বাধ্য। কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্র তো কল্পিত রাজনৈতিক সমানাধিকার ও সত্যিকার অর্থনৈতিক বৈষম্যে নিরন্তর অবক্ষয়িত, যা মার্কস স্পষ্টতই লক্ষ্য করেছিলেন (২)। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার স্কুলব্যবস্থার মধ্যে, এমন কি, স্কুলের যথার্থ কাঠামোর মধ্যেও আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের তুলনায় অর্থনৈতিক সাম্যের ফারাকের গভীরতা আরও অনেক বেশি সহজলক্ষ্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমন্বিত স্কুলের নীতি ঘোষণার ব্যাপারটি কেবল সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের স্বাভাবিক নীতিই নয়, গণতান্ত্রিক সংস্কারেরও এক শ্রেষ্ঠ কর্মকাণ্ড। সমন্বিত স্কুল, শিক্ষার অভিন্ন সুযোগ বস্তুত বুর্জোয়া বিপ্লবের শেষ গ্রন্থি এবং এইসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম গ্রন্থি — জমি জাতীয়করণ বা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের রাজনৈতিক সমানাধিকারের মতোই।

অবশ্য বলতে পারেন যে, এই সমন্বয়টি কেবল নীতিতেই বাস্তবায়িত। লেনিন দুষ্টুমি-ভরা হাসিতে প্রায়ই বলতেন যে, নীতিগতভাবে কিছু কার্যকর করা বা মেনে নেওয়ার অর্থ হল এটাকে কার্যকর বা বাস্তবায়ন করা অনেকটা পিছিয়ে দেয়া। এবং তাই। সাম্য হল কমিউনিজমের অন্যতম মূলনীতি। লেনিন-দত্ত সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞার্থ অনুসারে এতে সাম্য (সমান কাজের জন্য সমান মজুরি) প্রায় পুরোপুরিই বাস্তবায়িত হয় (৩)। কিন্তু আমরা, যারা সমাজতন্ত্রের পথযাত্রী, যেখানে শ্রমের উচ্চ তথা নানা ধরনের পারিশ্রমিক দেয়ার রীতি — কাজ বা শ্রমের মাধ্যমে সমাজে অবদান যোজনের জন্য সমাজ থেকে ভাতা পাওয়া প্রচলিত — সেখানে সত্যিকার অর্থনৈতিক সাম্যের বাহ্য অভিব্যক্তি থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে। তবে আমাদের কোন কোটিপতি নেই, আমাদের ব্যাপক সংখ্যক শোষকও নেই। কিন্তু, সম্পত্তির বৈষম্য, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে ততোধিক পার্থক্য এখনো খুবই বেশি। যেসব মূল বাধা মানুষকে আলাদা করে রেখেছে তন্মধ্যে শহর ও গ্রামের পার্থক্য হল একটি। গ্রামাঞ্চলের পক্ষে অনগ্রসরতা কাটিয়ে, বিশেষত সাংস্কৃতিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে, শহরের স্তরে পৌঁছতে এখনো অনেক দেরি।

এইসব একটি পরিস্থিতিতেই আমাদের পৌঁছে দেয়: নীতিগতভাবে সমন্বিত স্কুল ও শিক্ষার অভিন্ন সুযোগের স্বীকৃতি সত্ত্বেও (অন্তত অভিন্ন প্রতিভাধর শিশুর ক্ষেত্রে) কার্যত শহরের শিশু গ্রামের শিশুর চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করে। কোন গ্রামবাসীর তুলনায় প্রথমোক্তদের পক্ষে চার-বছরের স্কুল, সাত-বছরের অথবা ন' বছর ইত্যাদি স্কুল শেষ করা সহজতর। আমরা জানি যে, শহর ও গ্রাম উভয়তই, যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও গরীব ও অপেক্ষাকৃত ধনীদের মধ্যেকার শিক্ষাগত সুযোগের বৈষম্য ঘুচান যায় নি। কার্যত, গ্রামের গরীবদের ছেলেমেয়েরা, এমন কি প্রাথমিক স্কুলের চারটি শ্রেণীও উত্তীর্ণ হতে পারে না। কার্যত, দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলের পুরো পাঠ্যক্রম শেষ করার ঘটনা গরীবদের ক্ষেত্রে দৈবাৎই ঘটে, ইত্যাদি। কিন্তু এই ঘটনাটি লক্ষ্য করা আমাদের উচিত যে, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ছাত্রসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই শ্রমিক, কৃষক ও তাদের সন্তান। আমরা যদি টেকনিকাল কলেজ ও দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে শ্রেণীগত প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা আগের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখব যে, আমাদের দেশের দারিদ্র্য ও এর ফলজাত আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক অসাম্য সত্ত্বেও সকল পর্যায়ের স্কুলে জনগণের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

শিক্ষার সকল পর্যায়ে অভিন্ন প্রতিভাবান শিশুর জন্য অভিন্ন শিক্ষার অধিকার সম্বলিত সমন্বিত স্কুলের মান অবশ্যই আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচির নির্দিষ্ট মান হিসাবেই থাকবে। যেসব দেশ এই ধরনের স্কুল বাস্তবায়নে অর্থনৈতিকভাবে সমর্থ অথচ ভণ্ডামির জন্য এথেকে পরাঙ্মুখ, তারা এমন কি গণতান্ত্রিক পদবাচ্যও নয়। কিছু কিছু গণতন্ত্রী যারা আরও প্রাগ্রসর বা আরও ধূর্ত, ভালই বোঝে এবং এরিও মহাশয় দুই-দুইবার ফরাসী আইনসভায় সমন্বিত স্কুলের বিল উত্থাপন করেছেন (৪)। আমার সঙ্গে আলোচনার সময় এরিও বলেন যে, তিনি এই ধরনের সংস্কারকে গণতন্ত্রের একটি স্বাভাবিক অংশ হিসাবেই দেখেন। কিন্তু বুর্জোয়ারা এই ধরনের কোন ধারণাকেই আমল দিতে নারাজ। কারণ, এতে তাদের একটি সুযোগ — পূর্ণ শিক্ষালাভের সুযোগটি হারাতে হবে।

## ৩। মার্কসবাদীদের স্বীকৃত শ্রম-স্কুল

গণতান্ত্রিক সমাজজীবনের ক্ষেত্রে তার যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তগুলির মধ্য দিয়ে সমভাবে যা উত্তীর্ণ, তাকেই আমরা বলি শ্রম-স্কুল। সন্দেহ নেই, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রম-স্কুলের নীতি আসলে সমন্বিত স্কুলের নীতির চেয়ে বিশেষভাবে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে নিবিড়তর বন্ধনে জড়িত।

প্রথম আন্তর্জাতিকে শ্রম-স্কুলের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠাকল্প তাঁর প্রখ্যাত ব্যাখ্যায় মার্কস এমন কথা বলেন নি যা থেকে মনে হতে পারে যে, এই ধরনের স্কুল শ্রমিক শ্রেণীর জয়লাভের পরই প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভবপর ভেবেছেন, যেভাবে আদায় করা গেছে আট-ঘণ্টার কর্মদিন, অভিন্ন কাজের জন্য নরনারীর সমান মজুরি ও অন্যান্য দাবিদাওয়া (৫)।

মার্কসের ধারণার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা: উৎপাদনস্থলে সুসংগঠিত কারখানা স্কুল হল জনশিক্ষার আদর্শ ধরন।

এটা তৎক্ষণাৎ সহজলক্ষ্য হয়ে ওঠে যে, এই ধরনের জনশিক্ষা পুরোপুরি কারখানা বা শিল্পসংস্থার উপর নির্ভরশীল। মার্কসীয় শ্রম-স্কুলের নীতিগুলি একটি কৃষি স্কুলে স্থানান্তরিত করতে হলে স্কুলটির যন্ত্রীকৃত কৃষি-এলাকায় থাকার, অর্থাৎ শিল্পায়িত কৃষির পরিবেশে থাকার শর্তেই শুধু এটা সম্ভবপর হতে পারে। মার্কসের মতানুযায়ী শ্রম-স্কুল হল সুসংগঠিত শিল্প-স্কুল। আমাদের দেশের শিল্পায়নের ধাপে ধাপে মার্কস-কথিত ধরনের শ্রম-স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপকতর পরিবেশ অবশ্যই সৃষ্টি হবে।

কিন্তু একথা বাদ দিলেও আমাদের সামনে তো শিল্পায়িত দেশ রয়েছে। আমাদের সামনে আছে আমেরিকা, যে-দেশ বুর্জোয়া-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বহুদূর এগিয়েছে, তথাপি সেই দেশেও জনগণের শিল্প-শিক্ষা যে কেবল প্রলেতারিয়েতই বাস্তবায়িত করতে পারে একথা অবশ্যই অত্যুক্তি নয়। সকল শিশুর, যারা শ্রমিক শ্রেণীর নয় তাদেরও শিক্ষার, বলা যায় প্রলেতারিকরণের জন্য এমন এক বৃহৎ উদ্যোগ প্রয়োজন, যা বুর্জোয়া সরকারের পক্ষে উপলব্ধি করাও সম্ভবপর নয়। এই অর্থে মার্কসের শ্রম-স্কুল আসলে গণতান্ত্রিক শিল্প-স্কুলের একটি যুক্তিসিদ্ধ রূপই শুধু নয়, স্পষ্টতই যথার্থ একটি প্রলেতারীয় শিল্প-স্কুলও বটে। মার্কসের মতে তাঁর ধরনে

স্বীকৃত ও সংগঠিত শিল্পোৎপাদনের শিক্ষানবিসিতে একজন প্রলেতারিয়েত শিক্ষালাভ করলে অচিরেই সে লাইসিস ও কলেজে শিক্ষিত বুর্জোয়া সন্তানদের অতিক্রম করে যাবে (৬)।

অপেক্ষাকৃত কম শিল্পায়িত, অত্যন্ত অনগ্রসর কৃষি সহ এই দেশে আমরা কেবল কারখানা স্কুলেই বস্তুত মার্কসের স্কুলকে বাস্তবায়িত করতে পারি এবং কেবল সেখানেও তহবিলের ঘাটতি ও সম্পদের অভাবে সাধারণ ও রাজনৈতিক শিক্ষা সহ শারীরচর্চা প্রশিক্ষণ মারাত্মকভাবে কমাতে বাধ্য না হওয়ার নিরিখে। মার্কস এইগুলির উপর আত্যন্তিক গুরুত্বারোপ করেন। ইদানীং শিল্পসংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির মধ্যে কারখানা স্কুলগুলিকে এটা-ওটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চলতি চাহিদাপূরণের মুখ্য উপায় হিসাবে দেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমাদের এমন কি পলিটেকনিক স্কুলগুলি পর্যন্ত মার্কিনী ধরনের শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ স্কুলে পর্যবসিত হয়েছে।

এটা সহজলক্ষ্য যে, অন্যান্য স্কুল, অপ্রলেতারীয় শিশুদের জন্য শহরের স্কুল ও গ্রামের স্কুলগুলির জন্য — হোক প্রাথমিক স্কুল বা কৃষক যুবকদের স্কুল — আমরা সেখানে শিল্পকর্মের বিকল্প আনতে বাধ্য হয়েছি, অর্থাৎ কারিগরি বা কৃষি-অর্থনীতিভিত্তিক কাজ কিংবা প্রধান শিল্প এলাকা ও শিল্পায়িত কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষাসফর, অথবা উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক বা পাঠক্রমের ব্যবস্থা করেছি, যেগুলি সত্যিকার বাস্তবতার ভিত্তিতে ও এই লক্ষ্যে লিখিত যাতে এখানে বিদ্যমান খোদ শ্রমের গড়পড়তা নিম্নমাত্রার দক্ষতা থেকে উদ্ভূত বিরাট ফারাকটি যথাসম্ভব মৌখিক ব্যাখ্যা ও ছক্‌যন্ত্রাদির সাহায্যে পূরণ করা যায়। সারা দেশে খোদ শ্রমের মান যথেষ্ট উন্নত না হলে শ্রম-স্কুলের মতো একটি বিশিষ্ট স্কুলকে চাহিদানুযায়ী উচ্চ পর্যায়ে সংগঠিত করা যায় না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ এটা স্পষ্ট করে তোলে যে, সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে আমরা আমাদের স্কুলগুলিকে একটি সমন্বিত শ্রম-স্কুল বলতে পারি এবং সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্য লড়াই চালাতে আমরা বাধ্য রয়েছি, অবিকল সেইভাবে ও ঠিক ততটা, যতটা আমরা আমাদের অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে সমাজতান্ত্রিক বলতে পারি এবং একে পুরো সমাজতান্ত্রিক স্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্য লড়াইয়ে প্রস্তুত রয়েছি।

## ৪। সমাজজীবনে স্কুলের শরিকানা

সমাজজীবনে ও সমাজগ্রাহ্য শ্রমে স্কুলের শরিকানার আত্যন্তিক গুরুত্বের উপর লেনিন যথেষ্টই জোর দিয়েছিলেন এবং তা শ্রম-স্কুল হিসাবে পরিচিত স্কুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

এমন কি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দেশের শিশুদের পর্যন্ত কেবল পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে আটকে রাখার কোন সঙ্গত কারণ আমি দেখি না। কিন্তু স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিউয়ি, যিনি শ্রম-স্কুলের, বিশেষত সামাজিক স্কুলের সমর্থক, তিনি তাঁর 'আগামীদিনের স্কুল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এমন কি, আমেরিকায়ও এই পর্যায়ে সন্তোষজনক স্কুলের সংখ্যা আট থেকে ন'টির বেশি নেই (৭)।

যথাসম্ভব দ্রুত তরুণদের নিবিড় ও উচ্ছ্রিত সমাজজীবনে শরিক করার সুদূরপ্রসারী বাসনা সহ আমরা স্কুল ও প্রতিবেশের সমাবন্ধ ঘটানর উপর আত্যন্তিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমি বিষয়টি নিয়ে এখন আলোচনা করছি না। কিন্তু, আমি বলতে চাই যে, এটা কেবল জীবনে স্কুলের শরিকানার ব্যাপার নয়, যেন স্কুলের বাইরে জীবনের সঙ্গে জড়ান নৌকার গুন টেনে চলা এবং কখনই তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া। না, আমরা মনে করি, গ্রামাঞ্চলের, অনগ্রসর শহরের ও বড় বড় শহরের অনগ্রসর মানুষের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও অর্থনৈতিক জ্ঞান, কিছুটা রাজনৈতিক জ্ঞানেরও অভাবের প্রেক্ষিতে স্কুল গোড়া থেকেই এমন একটা অবস্থান নিতে পারে যা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে উদ্দীপনা যোগাবে, এতে অবদান রাখবে। এইজন্য আমেরিকার দিকে নজর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রফেসর তুলাইকভ কয়েক বছর আগে ওই দেশে গিয়েছিলেন এবং তাঁর লেখা থেকে আমরা জানি যে, ওখানে কৃষির ব্যাপারে স্কুলগুলি ইতিমধ্যে ওই ধারায়ও কাজ করছে (৮)। তরুণ কৃষকদের জন্য তৈরি আমাদের অর্থ-বুভুক্ষু স্কুলগুলির দিকে তাকান যথেষ্ট। বৈষয়িক সম্পদের দিক থেকে অত্যন্ত দরিদ্র এই স্কুলগুলি যুবক ও তরুণদের মধ্যে তাদের আশপাশের কৃষিকাজের উন্নতি ঘটানোর জন্য এক প্রবল শক্তিশালী কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। বৈষয়িক দারিদ্র্য সত্ত্বেও তরুণ কৃষকদের এই স্কুলগুলি নিজ নিজ এলাকায় কৃষিশিক্ষাকেন্দ্রের যোগ্যতার্জনের দিকেই সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলছে। আমি জনশিক্ষা

কমিশারিয়েতের অধীনস্থ কালুগা জেলার প্রথম পরীক্ষামূলক স্টেশন এবং সেখানকার আশপাশের গ্রামগুলিতে কৃষিকাজের নানাবিধ আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে ও সেখানে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে স্কুলগুলির অর্জিত সাফল্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি (৯)।

লেনিনের স্লোগানটি স্মরণীয়: লেখাপড়া শেখার সময়ও শিশু এবং তরুণরা সাধারণ সৃজনশীল কাজের শরিক হবে, অতি সরল ও সামান্যভাবে হলেও — এটা এখনো আমাদের জন্য এক বড় স্লোগান (১০)। বুর্জোয়ারা এটা কাজে লাগাতে পারত। কিন্তু তারা অন্য পথে চলেছে। তারা নিচু শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে সামাজিক উদ্দীপনা লালনে ভয় পায়, কারণ এইসঙ্গে বুর্জোয়া শাসনের যাথার্থ্যের সমালোচনার মানসিকতারও বিকাশ ঘটে।

## ৫। শ্রম-স্কুল শিক্ষার আধেয়ের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি

স্কুল-শিক্ষার অভ্যন্তরীণ আধেয় সম্পর্কে বলতে গেলে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াগুলি পুনরায় লক্ষণীয় হয়ে ওঠে: অর্থনৈতিকভাবে অত্যুন্নত একটি সমাজের কর্তৃত্বাভিলাষী শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়ারা অবশ্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অতিবৃহৎ অনেকগুলি সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সমাধান করতে বাধ্য এবং এতেই পুঁজিতন্ত্রের বিপুল সাফল্যের কারণটি নিহিত।

বুর্জোয়ারা বা তাদের নেতৃত্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে বিপুল উদ্ভাবন নিষ্পন্ন হয়েছে এবং ফলত মার্কিনী (অন্যান্য দেশে কিছুটা কম পরিমাণে) বুর্জোয়ারা যে বিপুল শক্তি হস্তগত করেছে, সেটা ভুলে যাওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্তই আহাম্মকির সামিল। অবশ্য বুর্জোয়া দেশগুলি থেকে, পশ্চিম থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। কারণ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও আনুষঙ্গিক বিপুল পরিমাণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা আজও তুলনামূলকভাবে অনেক নিচু পর্যায়ে রয়েছি।

কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বুর্জোয়া স্বার্থের সংঘাত না দেখা দিচ্ছে কেবল ততক্ষণই বুর্জোয়ারা সত্যিকার বিষয়গত পর্যায়ে এবং বিজয়ী সফল বিজ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে। সেজন্যই,

নির্ভুল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও এইগুলি থেকে ব্যাপক সাধারণীকৃত সিদ্ধান্তভিত্তিক বিজ্ঞান সমাজবিদ্যায় প্রবেশ করা মাত্রই বুর্জোয়ারা এমন একটি বৈজ্ঞানিক সমাজবিদ্যা থেকেও দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে। এই সত্যিকার, বৈজ্ঞানিক সমাজবিদ্যা, মার্কসবাদ দেখিয়েছে যে, পুঁজিতন্ত্র একটি ক্ষণস্থায়ী প্রক্রিয়া, এটি পুঁজিতন্ত্রের মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়েছে, প্রলেতারিয়েতের জয়লাভের অনিবার্যতার কথা জানিয়েছে ও পরবর্তীকালের অসম্ভব উর্বর ফলশ্রুতির নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করেছে। এমন একটি বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়া বুর্জোয়ার পক্ষে অসম্ভব বৈকি। সে মার্কসবাদ প্রত্যাখ্যান করে। সে এক দঙ্গল দালাল বা অর্ধদালাল প্রফেসরকে ডেকে এনে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লাগিয়েছে যাদের সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে হবে। তদুপরি: নতুন সমাজবিদ্যা তৎক্ষণাৎ প্রলেতারিয়েত বিজ্ঞান হয়ে উঠায় এবং ভবিষ্যৎ যেহেতু প্রলেতারিয়েতের হাতে, সেইজন্য এই সমাজবিদ্যার ভয়ে বুর্জোয়ারা অতি দ্রুত জীববিদ্যার অনেকগুলি অধ্যায়, জ্ঞান-তত্ত্ব, সাধারণ দর্শনের শর্ত ও সিদ্ধান্তসমূহে পুনর্বিবেচনা সহ সর্বত্রই বিকৃতি ঘটাতে শুরু করে এবং ফলত বিজ্ঞানের এই প্রধান শাখাগুলিতে উল্লেখ্য মাত্রায় বিষক্রিয়া ও বিকৃতি সংক্রমিত হয়েছে।

প্রগতিশীল বুর্জোয়ারা স্কুলে সরাসরি ধর্মীয় কুসংস্কারের সাহায্যে শিশুমনে বিষক্রিয়া ঘটানোর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করলেও (এবং এর আনুষঙ্গিক গভীর প্রতিক্রিয়াও লক্ষণীয়) অভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য অর্ধ-ধর্মীয়, ভাববাদী, আধিবিদ্যক বিষ উদ্ভাবনে সে এখনো সর্দারের ভূমিকাসীন রয়েছে।

স্পষ্টতই বিকাশমান সমাজতন্ত্রের স্কুলে দেয়া জ্ঞানকে কেবল অবাস্তববাদী বর্জ্য থেকে শোধন করাই নয়, সেখানে শিক্ষণীয় বিজ্ঞানের পুরো অর্ধেকটা জুড়েও থাকবে মানুষ ও সমাজের সত্যিকার বিজ্ঞান, অর্থাৎ মার্কসবাদ। স্কুল, বস্তুত জনশিক্ষা ব্যবস্থার পুরোটার লক্ষ্য শুধু যথাযথ জ্ঞান সংক্রমণই নয়, মানুষকে শিক্ষাদান, তার 'লালন'ও বটে।

## ৬। সামাজিক প্রতিবেশ ও সমাজতান্ত্রিক স্কুল

যাঁরা বলেন জায়মান প্রজন্ম খোদ জীবন থেকে, পুরো সমাজব্যবস্থা থেকে শিক্ষালাভ করে, তাঁরা অবশ্যই নির্ভুল। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকেও প্রত্যয়টি শুদ্ধ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, মার্কসীয় সমাজবিদ্যা এমন কোন প্রত্যক্ষ, অক্রিয় মতে বিশ্বাসী নয় যা বলে যে সমাজজীবন যেহেতু এমন-এমন সেইজন্য এর ফলশ্রুতিও জায়মান প্রজন্মের চারিত্র্যের মধ্যে এই-এইভাবে প্রকটিত হয়।

বিপ্লবী মার্কসবাদী প্রতিবেশকে সম্ভাব্য সর্বাধিক সতর্কতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন এবং তা প্রতিবেশকে সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় প্রভাবিত করার আশায়।

সমাজতন্ত্রের জন্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে জীবন বড়ই সামঞ্জস্যহীন। প্রগতিশীল উপাদানের সঙ্গে এতে জড়িত থাকে অনেককিছু সন্দেহজনক, এমন কি মন্দও। যথারীতি কোন শিশুকে আমাদের পছন্দসই সমাজতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী বানানোর জন্য সরাসরি শিক্ষার পথে চালনা করা থেকে এটি এখনো অনেক দূরে। না, যেমনটি অনেকে বলে, জীবনই শিশুকে ঝাঁকি দেয়, তাকে ডানে, বাঁয়ে, এমন কি কখনো পেছনেও ফেলে। এতে জীবনের ফলাফলে নৈরাজ্য দেখা দেয়। শিশু বস্তুত পারিবারিক জীবনে প্রকটিত অতীতের ত্রুটিগুলিকে প্রতিফলিত করে: কখনো এর অর্ধেকটা পুরনো দিনের গৃহস্থালি নিয়ন্ত্রণের নিয়মের আদলে তৈরি বা কখনো বিপ্লবের ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত ও দূরনিক্ষিপ্ত এবং অন্যান্য অনেক কিছু।

দুঃখের বিষয়, খোদ স্কুল — যার শিক্ষকরা কখনো পুরনো ধরনের হন, যার দারিদ্র্য আর অদ্যাবধি পুরোপুরি বিশদীকৃত হয় নি এমন শিক্ষাপদ্ধতি, ইত্যাদি নিয়ে সেটি সত্যিকার শিক্ষার লক্ষ্যপূরণে তার বাহ্যিক জীবন থেকে বিশেষ কিছু উন্নত নয়। কিন্তু এমনটি হওয়া অনুচিত। রাষ্ট্রের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্কুলে অবশ্যই সমাজের সাধারণ জীবনের তুলনায় অনেক আগেই নতুন উদ্দীপনার উচ্ছ্রয় দেখা দেয়া, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠা, এথেকে সত্যিকার শিক্ষাপ্রদ শক্তির উন্মেষ ঘটা উচিত। শিশুর উপর জীবন যে-বিকৃতি আরোপ করে, স্কুল অবশ্যই তা সংশোধন করবে।

## ৭। শিশুদের আন্দোলন ও স্কুল

আমাদের দেশে অধিকাংশ জনগণই পেটি-বুর্জোয়া বিধায় অতিসম্প্রতি পেছনে-ফেলা মারাত্মক দারিদ্র্যের চিহ্নগুলি এখনো স্কুলে লেগে থাকার প্রেক্ষিতে এটি সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার হাতিয়ার হয়ে ওঠার পথে খুবই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে এবং জীবন শিক্ষাগত প্রভাবের আরও একটি উপায় উপস্থাপিত করেছে। পার্টি যুব কমিউনিস্ট লীগের মধ্যে তার জন্য তরুণ কর্মী সৃষ্টির মাধ্যমে অল্পবয়সীদের নাগাল ধরেছে। এটি তার মূল এখন শিশুদের হৃদয়ে প্রসারিত করেছে, শিশুদের মধ্যে একটি অগ্রগামী সংগঠন গড়ে তুলেছে — অক্তিয়াব্রিয়াতা ও তরুণ পাইওনিয়র আন্দোলন (১১)। শিক্ষার হাতিয়ার হিসাবে এর যাবতীয় অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এটা যে খুবই শক্তিশালী কব্জা তা অনস্বীকার্য। কিংবা এতেও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যত উন্নত ধরনের স্কুল আমরা গড়তে পারব, ব্যাপক শিশুসমাজ ও শিশুদের অগ্রগামী সংস্থার পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার পথে রাষ্ট্রের হাতিয়ার হয়ে ওঠায় স্কুলের প্রভাব স্বভাবতই ততটা বেশি গভীর হবে, যে অভিন্ন কার্যটি যুব কমিউনিস্ট লীগের নেতৃত্বে নিষ্পন্ন হবে।

## ৮। শিক্ষক ও শিক্ষকের কাজ

পরিশেষে, এটা খুবই স্পষ্ট যে, সংস্থা হিসাবে শিক্ষকতার পেশা পুরনো ঐতিহ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। ক্রমেই অধিক মাত্রায় বৈপ্লবিক, অক্টোবরের ধৃত উদ্দীপনায় নতুন দক্ষতা পুনর্শিক্ষণে এটা বিরাট বিরাট কার্য সম্পাদন শুরু করেছে। যা হোক, স্কুলের অভ্যন্তরে বিপ্লব সংঘটনে একটি নতুন শিক্ষকগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং ফলত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির নির্ভুল কার্যকলাপের গুরুত্বের উপর — মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। শ্রমিক ও কৃষকদের নতুন বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির মতো জরুরি কাজের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলব না। এদের এমন শিক্ষাদান প্রয়োজন যাতে তারা সত্যিকার জ্ঞানের দিক থেকে অন্তত পশ্চিম ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের — বুর্জোয়া শাসকদের বিশ্বস্ত পোষ্যগোষ্ঠীর — সমপর্যায়ে

পৌঁছয় এবং তথাপি নিজেদের শ্রমিক ও কৃষক সমাজের একাংশ মনে করে (১২)। এটি বস্তুত, আমাদের মহান শিক্ষক লেনিনের বক্তব্য অনুসারে আমাদের নির্মাণকর্মের অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

একজন মার্কসবাদী শিক্ষক আসলে সাধারণভাবে একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী সমাজবিদও। মার্কসবাদী শিক্ষক সমাজতাত্ত্বিকভাবে শিক্ষিত না হলে, সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনাগুলির গুরুত্ব না বুঝলে কখনই কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারবেন না। এইগুলি তাঁর কাছে শিক্ষণপদ্ধতি ইত্যাদি জানার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এইসঙ্গে মার্কসবাদী শিক্ষক পরিস্থিতির মুখোমুখি অক্রিয় হবেন না, অস্পষ্ট কারণের ভিত্তিতে পারি-পার্শ্বিক জগতের, স্কুল ও নিজের কাজের ত্রুটিগুলির মনগড়া ব্যাখ্যা দেবেন না। তিনি লেজুড়বৃত্তি গ্রহণ করবেন না, বলবেন না: ‘অতএব আর কী করা... আর কীই বা সাহায্য করা যায়...’ না, মার্কসবাদী শিক্ষক একজন শিক্ষাদাতা, অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যৎ-নির্মাতা, ওই ভবিষ্যতের খুবই উল্লেখ্য এক অনুষঙ্গ, অতীত ও বর্তমানের উৎপাদমাত্র নন। শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেন কথাটা মনে রাখেন।

# নতুন মানুষের শিক্ষা[১]

আমাদের সহায়-সম্বলের সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার সাযুজ্য না থাকার প্রেক্ষিতে আমরা যারা শিক্ষার রণাঙ্গনে কাজ করি তারা শিক্ষাসংগঠনের কাজটিতে অদ্যাবধি সফল বা বিফল, বলতে গেলে অনেকটাই বিফল হয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই অভিযোগ তোলা যেতে পারে যে, সাধারণ প্রথম-পর্যায় স্কুল এবং উচ্চতর পর্যায়ের স্কুলে — শ্রমিক-অনুষদ, টেকনিকাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর বিদ্যায়তনে — শিক্ষাদানের ব্যাপারে এখনো কাঙ্ক্ষিত অনেককিছুই অসম্পূর্ণ রয়েছে। কিন্তু উত্তরে আমরা বলতে পারি: এই পর্যায়ে আমাদের দেশ এখনো দরিদ্র, জনশিক্ষার জন্য আলাদা করে রাখা সম্পদের পরিমাণ খুবই কম আর সেই নিরিখে স্বভাবতই ফলশ্রুতিও সন্তোষজনক নয়। সম্পদের অনটন সত্ত্বেও নির্ভুলভাবে তৈরি পরিকল্পনা, নির্ভুলভাবে চিহ্নিত লক্ষ্যপথ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ওই উপাত্তগুলির নিরিখে সাধারণ সুফল ফলিয়ে থাকে এবং আমাদের কাজের ভিত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ অবস্থান থেকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও পশ্চাদপসরণ করি না। আমরা মনে করি, আমরা নির্ভুলভাবেই শিক্ষার মূল নির্দেশক পথরেখা চিহ্নিত করেছি, সমস্যাটি মোকাবিলার ব্যাপারেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভুল আর শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাকর্তব্য নির্ধারণ সম্পর্কেও আমরা অবহিত। আমরা যদি আর্থিক ও মানুষী সম্পদের একটা নতুন উৎস পেয়ে যাই তাহলে আমাদের কারখানাটি উপযুক্তভাবেই কাজ শুরু করবে। ৩

আমাদের দেশে সুসংগঠিত পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুল গড়ে তোলার অসম্ভাব্যতা উপলব্ধির সেই সময় থেকে (১) — আর দেশে বিদ্যমান দুর্বল শিল্পের জন্যই এটা কঠিন হয়ে উঠেছিল — আমাদের মূল পরিকল্পনা-টিকে কিছুটা পরিমিত পরিসরে রূপান্তরের প্রশ্নে, কেটে-ছেঁটেও এটাকে মার্কসের কল্পনার ঘনিষ্ঠতর করার, এটিকে অন্তর্বর্তীকালীন স্কুল হিসাবে উতরে দেয়ার ব্যাপারে অনেককিছুই করেছি। এই সমস্যাবলী মোকাবিলার

জন্য কৃত কর্মাদির ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা আমাদের নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি (২) প্রবর্তন করেছি — যা এখন অস্ট্রীয় ও কোন কোন জার্মান স্কুলেও প্রবর্তিত হচ্ছে আর মার্কিন দেশেও এটির উন্নয়ন চলছে, প্রসঙ্গত, সরাসরি জন ডিউয়ি-র কাছ থেকেই কার্যত এটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক চাপ এসেছে (৩)। বর্তমানে ৩০ জন প্রখ্যাত মার্কিন শিক্ষাবিদ নিয়ে গঠিত একটি কমিশন আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এদেশে আসছে। অতঃপর এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অন্তত তত্ত্বীয় দিক থেকে রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিলের পাঠ্যক্রম বিশ্বের প্রগতিশীল শিক্ষকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে, একটি অগ্রগামী অবস্থান দখল করেছে।

শিক্ষাসংক্রান্ত একটি পরিমিত প্রদর্শনী আমরা ডেনমার্কে পাঠাই। এখন ক্রমান্বয়ে বহু দেশ এটি চাইছে। এটি ইউরোপে আশাতীত ফল ফলিয়েছে (৪)। দেখা যাচ্ছে, আমাদের আদর্শ স্কুলগুলি, পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ও রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিলের পাঠ্যক্রমের মূল প্রস্তাবগুলির ব্যবহার এমন একটি স্তরে পৌঁছেছে যখন পশ্চিমের জনশিক্ষাসংকটের প্রেক্ষিতে একে আর অস্বীকার করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

পশ্চিম ইউরোপের স্কুলগুলি বর্তমানে যে ব্যাপক সংকট অতিক্রম করছে অবশ্যই শিক্ষকরা তা জানেন। পশ্চিম ইউরোপের সকল দেশই একেবারে নতুনভাবে শিক্ষার যাবতীয় প্রণালী, পদ্ধতি ও আধেয় সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলা করছে। আমেরিকা ও ইউরোপের শিক্ষাজগতে যা চলছে, তাকে বিশ্বব্যাপ্ত এক পরিব্যক্তি হিসাবেই চিহ্নিত করা চলে। আর যেসব দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা যথেষ্ট ক্ষমতাশালী এবং কেবল প্রণালীগত ব্যাপারেই নয়, শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কেও, সেখানেও আমাদের এখানকার উচ্চারিত এই কথাগুলি উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করে। অস্ট্রিয়ায়, বিশেষত ভিয়েনায়, আপনারা জানেন যে, স্কুলগুলি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রভাবাধীন আর শিক্ষাক্ষেত্রে এখানে গৃহীত বহুকিছু সেখানেও প্রতিফলিত হয়েছে।

কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তার পরিস্থিতি আমাদের জন্য মোটেই অনুকূল নয়।

গত দুই বা তিন বছরে আমি শ্রমিকদের যে ও যতগুলি সভায় উপস্থিত ছিলাম, শ্রমিক বাবা-মা উভয়েই, বিশেষত শেষোক্তরা আমাদের স্কুলগুলির

বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের কথা জানিয়েছে। তারা বলে যে, হুকুমদারির তুলানায় স্কুলগুলি শিক্ষাদাতা হিসাবে তাদের ভূমিকা পালনে অমনোযোগী রয়েছে, শিশুরা আজকাল গুণ্ডা হয়ে উঠছে, তারা বেজায় উচ্ছৃঙ্খল, তাদের বাগ মানান কঠিন। শ্রমিকরা বলে, আমরা ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যেমনটি হওয়া উচিত ভাবি তারা মোটেই তেমনটি নয়। তারা আরও বলে, স্কুল ওদের বাগ মানানোর কৌশল জানে না, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও যৌথ আদর্শের বদলে শিশুদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে ব্যক্তিতাবাদী ও আধা-গুণ্ডাসুলভ প্রবণতা।

এইসঙ্গে যুব কমিউনিস্ট লীগ সম্প্রতি জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের কাছে গভীর চিন্তাশীল, অর্থবহ একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে, যাতে আমাদের স্কুলের, বিশেষত উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি নেতিবাচক দিক — যাতে রয়েছে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার প্রবণতা, গোপন সংগঠনের অস্তিত্ব, যেগুলি সাধারণত ষড়যন্ত্রমূলক বখাটেপনা থেকে শেষপর্যন্ত নানা ধরনের কেলেঙ্কারিতে পৌঁছয়, কখনো বা প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপেও পর্যবসিত হয়। স্মারকলিপিটি যেকোন মানুষকেই ভাবিত করে। এথেকে মনে হয়, আমাদের স্কুল-ছাত্ররা রাষ্ট্রদত্ত নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে এখনো ততটা মনোযোগ ও যত্ন পাচ্ছে না, অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাদের বুদ্ধিগত ও নীতিগত বিকাশের ক্ষেত্রে স্কুল নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছে আর তরুণরা স্কুলের বাইরে নিজেদের সংগঠিত করছে, প্রায়ই চরম অস্বস্তিকর অথবা তাদের জন্য রীতিমত সর্বনাশা প্রক্রিয়ায় নিজেদের জড়াচ্ছে।

এই লক্ষণগুলি ছাড়াও কোন কোন শিক্ষকের কিছু বক্তব্য আমাকে হতবাক করেছে। এখানে, এই মস্কোয় এমন অনেকগুলি ঘটনাই ঘটেছে, যেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে শিক্ষকরা দুর্বোধ্য যুক্তিসহকারে তথাকথিত 'কঠোর ব্যবস্থার' পক্ষেই সুপারিশ জানিয়েছেন। আমি শিক্ষকদের সাময়িকীর একটি প্রবন্ধে পড়েছি যে, পশ্চিম ইউরোপের ও এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্কুলগুলিতে নিয়মশৃঙ্খলার চরম পরিস্থিতি বিরাজিত। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু কেবল 'বেতানোর রোমাঞ্চ' হিসাবেই চিহ্নিত হতে পারে: সেখানে সোভিয়েত ধরনেরই জনৈক শিক্ষকের ছবি আঁকা হয়েছে, যিনি তাঁর ছাত্রদের জঙ্গলে বার্চের ডাল কাটতে পাঠান আর সেগুলিই ওদের বেতানোর কাজে লাগান।

আমাদের সোভিয়েত সাময়িকীতে এই ধরনের কিছু পড়া তো লজ্জায় মরে যাওয়ারই সামিল। শিক্ষাকর্মীদের ট্রেড-ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় মুখপত্রে যদি এমন ঘোষণা সম্ভবপর হয় তাহলে তাদের স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে আমাদের চোখের আড়ালে আরও খারাপ কতকিছুই তো ঘটতে পারে। এই ধরনের বক্তব্য যে গ্রহণীয় নয়, সেসম্পর্কে অবশ্য ইতিমধ্যেই কিছুটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এইসব থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে পেছনে, অত্যন্ত ও নিরর্থকভাবে বহুদূর পেছনে পড়ে রয়েছি। সন্দেহ নেই, অন্যথা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কারণ, শিক্ষাদান সংস্কার এবং এইসঙ্গে বিপ্লবের দাবী-অনুগ নৈতিক শিক্ষার নির্দেশ দেয়া অসম্ভব ছিল।

এইসব বিব্রতকর ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা এখন আমাদের কাজের গাফিলতি সম্পর্কে মতপ্রকাশ করছি এবং ফলত নৈতিক শিক্ষা অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। এটি ঘটনার একটি দিক।

অন্যতর দিকটি হল অর্থবিষয়ক।

আপনারা অবগত আছেন যে, শিল্পায়নের স্লোগান ও ১৫তম কংগ্রেসে তার পূরক হিসাবে সম্ভাব্য সর্বতোভাবে গ্রামাঞ্চলে যৌথকৃষির উন্নতি ঘটানোর অন্য স্লোগান ঘোষণার পর আমরা শক্তিসরবরাহ বাড়ানোর মতো গুরুতর, ব্যতিক্রমী মনোযোগী একটি কাজের কালপর্বে প্রবেশ করেছি।

আমাদের আছে সঞ্চিত কাঁচামালের বিপুল মজুত, আছে অতি প্রগতিশীল, অতি সৃজনশীল ধরনের একটি সরকার। এই সম্পদ ব্যবহারে অক্ষম এবং দক্ষতাহীন, লুণ্ঠনকারী জার সরকারের কাছ থেকে আমরা দেশ গ্রহণ করেছি, যে-দেশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ অতিক্রান্ত, অর্থাৎ ব্যাপক পরিসরে চূড়ান্ত ধ্বংস ও অবক্ষয়ে পর্যবসিত। আমাদের কাজ হল প্রলেতারিয়েত, তার পার্টি ও সরকারের সৃজনশীল শক্তির সঙ্গে কাঁচামালের এই বিপুল সম্পদের সমাবন্ধ ঘটান, যাতে আমাদের পক্ষে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়।

আপনারা জানেন, এইজন্য বিপুল অর্থ আলাদা করে রাখা হয়েছে। আমরা বৃহৎ নির্মাণে বহু হাজার কোটি রুবল লগ্নিতে সমর্থ হয়েছি।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরাট উন্নতিমুখী অভিযাত্রার প্রেক্ষিতে জনগণের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের নিরন্তর ঘোষিত এই আনুষঙ্গিক বক্তব্যটি আজ অর্থনীতি নিয়ন্তাদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, বৃহৎ নির্মাণে, দেশ যন্ত্রীকরণে ব্যয়িত অর্থ কেবল যুগপৎ জনগণের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের শর্তে, জনগণের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির শর্তেই শুধু সুফলপ্রসূ হতে পারে। যুগপৎ মানুষের যোগ্যতার স্তরোন্নয়ন ব্যতিরেকে কোন যন্ত্রপাতি, কোন বৃহৎ নির্মাণেই কোন ফলোদয় ঘটবে না।

লেনিনের মতো প্রতিভাবান মানুষ অনেক আগেই এটি উপলব্ধি করেছিলেন। বহুকাল আগে তিনি বলেছিলেন যে, সোভিয়েত শক্তির সঙ্গে জনগণের উচ্চতর সাংস্কৃতিক মানের সমাবন্ধ ঘটলেই সমাজতন্ত্র নির্মাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সবকিছু আমরা পাব। আর এতে তিনি তৎক্ষণাৎ যোগ করেন, কিন্তু সংস্কৃতির এই উচ্চতর মান আমাদের কাছে স্বর্গ থেকে বর্ষিত হবে না। এটা ক্রয় করতে হবে। তবে আমাদের দেশ দরিদ্র — অর্থাৎ আমাদের এমন আয়ব্যয় পরিকল্পনা প্রয়োজন যাতে অর্থনৈতিক অবস্থা বিকশিত ও সুবিন্যস্ত হলে চাহিদানুগ মানুষের প্রশিক্ষণের জন্য ক্রমবর্ধমান পরিমাণে অর্থবরাদ্দ করা যায় (৫)।

যদি কেউ 'নতুন স্কুলের পথে' সাময়িকীর চতুর্থ সংখ্যায় ভালেন্তিনা কর্দেস লিখিত 'তরুণরা আজ স্কুল থেকে কী চায় এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের স্কুল তারা দেখতে ইচ্ছুক' প্রবন্ধটি পড়ে থাকেন তাহলে ওখানে কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটি লাইন আপনাদের চোখে পড়বে। একটি বালক ভবিষ্যতের স্কুল কল্পনা করছে। সে বলছে ভবিষ্যতের স্কুলগুলি যন্ত্রীকৃত হবে। শিক্ষকের বদলে ওখানে থাকবে প্রোগ্রাম-কৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, শিশুদের আইন-শৃঙ্খলা ও শিক্ষার জন্য ক্লাসঘরে ঘুরে বেড়াবে একটি যন্ত্র, নিয়মানুবর্তিতা শেখাবে যান্ত্রিকভাবে। 'ল্যাবরেটরিতে ছাত্রছাত্রীরা মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে। কর্তব্যরত যন্ত্র তাদের উপর নজর রাখছে।' স্কুল যন্ত্রীকরণের এই নৈরাশ্যজনক ছবি তুলে ধরার পর এই পরিকল্পনার স্রষ্টা যোগ করেছেন: 'কিন্তু, ততদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতে চাই না। কারণ তখন আর ওখানে মানুষ থাকবে না, থাকবে শুধু যন্ত্র।'

অবশ্যই এটা আমাদের আদর্শ নয়। এমনটি আরও বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের

আদর্শের ঘনিষ্ঠ হতে পারে, যা অধিকতর বশংবদ যন্ত্রের উপরই ক্রমাগত গুরুত্বারোপ করছে এবং এগুলির সাহায্যে প্রতিবাদী, অশান্ত, বিদ্রোহীদের— প্রলেতারিয়েতকে নিয়মানুবর্তিতা শেখান ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পাচ্ছে।

মানুষকে যন্ত্রের দাস বানানোর বদলে যন্ত্রকে মানুষের দাস বানানোর মধ্যেই সমাজতন্ত্রের অর্থ নিহিত। মার্কস ও এঙ্গেলসের অন্যতম মূল প্রত্যয় হল: পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের আওতায় খোদ মানুষের উদ্ভাবিত উৎপাদনের বিশাল যন্ত্র আদিম শক্তি হিসাবে আমাদের উপর চড়াও হয়, যাবতীয় তিক্ততা সৃষ্টি সহ আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। সমাজতন্ত্র যন্ত্রকে মানুষের অধীনস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তার প্রথম স্থানটিতে পুনরধিষ্ঠিত করে।

এবং যদি তা-ই হয়, তাহলে আমাদের অর্থনীতির জন্য নতুন, উন্নততর মানুষ সৃষ্টির প্রশ্নের মোকাবিলায় আমাদের অবশ্যই তাদের সর্বতোমুখী সাংস্কৃতিক বিকাশের কথা ভাবতে হবে।

আজকের শ্রমিকদের সন্তানরা কেবল ভাল উৎপাদন কর্মী, ভাল মেশিনচালকই হবে শুধু এটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের কাছে এর গুরুত্ব উল্লেখ বাহুল্য যে, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অব্যাহত থাকার কালপর্বে তারা আমাদের ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে জাতিসমূহের জীবনগঠনে সত্যিকার নেতার ভূমিকা পালন করবে। এইজন্য প্রয়োজন হল ব্যাপক রাজনৈতিক শিক্ষা, সাধারণ ও পেশাগত শিক্ষার উচ্চস্তর, আর এদিকেই আমাদের নজর দেয়া প্রয়োজন।

আমাদের অর্থনীতি উন্নয়ন এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের কার্যকলাপের অসমতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত বোধ আমাদের কাছে, ইউনিয়নের সমগ্র জনসাধারণের কাছে এই দাবীগুলি উপস্থাপিত করার প্রেক্ষিতে কীভাবে নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব — সেই প্রশ্নটিই আজ আত্যন্তিক জরুরি কাজ হিসাবে আমাদের সামনে প্রকটিত হয়েছে। নতুন, কারণ আমাদের কাছে সত্যিকার শিক্ষা ঠিক তা-ই, নতুন এক ধরনের মানুষের শিক্ষা — পুরনোরা নৈরাজ্যিক, অসংস্কৃত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিধায় আমাদের কাছে সন্তোষজনক নয়।

পুরনো ধরনের মানুষের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগগুলি কী?

আমরা বলি: সেই সমাজ ছিল মানবতাবিরোধী। প্রথমত, মোটামুটি

বলতে গেলে ওটি ছিল বিভক্ত আর এখনো দুই দলে বিভক্ত রয়েছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি মানুষের বিভাগ অব্যাহত আছে — নানা ধরনে, নানা নামে, প্রভু ও দাসে।

এই পরিস্থিতিতে কী ধরনের মানসিকতা তথাকথিত ওই প্রভুদের মধ্যে গড়ে ওঠে, হোক তারা বংশসূত্রে লর্ড, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাশালী বা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী — যে-ধরনের গণতন্ত্রকে নেপোলিয়ন প্রতিভাবানদের জন্য উন্মুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন? আধিপত্য লাভের জন্য সংগ্রামরত ওই শিকারীদের মধ্যে কী ধরনের মনোভাব জন্মায়?

শাসক হিসাবে মানুষের মনোবৃত্তি হল শিকারীসুলভ ব্যক্তিতাবাদের সমতুল্য। শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি সমস্যাকে এককভাবে 'আমি, আমার স্বার্থ, আমার ক্ষমতা, আমার সাফল্য' হিসাবেই দেখে এবং ফলত অন্যান্যদের সঙ্গে তার সম্পর্কটি ভেঙ্গে পড়ে। সে নিজেকে, তার সন্তানকে ও অধস্তনদের জনগণ সম্পর্কে ঘৃণাপোষণের আদর্শেই শিক্ষিত করে। সাম্রাজ্যবাদের, আজকের পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার শাসক, অর্থ-ধনতন্ত্রের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নীৎশে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (৬)। তিনি এইসব ভালই বুঝেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, নিজেকে দূরে রাখার, নিজের শ্রেণীবহিস্থ লোকদের সম্পর্কে কঠোর হওয়ার, এমন কি নিষ্ঠুর হওয়ার সামর্থ্যও লালন করা উচিত, যাতে তাদের আবর্জনা হিসাবে, নিম্নবর্ণ হিসাবে, কর্মোপযোগী কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মানুষের সংখ্যাগুরু অংশের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক মারাত্মক বাধাস্বরূপ। কারণ, এতে শেষোক্ত অবিশ্বাস্য ধরনের সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক ও অন্তর্মুখিন হয়ে ওঠে।

অধিকন্তু, সংখ্যালঘু শাসক ও প্রভুরা সর্বক্ষণই ভয়ের পরিস্থিতিতে বসবাস করে। সম্ভবত বিশ্ব-ইতিহাসে এমন একটিও কালপর্ব নেই যখন এই সংখ্যালঘুরা স্থিরমনে শাসন করতে পেরেছে। এমন কালপর্ব ছিল যখন তাদের নিজেদের প্রজাদের থেকে আতঙ্কের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে, যখন এই প্রজারা পূর্ণ বিকশিত, ক্ষমতার তুঙ্গে অবস্থিত একটি শ্রেণীকে অল্পবিস্তর স্বেচ্ছায় অনুসরণ করেছে, এমন কালপর্বও ছিল যখন শাসকশ্রেণীর পতন আসন্ন হয়ে উঠেছে, যখন আতঙ্ক প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে ভাল শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন যেকোন মানুষই আমেরিকা ও ইউরোপের সর্দারদের চেতনায় নিত্যনিনাদিত আতঙ্কের আর্তস্বর সহজেই শুনতে পায়। তারা সবাই এক অবিশ্বাস্য আতঙ্কে বিমূঢ়। বার্লিন ও প্যারিসে বড় বড় বুর্জোয়াদের কোন কোন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎলাভ ঘটেছিল। আর — অদ্ভুত হলেও সত্যি! — এমন কি আমার মতো একজন কমিউনিস্টের সামনেও তারা একথা লুকানোর চেষ্টা করে নি যে, তাদের সন্তানদের তারা এমন শিক্ষাই দিচ্ছে যাতে বুর্জোয়া ব্যবস্থার পতন ঘটলেও তারা নিজেদের জীবিকার্জন করতে পারে। কোটিপতিও বলে: 'কে জানে কী ঘটবে? আমি মেয়েকে বিদেশী ভাষা, সর্টহ্যান্ড ও টাইপিং শেখাচ্ছি— যাতে রুটি-রুজির জন্য তাকে কখনই ভাবতে না হয়।' তারা বলে: 'কোটি টাকা আজকাল তো ধোঁয়ার মতো — আজ আছে, কাল নেই। কে আমাকে ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিতে পারে, কে বলতে পারে যে আজকের অবস্থাই চিরদিন টিকে থাকবে?'

৬ লক্ষ ৫০ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কমিউনিস্টদের পক্ষে ভোট দেয়ার পর বার্লিনের বুর্জোয়া চক্রের মধ্যে কী ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল সেটা সহজেই অনুমেয় (৭)। অর্থাৎ, কথান্তরে বার্লিন একটি কমিউনিস্ট শহর। বার্লিনবাসী বুর্জোয়ারা নিশ্চয়ই রীতিমত হতাশ হয়ে পড়েছিল।

ওইসব 'প্রভুদের' চেতনা, ধরন, চারিত্র্য ও ব্যক্তিত্ব সবই অত্যন্ত বিকৃত হয়ে থাকে। ওরা পঙ্গু, অসম্পূর্ণ মানুষ। স্বর্গ যতটা মর্ত্য থেকে দূরে, সত্যিকার ও অসম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে দূরত্বও ততটাই। তদনুযায়ী মানুষের সত্যিকার ভাবমূর্তি হল — স্থির, নির্ভরযোগ্য, উদ্যমী, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বাভিলাষী এবং তা ব্যক্তিগত বা কোন ক্ষুদ্র দলের স্বার্থে নয়, সমগ্র মানবজাতির নামে।

এবং পক্ষান্তরে, দাসদের দলে — আমি অবশ্য নির্যাতিত মানুষের মধ্যে যারা সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাদের দাস বলছি না, বুদ্ধিজীবী সহ যারা কূপমণ্ডূক এবং শ্রমিক ও কৃষকদের অংশ বিশেষের কথা বলছি — সেখানেও মারাত্মকভাবে পঙ্গু মানুষেরা রয়েছে। এটি প্রথমত এমন একজন মানুষ যাকে অস্বাভাবিক পর্যায়ে ব্যক্তিত্বহীন করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তিতাবাদের প্রকাশ ঘটে হীন লালসায়, নিজের জন্য যতটা সম্ভব বিষয়-আশয় আত্তীকরণের অভীপ্সায় আর যেকোন প্রতিদ্বন্দ্বীর, যেকোন

প্রতিবেশীর প্রতি হিংসা পোষণে। এই ধরনের ব্যক্তিতাবাদ এই প্রতিবেশে ব্যাপক হারে যূথচর-প্রবৃত্তির — বিদ্যমান ব্যবস্থার ভজন এবং যাবতীয় প্রথা ও কুসংস্কারের প্রতি নির্বিচার আনুগত্যের — জন্ম দেয়।

জনগণের এই ব্যক্তিত্বহনন এখানকার তুলনায় ইউরোপে অতি স্বচ্ছভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ এখানে, এমন কি বিপ্লবের পরেও এই ধরনের যূথচর-প্রবৃত্তির অস্তিত্ব সেই তুলনায় অনেকটাই যে কম তা সকলেরই চোখে পড়ে। কিন্তু সেখানে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ধরনে প্রমিত করা হয়েছে। তারা অসম্ভাব্যরূপে পরস্পরসদৃশ এবং অনুরূপ হওয়ার অভিলাষী। তারা একে অন্য থেকে আলাদা হওয়ার খোদ চিন্তাতেই ভয় করে, এটা comme il faut নয়, এটা anständig নয়, এটা মোটেই অনুমোদনীয় নয়। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি আসলে পেটি-বুর্জোয়াদের পঙ্কিল পুষ্করিণী থেকে তার কোন তীক্ষ্ন বৈশিষ্ট্যকেই স্পষ্ট করে তোলে না।

বুর্জোয়া দুনিয়ায় এখনো প্রকট এই পুরনো ধরনের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে তাকালেই এর মজ্জাগত অসম্ভব সংকীর্ণতা চোখে পড়ে। প্রধান প্রধান ঘটনার সঙ্গে তার যোগাযোগের সূত্র হল সংবাদপত্র, যা সে প্রতিদিন রাখে, অমনোযোগের সঙ্গে পড়ে ও ফেলে দেয়। সংবাদপত্র পড়ার ওই সময়টুকুতেই সে কেবল বাহিরের দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তারপরই সে আবার নিজের খোলে — তার সুন্দর স্যুটে ফিরে যায় যা শামুকের খোলের মতোই তার পক্ষেও অপরিহার্য — ওখানেই নিজের দৈনন্দিন সংকীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে তার নিত্যসহবাস...

সাধারণভাবে বলতে গেলে এই হল পুরনো ধরনের মানুষ।

এতে আমি নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলি যোগ করছি। এই পুরনো দুনিয়ায় বসবাস মানুষের জন্য খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতা। অবশ্য আমাদের এই অন্তর্বর্তীকালে জীবন এখানেও তিক্ত হতে পারে। কিন্তু আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের যন্ত্রণাগুলি সৃষ্টিরই বেদনা। কিন্তু ওখানকার যন্ত্রণা তো চিরকালীন, ওখানে সুদিনের কোনই সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে, সর্বত্রই খোদাই করা রয়েছে: 'অতএব এটা ছিল, অতএব এটা হবে' এবং ফলত lasciate ogni speranza — সকল আশা ত্যাগ কর (৮)...

...দুনিয়াকে আমরাই অর্থপূর্ণ করব। দুনিয়া অবশ্যই বিশাল, অনুপম, বিচিত্র। কিন্তু এর নিজস্ব কোন অর্থ নেই, এর অর্থদানেও কেউ

সমর্থ নয়। তুমি-আমি ছাড়া অস্তিত্বের উপর যুক্তি ও ন্যায্যতা আরোপের আর কেউ নেই...

...প্রলেতারিয়েত হল পুরনো ও নতুন মানুষের মধ্যেকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন ধরন। প্রলেতারিয়েত হল একমাত্র মানুষ এবং তার যৌথসত্তা হল একমাত্র সমাজশক্তি যা প্রভু ও দাসদের দুনিয়াকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য মানবজাতির প্রগতিশীল শক্তি সংগঠন করতে পারে। প্রলেতারিয়েত যে ব্যষ্টি হিসাবে নিরর্থক সেটা সকলেরই জানা আছে। সমষ্টি হওয়ার শর্তেই কেবল সে একটি শক্তি, দুনিয়াজোড়া শক্তি হয়ে উঠতে পারে। এটা উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ট্রেড-ইউনিয়ন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সত্য।

সমষ্টিগতভাবেই প্রলেতারিয়েত কার্যকর। তার জন্য সমষ্টিগত উপস্থিতি অপরিহার্য। আর খোদ পুঁজিতন্ত্র তার সংগঠিত ব্যাপক উৎপাদনের সাহায্যে প্রলেতারিয়েতকে এই পথেই শিক্ষিত করে তোলে। কারখানায় একটি রেলইঞ্জিন তো ইভান বা সিদর তৈরি করে না। এটা সম্মিলিত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সংগঠিত একটি দলের কাজ। এভাবেই ভবিষ্যৎ মানুষের মূল আদল প্রলেতারিয়েতের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে...

শ্রেণী হিসাবে শোষিত এবং অন্যদের শোষণে অনাগ্রহী প্রলেতারিয়েত হল একটি কার্যকর নীতির প্রতীক যা সমাজকে সংগঠিত, পরিকল্পিত ও যৌথভাবে পুনর্গঠনে সমর্থ। আর এই কাজের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েত নিজেকে কোন একটি দেশের নাগরিক মনে করে না। তার মধ্যে এই ধারণা এখন মূলীভূত যে, কেবল বৈশ্বিক পরিসরে লড়াইয়ের মধ্যেই তার পক্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব। সে এখন আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ।

এই লক্ষণগুলিই প্রলেতারিয়েতকে ভবিষ্যতের দুনিয়ায় মানুষের নেতৃত্বদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রলেতারিয়েতও একটি অন্তর্বর্তীকালীন ধরন।

তাকে আরও সতর্কভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, অগ্রগামী প্রলেতারীয় আন্দোলনে সকল প্রলেতারিয়েত শরিক হয় না, তার একটা অংশ পেছনে পড়ে থাকে, ওরা পেটি বুর্জোয়াদের ঘনিষ্ঠ হয়, ওদের সঙ্গে মিশে যায়। পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে এবং আরও অনেকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে প্রায় প্রত্যেক প্রলেতারীয়ই স্বীয় চারিত্র্যে ও ব্যক্তিত্বে

একটি কলঙ্কচিহ্ন বহন করে — যে-চিহ্ন তাকে পুরনো দুনিয়ার প্রতি আবিষ্ট রাখে। ফলত, অন্যকে প্রভাবিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ব্যাপকভাবে সংশোধন করা তার প্রয়োজন।

মার্কস মনে করেন যে, সমাজবিপ্লবের কালপর্ব দীর্ঘ হবে, কয়েক দশক স্থায়ী হবে আর প্রলেতারিয়েত সারা দুনিয়াকে বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বদলাবে। মানবোন্নতির আনুষঙ্গিক শিক্ষাসমস্যার মোকাবিলার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি আমাদের ভালভাবে মনে রাখা উচিত...

বিপ্লব যে নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি, মানবসমাজের বিকাশ যে নির্দিষ্ট নিয়মাধীন, সেকথা আমরা জানি। কিন্তু, এঙ্গেলসের ভাষায় বলা যায়, সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন হল আদিম নিয়মশাসিত প্রয়োজনের জগৎ থেকে মুক্তির জগতে একটি উল্লম্ফন (৯), অর্থাৎ, মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের জগতে — ব্যক্তিগতভাবে নয়, যৌথভাবে পেঁৗছন। এমনটি কোন ঘোষণা জারি করে, ওই-ওই দিনের ওই-ওই সময় 'বন্ধুগণ, এখন থেকে সমাজতন্ত্র শুরু!' বললেই আদিম নিয়মগুলি সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে আর মানুষ স্বশাসনক্ষম হয়ে উঠবে — তা নয়। না, প্রক্রিয়াটি কয়েক দশক স্থায়ী হয় এবং **মানুষের ইচ্ছার সংগঠন** দাবী করে। মানুষ কেন আদিম শক্তির উপর নির্ভরশীল, তার প্রধান কারণ হল মানুষের বহুবিধ ইচ্ছাই পরস্পরবিরোধীভাবে অভিব্যক্ত হয় আর মানবসমাজ হল গ্যাসীয় পর্যায়ে অবস্থিত কোন পদার্থের মতো — প্রতিটি অণু-মানুষ এপাশে-ওপাশে দোল খাচ্ছে, প্রতিবেশীর উপর লাফিয়ে পড়ছে, বিশৃঙ্খলভাবে ছুটছে। এমতাবস্থায় এই অণুগুলিকে সংগঠিত করা, এদের জন্য একটি লক্ষ্য নির্ধারণ, তাদের একটা উদ্দেশ্য দেখান, শৃঙ্খলাবদ্ধ করাটাই আসল প্রয়োজন। আর যখন মানুষের ইচ্ছা একটি সত্তায় সংগঠিত হয়, যখন তারা সুসংহত একটি শক্তিপুঞ্জের মতো কাজ করে তখন তাদের ইচ্ছা কোন কিছুরই আর বাধা মানে না, এমন কি প্রকৃতির আদিম নিয়মেরও নয়। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, প্রকৃতির এইসব শক্তির চেয়ে নিজে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এগুলিকে কতটা কাজে লাগাতে পারে — যেমনটি রেলকর্মী ভিন্নপথে গাড়ি চালায়, তেমনি কখনো নিজের অতি অল্প শক্তি ব্যয় করে ওগুলিকে বদলাতে এবং ওগুলির বিকাশকে পুরোপুরি নতুন ধারা, নতুন চারিত্র্য দিতে পারে। প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব বিস্তারের

এমন কোন সীমারেখা আমরা জানি না, যেখানে পেঁছিলে তাদের পারস্পরিক সংঘাত লোপ পাবে ও একটি সংগঠিত শক্তি হিসাবে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তখন অপরিসীম তাৎপর্যশীল, দ্রুত বর্ধমান ও বিকাশশীল এক শক্তি আমাদের করায়ত্ত হবে।

আমাদের সোভিয়েত সংগঠন, আমাদের পার্টি সংগঠন, আমাদের সাংস্কৃতিক ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের উদ্যোগ সহ রাষ্ট্র এই পথের একটি বিশেষ স্তর হিসাবে প্রতিভাত। অবশ্য এটি প্রাথমিক পর্যায়গুলিরই একটি। এখানে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে সেই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা রয়েছে। আমরা এখনো সত্যিকার নির্ভুলভাবে সংগঠিত যৌথসংস্থা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু এই ধরনের সংগঠনের জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সমাজের আদিম শক্তিগুলিকে সংগঠিত, সজ্ঞানে প্রভাবিত করার কিছুটা ক্ষমতা আমাদের অবশ্যই আছে।

যেহেতু আমরা নতুন মানুষ তৈরি সম্পর্কে বলছি, সেইজন্য এটা খুবই স্পষ্ট যে, **শিক্ষাপ্রক্রিয়ার উপর সজ্ঞান প্রভাব বিস্তারের** দৃষ্টিকোণ থেকে স্কুল আমাদের সামনে অন্যতম প্রধান কাজ হিসাবে প্রকটিত। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন বলতেন যে, ঠিক ওই কর্মক্ষেত্রে, স্কুলেই আমরা পুরনো দুনিয়াকে বদলাব। অনেকের ধারণা, এইসব কথা আসলে শিক্ষাকর্মীদের প্রথম কংগ্রেসে (১০) দেয়া তাঁর ভাষণের সৌজন্যমূলক উক্তি মাত্র। মোটেই তা নয়। বস্তুত শেষ বিজয় স্কুলগুলিরই প্রাপ্য হবে। সমাজতান্ত্রিক স্কুলই হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সত্যিকার প্রথম রূপরেখা। সেজন্যই স্কুলের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

আমাদের স্কুলগুলি নিঃসম্বল। এইগুলি পুরনো শিক্ষকগোষ্ঠীর উপরই নির্ভরশীল। এই শিক্ষকদের সেরা অংশটি নিজেদের নতুন করে গড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু, একদিকে নিজেকে বদলান তো মোটেই সহজ কাজ নয়, আর অন্যদিকে কেবল সেরা অংশটিই এই চেষ্টার শরিক এবং অন্যদের, বেশ বড় একটা নিকৃষ্ট অংশের মধ্যে এই চেষ্টাও নেই। আমরা নতুন শিক্ষক তৈরির চেষ্টা করছি, কিন্তু খুবই নিঃস্বভাবে, কেবল তাম্রমুদ্রা দিয়ে। এমতাবস্থায় এখনো আমাদের স্কুলগুলিতে সেই মজ্জাগত অজস্র ত্রুটি টিকে থাকতে দেখলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমাদের রাষ্ট্রীয় স্কুলগুলি কি জায়মান প্রজন্মকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে

শিক্ষাদানের কাঠামো অনুযায়ী গঠিত হয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় — এটি করার কতকগুলি পূর্বশর্ত রয়েছে, আমরা কিছুটা সিদ্ধি, কিছুটা আংশিক সাফল্য লাভ করেছি। এমনটি মনে করা তো উচিত নয়, যে-সমাজ এখনো বহু দিক থেকেই পুরনো সেখানে অচিরেই নতুন ধরনের স্কুল গড়ে তোলা সম্ভব। এইজন্য প্রয়োজন বড় ধরনের লড়াই, নতুন শিক্ষকগোষ্ঠী তৈরি, অঢেল সম্পদ বিনিয়োগ।

মানবতার স্রোতধারা বয়ে চলে — অস্বচ্ছ, কর্দমাক্ত, দুর্গন্ধী স্রোত, তবু প্রবল শক্তিশালী। এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত। নতুন প্রজন্ম পুরনো অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়, তারা পুরনোদের কাঁধের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, তারা হাজার হাজার প্রজন্মের সঞ্চিত মূল্যবান সবকিছু আত্তীকরণ করে আর এইসঙ্গে গ্রহণ করে তাদের কুসংস্কার, দোষ ও অশুভ — যতসব আবর্জনা, কাদা, দুর্গন্ধও। তাই কোথাও একটা পরিস্রাবক, ছাঁকনি রাখা দরকার, যা তার মধ্য দিয়ে যাবতীয় মূল্যবান, যাবতীয় দক্ষতা ও সাফল্য সহ প্রবল স্রোতকে পুরোটাই বইতে দেবে, কিন্তু আটকে রাখবে যতসব আবর্জনা, কাদা আর দুর্গন্ধকে। একমাত্র স্কুলের পক্ষেই তো এমন ছাঁকনি হওয়া সম্ভবপর।

শিক্ষক হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি জায়মান প্রজন্মের কাছে যুগযুগান্তরে সঞ্চিত যাবতীয় মূল্যবান সাফল্য হস্তান্তরিত করবেন, কিন্তু কুসংস্কার, দোষ ও অশুভকে ওদের হাতে তুলে দেবেন না। এটাই হল শিক্ষকের গুরুত্বের মাপকাঠি। সুতরাং, তাঁকে পর্যাপ্ত সম্পদ দেয়া উচিত। মনে রাখা প্রয়োজন কেবল তাঁর হাত দিয়েই আমরা সুস্থ কুঁড়িগুলিকে লালন করাতে পারি, যাদের জন্য আমরা লড়াই করছি, যাদের জন্য আমরা টিকে আছি এবং যাদের ছাড়া জীবন ও সংগ্রাম অর্থহীন। আমাদের যাবতীয় সংগ্রামের মধ্যে এটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমাদের মধ্যে এই উপলব্ধি এখনো আসে নি। এটা অবশ্যই আসা উচিত। কেবল তখনই নতুন মানুষ তৈরি সম্ভবপর হবে।

আমি একথা বলতে চাই না যে, নতুন মানুষ তৈরির ক্ষেত্রে স্কুলগুলিই একমাত্র, চূড়ান্ত ও মুখ্য উপায়। আমি ভালই জানি যে, এক্ষেত্রে শিশু ও যুব সংগঠনগুলির গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়।

আমি যুব কমিউনিস্ট লীগ সম্পর্কে কিছুই বলব না। সে নিজেই

তার কথা বলতে পারে। ইদানীং আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, কমসোমলের সদস্যরা অন্তত পার্টির ঘনিষ্ঠ স্তরে পেঁছেছে, তারা, নতুন প্রজন্ম, কম করে বললেও বলতে হয়, আমাদের সামনেই এগিয়ে চলছে, এমন কি হতে পারে আমাদের ছাড়িয়েও যাচ্ছে। ওখানে রয়েছে অসংখ্য প্রতিভাবান মানুষ। ওখানে সমাবন্ধ ঘটেছে প্রকটভাবে সংযত বাস্তবতার, সত্যিকার বয়স্ক মানুষের বাস্তববোধের সঙ্গে তারুণ্যের বিপুল সঞ্চয় এবং মহান কার্যকর ভাবাদর্শের। একটি আশ্চর্য প্রজন্ম বৈকি!..

শিক্ষার জগৎ আসলে কেমন জগৎ? জার্মান Bildung, ইংরেজি education ইত্যাদি সহ সব ভাষায়ই শিক্ষা বস্তুত শিশুকে একটি লক্ষ্যে পেঁছন, তাকে বিদ্যমান আদর্শে গড়ে তোলার সংশ্লিষ্ট ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় শিশু হল কাঁচামাল, একটি উপকরণ, যাকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট আকার দেয়া প্রয়োজন, যার একটা অবয়ব গড়ে তোলা চাই। আপনারা ভালই জানেন যে, মানুষকে গড়ে তোলার কোন সর্বজনীন, পূর্বনির্ধারিত ধরন নেই — প্রতিটি শ্রেণী নিজেদের শিশুকে তার শ্রেণীগত আদর্শেই মানুষ করে। আর সেজন্যই **শিক্ষার প্রত্যয় হল গভীরভাবে শ্রেণীনির্ধারিত একটি প্রত্যয়।** নাইটের শিক্ষা, বুর্জোয়ার শিক্ষা, প্রলেতারিয়েতের শিক্ষা অবশ্যই সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

শিক্ষাপ্রত্যয়ের অন্তর্গত দুটি অনুষঙ্গ হল শিক্ষাদান ও নৈতিক প্রশিক্ষণ...

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মর্মবস্তু সম্পর্কে বার্লিনে একটি বক্তৃতা দেয়ার সময় (এতে সভাপতিত্ব করেন রাইখস্টাগের প্রেসিডেণ্ট লেবে) (১১) আমি বলেছিলাম যে, আমাদের স্কুল ব্যক্তিগত ও সামাজিক অসঙ্গতিগুলি অতিক্রম করেছে অথচ পশ্চিমের স্কুল অনিবার্যভাবে এই দুটি গর্তের কোন-না-কোন একটিতে পড়বেই। আপনারা বলেন যে, স্কুল মানুষকে দাঁত ও নখর ধারাল করতে সাহায্য দেয়, যাতে সে জীবনে উন্নতি করতে পারে, এইজন্য স্কুল তাকে প্রয়োজনীয় সবকিছুই যোগায় (উদারনৈতিক স্কুলগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে), অথবা আপনারা ফর্স্টারের সঙ্গে একযোগে ঘোষণা করেন যে, দেশের সেবার লক্ষ্যে মানুষকে শিক্ষাদান করা উচিত, সে এইজন্য আত্মত্যাগের লক্ষ্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে আর তাই তার মধ্যে বিকাশ ঘটাতে হবে ব্যক্তিগত উন্নতির সামর্থ্য নয়, বিশ্বস্ততার প্রবৃত্তি...

এই ধরনের 'দেশাত্মবোধ' আমাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন। আমরা বলি: 'দেখ, মানুষ এই পরিস্থিতিতে রয়েছে, আর সেইজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সত্ত্বেও সে অসুখী, তার সুখের জন্য এটা করা জরুরি।' আমরা আমাদের ছাত্রদের সরাসরি বলি যে, যদি সে নিজেকে যোগ্য হিসাবে, সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চায়, সুখী হতে চায়, তাহলে প্রয়োজন বড় ধরনের পরিবর্তনের আর এইজন্য চাই শৃঙ্খলা, চাই সমঝদার হওয়া, চাই সংগঠন, বৈশ্বিক পরিসরের সংগঠন। আর আপনারা কি বিশ্বাস করবেন, যদি বলি, আমার বক্তব্য তুমুল করতালি দ্বারা সম্বর্ধিত হয়েছে। অথচ ওই বিপুল সংখ্যক দর্শকের মধ্যে একটিও কমিউনিস্ট ছিল না আর সোশ্যাল-ডেমোক্রাট থাকলেও দু'একটির বেশি নয়। এটা আমাদের ভাবাদর্শের গভীরতা ও শুদ্ধতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এটা বোঝাই যাচ্ছে যে, আমাদের যুক্তিগুলিকে নস্যাৎ করা যায় না, কারণ এটা হল যুক্তি, এর বিরুদ্ধে করার কিছুই নেই।

বাস্তব বা সাধারণীকৃত বা সর্বজনীন বিধায় এগুলির উপর গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে আমাদের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদেই কেবল শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত রয়েছে।

আমরা বাস্তববাদী। আমাদের দাবী — বাস্তব, সত্যিকার কাজ। যেকোন ক্ষেত্রে, যেকোন পেশায় বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, ওই পেশায় দক্ষতালাভ প্রয়োজন। আমরা শূন্যকুম্ভ বাক্যবাগীশদের ঘৃণা করি, পল্লবগ্রাহীদেরও। আমাদের প্রয়োজন সত্যিকার কাজের মানুষ, আমরা দাবী করি সত্যিকার কাজ। আমরা চাই প্রতিটি প্রদত্ত কাজের যথাযথ পরিস্থিতির সম্পর্কে সতর্ক বিবেচনা।

কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে, এমন কি অতিসামান্য কাজও বিপুল তাৎপর্যশীল লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বৈকি। বলতে পারেন, কারখানার উঠান ঝাড়ু দেয়া, আশেপাশে ছড়ান পুরনো ইট বা কাঁচের টুকরো কুড়িয়ে আনা তো অতি সাধারণ কাজ। আমাদের কাছে এটির বিশ্বজোড়া গুরুত্ব, আমাদের কাছে এটা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বরূপের অংশী — যা হল বিশ্ববিপ্লবের চাবিকাঠিস্বরূপ। এখানে যখন কোন শ্রমিক লেদে দাঁড়িয়ে তার উৎপাদ বাড়ায় সে তখন অন্ধকার ও আলোর মহান সংগ্রামে শরিক হয়, সে তখন পাল্লায় আলোর জয়লাভের সপক্ষেই তার ক্ষুদ্র ভরটুকু ন্যস্ত

করে। এই সর্বজনীন প্রত্যয় যখন কাজে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যখন ওই সর্বজনীন প্রত্যয় মানুষের মস্তিষ্ক দখল করে, যখন এটা শ্রমিকের নির্দিষ্ট কাজটির উপর, তার কর্মরত কঠিন হাতের উপর সূর্যের মতো আলো ছড়ায় কেবল তখনই আমরা উদ্যমী, পূর্ণ মনোযোগী কাজ দাবী করতে পারি।

সেজন্যই নির্দিষ্ট অসঙ্গতি সমাধানক্ষম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বস্তুত নীতি হিসাবে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার ব্যাপারেও আমাদের পর্যাপ্ত সুবিধা দেয়, পথের নিশানা দেখায়।

নতুন মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল শরীরচর্চা প্রশিক্ষণের সমস্যা। এখানে বিরাট পরিবর্তন ঘটান প্রয়োজন। শরীরচর্চা প্রশিক্ষণের আত্যন্তিক গুরুত্ব সম্পর্কে আমার নিশ্চিত ধারণা সত্ত্বেও, এইক্ষেত্রে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের উপর অনেককিছুই নির্ভরশীল থাকা সত্ত্বেও এখানে আমাদেরও অঢেল কাজ রয়েছে এবং বোধহয় পার্টি, যুব কমিউনিস্ট লীগ ও জনমতের সমর্থন ব্যতিরেকে এতে সাফল্যের সম্ভাবনাও নেই। বর্তমানে স্কুলে, তরুণ প্রজন্ম লালনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীরচর্চা প্রশিক্ষণ কলঙ্ককরভাবে অবহেলিত। এটা যেন পুরনো শরীরচর্চার, কখনো-বা এমন কি সামরিক শরীরচর্চার একটি প্রেতাত্মা, যাকে স্কুলগুলি তাদের সময়সূচিতে অনুগ্রহ করে সামান্য কিছুটা জায়গা দিয়েছে। একে অন্যান্য সবকিছুর বনিয়াদ করার বদলে, কমিউনিস্ট শিক্ষকের মুখে 'প্রথমেই আমাদের শিশুরা স্বাস্থ্যবান হোক, তারা বলিষ্ঠ ও সুন্দর হোক, যথেষ্ট আলো-বাতাসে তাদের পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত হোক' এমন বক্তব্য শোনার বদলে আমরা বলি: 'সপ্তাহে ডাহা দু-দুটি ঘণ্টা ওই ব্যায়ামের জন্য কীভাবে খুঁজে পাব?' আর আমরা কোন বুড়ো সার্জেন্টকে শিশুদের প্যারেড শেখাতে ডাকি। এই ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন...

শরীরচর্চাকে অবশ্যই একটি স্পন্দমান, যৌথ চারিত্র্য দিতে হবে। যৌথ ক্রীড়া, যৌথ খেলাধুলা — যাতে কিছুটা প্রতিযোগিতার উপাদান থাকা সত্ত্বেও তা থাকবে সহমর্মিতার সীমানায় সর্বদাই আবদ্ধ, এতে থাকবে না বন্য বাড়াবাড়ি, হাস্যকর কোন উচ্চ পুরস্কার — এটাই হবে শ্রম ও সামাজিক সংস্কৃতি তথা আমাদের সামরিক সংস্কৃতিরও বনিয়াদ। আমরা যুদ্ধকে অভিশাপ দিই। আমরা বন্দুক ঘৃণা করি। আমরা কোন সৈন্যদল পুষতে চাই না। কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন

রয়েছে। সুতরাং, শরীরচর্চায় আমরা সামরিক উপাদানকে তার স্থান দেব এবং তা যথাযথভাবে, এমন কি অল্পবয়সীদের মধ্যেও চালু করব।

এভাবেই শরীরচর্চার কাঠামো তৈরি হবে। এই প্রণালী সম্পর্কে আমাদের শরীরচর্চা প্রশিক্ষণের তাত্ত্বিকরা একটি চমৎকার সাধারণ কার্যসূচি উদ্ভাবন করেছেন। কার্যত অনেক ক্ষেত্রেই এটা অনুসৃত হয় না। কিন্তু, নতুন মানুষ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বিধায় এর প্রচলন অত্যাবশ্যকীয়।

শ্রমের নিয়মানুবর্তিতাও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এতে আমি পাঠ্যবিষয় হিসাবে, কঠিন আয়ত্তসাধ্য দক্ষতালাভ হিসাবেই কেবল শ্রমকে বোঝাই না। স্কুলের এটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মূল বিষয় নয়। আমি এখন সত্যিকার কায়িক শ্রমের কথাই বলছি।

স্কুলের কায়িক শ্রমের স্থান খুবই সীমিত হয়ে আছে। আমরা সমন্বিত পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুলের নীতিমালা উদ্ভাবন করেছি। কিন্তু সেই প্রথম পরিকল্পনার প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিলের পরিকল্পনায় আমরা মার্কসের স্কুলের মূলনীতিই শুধু ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু পাঠ্যসূচির প্রায়োগিক বিশদীকরণে স্কুলের কর্মশালাটি বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হয়েছে। উচ্চমানের কোন কোন স্কুলে কর্মশালা থাকলেও এইগুলির ভূমিকা সাধারণত খুবই পরোক্ষ। তাই শ্রমগত দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রমের নিয়মানুবর্তিতা পরিত্যক্ত হয়েছে। অথচ এইগুলিই স্কুলের প্রতি সকলের ব্যাপক মনোযোগ বাড়াতে পারত। কৃষকদের প্রতিটি স্কুলে শিশুদের জন্য লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পর্কে — মিস্ত্রিগিরি, ঘোড়ার গদি তৈরি, ধাতুকাজে দক্ষতালাভও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকদের অঢেল জিনিসপত্র প্রয়োজন। অথচ কারিগররা লোপ পাচ্ছে, কেউই তাদের জায়গায় এগিয়ে আসছে না। কেবল অতিসম্প্রতি শিক্ষানবিস নেওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এইজন্য দেশের কুটিরশিল্পে মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে। তদুপরি, যেকোন শ্রমদক্ষতা শিক্ষণই স্কুলকে পলিটেকনিকাল বৈশিষ্ট্য দেয়, সত্যিকার, সুদক্ষ শিক্ষকের জন্য বহু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দেখান এবং সেইগুলি থেকে পুরো একপ্রস্ত নিয়ম উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই হল শুদ্ধভাবে শ্রমনীতি প্রয়োগের ফলশ্রুতি।

এই সবই হল সেই সুখী অথচ অসুখী সময়ের কথা, যখন আমরা

বিপ্লবী উদ্যমের মোমনির্মিত ডানায় ভর দিয়ে ইকারুস-এর মতো উঁচুতে উড়ছিলাম। মোম-লাগান সেই ডানাগুলি খসে গেছে আর আমরা ক্রমাগত নেমে এসেছি আমাদের পঙ্কিল পৃথিবীতে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত আমরা আবার উঁচুতে ওঠার জন্যই কেবল কাজটি করেছিলাম। আমরা আপাতত স্কুল সম্পর্কে আমাদের দাবীগুলি খাটো করেছি কেবল আগামীতে আরও ফলপ্রসূ উন্নতির আশায়...

নৈতিক শিক্ষার আরও একটি বিশাল বিভাগ হল নান্দনিক শিক্ষা। এইক্ষেত্রে আমরা আসলে প্রায় কিছুই করছি না। জনশিক্ষা কমিশারিয়েতে সোভিয়েত স্কুল-সম্পর্কিত প্রথম নীতিনির্ধারণকালে আমরা নান্দনিক শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলাম। শেষে, অর্থাভাবে স্থানবিশেষে সামান্য কিছুটা সঙ্গীত, অভিনয় ও ছবি-আঁকা শেখান ছাড়া নান্দনিক শিক্ষার আর কিছুই টিকে থাকে নি এবং আমার কোন কোন বাস্তববাদী সহকর্মী এমনও বলেছেন যে, নান্দনিক শিক্ষার এই হুজুগ সৃষ্টির মূলে ছিলেন বাতিকগ্রস্ত জনকমিশার — সুকুমার শিল্পের প্রতি তাঁর দুর্বলতা বিধায় তিনি এটা স্কুলে চালু করতে চান, কিন্তু আসলে গুরুত্বের দিক থেকে এটা যে দশম পর্যায়ের তা তো সকলেই জানে — আমরা যথেষ্ট ধনী হলেই শুধু তা ভাবা যেতে পারে।

অতলান্ত মূর্খতাই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উৎস। সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে নান্দনিক শিক্ষা একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ উপাত্তবিশেষ আর তা এইজন্য নয় যে, ছাত্রদের মধ্যে এটা-ওটা শিল্পদক্ষতার বিকাশ ঘটান একটা চমৎকার জিনিস — তাকে গান, বেহালা বাজান বা ভাল ছবি আঁকা শেখান আর বুর্জোয়া শিক্ষাবিদরা প্রায়ই যা বলেন — শিশুকে প্রকৃতি ও শিল্পকর্মের সমঝদার হওয়ার সামর্থ্য শিক্ষা দেয়া উচিত, কারণ এটা তার ব্যক্তিগত সুখের সহায়ক।

এটা মূলকথা নয়। মূলকথা হল মানবিক আবেগ এবং ফলত মানুষের ইচ্ছাকে শোধনের শ্রেয়তর আর কোন উপায় নেই। অবশ্য শিক্ষাকে সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত আর কর্মস্থল, উৎপাদনস্থল ও সমাজজীবনে শরিকানাকে ছাত্রদের চিন্তার দিগন্ত বিস্তার ও অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি লালনের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু, সবিশেষ লক্ষণীয় যে, প্রতিটি উৎসব আগাগোড়াই শৈল্পিক উপাদানপৃক্ত। বিদ্যমান

সত্যিকার জীবনযাত্রা এমনই নৈরাজ্যিক ও স্ববিরোধী যে, এটাকে শিক্ষাসহায়ক হিসাবে ব্যবহার প্রায় অসম্ভব বৈকি। এটাকে সংগঠিত করা প্রয়োজন। আর এই সংগঠন কেবল শিল্পের মাধ্যমে — সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্পের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শিশুদের দ্বারা যৌথভাবে ওইসব শিল্পকর্ম সৃষ্টি ও উপভোগের নিরিখেই ওদের চেতনার উপর এইগুলির ছাপের অনপনেয়তা মুদ্রিত হয়ে থাকে। এই হল মূলকথা। প্রসঙ্গত, তলস্তয়ের মতো প্রতিভার দেয়া শিল্পের সংজ্ঞার্থটি স্মরণীয়: শিল্প প্রথমত ও প্রধানত শব্দ, ধ্বনি, রেখা, বর্ণ ইত্যাদির এমন একটি সংগঠন যা শ্রোতা, দর্শক, পাঠক প্রভৃতির মধ্যে এইগুলির স্রষ্টার আবেগ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করতে পারে (১২)। এই ফলশ্রুতি ঘটে দৃষ্টান্তের জোরে। এটাই অনুকরণের মূল উদ্দীপনা। যে-শিক্ষক শিল্পী নন, তিনি শিক্ষকও নন। **নান্দনিক শক্তি** আসলে প্রথমত ও প্রধানত অভিব্যক্তির উপায় সংগঠনের এমন একটি ধরন যা সরাসরি মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দেয়, ওই অনুভূতিগুলি বদলে দেয়। শিল্প হল ওই ধরনের প্রচারকার্যের উচ্চতম অভিব্যক্তি, আশপাশের সবাইকে আবেগের দিক থেকে প্রভাবিত করার পন্থা। এখানেই শিল্পের বিপুল গুরুত্ব নিহিত। শিল্প আমাদের আবেষ্টনীর সবকিছুর প্রতি ব্যষ্টির সহানুভূতি জাগায়, তা সংগঠিত ও লালন করে। এটা আমাদের ভালবাসা, ঘৃণা বুঝতে শেখায়, অন্য মানুষের, জীবের, বস্তুর, অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্বের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। আর আমরা যদি এই উদ্দেশ্যে পুরনো শিল্পকে ব্যবহার করতে পারি, ওগুলি থেকে আমাদের উদ্দেশ্যের উপযোগী উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে পারি, তাহলে নিজেদের শিল্পের উন্নতি সাধনে আমরা কতই না উপকৃত হব — যে-শিল্প **আমাদের** ধারণাগুলি, **আমাদের** নীতিগুলি, **আমাদের** দৃষ্টিভঙ্গিগুলি 'প্রকাশ করবে আর নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে বিপুল তাৎপর্যের অধিকারী হবে।

আমাদের শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় কেবল শরীরচর্চা শিক্ষা ও নান্দনিক শিক্ষাই নয়, নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তনও আবশ্যকীয়। অসুবিধা উত্তরণের মধ্য দিয়েই মানুষের ইচ্ছাশক্তি বিকশিত হয়। শুধু আরাম-আয়াসের ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা শিশুদের মানুষ করে তুলতে পারব না। ভবিষ্যতে তাদের বহুবিধ বাধাবন্ধের, প্রায়শই কঠোরতা, কিছুটা দুঃখকষ্টের মোকাবিলা করতে হবে।

এইজন্য প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতার। মানুষের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ, তার ইচ্ছামতো কোন মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছনোর দুঃখবরণের শিক্ষা অপরিহার্য। নিয়মানুবর্তিতার শ্রেষ্ঠতম ধরন হল আত্মনিয়ন্ত্রণ। মানুষের পর্যাপ্ত চারিত্রিক দৃঢ়তা তাকে নিজ লক্ষ্যার্জনে সহায়তা যোগায়। কিন্তু যথেষ্ট মনোবল না থাকলে, যথেষ্ট আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকলে (এটা শিশু, বয়স্ক সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) তাকে অবশ্যই সাহায্য দেয়া উচিত।

শিশুর পক্ষে সাহায্যলাভের দুটি উৎস রয়েছে: সহপাঠীদের সমবায় ও শিক্ষক। সরাসরি নীতিশিক্ষা দেয়া শিক্ষকের পক্ষে ততটা বাঞ্ছনীয় নয়। শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য গড়ে তোলার মাধ্যমে কাজ করে যাওয়া, অথবা যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলে, বলতে গেলে, শিশুদের সমবায়ের সভাপতি হওয়ার মতো তাঁর প্রতিভা থাকলে এবং তা থেকে শিক্ষার লক্ষ্যোপযোগী সচেতন শৃঙ্খলাবোধ জাগাতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হয়। সমষ্টিই নিয়মানুবর্তিতার উৎস হওয়া উচিত। ব্যষ্টির চেয়ে এটা সর্বদাই ভাল। সমষ্টির মধ্যেই সর্বদা সেইসব দল খুঁজে পাওয়া সম্ভব যার উপর নির্ভর করে বিশেষ নিয়মানুবর্তিতার বনিয়াদ গড়ে উঠতে পারে। এই ধারাই অনুসরণীয়। এখানেই সম্মানবোধ জাগান অত্যাবশ্যক।

আমি এই বক্তব্য প্রকাশে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নই। বুর্জোয়া বিপ্লবী রবেস্পিয়ের বলেছিলেন: 'অভিজাতদের সম্মান ছিল, আমাদের আছে সততা।' আমাদের, প্রলেতারিয়েতের সম্মানও রয়েছে। প্রক্রিয়াটি অবশ্যই দ্বান্দ্বিক।

কাপড় কেনার সময় বুর্জোয়া দোকানদার তার খদ্দেরকে এক ইঞ্চি কাপড়ও না ঠকালেই সে সৎ বড়লোকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়।

একজন অভিজাতের সম্মান পুরোপুরি অন্য ধরনের জিনিস। অভিজাতরা আক্রমণের দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি যোদ্ধাশ্রেণী, একটি বিজয়ী শ্রেণী বিধায় তাদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বশ্রেণীকে আরও মজবুত করার জন্য শ্রেণীস্বার্থের কাছে নিজেকে অধীনস্থ করার শিক্ষা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

আমরা বিরাট ঐতিহাসিক সমস্যাবলীর মোকাবিলা করছি। তাই অভিন্ন লক্ষ্যার্জনের জন্য ব্যক্তিকে আত্মত্যাগের প্রস্তুতি নিতে হবে। এইগুলির জন্য মৃত্যুবরণই যথেষ্ট নয়। আমাদের দাবী আরও বেশি। আমরা চাই মানুষ এইগুলির জন্য বেঁচে থাকবে, এইগুলির জন্য জীবনের প্রতিটি ঘণ্টা বেঁচে

থাকবে। লেনিন বলেছিলেন: নিজের আচরণকে প্রলেতারিয়েতের মূল নৈতিক মানের সঙ্গে মানানসই করুন। আর এই মূল নৈতিক মানগুলির মধ্যে তাই ভাল যা প্রলেতারিয়েত ও তার আদর্শকে জয়ের লক্ষ্যে চালিত করে, আর তা খারাপ যা এই লক্ষ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই লক্ষ্যেই আমাদের মর্যাদাবোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শিশুর মধ্যে এই মর্যাদাবোধ একেবারে অল্পবয়স থেকেই গড়ে তুলতে হয়। এইক্ষেত্রে শিক্ষাদানরত সংস্থা অবশ্যই সামষ্টিক হবে এবং কোন ছেলে বা মেয়ে লজ্জাকর মিথ্যা বললে, যৌথকাজে বাধা দিলে, দুর্বলের উপর হামলা চালালে, ইহুদি-বিরোধী মনোভাব দেখালে সমষ্টির অযোগ্য সদস্য হিসাবে তাকে সকল সহকর্মীর সামনে অবশ্যই লজ্জিত হতে হবে। এই ক্ষুদে মানুষটি দলের সামনে নিজের দোষ স্বীকারে অবশ্যই লাজরাঙা হয়ে উঠবে।

আমাদের কাছে এটাই হল মর্যাদার অর্থ। সমষ্টির মধ্যে এটা আসলে নিয়মানুবর্তিতার জন্য এক প্রবল শক্তি। কোন শিক্ষক এই ধরনের নিয়মানুবর্তিতায় সফল হলে এইভাবে তাঁর পক্ষে অনেককিছুই অর্জনই সম্ভবপর।

বয়স্কাউট প্রতিষ্ঠাতা বাডেন-পাওয়েল স্কাউটদের মধ্যে মর্যাদাবোধ গড়ে তোলায় বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন (১৩)। আমরা আমাদের পাইওনিয়র আন্দোলনেও অবশ্যই এই বোধ গড়ে তুলব। আমার মনে আছে, একবার আলোচনা প্রসঙ্গে একদল ছোট পাইওনিয়রকে বলেছিলাম: 'আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেউ ধূমপান করে?' আর তারা উত্তর দিয়েছিল: 'পাইওনিয়রের পক্ষে ধূমপান **লজ্জাকর**।' কথাগুলি এমনই স্পষ্টভাবে, এমনই তীক্ষ্নভাবে উচ্চারিত হয়েছিল যে এর গুরুত্ব লুকানো ছিল না, কেউ ধূমপান করলে সে নিশ্চিতই লজ্জিত হবে। লজ্জাবোধ এমন একটি শক্তি যা বহুযুগ ধরে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে। লজ্জাবোধ সমাজের দাবিপূরণের এক ফলশ্রুতি। এটি পাশব প্রবৃত্তিকে — অবাধ্য বন্য পশুকে বাগ মানানোর মতো এক লাগামবিশেষ। তাই আমি মনে করি, 'সম্মান' শব্দে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যৌথ, শ্রেণীগত এই মর্যাদাবোধ শুধু বড়দের মধ্যেই নয়, শিশুদের মধ্যেও গড়ে তোলা উচিত।

নতুন মানুষ সৃষ্টির কাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এখনো বিদ্যমান

একটি কলঙ্কের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া উচিত। আমাদের নারীরা এখনো নির্যাতিতা। আমাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব হবে যদি, প্রথমত নারীসমাজকে অবাধে বিকাশের সুযোগ দেয়া না হয়, দ্বিতীয়ত, নির্যাতনের উপায় হিসাবে পরিবারের ভূমিকার অবসান না ঘটে (১৪)। সত্যি বলতে কী, কমিউনিস্ট বা যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্যরা যেভাবে যৌনবিষয় ও নারীদের সম্পর্কে কথা বলে তাতে মাঝে মাঝে তাদের নিন্দা ও ঘৃণা জ্ঞাপনের ভাষা খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের অনেকের মধ্যে এমন এক আদিম বন্য শোষক ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, এমন একজন কমিউনিস্টটিকেও অক্লেশেই যেকোন বুর্জোয়ার পাশে বসিয়ে দেয়া চলে। লেনিন তা জানতেন। লেনিন তাদের যথাযথভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। আমাদেরও এখন তাদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করা উচিত। এরা ক্রিমিনাল।

নারী-পুরুষের মধ্যে তথাকথিত অবাধ সম্পর্কের ছদ্মবেশে মাঝে মাঝে এর অভিব্যক্তি ঘটে। এমন 'অবাধ' সম্পর্কের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর দিকে পুরুষদের প্রবণতা রয়েছে। তারা পরিবারকে এখন আর গ্রাহ্য করে না। কারণ, পরিবার হল বুর্জোয়া সংস্থা। দেখুন ব্যাপার! সেজন্যই পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন! এইভাবেই দেখা দেয় 'এক গ্লাস জলের' তত্ত্ব, অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ককে শারীরতাত্ত্বিক তুষ্টিবিধানে পর্যবসান। কিন্তু সন্তান — পুরুষের বদলে নারীই তো তার ধারক। সুতরাং, এতে পুরুষের কোন যন্ত্রণা নেই, অথচ নারীর কষ্ট অশেষ।

এটা পরিবারবহিস্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবেচ্য। পরিবারমধ্যস্থ সম্পর্কের ব্যাপারে লেনিন তাঁর অনন্যসাধারণ স্বচ্ছদৃষ্টি সহ বলতেন: আমরা নারীকে সমানাধিকার দিয়েছি, কিন্তু গৃহকর্ম থেকে মুক্তি দিই নি। অবশ্য একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে সাহায্য করতে পারে আর এখানে সহকর্মিসুলভ মনোভাব থেকে অনেককিছুই অর্জন সম্ভব। কিন্তু সমস্যাটির আমূল সমাধানের জন্য আমাদের জীবনযাত্রার ধরনবদল প্রয়োজন। এইজন্য নতুন আবাসিক ব্যবস্থা, সামাজিক রান্নাবান্না, বাড়ির বাইরে ধোপাখানা, পরিবারকে শিশুপালন থেকে রেহাই — যা কায়িক শক্তির একটা বড় অংশই দখল করে রাখে — সেদিকে যথেষ্ট নজর দেয়া আবশ্যকীয়।

যে-গৃহকর্মকে লেনিন নিকৃষ্টতম সংগঠিত ও জঘন্যতম দাসসুলভ ধরনের

শ্রম হিসাবে ও শক্তিব্যয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেহিসাবী বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তা অবশ্যই বিলোপ করতে হবে। প্রথমত শহরে এবং শেষে গ্রামে গৃহকর্মকে আমরা শূন্যের কোঠায় আনব। এটা হল সমাজতন্ত্র নির্মাণের একটি সূত্র, একটি পূর্বশর্ত। এছাড়া বিপুল সংখ্যক নারীকে সমাজতন্ত্র নির্মাণে শরিক করা যাবে না, পুরুষনারীর সত্যিকার সমানাধিকার অর্জনও অসম্ভব হবে...

আমাদের ব্যক্তিতাবাদী দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অবশ্যই সামাজিক জীবনযাত্রায় রূপান্তরিত করতে হবে। নতুন মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারটি কারখানা ও কর্মস্থল সংগঠন ছাড়া, জীবনযাত্রার সহযোগী সংস্থাগুলি সংগঠন ছাড়াও সমাজ সংগঠনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং, এখানে আমাদের কাছে ক্লাবগুলির গুরুত্ব অত্যধিক। আমি এই বিষয়টিকে আর বিশদ করব না। সকলেই এই দিকটির গুরুত্ব অবহিত। এই দিকে আমরা অনেকটাই এগিয়েছি। দুনিয়ার আর কোথাও এমন উল্লেখ্য পরিসরে গণতান্ত্রিক ক্লাবের অগ্রগতি ঘটে নি, যদিও এইগুলিকে আরও উন্নততর করা যায়।

এইসঙ্গে আমাদের যাবতীয় নতুন গৃহনির্মাণ প্রকল্প, আমাদের সাংস্কৃতিক ধারার পুরো লক্ষ্য অবশ্যই এমনটি হওয়া উচিত যাতে সামাজিক মানুষের পেছনে ব্যক্তিমানুষ হারিয়ে না যায়। প্রতিটি নর-নারীকে তার নিজস্ব একটি ঘরের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে, যা তার ইচ্ছামতো সে সাজাবে, যেখানে তার গোপনতা নিশ্চিত হবে। এমন কি, সমাজতান্ত্রিক সমাজেও একক পরিবার গড়ার অধিকার থাকবে, যদিও এখানে পরিবার মোটেই অপরিহার্য নয়। সমাজ শিশুদের শিক্ষা দিলেও কোন দম্পতি একান্তভাবে পারিবারিক জীবন চাইলে তারা পুরোপুরিই সেই সুযোগ পাবে। সমাজতন্ত্রকে ব্যক্তির এমন পর্যায়ের সামাজিকীকরণ মনে করার কোন কারণ নেই, যেখানে সে অস্থানিক হয়ে পড়বে — মানুষ পুরোপুরি বহিস্থ হয়ে যাবে, নিজের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে অক্ষম হবে, নিজের অন্তর্জীবন যাপন ও ব্যক্তিত্ব লালনে সক্ষম হবে না। এটা ভুল। ফুলপ-মিলার লিখিত বলশেভিকদের প্রসঙ্গে বইটিতে (সুন্দর ছবি সহ একটি বড় বই) বলা হয়েছে যে, লেনিনবাদী বলশেভিকরা ব্যক্তিক বিকাশের অধিকার আটকায়, মৌলিকতা ও ব্যক্তিগত জীবনের অধিকার অস্বীকার করে, আর কেবল লুনাচার্স্কিই ভিন্নমতাবলম্বী, কিন্তু তিনি N. N. স্বাক্ষর সহ

তাঁর পুস্তিকাটি বার্লিন থেকে প্রকাশ করেছেন, কারণ নিজের পুরো নামটি দিতে তিনি ভয় পেয়েছেন।

অবশ্য N. N. স্বাক্ষরে আমি কোন পুস্তিকা প্রকাশ করি নি। কিন্তু, আমি সর্বদাই খোলাখুলি আমার বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে এই ধারণা ব্যক্ত করেছি যে, সমাজতন্ত্র বস্তুত ব্যক্তিকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেয়ার বদলে তার সার্বিক বিকাশেরই পূর্বশর্তাধীন। আমাদের অন্যান্য বহু সহকর্মীও এই কথাই বলেছেন। আমরা সর্বদাই এই মত প্রকাশ করেছি যে, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির বিকাশ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পেঁছয়। বক্তৃতার শুরুতে পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণের যূথচারিতার কথাটি উল্লেখ করার সময় সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোগত 'দানাদার' বৈশিষ্ট্যটি আমার মনে ছিল। এখানে চূড়ান্ত, মৌলিক সব ব্যক্তির বিকাশ ঘটা সম্ভব, যারা এই সাধারণ ঐকতানে নিজের অবদান যোজনে সমর্থ, যেমনটি একটি অর্কেস্ট্রায় প্রতিটি কণ্ঠ নিজের ধারা অনুসরণ করে আর সবগুলির ঐকতান একসঙ্গে সিম্‌ফনিতে মূর্ত হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন: 'আমরা কি পিছু হটছি না? অবক্ষয়, ক্লান্তির লক্ষণ কি আমাদের চোখে পড়ছে না?' কাগজে মস্কোর ছাত্রবাসে বলাৎকারের ঘটনার খবর বেরিয়েছে। আমরা তরুণদের মধ্যে, এমন কি, যুব কমিউনিস্ট লীগের মধ্যেও সব ধরনের অপকর্ম ও বিশৃঙ্খলার কথা জানি। সন্দেহ নেই, আমাদের উচ্চতর বিদ্যায়তনগুলিতেও ঘৃণিত অকুস্থল রয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছে, আমরা পিছু হটছি।

অবশ্যই আমাদের মধ্যে এমন প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু আমি এইগুলিকে প্রাধান্য দিই না। এইগুলি আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক ও সার্বিক প্রগতির নিয়ামক নয়। তবু এইগুলি তো ঘটছে। কেন? কারণ, আমরা অন্তর্বর্তীকালের বাসিন্দা।

আমরা প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে, আমাদের দারিদ্র্যের সঙ্গে, টিকে থাকার জন্য, এগিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করি। আমরা আমাদের শ্রেণীশত্রু — বুর্জোয়া উপাদানের সঙ্গে মারাত্মক লড়াই করছি, যারা গোপনে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট। আমরা লড়ছি বড় বড় বুর্জোয়ার অবশেষ বা পদলেহীদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের ধ্বংসের জন্য সক্রিয়। আমরা লড়ছি কূপমণ্ডূকতার, সংস্কৃতিহীনতার সঙ্গে, কূপমণ্ডূকদের সংস্কৃতির অভাবের

সঙ্গে। আমরা লড়ছি বিশেষত গ্রামাঞ্চলীয় অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে। এই সংস্কৃতিহীনতা অনেকটা ক্যানসারের মতো, যা তার শিকড় ও স্ফীতি আমাদের পার্টি-সংগঠনের গভীরে, আমাদের প্রতিটি মনে ছড়িয়ে দিয়েছে। এইসব নিয়েই আমরা একটি নিষ্ঠুর ও বিরামহীন যুদ্ধ চালাচ্ছি। বৈপ্লবিক লড়াইয়ের প্রথম পর্বে আমাদের সামনে ছিল শত্রু, আমরা তার মোকাবিলা করেছি, আহত হয়েছি, অনেকে প্রাণ দিয়েছি। কিন্তু, তখন সকলেই সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। এখন ব্যাপারটি তা নয়। ইতিহাস আবার মোড়বদল করেছে এবং কেবল ধ্বংস নয়, আমাদের সামনে সৃষ্টির দাবীও উপস্থাপিত করেছে। এই দাবী আমাদের তরুণদের উপরও বর্তায়। আমরা কি সৃষ্টি করতে জানি? না, আমাদের আরও কঠোর, আরও দীর্ঘকালীন শিক্ষালাভ প্রয়োজন। অথচ সকলের জন্য শিক্ষালাভের সুযোগ আমাদের নেই। প্রাথমিক স্কুল থেকে মোট সংখ্যার অর্ধেক কিছু বেশি ছাত্রছাত্রীকে আমরা উচ্চতর বিদ্যায়তন ও শ্রমিক-অনুষদে পাঠাতে পারি। আমাদের অর্থাভাবের জন্য ছাত্রদের বড় একটা অংশই আরও পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত আর এরাই অসম্পূর্ণ শিক্ষা নিয়ে উল্লেখ্য সংখ্যায় বেকার হয়ে আছে। যারা এখনো পড়াশোনা করছে তাদের পরিস্থিতিও খুবই নৈরাশ্যজনক — নাই পাঠ্যবই, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাজসরঞ্জামের দুর্ভিক্ষ, পাঠক্রমের প্রস্তুতিও খুবই খারাপ, কোন বৃত্তি পেলে তার পরিমাণও অতি সামান্য। এই বিপুল উদ্যোগ যোজনের ব্যাপারটা কত কঠিন, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়: পড়াশোনা আর এইসঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পালন। কারণ, নিজের শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ রাখা প্রয়োজন। অন্যথা, প্রক্রিয়াশেষে অস্থিরতাপীড়িত, শ্রেণীচ্যুত, শ্রমিক ও কৃষক সাধারণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন 'টেকনিকাল বিশেষজ্ঞ' হয়ে উঠবে। এই সবই সকল ধরনের ছাত্রের জন্য বাড়তি অসুবিধা সৃষ্টি করে। আর শেষপর্যন্ত কোন তরুণ একটি চাকুরি পেলেও এটা কি তাদের পছন্দসই হবে, এটা কি তাদের জন্য দারুণ একঘেয়ে হবে না? প্রায়ই তাদের ভাগ্যে জোটে অফিসের কোন কেরানির কাজ, রুটিনমাফিক কোন টেকনিকাল কাজ, নিত্যদিন কেবলই পুনরাবৃত্তি।

কাজের এই ধরনের প্রতি অসন্তোষ ও একঘেয়েমি তরুণদের বাউণ্ডুলেপনা, মদ্যপান, বদমাইশির দিকে ঠেলে দেয়। তারা ভাবতে থাকে: 'আমরা' উঁচুদরের মানুষ, আমরা সেকেলে পেটি বুর্জোয়াদের মতো চলব

না, আমরা উচ্চতর স্বাধীনতা ও নীতিহীনতার মধ্যে মুক্তির কোন একটা পথ খুঁজছি — এই ধরনের আপ্তবাক্য হল বাউণ্ডুলেদের বুলি, নিউ টেস্টামেণ্ট। আর যেখানে সীমিত শিক্ষার দরুন তারা এমন কি বাউণ্ডুলে হতে পারে না সেখানে তারা ডাহা বদমাইশি, বর্বরতা, মাতলামি, যাবতীয় আহাম্মকিতে সরাসরি অকপট আত্মসমর্পণ করে। এখানে মাতলামির আচ্ছন্নতা দেখা দেয় একান্ত একঘেয়েমির জন্য, পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যর্থতার জন্য, নিজেকে চলমান সমাজের অংশ হিসাবে উপলব্ধি না করার জন্য, নিজে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পেছনে পড়ে যাওয়ার জন্য।

অর্থাৎ, কমরেডগণ, প্রতিটে যুদ্ধে আমরা নৈতিকতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে নিহত ও অধঃপতিতদের মধ্যে মোটেই কম সংখ্যক লোক হারাচ্ছি না। যুদ্ধের আগে কেউ সেনাপতির কাছে গিয়ে বলতে পারে না: 'নিহত আর আহত ছাড়াই যুদ্ধটি জিতুন।' এখানেও তা সত্য: নৈতিকভাবে অধঃপতিতদের না হারিয়ে আমাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব...

সহমর্মিতা একটি সেরা চাবি, যা দিয়ে অনেক বন্ধ বাক্সই খোলা যায়। যে-মানুষটি ভারসাম্য হারিয়েছে তাকে খাড়া করা, তিরস্কার করা, বন্ধুদের সামনে তাকে সংশোধনের জন্য দাঁড় করান, পঙ্কমগ্ন অবস্থা থেকে তাকে সবলে উদ্ধার করা — এটাই আসলে প্রয়োজন। পরস্পরের প্রতি আমাদের যত্নশীল হওয়া উচিত।

নতুন মানুষ সৃষ্টির আন্দোলনকে চূড়ান্ত গতিবেগ দেয়াই হল 'এখন সাংস্কৃতিক বিপ্লব' এই স্লোগান ঘোষণার অর্থ। তাছাড়া অদ্যাবধি অনুসৃত আমাদের নীতি ও পদ্ধতিগুলির পুনর্মূল্যায়নও এর অন্তর্ভুক্ত...

বসে থাকা অবস্থায় একটি পা অসাড় হয়ে গেলে মানুষ সেটা অনুভব করে না। কিন্তু উঠে দাঁড়ালেই সে সুচের আঘাত অনুভব করে — কারণ সেখানে তখন পুনরায় রক্তসঞ্চালন শুরু হয়। অনুভূতিটি মোটেই প্রীতিকর নয়। কিন্তু এটা কোন অসুস্থতা নয়। ব্যাপারটা যে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে এটা তাই বোঝায়। একইভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সোচ্চার সমালোচনা এটাই দেখাচ্ছে যে, আমাদের সোভিয়েত, আমাদের শ্রমিকের রক্তস্রোত পুনরায় এখানে স্পন্দিত হতে শুরু করেছে, অর্থাৎ, নির্মাণকার্যের আংশিক অসাড় অংশটি আমাদের প্রবল সোভিয়েত জীবনের সাধারণ তন্ত্রে এখন সংযুক্ত হয়েছে।

# সোভিয়েত স্কুলের নৈতিক শিক্ষা

## সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও নৈতিক শিক্ষার কার্যাবলী

আমরা সমাজের আমূল রূপান্তরের মাঝখানে রয়েছি। সমাজের এই রূপান্তর — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, 'দুনিয়ায় ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা' — বহুকাল থেকেই মানুষের চিন্তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার পাশাপাশি পুরো একপ্রস্ত অন্যতর চিন্তাধারাও রয়েছে, যা সমাজের, বিশেষত বুর্জোয়া সমাজের আত্যন্তিক অসন্তোষজনক পরিস্থিতির কথা বলে এবং মানুষকেও অনুরূপ নীতিহীন, অসুন্দর ও অসম্পূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করে। মানুষের কী হওয়া উচিত এই অত্যাকর্ষী প্রসঙ্গটি এখন আলোচনা করছি না। আমি কেবল এটুকুই বলব, অন্যান্য সমাজ সংস্কারক (বড় ও ছোট, ব্যক্তি ও গণআন্দোলন) প্রায়ই এমনটি অনুমান করতেন যে, শিশু ও বয়স্ক নির্বিশেষে মানুষের পুনর্শিক্ষণের মাধ্যমে, নির্দিষ্ট প্রচারের মাধ্যমে সমাজজীবনের সংস্কার সম্ভবপর, এমনটিই হওয়া উচিত। তাঁদের মতে নিখুঁত মানুষ হল সমাজজীবনের আরও অগ্রগতি ও উন্নতির পূর্বশর্ত।

উদারনৈতিক ও স্বপ্নবিলাসীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করি। আমরা বলেছি যে, আমাদের এই সমাজে, শাসকশ্রেণী অনুমোদন করলেও নৈতিক শিক্ষা ও নান্দনিক প্রচারের মাধ্যমে মানবজাতির রূপান্তর ঘটান সম্ভবপর নয়। আমাদের নীলনকশাটি আলাদা: শ্রেণী হিসাবে প্রলেতারিয়েত, পুঁজিতন্ত্র কর্তৃক উত্তরাধিকারবঞ্চিত শ্রেণী, সমগ্র জীবন ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যুক্তিসঙ্গতভাবে পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার মজুর সহজেই ঐকবদ্ধ হওয়ার মতো একটি সচেতন শ্রেণী, যে-শ্রেণী নিজে নিখুঁত না হওয়া সত্ত্বেও কেবল এটিই একমাত্র সম্ভাব্য বৈপ্লবিক শক্তি যে ক্ষমতা হস্তগত করে বিদ্যমান সকল শক্তিকে তার একনায়কী ইচ্ছা ও আদেশের কাছে অবনত করতে এবং অতঃপর জীবনযাত্রা পুনর্গঠনে

এগিয়ে যেতে পারে। মার্কসের ভাষায়: প্রলেতারিয়েতের সমাজ-বিপ্লবে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন; কয়েক দশক ধরে প্রলেতারিয়েতকে শুধু পরিবেশের পরিবর্তনই নয়, নিজেকেও বদলাতে হবে; সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মুখোমুখি এই প্রক্রিয়ার শেষপর্যায়ে প্রলেতারিয়েত এমন এক ধরনের মানুষ হয়ে উঠবে, যা বর্তমান মানুষের চেয়ে জীবনযাত্রার সঠিক পুনর্গঠনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

নৈতিক শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ থেকে কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণে প্রয়োজনীয় সময় যথেষ্ট হ্রাসের ক্ষেত্রে আমরা লেনিনের নির্দেশের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ ও প্রয়োজনীয় নিশানা লক্ষ্য করি। ভ্লাদিমির ইলিচ জোর দিয়ে বলতেন: সমাজতন্ত্রের ব্যাপারটা কেবল মানুষের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বদলান, আইনগুলি বদলান, অথবা মেশিন থেকে শুরু করে আবাসিক পরিস্থিতি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পর্যন্ত বৈষয়িক সম্পর্ক বদলান ভাবলে আর খোদ মানুষের কথা এড়িয়ে গেলে কমিউনিস্ট ও প্রলেতারিয়েতের পক্ষে বিভ্রান্ত, মারাত্মক ভুল হবে। ভ্লাদিমির ইলিচ জোর দিয়ে বলতেন: যে-নির্মাণকার্য আপনা থেকে খোদ মানুষের পরিবর্তন সাধনে অক্ষম তা হল মূলত লক্ষ্যহীন, বোধহীন; এমন কি, প্রলেতারিয়েতের অর্জিতব্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যিকার সাফল্যলাভের দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা হস্তগত করার সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি নিজেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে জড়িত করবে। রাজনৈতিক চেতনা সংহত করা ও বিশেষত কৃষক ও কর্মরত বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রলেতারিয়েতের প্রভাবের পরিসর — এই দুটিই মেহনতিদের অর্জিত রাজনৈতিক শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের উপর নির্ভরশীল (১)।

আমাদের উত্তরাধিকারী নতুন প্রজন্মগুলির রাজনৈতিক শিক্ষা — এটাই সবকিছু নয়। মানুষের প্রতি নজর দেয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজের দাবীও মোটেই কিছু কম নয়। বয়স্কদের পুনর্শিক্ষণ এবং তরুণ ও শিশুদের শিক্ষাদান হল পরবর্তী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের পূর্বশর্তাধীন। বলাই বাহুল্য যে, এইগুলিই মানুষের জীবনের রূপান্তর ঘটায়, যা প্রলেতারিয়েতের পুরো আন্দোলনকে সত্যিকার অর্থবহ করে তোলে। এই অর্থে শিক্ষাপ্রক্রিয়া অন্যতম কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

আমাদের প্রজন্ম মানুষের জীবনযাত্রার রূপান্তর সাধনে নিজেকে যখন

ব্যস্ত রেখেছে আমরা তখন পুরনো কুসংস্কার ও জীবনের কুশ্রীতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি — লেনিনের এই কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য (২)। আমরা পঙ্গু। আমরা এখনো সমাজতন্ত্রী হতে পারি নি। বরং আমরা প্রবণতাটাকে দেখি। কিন্তু, আমাদের অভ্যাসকে নিজেদের চাহিদানুগ করা খুবই কঠিন।

যারা জীবনের অধিকাংশ সময় অথবা এমন কি, কেবল যৌবন কাল পুরনো শাসনে কাটিয়েছে তাদের পক্ষে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিতাবাদী পেটি-বুর্জোয়া জীবনের 'আকর্ষণীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্য' থেকে নিজেকে মুক্ত করা খুবই কঠিন।

মানুষের একক চমৎকার নজির — যেমন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন — আমাদের বিস্মিত করে। আমরা দেখি তাঁদের অটল সততা, সঙ্গতি; এমন কি মাঝারি কমিউনিস্ট বা প্রলেতারিয়েত তাঁদের অনেকটাই দূরবর্তী। এটা অর্জনের জন্য এখনো পুরোপুরি ও যথাযথভাবে সংগঠিত হয় নি এমন জীবনযাত্রার পরিবেশে লালিত নতুন প্রজন্মকে যথাসম্ভব দ্রুত চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী ও সাধারণ সুস্থদেহী মানুষ হিসাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যা আমাদের ধারণানুগ সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রার চাহিদার মাপকাঠি।

বিপ্লব সত্ত্বেও এখনো নৈতিক শিক্ষাপ্রক্রিয়া সংকটবেষ্টিত। এই পরবর্তী প্রজন্ম, আমাদের ঘনিষ্ঠতমরা যে জীবনযাত্রার পুরনো পরিবেশ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে এমন নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি না। কারণ, আমাদের অন্তর্বর্তীকালের ওই পরিবেশগুলি তরঙ্গসংকুল ও এখনো আংশিক দূষিত এক সমুদ্র, যা বেষ্টন করে রয়েছে কয়েকটি দ্বীপ বা ক্ষুদ্র দ্বীপ যেখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চলছে। পুনর্শিক্ষার অসুবিধাগুলি খুবই বড় ধরনের।

মানুষের ইতিহাসে বা সাধারণভাবে মানবসভ্যতার ইতিহাসে শিক্ষার প্রক্রিয়া কী, এর মর্মার্থ কী, আর কীভাবে ওই মর্মার্থ আমাদের হাতে বদলায়?

মানুষের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে অর্জিত ও সামাজিকভাবে সংক্রমিত অভিজ্ঞতা যে-ভূমিকা পালন করে তার নিরিখেও মানুষকে অন্যান্য পশু থেকে আলাদা করা যায়। পাঁচ সহস্রাধিক বছরের কালপর্বে অন্যান্য

পশুর মতো মানুষেরও শারীরস্থান ও শারীরবৃত্তের কোন রদবদল ঘটে নি। ধরা যাক, লণ্ডনে এই বছর জন্মেছে এমন কোন শিশুকে যদি পারিপার্শ্বিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, তাহলে সে একটি অসম্পূর্ণ জীব হয়ে উঠবে, অন্য জন্তুর তুলনায় অনভিযোজিত হবে, কারণ, জন্তুদের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার থাকে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। তবু পাঁচ হাজার বছর আগের কোন শ্রেষ্ঠ মানুষের সঙ্গে আজকের কোন এই বয়সীর, কিংবা কোন বর্বর ও সমকালীন ইংরেজের তুলনা করলে এদের মধ্যেকার বিরাট পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এই পার্থক্য হল জ্ঞানের, প্রকৃতির উপর আধিপত্য, যা ভাষাশিক্ষা, অতীত সভ্যতা, ইত্যাদি থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় অর্জিত হয়।

মানবসমাজের আওতায় আছে এক বিরাট পুঁজি — যুগযুগসঞ্চিত যে-পুঁজি নিরন্তর বর্ধমান। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম উচ্চতর পর্যায়ে থাকার সুবিধাভোগ করে এবং তা এইভাবে মহান উত্তরাধিকার পায় বংশানুসূত্রে নয়, আয়ত্তীকরণের মাধ্যমে, যার ভূমিকা পশুদের ক্ষেত্রে খুব নগণ্য হলেও মানুষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে অতীব আকর্ষণীয় ও স্থায়ী একটি বন্ধন সৃষ্টি করে। এটা যেন বর্ধমান সংখ্যায় নব নব ব্যক্তির অবদানে সমৃদ্ধ ইতিহাসের স্রোতধারা, কিন্তু সে নিজে একটি অখণ্ড সত্তা, কারণ এইসব ব্যক্তি স্কুল, গ্রন্থাগার, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সামগ্রিক সংগঠন, সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে পুরনোকে গ্রহণ করে, নিজে ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে।

কিন্তু মানবসমাজের নতুন আগন্তুক, পুরনো শুকনো পাতার বদলি হিসাবে আসা পরিচ্ছন্ন, তাজা, সম্প্রতি জন্মান মানুষী উপাদান অতীত থেকে বিরাট মুনাফার্জনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ব্যাধিগুলিকেও আপন সত্তায় গ্রহণ করে থাকে। বিকৃত, বিকলাঙ্গ সমাজে কেউ জন্মালে সেই সমাজ তাকে নিজ শাসনাধীন করে পঙ্গু বানিয়ে ফেলে: অতীতের যাবতীয় কুসংস্কার, কুশ্রীতা, ত্রুটিবিচ্যুতি সবই সে গ্রহণ করে। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম শুধু সঞ্চিত অতীত সম্পদের সুবিধাই পায় না, তার মধ্যে রোগের (অর্থাৎ সামাজিক ব্যাধি, অবশ্যই শারীরিক রোগ নয়) সংক্রমণ ঘটে। এমতাবস্থায় আমাদের কাজ হল মানুষের এই সজীব স্রোতধারায় একটি শক্তিশালী ছাঁকনি লাগান, বা ওই স্রোতাধারাকে আলোর সঙ্গে তুলনা করলে সেখানে

একটি প্রিজ্‌ম বসান, যাতে তার সাহায্যে মানুষের নতুন প্রজন্ম বস্তুত সভ্যতার সৃষ্টি থেকে কেবল ধনাত্মক অবদানগুলিতেই নিজেকে সজ্জিত করতে পারে, কিন্তু ওটা সামাজিক বিকৃতি, কুসংস্কার, যাবতীয় ব্যাধিগুলি আটকে রেখে মানবস্রোতকে বিশুদ্ধ অবস্থায় বয়ে যেতে দেয়।

আমাদের স্কুলগুলির উপর দ্বৈত দায়িত্ব ন্যস্ত: এক পক্ষে, অতীতসঞ্চিত যাবতীয় জ্ঞান হস্তান্তর, অবশ্যই নতুন সংস্কৃতি, নতুন বিজ্ঞান এবং প্রথমত প্রলেতারিয়েতের সর্বস্ব — মার্কসবাদ, প্রলেতারীয় সংগঠন ও আমাদের নিজস্ব কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের উপর গুরুত্ব সহকারে; পক্ষান্তরে, শিশুদের মধ্যে পুরনো ভাবাদর্শের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা, পুরনো সমাজের যাকিছুর বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি সেইগুলি সংক্রমণের সম্ভাবনা লোপ করা...

শিক্ষাতত্ত্বের পুরো ইতিহাসকে এবং দুনিয়াজোড়া এর বর্তমান অবস্থাকে আমাদের গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ভালই জানি যে, এর প্রস্তাবগুলি যথারীতি আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যের ঠিক বিপরীত। বড়জোর ওখানে মিলবে রাজনীতিবিমুখ স্কুল, 'মুক্ত শিশুর' স্কুল (৩) আর এইগুলি তো নৈতিক ও শিক্ষাগত উভয় দিক থেকে শ্রেণীচারিত্র্যে সুচিহ্নিত আমাদের স্কুলগুলির সঙ্গে কোনভাবেই সম্পর্কিত নয়। স্বহস্তে আগাগোড়া এই বেদিটি আমাদেরই তৈরি করতে হয়েছে এবং বৈষয়িক সম্পদের চরম ঘাটতি সত্ত্বেও। আমাদের নেতাদের প্রদর্শিত নির্দেশিকাগুলি একটি ছোট পুস্তিকায় গ্রথিত হলে এইগুলিকে কম্পাস হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু এমন জমকাল একটি বেদি তৈরির জন্য একক কম্পাস মোটেই যথেষ্ট নয়।

আমাদের সহায়-সম্বল এখনো কম এবং কেবল সকল শিশুর পুরো শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রেই নয়, মোটামুটি ভাল স্কুলবাড়ি তৈরির মতো সামর্থ্যও আমাদের নেই। এমন কি, আমাদের প্রাথমিক স্কুলগুলিও এখনো সব শিশুকে গ্রহণ করতে পারে না। আর দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে রয়েছে খুবই অনুল্লেখ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। আমরা এখন প্রতিটি স্কুল-ছাত্রের শিক্ষাজীবনের জন্য গড়পড়তা যা খরচ করছি তা হল জারের নারকীয় রাশিয়ার অনুরূপ খরচার ৫০ ভাগের মতো। যুদ্ধপূর্ব পর্যায়ের সামান্য আয়ের হিসাবে আমরা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের ৭৫ ভাগ বেতন দিতে পারছি, দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে দিচ্ছি ৫০ ভাগ। আমরা যে কতবড়

অসুবিধার, কী মারাত্মক বাধার মুখোমুখি, এতেই তা স্পষ্ট। এইজন্য কেউই দায়ী নয়। কারণ, রাষ্ট্রীয় তহবিলের সামান্য সম্পদ থেকে এর চেয়ে বেশি বরাদ্দ একেবারেই অসম্ভব।

## প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষাদান হল নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অবশ্য উভয়ের কার্যাবলীই **শিক্ষা** নামক একটিমাত্র শব্দে সন্নিবদ্ধ। এইজন্য আমাদের ব্যবহৃত **অব্রাজভানিয়ে** (শিক্ষা) ও জার্মান ভাষার Bildung শব্দে প্রক্রিয়াটির অর্থ নির্ভুলভাবে অভিব্যক্ত। শিশুকে এমনভাবে দেখা হয় যেন সে এখনো পুরো 'আকৃতি' পায় নি, যেন অর্ধতৈরি কোন সামগ্রী কিংবা কোন কাঁচামাল এবং তাকে পুরো আকার দেয়া প্রয়োজন। আমরা যদি বস্তুকে কোন আকৃতি দিতে চাই, তাহলে আমাদের মার্কসের সূত্র থেকেই শুরু করতে হবে: মানুষের কাজ, এমন কি একজন সাধারণ কারিগরের কাজও, আসলে সেরা বীবর, অতিদক্ষ মৌমাছির কাজ থেকে এজন্যই আলাদা যে কাজের সময় মানুষ কাজের লক্ষ্যের দ্বারা চালিত হয় (৪)।

শিক্ষাপ্রক্রিয়াও আসলে শ্রমপ্রক্রিয়া এবং সেজন্যই এর লক্ষ্য, এই উপাদান দিয়ে কী বানান হবে, তা আমাদের জানা উচিত। স্বর্ণকার কিছুটা সোনা নষ্ট করে ফেললে সেটা আবার ছাঁচে ঢালাই করা চলে। মূল্যবান পাথর নষ্ট করে ফেললে তা বাজে জিনিসের মতো ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু আমাদের চোখে নবজাত শিশু বৃহত্তম হীরার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। মানুষকে নষ্ট করা মহাপরাধ বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক ক্ষতিসাধনের সামিল। সবচেয়ে মূল্যবান এই জিনিসগুলি নিয়ে অতিসূক্ষ্মভাবে আগ থেকেই প্রক্রিয়ার শেষফল জানার ভিত্তিতেই কাজ করা উচিত।

আমরা কী ধরনের মানুষ তৈরি করতে চাই?

শিক্ষাতত্ত্বের যেসব মহান ভাবাদর্শী অংশত আমাদের পূর্বসূরী ও অর্জিতব্য লক্ষ্যের দিক থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠ, তাঁরা এই কাজটিকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: **অবশ্যই সমন্বিত মানুষ সৃষ্টি,** অর্থাৎ, একদিকে, তার

চাহিদাগুলি বাড়ান (ও মিটান) এবং অন্যদিকে, তার যাবতীয় সামর্থ্যের বিকাশসাধন। আর এই কার্যসাধনের লক্ষ্য হবে: এইসব চাহিদা ও সামর্থ্যগুলি এমনভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন যাতে একটি দিক অন্যটিকে বাধা না দেয়, যাতে শেষফল একটি সমন্বিত সত্তা হয়ে ওঠে — যেমনটি যন্ত্র তৈরির সময় আমরা লক্ষ্য রাখি যে, একটি অংশ যাতে অন্যটিকে বাধা না দেয়, যথাসম্ভব অধিকতর সার্বিক কার্যদক্ষতা অর্জন করা যায়।

সাধারণত মনে করা হয় যে, বিশেষীকরণ এই লক্ষ্যের বিরোধী। আমি তা অস্বীকার করি। বিশেষীকরণ এমনি যদি কোন পর্যায়ে মানুষের মানবতাবোধ গ্রাস করে ফেলে, তবে তা অবশ্যই রোগ হিসাবে, অযৌক্তিক হিসাবে চিহ্নিতব্য। কিন্তু বিশেষীকরণ যদি ব্যক্তিবিশেষকে সমাজে পালনীয় তার নির্দিষ্ট ভূমিকাকে প্রকটিত করে, সহায়তা দেয়, তাহলে সমন্বিত ব্যক্তিত্বের আদর্শের সঙ্গে এর কোনই সংঘাত ঘটে না। মানুষকে অবশ্যই সাধারণ শিক্ষা নিতে হবে, তাকে এমন হতে হবে যার কাছে মানবিক কিছুই আর পরকীয় নয়। কিন্তু, এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হবে একটি বিশেষ ক্ষেত্রের বা সামর্থ্যানুযায়ী কয়েকটি ক্ষেত্রের জ্ঞান। এতে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু সমন্বিত মানুষ এবং আমাদের বর্তমান যুগের মধ্যে বহু দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। আমরা আজ নৈতিক শিক্ষা দিচ্ছি অন্তর্বর্তীকালের জন্য, লড়াইয়ের জন্য, অতি তীব্র লড়াইয়ের জন্য, যেখানে সমন্বিত প্রতিবেশের কোন অবকাশ নেই। আমরা ওই মহান শিক্ষকদের আদর্শের জবাবে বলতে পারি (ফিখটে তা বুঝতে পেরেছিলেন (৫)): সমন্বিত মানুষ সৃষ্টির জন্য আপনাদের ভাবনায় নিবিষ্ট হওয়া এখন নিরর্থক। কারণ, ওই মানুষকে এখন বসবাস করতে হবে অসমন্বিত একটি সমাজে। এখানে একটি সংঘাত বাধবে এবং ফল দাঁড়াবে — মানুষ সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবে (সমাজের সবই তার পক্ষে দুঃখজনক হবে, নিজের সামর্থ্য ব্যবহারে বাধা দেবে), অথবা ডন কুইকসটের মতো কিছুতে তার পর্যবসান ঘটবে, সমাজের ধারাল কোণগুলিতে সে আহত হবে, সমন্বয়বিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলি দেখানোর সমস্যা তাকে বিভ্রান্ত করবে।

আমরা অবশ্য সন্ন্যাসী তৈরির কর্মসূচি নিচ্ছি না, এমন কি অতি উচ্চশিক্ষিত তৈরিও নয়। অন্যদিক থেকে দেখলে সমন্বিত মানুষকে তো

যুদ্ধে পাঠান যায় না। আমরা কি এখন এমন মানুষ সৃষ্টি করতে পারি যারা সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিরোধী, তলস্তয়পন্থী শান্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী? কোন উদারনৈতিক শিক্ষাবিদের সঙ্গে দেখা হলে আমাদের বারবার শুনতে হয়: 'আপনারা শ্রেণীগত ঘৃণাসৃষ্টির আদর্শে শিশুদের শিক্ষা দিতে চান। শিশুদের নিষ্ঠুরতার কথা বলা উচিত নয়, অন্য মানুষকে ঘৃণা করতে শেখান উচিত নয়; প্রয়োজন হলে জীবনই তাদের এই সব অনিবার্যতা শেখাক, কিন্তু এখনকার মতো ওইসব থেকে শিশুদের আড়ালে রাখা দরকার।'

সমন্বিত সমাজের বাসিন্দা হিসাবে সমন্বিত মানুষের পক্ষে রক্তপাত বা হিংস্রতা অনাবশ্যক। কিন্তু সন-তারিখের নিশানা হারিয়ে ফেলে শিশুকে যদি যোদ্ধা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা না যায়, তাহলে এতে সেই মহৎ আদর্শ সৃষ্টিতে বাধা ঘটবে — **সমন্বিত সমাজ গঠনও প্রহত হবে**। আত্যন্তিক ঘনীভূত উদ্যোগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের শ্রেণীশত্রু ও আরও হাজারো বাধাবিপত্তি অতিক্রমের জন্য চাই অত্যুচ্চ প্রেষণাযুক্ত, অত্যুচ্চ বিশ্লেষণক্ষম, আত্যন্তিক উদ্যোগ ও অশেষ আত্মত্যাগে সক্ষম মানুষ। সমন্বয়ের লক্ষ্য ভবিষ্যতের জন্য আমরা মনে রাখব। কিন্তু সংগ্রাম প্রক্রিয়ার জন্য অন্য ধরনের মানুষ প্রয়োজন। সংগ্রাম প্রক্রিয়ার অন্তর্গত সমাজতন্ত্র এবং বিজয়ী সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার পার্থক্যটা বোঝা উচিত। বিজয়ী সমাজতন্ত্র — শ্রেণীহীন সমাজ (৬)। কিন্তু সংগ্রাম প্রক্রিয়ার অন্তর্গত সমাজতন্ত্রে নির্যাতিত মানুষ সজীব বন্ধন ছেঁড়ে — যে-বন্ধন হল তার শ্রেণীশত্রুদের সজীব সত্তা ও সচেতনতা।

আমরা এমন শিক্ষা দিতে চাই যাতে আমাদের কালের মানুষ যৌথাদর্শী হয়, যে ব্যক্তিস্বার্থের বদলে সমাজজীবনের চাহিদার অধিকতর অনুবর্তী হবে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকালে নতুন নাগরিকরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের যৌক্তিকতার প্রতি আসক্ত হবে, এইগুলিকে মূল্য দেবে, এইগুলির মধ্যে বসবাস করবে, এইগুলিতে জীবনের লক্ষ্য ও আধেয় দেখবে। এই বোধজাত তার কার্যকলাপ যে-পথেই চলুক — হোক সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বা বিশুদ্ধ কায়িক শ্রম ইত্যাদির ক্ষেত্রে — সেইগুলি সর্বদা এই জ্বালানিতেই নিক্ষিপ্ত হবে, সামগ্রিকভাবে একটি সত্তা হিসাবেই প্রকাটিত হবে। ব্যক্তি **আমরা** হিসাবে ভাববে। সে হবে প্রাণবন্ত, কার্যকর, প্রাসঙ্গিক প্রত্যঙ্গ, **আমরা**-র একটি অংশ। যাবতীয় ব্যক্তিস্বার্থকে বহুদূর পেছনে সরিয়ে রাখতে

হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা, **নিজস্ব** চাহিদা পূরণের ইচ্ছা, ব্যক্তির প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করতে চাই। আমরা কেবল বলি — যৌথ জীবনের দাবীর কাছে এইগুলি পরোক্ষ হওয়া উচিত।

এইসঙ্গে আমরা মানুষকে পশুপালে পর্যবসিত করতে, ব্যক্তিত্বকে ডুবিয়ে দিতে, মৌলিকতাকে মুছে ফেলতে চাই না। না, মোটেই না! আমরা চাই, যৌথ ভিত্তির উপর ব্যক্তিচারিত্র্যের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। সমাজের অভ্যন্তরে শ্রমের সুদূরপ্রসারী বিভাগের মধ্যেই এই সম্ভাবনা নিহিত। যে-সমাজ নানা ধরনের পৃথক মানুষী ব্যক্তিত্বের উপাদানে সমৃদ্ধ, যেখানে সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অবারিত, সেটিই সত্যিকার সংস্কৃত, সমৃদ্ধ সমাজ। যূথবদ্ধ ব্যক্তিত্ব সহজেই বনাপার্টবাদের কাছে, নেতাপূজার কাছে আত্মসমর্পণ করে। যূথবদ্ধ মানুষ জীবনের জটিলতাগুলি বিশ্লেষণ করতে পারে না। আমরা মানুষকে ব্যক্তিগত চারিত্র্য, প্রতিভা, উদ্দেশ্যমুখী দক্ষতা — যা মানুষ নিজে বেছে নিয়েছে ও যা সমাজ তাকে দিয়েছে — সেইগুলির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সুযোগ দেব। এইক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কী? মানুষকে অন্তর্বর্তীকালীন এই মহৎ যুগের সত্যিকার উপযোগী শিক্ষাদান।

## শরীরচর্চা শিক্ষা

যে-দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দ্বারা আমরা চালিত, তদনুযায়ী আমাদের শিক্ষাকার্যক্রমকে আমরা নির্ভুল শিক্ষাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে বাধ্য। যারা শিশুদের বিকাশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তাদের কাছ থেকে শিশুদের স্বভাব, বিকাশ, বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতাগুলির স্পষ্টতম লক্ষণ আমরা সংগ্রহ করব। শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত ও সামাজিক জীববিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে জীব হিসাবে একটি শিশু সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান থাকা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আর তখনই জানা যাবে কী মানসিক কাঁচামাল নিয়ে আট বছর বয়সীরা স্কুলে আসে, কী উৎস থেকে এই কাঁচামালটি সংগৃহীত। এই সবই শিশুর বিকাশ সংক্রান্ত বিদ্যার বিষয় — জীববিদ্যাগত ও সমাজগত উভয়েরই।

জীব হিসাবে শিশুকে নিয়ে কাজ করার সময় শারীরস্থান ও শারীরবৃত্তগত বিকাশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিশুর শরীর

গঠন হল অবশিষ্ট সবকিছুর ভিত্তি। শিশুর বিকাশকালীন স্বাস্থ্যের যত্ন ছাড়া, সুসংগঠিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা ছাড়া কখনই সুস্থ একটি প্রজন্ম গড়ে উঠবে না। শৈশবে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর না দিয়ে, 'খোদ জীবনের' হাতে এইগুলি ছেড়ে দিয়ে — যে-জীবনে এখন চরম বিশৃঙ্খলা — আমরা মহাপরাধ করছি।

এই বিষয়গুলির যাবতীয় গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। মুক্ত বাতাস ছাড়া আবর্জনার মধ্যে লালিত হলে একটি শিশুর সুস্থ যৌনবিকাশও তো আশা করা যায় না। এ হল একটি শিশুর বিকাশ বন্ধ করে দেয়ার, তাকে বিপথে চালিত করার সামিল। কর্মদক্ষ একটি প্রজন্ম লালনের কথা ভাবাই যায় না, যদি এই প্রজন্মভুক্তরা তুলতুলে পেশী, অপুষ্ট হাড় ও দুর্বল হৃৎপিণ্ডের অধিকারী হয়। ইতিমধ্যে ব্যাপারটার এদিক দেখলে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আমাদের চোখে পড়বে। এর প্রতি আমরা যথেষ্ট নজর দিয়েছি, এর গুরুত্ব আমরা যথাযথ উপলব্ধি করেছি, এমন কথা বলতে পারি না। স্কুলের সত্যিকার সময়সূচিতে যাকে শরীরচর্চা বলা যায় তার স্থান অতি নগণ্য। শরীরচর্চার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, এইক্ষেত্রে যাথেষ্ট সংখ্যক দক্ষকর্মী সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়ার লক্ষ্যে কার্যত আমরা প্রায় কিছুই করি নি। প্রসঙ্গত, সংশোধনক্ষম শরীরচর্চা ছাড়া, শুদ্ধভাবে ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নয়নকারী সাধারণ শরীরচর্চা ছাড়া, যথেষ্ট পরিমাণ খেলাধুলা অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া — যেগুলি যথাযথভাবে সোভিয়েত হিসাবে সংজ্ঞায়িত— আমরা অনিবার্যভাবে স্কুলের ভাবমূর্তিকে বিকৃত করব আর নেতিবাচক ফল পাব।

শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে 'যুদ্ধধর্মী' খেলাধুলা ভুলে যাওয়াও চলবে না। এইগুলির বর্তমান ধরন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, যা মানুষকে সত্যিকার যোদ্ধা তৈরি করে, কার্যে সংহতি ও ঘনীভূত, ফলপ্রসূ উদ্যোগের সামর্থ্য যোগায়, প্রতিযোগিতায় উদ্ভাবনী দক্ষতা ও শক্তি দেয়। বিদেশে এই সবগুলিকেই একটি ব্যক্তিতাবাদী বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়। সেখানে মানুষকে নিজের পথ তৈরির জন্য, নিজের উন্নতির জন্য নখদন্তের ব্যবহারের দক্ষতা শেখানোই ব্যায়ামের লক্ষ্য। আমাদের সোভিয়েত খেলাধুলা শুরু হয় সম্পূর্ণ আলাদা তাৎপর্য থেকে এবং স্বভাবতই তার ফলও ভিন্নতর হয়ে থাকে। আমাদেরও আছে সামরিক চাকুরি, সামরিক প্রশিক্ষণ। কিন্তু এইগুলির

চারিত্র্য বিদেশ থেকে আলাদা: ওখানে ওগুলি নির্যাতনের অনুষঙ্গ, এখানে তা স্বাধীনতার লড়াই। অন্যদের মতো আমাদের বন্দুকগুলিও পাপের অস্ত্র আর সমাজতন্ত্রের অধীনে এইগুলি আমরা বর্জন করব। কিন্তু বর্তমানে এর **সামাজিক তাৎপর্য ভিন্নতর**...

## আমাদের শ্রম-শিক্ষা

পরবর্তী প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণদের অন্যতম। এটি হল স্কুলে শ্রমের প্রসঙ্গ ও তার শিক্ষাগত তাৎপর্য। শ্রম-স্কুলে আমরা বিষয়টিকে দু'দিক থেকে দেখেছি।

আমরা বিবেচনা করেছি যে, শিক্ষাদানের সত্যিকার প্রক্রিয়া শ্রমপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কার্যকর করা উচিত, অর্থাৎ আমরা মনে করি যে, এটা একমুখো কাজ হবে না। শিশুরা কেবল বই থেকে, শিক্ষকের কথা থেকে জ্ঞানার্জন করবে না। জ্ঞান আত্তীকরণের এই প্রক্রিয়ায় শিশুর অবশ্যই কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা থাকবে, যে-অংশটি অল্পবিস্তর তার সমগ্র সত্তাকে আনন্দদায়ক প্রক্রিয়ার ধারায় কাজে লাগাবে, যেখানে তাকে তত্ত্বীয় ও কায়িক কিছু অসুবিধা অতিক্রম করতে হবে, ইতিমধ্যে জ্ঞানার্জন ও নিজের মধ্যে তা প্রয়োগ করবে। স্কুলের কার্যপ্রণালীর কল্যাণে, যা এখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, খোদ শিক্ষাদানের মধ্যেই শ্রমের উপাদান রয়েছে, অর্থাৎ, এটি যৌথ কাজের মাধ্যমে, উপাদান সংগ্রহ দ্বারা, ব্যক্তিগতভাবে সব ধরনের তথ্যাদি তুলনার মাধ্যমে, প্রতিবেদনের যৌথ বিশ্লেষণ থেকে, যাবতীয় আলোচনা ইত্যাদি থেকে অর্জিত হয়ে থাকে।

যেকোন শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গেই তুষ্টি, উপভোগ যুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, স্কুলের কার্যকলাপ স্বেচ্ছাভিত্তিক কাজের প্রকৃতির অনুসারী হবে — তাহলে সম্ভবত খুব ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ধরন ছাড়া এটা মোটামুটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই হবে। শিশুকে বাধা উত্তরণের অভ্যাস শেখান অত্যাবশ্যকীয়, এমন কি কিছুটা ক্লান্তির বিনিময়ে হলেও। কাজে যেকোন ধরনের ফলপ্রসূতা লাভের জন্য জীবনে প্রায়ই নিজেকে ক্লান্ত করতে হয়। ফলসৃষ্টির জন্য এই ক্ষমতা ব্যবহার শিশুকে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ, কেবল শ্রম নয়, নিজের মধ্যে কাজ করার ইচ্ছার উৎস সন্ধানের পদ্ধতি শেখান; তাকে এটা বোঝান যে, কাজের

মধ্যে এক ধরনের নতুন স্বাদের আনন্দ, লক্ষ্যার্জনের সুখ রয়েছে। কেমন করে কাজের দিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে, সংগঠিতভাবে এগুতে হয়, বাধা অতিক্রম করতে হয়, কাজ যৌথীকরণ করতে হয় — আমরা অবশ্যই তাকে এই শিক্ষা দেব।

লক্ষ্য সনাক্তির অভ্যাস, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে শক্তিব্যয়ের দক্ষতা লাভের অভ্যাস — যেকোন ধরনের জ্ঞানার্জনে অনুসৃতব্য পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হিসাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পুরনো স্কুলে প্রায়ই বলা হয় যে, জ্ঞানদানের বদলে ছাত্রদের নির্দিষ্ট সাবেকী দক্ষতা শেখানোই স্কুলের মৌললক্ষ্য। মৃতভাষা শেখানোর প্রয়োজনীয়তার যুক্তি হিসাবে এটি উপস্থাপিত হত। এইগুলি (ভাষাগুলি) উপাদানের আনুষ্ঠানিক দিকগুলি শিক্ষার অনুসৃতব্য পদ্ধতিকে, সাবেকী যুক্তি অপেক্ষা সমৃদ্ধতর বিচিত্রতর পদ্ধতিকে সামনে তুলে ধরে, যেহেতু এখানে ব্যতিক্রম ও স্ববিরোধিতার এক বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে।

যাঁরা বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁদের মতে এই শিক্ষা এজন্যই গুরুপূর্ণ যে, এতে সম্পাদ্য কাজের মর্মার্থ সম্পর্কে কিছুমাত্র ভাবনা ছাড়াই মানুষ তা সম্পাদনের প্রশিক্ষণ পায়। আর ঠিক এই বিষয়টিই দ্বিতীয় ভিলহেল্মের কাছে দেয়া একটি দরখাস্তে উল্লিখিত হয়েছিল এবং এতে বলা হয়েছিল যে, অতঃপর আপনি সুপ্রজা, সুকর্মচারী পাবেন, যারা হবে যাঁতাকলের মতো কর্মদক্ষ, কফি থেকে নুড়ি অবধি সবকিছুই তারা গুঁড়ো করবে, এরা এমন মানুষ হবে যারা হুকুম তামিল করবে অসাধারণ নির্ভুলতায়, আর সাবেকী ব্যাপারে সবকিছুই সম্পূর্ণ নিখুঁত হবে (৭)।

এতে রয়েছে যাবতীয় আইন-সংক্রান্ত শিক্ষা এবং আরও এক ধরনের প্রশিক্ষণ — আমাদের কখনই ছিল না — যাকে বলা হয় 'ক্যামেরেল' শিক্ষা (৮)। ওখান থেকে অর্জিত আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক দক্ষতার দৌলতে বাকী জীবন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা চলত। তাদের কাজ কেবল কাগজ তৈরি। এইভাবেই তারা সেরা কর্মচারী-আমলা হয়ে উঠত। এক সময় আমাদের নিয়েও একই কাজ করতে চাওয়া হয়েছিল — উচ্চবিদ্যালয়ের উর্দিতে আমাদের বন্দী করা, ব্যারাকের নিয়মানুবর্তিতা চাপান। বাহ্যিক নিয়মানুবর্তিতা, চিরাচরিত ধরনে আমাদের সামর্থ্যের প্রয়োগ, উপর থেকে

আসা হুকুম, পরকীয় ভাবাদর্শ অনুসরণের অত্যাচার আমরা ভালই টের পেয়েছিলাম।

আমাদের ভিন্নতর কিছু প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে নিগূঢ় বাস্তব আধেয়, যুক্তিসঙ্গত কায়িক শ্রম — যা এখন উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছেছে, যন্ত্র নিয়ে কাজ, কারখানার কাজ, বিষয়ের প্রচলিত দিক নয়, যুক্তিসঙ্গত মানসিক কাজের বহিরঙ্গের উপর কেবল দখল নয়। আমরা সর্বদাই এই মত পোষণ করি (এজন্যই আমরা প্রখ্যাত মার্কিনী পণ্ডিতদের থেকে আলাদা) যে, শ্রম-স্কুল ছাত্র শিশুকে পলিটেকনিকাল জ্ঞান দেবে, অর্থাৎ কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে ইদানীংকার অত্যাধুনিক, বৈজ্ঞানিকভাবে সংগঠিত শ্রমের মূলনীতিগুলি, মূল নিয়মগুলি, মূল প্রক্রিয়াগুলি আয়ত্তে আনবে। অদ্যাবধি ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ স্কুলে আমরা এটি অর্জন করতে পারি নি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ধারণাটি ভ্রান্ত। আমাদের শিল্পের অনুন্নত অবস্থার, কৃষির নিম্নমানের নিরিখেই এই ব্যর্থতা ব্যাখ্যেয়। ফলত, আমাদের স্কুলগুলির পক্ষে যথাযথ শিল্পগতভাবে সংগঠিত শ্রমের নিরাপদ তীরে পৌঁছন সম্ভবপর হবে না।

একটিই পথ ছিল: স্কুলে বা অনেকগুলি স্কুলের কেন্দ্রে একটি ভাল কর্মশালা সংগঠন এবং পল্লীস্কুলে ফলবাগান, সবজি-বাগিচা, গৃহপালিত পশুপালনের সরল ব্যবস্থা, বিস্তৃত ও উন্নত কৃষি-অর্থনীতির পরিসরে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যের আয়োজন। আমরা প্রয়োজনীয় মাত্রায় এই কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু অনেকগুলি সুপরিচালিত স্কুলেই কতকগুলি শ্রমপ্রক্রিয়ার চমৎকার নজির দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলির সেরা দৃষ্টান্ত হল এখানকার কারখানা স্কুল ও সাত বছরের শিল্প-স্কুল। এইগুলির ফল এখনো আমাদের পক্ষে ব্যাপকভাবে শহর ও গ্রামের স্কুলে প্রবর্তন করা সম্ভবপর হয় নি।

নৈতিক শিক্ষায় শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। বলাই বাহুল্য যে, যাকে 'মানসিক কাজ' বলা হয় তার পুরোটা আমাদের চিন্তানুগ পূর্ণ মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক দুর্বল বিকল্প মাত্র। মাখবাদের (৯) ধরনের ভাববাদের দিকে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের, এমন কি ফলিত ক্ষেত্রের বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে নিরন্তর প্রবণতার কারণ মূলত বস্তুজগতের সঙ্গে এঁদের সংযোগহীনতার মধ্যেই নিহিত। সন্দেহ নেই, তাঁরা লেখার সময়

কলম বা পেনসিল ধরেন, বাড়িতে টেবিলে চেয়ার নিয়ে বসেন, কিন্তু আসলে তাঁরা **তাকিয়ে থাকেন** কিংবা বড়জোর পরীক্ষাগারে **পর্যবেক্ষণ চালান।** তাঁরা প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দ্বন্দ্বরত নন, তাঁরা একে শারীরিক শক্তিতে পযুদস্ত করেন না আর সেজন্যই তাঁদের কাছে এর প্রাণবন্ত, গতিশীল সত্তা উপলব্ধ হয় না। এখানেই আমরা সেই ধারণার মূল খুঁজে পাই যা বলে: বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের অনুভূতির সমাহার, আত্মজ্ঞানবাদ (১০) ইত্যাদি নিয়ে গঠিত — যাকে কোনমতেই সমাজতন্ত্রের লড়াই বা সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের অনুবর্তী করা যায় না।

আমরা চাই বস্তুবাদী মানুষ। বস্তুবাদী দার্শনিকদের রচনাবলী পাঠের চেয়ে অনেক বেশি বস্তুবাদ আপনারা লেদে দাঁড়িয়ে শিখতে পারবেন। কারণ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আপনারা পাবেন কেবল ভাবাদর্শ, বাক্য, শব্দাবলী, কিন্তু পাবেন না সেই অভিজ্ঞতা, যা একজন প্রলেতারিয়েতকে সত্যিকার বস্তুবাদী বানায়, — এমন একজন বস্তুবাদী যদি সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার দরুন ধর্মপরায়ণও হয়, তথাপি শুদ্ধতর জ্ঞানসম্পন্ন কোন সহকর্মীর সংস্পর্শে আসা মাত্রই মুহূর্তে এই সবই উবে যায়। এখানকার পুরো প্রতিপাদ্যটি কেবল কারিগরি দক্ষতা লাভ নয়, পেশীগুলির উন্নততর নিয়ন্ত্রণ নয় — আসল ব্যাপার হল প্রাপ্তিসাধ্য যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিতি। আর প্রাপ্তিসাধ্য এই যন্ত্রগুলির গুরুত্ব এখন অত্যাধিক।

মার্কস ও এঙ্গেলস আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রাপ্তিসাধ্য যন্ত্রপাতি, যাবতীয় মেশিনপত্র মানবসমাজকে তাদের অধীনস্থ করেছে আর সমাজতন্ত্রের কাজ হল — মানবসমাজকে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভাজনকারী, বুর্জোয়াদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকারী এই উৎপাদন-উপায়গুলিকে হারিয়ে দিয়ে মানুষের অধীনস্থ করা...

অবশ্য এখনো আমাদের মধ্যে সেই বুড়ো ওব্‌লোমভ (১১) যথেষ্টই রয়েছে। আমাদের স্পন্দন, আমাদের গতিবেগ পুনর্স্থাপন সহ এই প্রবণতাকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। কেবল নাগরিকীকরণ, কেবল যন্ত্রই আমাদের মধ্যে নতুন স্পন্দন সঞ্চারিত করতে, নতুন মানুষ গড়তে পারে। গ্রামীণ স্পন্দন, সেখানকার কঠিন মন্থর শ্রম, দীর্ঘ শীতকালের জন্য নিরর্থক কাজ ছেড়ে থাকার গ্রাম্য অভ্যাস — এই সবই জীবন ধারায় অতিশয় মন্থরতা আনে এবং এমন কি শহরেও, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেও তার ছাপ ফেলেছে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই গেঁয়ো জড়দগবের খানিকটা আছে, যে ঘোড়া-টানা গাড়িতে এক পা ঝুলিয়ে বসে থাকে আর পশুটি এক কিলোমিটার কতক্ষণে পেরোয় তার হিসাব রাখে না। বহুদূরের স্তেপভূমির বিশাল বিস্তার থেকে, শীতকালীন সেই শীতনিদ্রা থেকে মিস্টার ফোর্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের গতিবেগ বদলাতে হবে — যখন মানুষের বসে থাকার সময় থাকবে না, যখন মুহূর্তমাত্র বেখেয়াল হলে যন্ত্র তার আঙুলটি খসিয়ে দেবে।

কারখানার উৎপাদন আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্যমান কৃষকী মন্থরতার অবশেষটুকু উৎখাত করবে। প্রাপ্য শ্রমের মাত্রাটুকু তাকে অসাধারণ প্রবলতার মাধ্যমেই পূরণ করতে হবে। এই ধরনের শ্রমের সাহায্যে আমরা পশ্চিম ইউরোপীয়দের পেছনে ফেলতে, নিজেদের শিল্পের আদর্শে পুনর্শিক্ষিত করতে পারব। এই শ্রম আমাদের জন্য এমন মানুষ সৃষ্টির সম্ভাবনা আনবে, যে হবে বেগ ও সূক্ষ্মতার দিক থেকে নতুন, যাদের যন্ত্র ব্যতীত কখনই সৃষ্টি করা যায় না।

নৈতিক শিক্ষার উপর শ্রমের প্রভাব সম্পর্কে আরও অনেককিছুই বলা যায়, কিন্তু আমি এখানেই থামছি।

## শিক্ষাদান ও নৈতিক শিক্ষার সংযোগ

সামগ্রিকভাবে শিক্ষা হল শিক্ষাদান ও নৈতিক শিক্ষা নিয়ে গঠিত এবং এই দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষাদানে আমরা পুরনো সংস্কৃতি, অর্থাৎ অদ্যাবধি মানবজাতিসৃষ্ট সবকিছুই গ্রহণ করি। বুর্জোয়া সংস্কৃতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত — মার্কসবাদ ও তা থেকে উৎপন্ন, যা নতুন বিশ্বের আরম্ভ — আমরা সেটাও গ্রহণ করি। মার্কসবাদ বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও নিজ স্বার্থবিরোধী বিধায় বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিত্যক্ত। মার্কসবাদে মানবচিন্তা বস্তুত শিল্পের মতোই বুর্জোয়া বিশ্বের কাঠামোকে অতিক্রম করে গেছে। এঙ্গেলসের প্রত্যয়ানুসারে এই অসঙ্গতিতে বস্তুত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্কুর ও এর সাফল্যের নিশ্চয়তা নিহিত (১২)।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রভাব সুগভীর। এটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করে, এ থেকে বুর্জোয়া চিন্তা দ্বারা সংক্রমিত

ও সংক্রমণরত অপমিশ্রণ সরায়। শুদ্ধভাবে উপস্থাপিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও তার আনুষঙ্গিক শাখাগুলি যে অনিবার্যভাবে মার্কসবাদমুখী — এই সত্য বুর্জোয়া চিন্তা যথেষ্ট স্পষ্টভাবে, কখনো বা অতি নির্ভুলভাবেই উপলব্ধি করে। সেইজন্য বুর্জোয়া চিন্তাধারা ডারউইনবাদকে, টেকনিকাল জীববিদ্যাকে আক্রমণ করে। কারণ, সে ভাবে এছাড়া তার পক্ষে নিজের ঘটনাপ্রবাহ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। এটা মানুষের বিশ্ববীক্ষার একেবারে মূলদেশে পৌঁছয় ও সেখানে তার বিষ ছড়িয়ে বিশেষত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দার্শনিক পূর্বানুমানকে বিকৃত করে। বুর্জোয়ারা ভয় করে যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যেই মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের ফুলটি ফুটে উঠতে পারে।

আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এমনভাবে পড়াব যাতে সেখানে কোন ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদ, এমন কি এর অতি শুদ্ধ কোন ধরনও না থাকে, যাতে তা নির্ভেজাল বস্তুবাদ হয়ে ওঠে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আধেয়গুলি শিক্ষাকার্যের একটি পুরো সমাহারকে প্রকটিত করে, যেমন: মার্কসবাদের আধেয়কে একটি শিশুবোধ্য আকার দেয়া, একে এমনভাবে তুলে ধরা যেন এটি মার্কসবাদের মূলতত্ত্বের শিশুসংস্করণ, প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অবস্থান, মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ, মানবসমাজের মধ্যে অন্যায়ের রাজত্ব, প্রলেতারীয় বিপ্লবের মর্মার্থ, অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য, অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কজনিত পরিস্থিতি, বিপ্লবের পরবর্তী কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুদের কিছুটা ধারণা দেয়া। অর্থাৎ, সরল ধরন থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে জটিলতায় উত্তীর্ণ হয়ে এখনকার সুপারিশ মোতাবেক সমস্যার পুরো সমাহারটি পর্যায়ক্রমে আমাদের পড়াতে হবে।

সমাজবিদ্যার আধেয়ের মধ্যে আরেকটি বিপুল শিক্ষাশক্তি বিদ্যমান।

অঢেল জানা সত্ত্বেও জ্ঞানের দ্বারা বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত না হওয়া যে সম্ভব এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নৈতিক শিক্ষার কাজ হল একটি মানসিক অবস্থা সৃষ্টি বা পাভলভীয় (১৩) পরিভাষায় সার্বক্ষণিক ও শর্তাধীন প্রতিবর্তের একটি বিশেষ প্রণালী গড়ে তোলা, যা একটি নির্দিষ্ট ধারায় মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ নিশ্চিত করবে। এটি সম্পাদনের মতো আমাদের হাতে কোন ভৌত উপায় নেই। কিন্তু আমরা জানি যে, আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হলে কী প্রবলভাবেই না মানুষের প্রতিবর্তগুলি বদলায়। মানুষ

যখন আবিষ্ট হয়, যখন সে আনন্দ, দুঃখ বা ঘৃণা অনুভব করে, যখন সে জোরে হাসে — তখন সে স্নায়ুতন্ত্রে নিগূঢ় প্রক্রিয়ার সক্রিয়তাকেই প্রকটিত করে তোলে। প্রক্রিয়াগুলি বাহ্যিক হলেও এইগুলির পক্ষে নিগূঢ় হওয়াও সম্ভব। যখন কেউ বলে: 'এটা আমার উপর অবিস্মরণীয় ছাপ ফেলেছে' বা 'সারা জীবন তা ভুলতে পারব না' ইত্যাদি, তখন গভীর আবেগের মুহূর্তগুলিই চিহ্নিত হয়, যা নতুন প্রতিবর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে, এটা-ওটা প্রক্রিয়ার মধ্যে নতুন বিক্রিয়া ঘটিয়ে বস্তুত স্নায়ুতন্ত্রের কোন-না-কোন অংশকে পুনর্বিন্যস্ত করে — মানুষের পুনর্জন্ম ঘটে, সে নতুন অবয়ব পায়।

স্নায়ুতন্ত্র আলোড়িত বা উদ্দীপ্ত না করে সরলতম ধরনের উত্তেজনাকর কাজ — যেমন, লোক জড় করে আগুন নিভান — সম্ভবপর হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে অনুরূপ বিক্রিয়া ঘটানোও কম কার্যকর নয়। শিক্ষোপকরণে আবেগের রঙ চড়িয়ে, আবেগজাত বিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং আবেগের সাহায্যে শিশুদের চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়ে কারও পক্ষে কোন বাহ্যিক কর্মকাণ্ড উপলব্ধির প্রক্রিয়াকে নৈতিক শিক্ষার আধানে আহিত করা সম্ভবপর।

সমাজবিদ্যা শান্তভাবেই পড়ান চলতে পারে। এতে শিক্ষকের বিচলিত হওয়া বা অন্য কাউকে বিচলিত করা নিষ্প্রয়োজন। এমন একটি বিজ্ঞান বিরক্তিকর ঠেকবে। এটি ফানেলে ঢালা জলের মতো বয়ে যাবে, যতই ঢালা যাক — সবই অন্যপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তথাপি সমাজবিদ্যার মতো এমন সজীব, এমন আবেগপূক্ত বিষয় আর কিছু নেই। এটা হল ছবির সমাহার — প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের, মানুষে মানুষে সংগ্রামের, আমাদের আজিকার মহৎ লক্ষ্য আর সামনে বিদ্যমান অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমাহার বিশেষ। ক্ষুদ্রতম শিশুকেও সংস্কৃতির ইতিহাস গৌরবময় রূপকথা হিস্যাবে বলা চলে এবং এর চেয়ে ভাল গল্প তো আর নেই, কেউ তা আবিষ্কার করতেও পারবে না! এইজন্য প্রয়োজন হল: প্রথমত, বিষয়গুলিকে প্রাণবন্ত করে এমনভাবে সাজাতে হবে (যেমন, শ্রেণী-সংগ্রাম), যাতে তা সৃজনশীল হয়ে ওঠে, এককভাবে বিশুদ্ধ তথ্য, বিশুদ্ধ ঘটনা পরম্পরার বদলে একটি গতিশীল প্রক্রিয়ার রূপলাভ করে। বিষয়গুলি উপস্থাপনার জন্য কিছুটা প্রতিভা প্রয়োজন। অবশ্যই নাটকীয় ভাবসৃষ্টি নয়, কিন্তু কণ্ঠস্বরের ঘনিষ্ঠতা, ভাষার সারল্য, শিক্ষকের

দিক থেকে বিশ্বস্ততা ও আবেগ প্রয়োজন। সহায়ক হিসাবে অনেককিছুই প্রযোজ্য: সুপরিকল্পিত শিক্ষাভিযান, শিল্পকর্মের দৃষ্টান্ত (সাহিত্যিক ও চিত্রগত) এবং জীবনের কোন কোন দিকের সঙ্গে সত্যিকার পরিচিতি সাধন।

আমরা অতীতকে পরীক্ষা করতে এবং পুনরুজ্জীবিত করতে পারি জাদুঘর পরিক্রমা, সংগ্রহ দেখার মাধ্যমে। আর বর্তমানকে জানতে পারি খোদ জীবনে শরিকানার মাধ্যমে, এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে। এটি আমাদের সামনে নান্দনিক শিক্ষার বিষয়টি উপস্থাপিত করে।

বর্তমানে প্রচলিত ধারণানুসারে নান্দনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেয়া, বিশেষ প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করা, শিশুদের মধ্যে কোন-না-কোন পর্যায়ের শিল্পসামর্থ্যের বিকাশ ঘটান। শেষলক্ষ্য হিসাবে নান্দনিকতা পরিত্যাজ্য। পথ চলার সময় এইক্ষেত্রে কিছু অর্জিত হলে খুবই ভাল। শিল্পবিদ্যালয়ে পেশাদারী শিল্পশিক্ষা চালু হবে।

কিন্তু অন্যতর একটি ধারণানুসারে নান্দনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল: একেবারে শৈশব থেকে ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে শিল্পের সমঝদার হওয়ার এবং শিল্পীর সৃজনশীল কাজ, খোদ শিল্প ও প্রকৃতির প্রাণসত্তা মূল্যায়নের শিক্ষাদান আর আনন্দোৎসারী মানুষী সৃষ্টি ও প্রকৃতির দানের এবং মানবজীবনের দীপ্তি ও সৌন্দর্য চিহ্নিত প্রক্রিয়াগুলির নান্দনিক উপভোগের শিক্ষাদান। এটা ভাল। কিন্তু এটিও আমাদের কালের মূল বিষয় নয়। এটাও আনুষঙ্গিক।

**নান্দনিক শিক্ষার মূললক্ষ্য হবে শিশুদের অনুভূতিকে প্রভাবিত করার এমন উপায় উদ্ভাবন যা অতিশয় প্রবলভাবে ও স্থায়ীভাবে তাদের কমিউনিস্ট সহজপ্রবৃত্তি, কমিউনিস্ট অভ্যাস, কমিউনিস্ট প্রতিবর্তের আদর্শে শিক্ষা দেবে।** শিল্পের মূল ভূমিকা হল মানুষের নৈতিক পুনর্শিক্ষণ। সাহিত্য, ছবি, সঙ্গীত ভাবাদর্শের দিক থেকে কার্যকর হওয়ার নিরিখেই মানুষের নৈতিক পুনর্শিক্ষণে অবদান যোগাবে। সমাজবিদ্যাকে প্রাণবন্ত, উত্তেজক, উদ্দীপনাকর ও এইসঙ্গে শিক্ষাপ্রদ হতে হবে। এতে শিল্পকলাও যোজিত হবে। এটি অপরিহার্য। সাহিত্য পুরনো ও নতুন দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ করায়। যে-নিরিখে একজন লেখক প্রচারক থেকে আলাদা তা হল পূর্বোক্ত আমাদের উত্তেজিত করেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমাদের আবিষ্ট করে,

আলোড়িত করে। সুতরাং, সাহিত্যকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। অবশ্য আমরা যে-বয়সীদের কথা বলছি তাদের উপযোগী সাহিত্য। ঠিক এইভাবেই শিক্ষক যেকোন গ্যালারি থেকে — হোক তা ত্রেতিয়াকভ (১৪) বা কোন গ্রামীণ জাদুঘর — সেইসব উপকরণ চিত্রিত করবেন যা শিশুর আবেগকে পরিশীলিত করবে। এটি শিশুরঙ্গমঞ্চেরও লক্ষ্য, ওদের ওখানে নেওয়ারও উদ্দেশ্য।

শিশুদের নিজস্ব সৃজনশীল শিল্পকর্ম সম্পর্কেও অভিন্ন লক্ষ্য অনুসরণীয়। শিশুদের সৃজনশীল কার্যাদি যৌথকর্ম হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎসবের, উৎসব সংগঠনে শরিকানা হল সামাজিক জীবনে শরিকানার সামিল, তবে পুরোপুরি সংগঠিত ধরনের। উৎসব হল সামাজিক জীবনের শিল্পসম্মত সংগঠন, যেখানে সবকিছুই কেন্দ্রীভূত, ঘনীভূত, সবকিছুই কার্যকর, উত্তেজক আকারে গৃহীত। এই অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই মানুষ সমবেত হয়, তারা সমবেতভাবে উৎসবের আয়োজন করে, সমবেতভাবে উপভোগ করে। স্কুলে অনুষ্ঠিত স্কুল-উৎসবও বৃহত্তর জীবনেরই অংশ। উৎসবের মধ্য দিয়েই স্কুলের প্রাণসঞ্চার ঘটে, স্কুলে তার প্রতিধ্বনি পৌঁছয়।

এই ধারায়ই শিশুদের অন্যান্য শিল্পকর্ম এগিয়ে যাবে। বিশেষ বিশেষ ঘটনার, জীবনের কোন-না-কোন দিকের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলক এলবাম, ছবি তৈরি করা; নানা দিকের, স্কুলবহিস্থ জীবনের প্রতিফলক নানা শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা; বিশেষ ঘটনাশ্রিত নাট্যাভিনয় আয়োজন এবং নাটক তৈরির দায়িত্ব শিশুদের উপর ন্যস্ত করা — অন্য শিশুদের জন্য, মা-বাবার জন্য, তাদের আশপাশের মানুষের জন্য অনুষ্ঠান বা অভিনয় — এইসব ব্যবস্থাবলী একদিকে সমাজবিদ্যাকে স্পর্শ করে, অন্যদিকে সমাজজীবনে সত্যিকার শরিকানা ঘটায়, চলতি রাজনীতি সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করে এবং দীর্ঘদিন এইসব তাদের মনে থাকে। এমন কি, অনুপযুক্ত, পুরনো স্কুলেও স্কুল-নাটকগুলি বহু বছরের পড়াশোনার চেয়ে মনে অনেক বেশি ছাপ ফেলত। কারণ, ওইসব নাটকে মানুষ হল চালক, সৃজনশীল ও সক্রিয় সত্তা। নান্দনিক শিক্ষার এইসব ধরনগুলি আমাদের স্কুলে অবশ্যই উল্লেখ্য ভূমিকাসীন হবে।

নান্দনিক শিক্ষাকে অবশ্যই সামাজিক শিক্ষার অন্যতম পদ্ধতির স্বীকৃতি দিতে হবে এবং যথাযোগ্য স্তরে উন্নীত করতে হবে। সাধারণ নিয়মাবলীর আরেকবার পুনর্বিচার এখন আবশ্যকীয় এবং আজকের তুলনায় আমাদের পুরো শিক্ষাকে সামাজিক-রাজনৈতিক শিক্ষার ঘনিষ্ঠতর করা ও এইক্ষেত্রের সবকিছুকে এই কেন্দ্রস্তম্ভের অনুবর্তী করা প্রয়োজন। তাহলেই শিক্ষার বিশুদ্ধ নান্দনিক দিকটিও আমরা উন্নততর করতে পারব। কারণ তখন আমাদের পক্ষে একে নির্দিষ্ট আধেয় দেয়া, রাজনৈতিক দিক থেকে মূল্যবান সামগ্রীতে ভরাট করা সম্ভবপর হবে।

স্কুলে অনুষ্ঠিত প্রতিটি উৎসবই সাধারণ সমাজজীবনের একটি অংশ হয়ে ওঠে এবং শিক্ষাগত বিপুল তাৎপর্য পায়। এই তাৎপর্যই সমাজজীবনে শিক্ষাগত দিক থেকে সংগঠিত সমাজগ্রাহ্য শ্রমের হস্তক্ষেপের প্রণালীর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। যে-শ্রম নিজেই একটি সংগঠক শক্তি, তাতে শিশুর প্রত্যক্ষ শরিকানার জন্য — যা স্বাস্থ্যলগ্ন পরিস্থিতির দৈনন্দিন প্রতিবেশের উন্নতি ঘটায় বা অজ্ঞতা দূরীকরণে সহায়তা দেয় — সবকিছুই ইতিমধ্যে করা হচ্ছে।

সামাজিক ঘটনাবলীতে শিশুরা যাতে নমনীয়ভাবে সাড়া দেয় সেইজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। কোন ছোট শহরে শিশুরা অযত্নে-রাখা পার্ক বা বাগানের যত্ন নেবে বা নিরক্ষর শিশু ও বয়স্কদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে শরিক হবে — শিশুদের জন্য এটাই কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, চীনে কী ঘটছে, পার্টি কী রাজনৈতিক স্লোগান দিচ্ছে তার প্রতি সাড়া দেয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। আমাদের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর বার্তাবহ সংবাদপত্র নেওয়া দরকার, শিশুদের বোধ্য ভাষায় সেটার অনুবাদ করাও খুবই প্রয়োজনীয়। এই ধরনের কিছুটা কাজ পাইওনিয়র সংবাদপত্রের মাধ্যমে করা হচ্ছে। জনপ্রিয় সংবাদপত্রের খবরাদি শিশুদের মধ্যে ছড়ান স্কুলের স্থায়ী কর্মসূচি হওয়া উচিত। আবেগগুলিকে প্রক্রিয়াবর্তী করার দিকে নজর দিতে হবে। শিশুরা মুখ্য ঘটনাবলী উদ্‌যাপনের জন্য সভা, উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। এইগুলিতে বড়দের ধরনগুলিই অবিকল অনুকৃত হবে।

## স্কুলের উপর প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

স্কুলের উপর এখন জনসাধারণের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত। স্থানীয় সোভিয়েতগুলি নতুন স্কুলবিভাগ খুলেছে। আনুষঙ্গিক দায়িত্বপ্রাপ্তরাই শুধু নয়, স্থানীয় সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থাগুলিও স্কুলের প্রতি নজর দিচ্ছে। স্কুল এলাকার মেহনতিরা স্কুলজীবনে অংশগ্রহণ করছে। যুব কমিউনিস্ট লীগ স্কুলগুলিতে উদ্দীপনা যোগাচ্ছে। জনশিক্ষা কমিশারিয়েত এখন যুব কমিউনিস্ট লীগের মতামতের উপর আত্যন্তিক গুরুত্ব দেয়ার কথা সগর্বে ঘোষণা করতে পারে।

বর্তমানে স্কুল সম্পর্কে জনগণের মনোযোগ উদ্বেগ হিসাবে প্রকটিত হচ্ছে: প্রতিক্রিয়া কী ওখানে ওঁত পেতে আছে? ওখানে কি স্বেচ্ছাকৃত অন্তর্ঘাত ঘটছে? ওখানে কি পুরনো শিক্ষকদের মধ্যে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে চরম বাধা, নিজেদের বদলানোর অক্ষমতা রয়েছে? ওখানে কি অঢেল অদক্ষ নতুন শিক্ষক আছে যাদের সদিচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য নেই? দায়িত্বজ্ঞানহীন কোন কমিউনিস্ট কি ওখানে আছে? জনমত আমাদের কিছুটা সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা সহ শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করে: তুমি কি সর্বশক্তিতে কাজ করছ? এগুলি কি প্রয়োজনমতো যুক্তিসহকারে চালনা করা হচ্ছে? কেউ নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করলে, সেটা যুক্তিসহকারে প্রয়োগ করলে তাকে দায়ী করা চলে না।

কিন্তু এটাই ওখানকার সবকিছু নয়।

আমাদের এমন শিক্ষকও আছেন যাঁরা সৎ সাধু ও পরোপকারী মনের মানুষ, শিশুদের মধ্যে বিশেষজ্ঞের কাজে প্রতিষ্ঠিত, কৌশলী পদ্ধতিতে সুদক্ষ। স্কুলের কাজে এই ধরনের শিক্ষক অবশ্যই বিবেকবান। তিনি বলেন: 'আমি আমার সবটুকু শক্তিই দিচ্ছি, আমি মনে করি, ভাল কাজই আমি করছি: আমি শিশুদের লেখাপড়া শেখাই, তাদের নান্দনিক সম্ভাবনাটুকু বিকশিত করি, ভাল মন্দ বোঝাই, প্রার্থনা করতেও বলি না, ঈশ্বরকে ভয় করতে বলি না, যদিও ওটা যে ভুল সে-সম্পর্কে কাউকে নিশ্চয়তাও দিই না। রাজনৈতিকভাবে আপনাদের সঙ্গে আমার কোন কলহ নেই। কারণ, আমার কোন রাজনৈতিক মতবাদ নেই। আর রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে আমার যদি কোন গাফিলতি

ঘটে, তাহলে বলুন, আমাকে কী করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা শিক্ষক হিসাবে আমার মতামতকে অবজ্ঞা না করছেন ততক্ষণ আমি আপনাদের নির্দেশমতো কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু শিশুদের মধ্যে শ্রেণীগত ঘৃণা লালন করতে যদি বলেন, বুর্জোয়াদের প্রতিদিন ধ্বংস করার কথা যদি ওদের বোঝাতে বলেন — তাহলে আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার হৃদয় কঠিন বা কণ্টকিত নয়। শিশুদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব গড়ে তোলা আমি ভুল মনে করি। আমি শিশুদের শুধু এইটুকুই বলতে পারি: মানুষকে ভালবাসা উচিত, সমাজতন্ত্র হল ভালবাসা ও শান্তির শাসন, তাদের সেজন্যই সমাজতন্ত্রকে ভালবাসা উচিত। এই সীমানার মধ্যে আমি আপনাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।'

এমন এক শিক্ষক এখনকার বিচারে **বর্তমানের জন্য** অবশ্যই অনুপযোগী, যখন অধিকতর শক্তি সহ আমাদের আক্রমণ চালাতে হবে, শিশুদের স্বপক্ষে আনার জন্য অধিকতর উদ্যোগ নিতে হবে। সব ধরনের রাজনৈতিক হেতুর সমাবেশে আমাদের কাজ প্রায়ই জটিল হয়ে ওঠে: এখানে-ওখানে আমাদের শত্রুরা সক্রিয় হয়েছে, এমন কি আমাদের স্কুলেও তারা জোরদার হচ্ছে, ওইসব শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে। যারা লড়াইয়ে অক্ষম তাদের বলা উচিত: 'শান্তির সময় শিক্ষক হিসাবে আপনি অবশ্যই উত্তীর্ণ হবেন, কিন্তু এখনকার মতো শিশুদের কাছে যাওয়া আপনার জন্য নিষিদ্ধ।'

কিন্তু এমন পথও এখন অতি বিপজ্জনক হতে পারে: আমরা যদি নিজেদের চাহিদাকে পুরো শতাংশ পর্যন্ত উঁচু করি তাহলে আমাদের রণাঙ্গন হয়ত সেনাশূন্য হয়ে পড়বে। নানা ধরনের মতাদর্শী এইসব শিক্ষকদের অনেকেই অত্যন্ত অভিজ্ঞ, চমৎকার কাজের মানুষ, শিক্ষাপদ্ধতিতে সুদক্ষ, সুশিক্ষক। কিন্তু এঁদের কার্যকলাপে সংশোধনী উপাত্ত যোজিত হওয়া প্রয়োজন। কমিউনিস্ট জনমত এখন কিছুটা পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন জিনিস জোড়া লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এবার নিজেদের দক্ষতা ব্যবহার করব।

স্কুলের অন্যতর প্রভাবও রয়েছে। গভীরভাবে মূলীভূত, বদ্ধাবস্থার পেটি বুর্জোয়ারা তাদের সন্তানদের আমাদের স্কুলে পাঠায়। এইসব শিশুরা আমাদের স্কুলগুলিতে সব ধরনের ইহুদী-বিরোধিতা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, নানা রাজনৈতিক গুজব, যতসব নোংরা কটাক্ষ বয়ে আনে। ওদের

মধ্যে, বিশেষত উচ্চতর শ্রেণীতে দেখি স্বার্থপরতা, সব ধরনের উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষা। সম্ভাব্য সব ধরনের সংগঠনই গজাচ্ছে আর ওরা সেখানে ভিড়ছে। অবশ্য একটা বিশেষ বয়সে তরুণরা গোপনীয়তার দিকে আকৃষ্ট হয়, 'গোপন' সংগঠনের প্রতি, একত্রে সলাপরামর্শের, ষড়যন্ত্র বাধানোর, কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সৃষ্টির প্রতি বিশেষ টান অনুভব করে। মার্কিনী শিক্ষাবিদদের মতে ১৪-১৫ বছর বয়সীদের দ্বারাই এই ধরনের সংগঠন অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠে। তারা এইভাবেই নিজেদের বিশেষ ধরনের সামাজিক সহজাতবৃত্তির উদ্বোধনকে চিহ্নিত করে। নিজেদের ধরনের সমাজের আধেয় দিয়ে তাদের এই চাহিদা পূরণ করা আমাদের উচিত। এই ধরনের সংগঠন অবক্ষয়িত হয়, পুনর্জাগরিত হয়। কখনো এইগুলি পুরোপুরি যৌন তথা অশ্লীল ধরনের, কখনো বা প্রতিবিপ্লবী ধরনেরও হতে পারে। বাউন্ডডুলে গৃহপরিবেশগত প্রভাব তার যাবতীয় হিংসা, যাবতীয় পেটি-বুর্জোয়া জীবনধারা নিয়ে আজ প্রতিমূর্ত হয়েছে।

আমরা সেখানে, পরিবারে নিজেদের পথ গড়তে না পারলে এটা আমাদের শ্বাসরোধ করবে। কিন্তু খোদ শিশুদের মাধ্যমে (বিশেষত গ্রামীণ স্কুলগুলিতে) এর উপর আমরা প্রভাব বিস্তার করতে পারি এবং মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে আমরা অবশ্যই একে প্রভাবিত করব। কাজটি খুবই বড় আর জটিল। কিন্তু আমি সামনে অন্যতর কোন পথ, কোন উপায় দেখি না, যার মাধ্যমে মানুষকে আগের চেয়ে অন্যতর বানানোর প্রক্রিয়াটি ত্বরিত করা যায়।

আমরা একটি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র তৈরি করছি, যাতে নির্বাচিত উপাদান ও অন্য ধরনের শিক্ষকদের সাহায্যে আমরা শিক্ষণপ্রণালী শিক্ষা করব। এটা হল পাইওনিয়র আন্দোলন। আমরা নিশ্চিত যে, কমিউনিজমের প্রতি আগ্রহী ও পাইওনিয়র আন্দোলনে যোগদানেচ্ছু শিশুরা তাদের নিয়ে কোষকেন্দ্র, ভ্রূণ তৈরির সুযোগ আমাদের দেবে, যা কাছের মানুষকে, স্কুলের প্রতিবেশকে প্রভাবিত করবে।

প্রশ্ন হল: স্কুলের জগৎ ও পাইওনিয়রের জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে? শিক্ষক ও পাইওনিয়র নেতার মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস অটুট রাখাটাই এখানে আসল প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই একটি **মনোযোগী সহযোগিতার** পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে **এবং এইক্ষেত্রে যুব**

**কমিউনিস্ট লীগের তরুণদের সঙ্গে সংযোগ থেকে শিক্ষকই শিক্ষা গ্রহণ করবেন।** যুব কমিউনিস্ট লীগ বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান কোন আবহ নয়। অন্যরাও এর উত্তাপ অনুভব করে এবং প্রায়ই এই তাপে সব ধরনের বর্জ্যই ভস্মীভূত হয়। লীগের সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকেও শিক্ষকরা জন্মাবেন এবং তাঁরাই আমাদের পতাকা বহন করবেন।

# পরিশিষ্ট

## আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ লুনাচারস্কি
## সংক্ষিপ্ত জীবনী

উদারনৈতিক এক সরকারী কর্মচারী পরিবারের সন্তান, জন্মস্থান ইউক্রেনের পলতাভা শহর, জন্মতারিখ ১৮৭৫ সালের ১১ নভেম্বর। কিয়েভ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই লুনাচারস্কি বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং কলকারখানায় শ্রমিকচক্রে প্রচারকার্য চালান। ১৮৯৫ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সদস্য হন এবং অতঃপর রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের পার্টির সঙ্গে, সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের সঙ্গে, লেনিনের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে চিরদিনের জন্য যুক্ত করেন।

রাজনৈতিক 'অবিশ্বস্ততার' দরুন লুনাচারস্কি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পান নি। অগত্যা বাধ্য হয়ে তাঁকে বিদেশেই যেতে হয়। ১৮৯৫-১৮৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং ১৮৯৭ সালে রাশিয়ায় ফিরে আসেন। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির মস্কো কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি সক্রিয় বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালান। ১৮৯৯ সালে গ্রেপ্তার, জেল ও শেষে নির্বাসনে যান। কিন্তু কিছুই বৈপ্লবিক ও প্রচারমূলক কাজ থেকে, বৈপ্লবিক প্রকাশনার সঙ্গে শরিকানা থেকে তাঁকে বিরত করতে পারে নি।

এই সক্রিয় বিপ্লবীর প্রচার ও রাজনৈতিক রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন লেনিন। তাঁর আমন্ত্রণে লুনাচারস্কি ১৯০৪ সালে বিদেশে যান এবং জেনেভা থেকে প্রকাশিত 'ভপেরিওদ' (অগ্রগামী) ও 'প্রলেতারি' (সর্বহারা) — বলশেভিকদের সাময়িকী এইগুলির সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন। তখন থেকেই লুনাচারস্কি ও লেনিনের মধ্যে ফলপ্রসূ সংযোগের সূত্রপাত ঘটে। লুনাচারস্কি সম্পর্কে লেনিনের উচ্চ ধারণা ছিল এবং তিনি তাঁকে 'অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ'* বলতেন। ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে

---

* মাক্সিম গোর্কির 'ভ. ই. লেনিন', ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত 'সংগৃহীত রচনাবলী', ১৭ খণ্ড, পৃঃ ২১ (রুশ ভাষায়)।

অনুষ্ঠিত রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের আলোচ্য অন্যতম অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন — সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে লেনিন লুনাচার্স্কিকে উদ্বোধনী ভাষণের দায়িত্ব দেন।

যেসব বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর ফলে ১৯০৫ সালে প্রথম রুশ বিপ্লবের সূচনা ঘটে তারই ফলশ্রুতিতে লুনাচার্স্কির পক্ষে স্বদেশে ফেরা সম্ভবপর হয়। তিনি পিটার্সবুর্গে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সংগঠিত করেন, বলশেভিক সংবাদপত্র 'নোভায়া ঝিজ্‌ন' (নবজীবন) প্রকাশে সক্রিয় সহযোগিতা দেন আর লেনিনের ভাবাদর্শের সেরা সহযোগী, সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের একনিষ্ঠ যোদ্ধা হয়ে উঠেন। কিছুকালের মধ্যে লুনাচার্স্কিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তিনি পালাতে সমর্থ হন ও বিদেশে পৌঁছন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্টুট্‌গার্ট (১৯০৭) ও কোপেনহেগেন (১৯১০) কংগ্রেসে তিনি বলশেভিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯০৫-১৯০৭ সালে প্রথম রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার ফলে লুনাচার্স্কি কতকগুলি ভুল তত্ত্বীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছন। পরবর্তীকালে লুনাচার্স্কি তাঁর রচনায় স্বীকার করেন যে, লেনিনের কঠোর ও অনমনীয় সমালোচনার ফলেই তাঁর পক্ষে নিজ পদক্ষেপের ভ্রান্ততা ও লেনিনের অনাক্রম্য শুদ্ধতার যাথার্থ্য অনুধাবন সম্ভবপর হয়। স্মরণীয়, প্রথম রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার পরবর্তীকালীন প্রতিক্রিয়ার সেই ভয়ানক দিনগুলিতে লেনিন বৈপ্লবিক ঘটনাবলী বিকাশের ধারার আভাস অনুমানে সমর্থ হন এবং পার্টিকে নতুন শ্রেণী-সংগ্রামের প্রস্তুতির দিকে আরও দৃঢ়ভাবে, আরও প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে নিয়ে যান।

জারশাসন উৎখাতকারী ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সাফল্যের পর ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে লুনাচার্স্কি দেশে ফেরেন এবং লেনিনের নেতৃত্বে পেত্রগ্রাদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপে যোগদান করেন। বিপ্লবের পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন আদায় ছিল তাঁর এইসব কাজের একটি বিশেষ দিক।

পেত্রগ্রাদে মহান অক্টোবর বিপ্লব সফল হওয়ার পর লেনিনের নেতৃত্বে সেখানে প্রথম সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিনের সুপারিশ অনুসারে লুনাচার্স্কি এই সরকারে যোগ দেন। জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের প্রধান হিসাবে তিনি বার বছর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৯

সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে যুক্ত আকাদেমির কমিটির সভাপতি তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ সালে স্পেনে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পান। স্পেনে যাওয়ার পথে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ ফ্রান্সের মেনতন শহরে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। লুনাচার্স্কিকে রেড স্কয়ারে ক্রেমলিনের প্রাচীরের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

বিশ্বকোষকল্প জ্ঞানের অধিকারী, এগারটি ভাষায় দক্ষ, প্রতিভাবান পণ্ডিত, কলা ও সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক, বিশিষ্ট সমালোচক, তথা লেখক ও নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও বক্তা হিসাবে লুনাচার্স্কি সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখেছেন। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি, নতুন, সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজ, সোভিয়েত সাহিত্য ও শিল্পকলা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পসমালোচনা, শিক্ষাতত্ত্ব এবং জনগণের যথার্থ শিক্ষা উন্নয়নের একটি সম্পূর্ণ যুগের সঙ্গে লুনাচার্স্কির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

দেশের বাইরে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রচারে লুনাচার্স্কি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিদেশী সংবাদপত্রগুলি তাঁকে ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান শিক্ষামন্ত্রী বলত। তিনি ছিলেন রোমাঁ রোলাঁ, আঁরি বারব্যুস, বার্নার্ড শ', বের্থল্ড ব্রেখ্‌ট প্রভৃতি মনীষীদের ব্যক্তিগত বন্ধু এবং এঁরা সবাই সোভিয়েতের এই জনকমিশারের প্রতিভার উচ্চ মূল্যায়ন করতেন। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় লুনাচার্স্কি ছিলেন 'স্বদেশের বাইরে সোভিয়েত চিন্তাধারা ও শিল্পকলার সর্বজনস্বীকৃত প্রতিনিধি'।

লুনাচার্স্কির কলমনিঃসৃত রচনাবলীর পরিমাণ বিপুল। তিনি লিখেছেন সাহিত্য, সঙ্গীত; রঙ্গমঞ্চ, চিত্রকলা, স্থাপত্য, নীতিশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন ও বৈপ্লবিক চিন্তার ইতিহাস, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ধর্মবিরোধী প্রচার, শিক্ষাতত্ত্ব, জনশিক্ষা ইত্যাদি বহু ও বিবিধ বিষয়ে। তদুপরি রয়েছে নিজস্ব সৃষ্টি, তাঁর নাটকগুলি — 'রাজসমীপে নরসুন্দর' (১৯০৬), 'ফাউস্ট ও নগর' (১৯১৮), 'ওলিভার ক্রমওয়েল' (১৯২০), 'টমাস কাম্পানেলা' (১৯২২), 'মুক্ত ডন কুইকসট' (১৯২২), 'বিষ' (১৯২৬), ইত্যাদি।

লুনাচার্স্কির এই মহান ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তরাধিকারের মধ্যে

শিক্ষাসংক্রান্ত — আনুষ্ঠানিক ও নৈতিক উভয়তই — রচনাবলীর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এগুলির সংখ্যা তিন শ'-র বেশি। সোভিয়েত জনশিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের প্রতিটি দিক, শিক্ষার তত্ত্ব ও প্রয়োগের সামনে বিপ্লব কর্তৃক উপস্থাপিত যাবতীয় কর্তব্য এগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই রচনাবলীর অনেকগুলিই ঐতিহাসিক কৌতূহলের পরিধিতে সীমিত নয়। তাঁর এই জাতীয় রচনার বেশ বড় একটি সংখ্যা আজও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে নি। শিক্ষার তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বহু জটিল সমস্যা সম্পর্কে নতুন চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এগুলি আমাদের সহায়তা যোগায়।

জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের প্রথম জনকমিশার হিসাবে লুনাচার্স্কি ছিলেন সোভিয়েত স্কুলের প্রথম উৎসমুখে দাঁড়িয়ে। লেনিনের আহ্বানে একটি নতুন, সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গঠনে তিনি নেতৃত্ব দেন। তাঁকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত মার্কসবাদী ভাবাদর্শগুলিকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রথম বাস্তবায়িত করতে হয়। আর এটি করতে হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বছরগুলিতে বিদ্যমান অবিশ্বাস্য চাপের পরিস্থিতিতে। 'বিপ্লব কর্তৃক জনগণের উপর আরোপিত দৈত্যসম ভূমিকা পালনের প্রস্তুতি হিসাবে যথাসম্ভব দ্রুত জনগণকে সর্বাধিক পরিমাণ জ্ঞান দেয়া' — এই বক্তব্যের মাধ্যমেই তিনি জনকমিশার হিসাবে সংক্ষেপে তাঁর কাজের লক্ষ্য ও অর্থ প্রকাশ করেন।

এই কাজের পরিসর ও সীমানা ছিল অস্বাভাবিক বিস্তৃত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি দিক — নিরক্ষরতা দূরীকরণ থেকে জনগণকে দেয় রাজনৈতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য সহ সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি — এতে জড়ান ছিল। এই ধরনের বহুমুখী কার্যকলাপের উপর সেরা সংস্কৃতিবান মানুষ, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের একনিষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে লুনাচার্স্কির ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ মুদ্রিত রয়েছে।

# টীকা

এখানে প্রকাশিত রচনাগুলির আনুষঙ্গিক টীকাসমূহ দুই ধরনের: প্রথমগুলি হল বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক ও শিক্ষাগত দিকগুলির ব্যাখ্যা আর দ্বিতীয়গুলিতে রয়েছে যাকে বলা হয় যথার্থ বিষয়।

ঐতিহাসিক ও শিক্ষাগত টীকাগুলির লক্ষ্য হল বিশেষ প্রবন্ধটি লেখার সময়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত চিহ্নিত করা, যে সত্যিকার পরিস্থিতিতে রচনাটি লিখিত হয়েছিল তা দেখান এবং পরিশেষে এইগুলির অন্তর্গত মূল ধারণাবলী বিশদীকরণ আর সোভিয়েত শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে এইগুলির তাৎপর্য, আজিকার সোভিয়েত স্কুল ও শিক্ষাবিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক সমস্যাবলীর মোট সমাহারে এইগুলির ভূমিকা ও অবস্থান নির্ণয়। প্রতিটি ঐতিহাসিক-শিক্ষাগত টীকায় প্রারম্ভিক মন্তব্য হিসাবে যুক্ত হয়েছে উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থতালিকার বিবরণী।

তথ্যসংক্রান্ত টীকাগুলির লক্ষ্য হল কিছুটা সীমিত — লুনাচারস্কি কর্তৃক উল্লিখিত তথ্য, ঘটনা ও পরিস্থিতির সঙ্গে, তিনি যেসব শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ও জননেতাদের ধ্যানধারণাকে সমর্থন বা আক্রমণ করেছেন সেইগুলির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় সাধন।

## প্রথম সর্ব-রাশিয়া শিক্ষা-কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ

### ২৬ আগস্ট, ১৯১৮

মহান অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম বছরগুলিতে নতুন, সমাজতান্ত্রিক স্কুল গঠনের ধারা নির্ণয় এবং সোভিয়েত শিক্ষার তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনশিক্ষা কংগ্রেসগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সাধারণ শিক্ষকদের ব্যাপক স্তরকে সোভিয়েতরাজের পক্ষে আনা এবং স্কুলগুলির মৌলিক পুনর্গঠনে সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় শক্তি সংহত করার ক্ষেত্রে এইসব কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ সালেই রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে স্থানীয় শিক্ষক ও জনশিক্ষাকর্মীদের যথাক্রমে ১৬৪টি ও ৮১ টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

জনশিক্ষার সমাজতান্ত্রিক ধরন সংগঠনের নীতিমালা নির্ধারণে এই বহুবিধ কার্যকলাপের সিদ্ধান্তগুলি ৭০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রথম সর্ব-রাশিয়া শিক্ষা-কংগ্রেসে পর্যালোচনা করা হয়। ২৫ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, মস্কোয়

অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে লেনিনও ভাষণ দেন। লেনিন তাঁর বক্তৃতায় জনশিক্ষার গুরুত্ব সহ প্রথমত ও প্রধানত নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে স্কুলগুলির আত্যন্তিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। (V. I. Lenin, *Complete Collected Works*, Vol. 28, pp. 85-86.)

কংগ্রেসে 'সমন্বিত শ্রম-স্কুলের খসড়া থিসিসটি' আলোচনার পর সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তা গ্রহণ করে। এগুলির একইসঙ্গে প্রকাশিত 'সমন্বিত শ্রম-স্কুলের মূলনীতিমালা'ও কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়। এই উভয় দলিলই সোভিয়েত স্কুলের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাশিয়ায় স্কুলগুলির সংঘটিতব্য মৌলিক রূপান্তরের ভাবাদর্শগত, তত্ত্বীয় ও সাংগঠনিক প্রস্তুতিকে জয়যুক্ত করা সহ এগুলি এক নতুন যুগের—এইসব রূপান্তর কার্যত বাস্তবায়নের—সূচনা ঘটিয়েছিল।

দলিলদুটির ব্যাপক গুরুত্ব স্বীকারক্রমে কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয়: 'জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের রূপান্তরকারী কার্যকলাপের প্রতি ঐকান্তিক সহমর্মিতা ও এলাকাগুলিতে শেষোক্তের প্রতি আমাদের সক্রিয়তম সমর্থন জ্ঞাপন সহ প্রথম সর্ব-রাশিয়া শিক্ষা-কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এই ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন যে, এই কাজের সাফল্য কেবল সামাজিক বিপ্লবের নীতিগুলির পুরোপুরি বিজয়লাভের শর্তেই সম্ভবপর... এই মহান কর্মকাণ্ড দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, সামাজিক অবক্ষয় ও স্কুল উন্নয়নের যাবতীয় অপরিহার্য উপকরণের অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে আমাদের যে সম্পূর্ণ করতে হবে, এতে যেন কেউ আতঙ্কিত না হন। শিক্ষাদানের উপযুক্ত যথেষ্ট সংখ্যক মজুদ লোক আমাদের নেই, নেই বইপত্র, আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম, স্কুলবাড়ি, কিন্তু আমাদের সপক্ষে আছে, বিপক্ষে নেই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুপ্রভাব আর যদি আমরা যথেষ্ট শক্তি বিনিয়োগ করতে পারি এবং যে-'শ্রমপ্রণালী'কে আমরা স্কুলে প্রতিদিন ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছি তার সহায্যে, আমরা, সম্পূর্ণ শূন্য থেকে নতুন জীবননির্মাতা সকল অগ্রপথিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে, শেষপর্যন্ত একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করব যার দরজায় উৎকীর্ণ থাকবে 'সমন্বিত সমাজতান্ত্রিক শ্রম-স্কুল'। (Resolution of the All-Russia Congress on Education, Moscow, 1918, pp. 1-2.)

কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আনাতোলি লুনাচার্স্কি জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের ১৯১৭ সালের অক্টোবর পরবর্তী দশ মাসের কার্যাবলীর সারমর্ম উল্লেখ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, 'নতুন প্রজন্মকে শিক্ষাদানের সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি নির্মাণ এবং দেশের যাবতীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞান সংস্থায় নতুন শ্রম আদর্শ পুনর্গঠন' চরম জটিল পরিস্থিতিতে এগিয়ে চলছে। অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ ফ্রণ্টে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে, কোন কোন শিক্ষকের অন্তর্ঘাত বন্ধ হলে, জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের একটি সাংগঠনিক যন্ত্র তৈরি হয়ে গেলেই কেবল 'পুরনো শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অর্থপূর্ণ ভাবাদর্শগত সংগ্রামের কথা ভাবা যেতে পারে'। নতুন, শ্রম-স্কুলের জন্য, সমগ্র জনগণের শিক্ষার জন্য সংগ্রাম ছিল লুনাচার্স্কির ভাষণের মর্মবস্তু, মূল উদ্দীপক ভাবনা।

১। উল্লিখিত ধারণাটি মার্কিন প্রেসিডেণ্ট (১৮০১-১৮০৯) টমাস জেফার্সনের। শিক্ষাবিষয়ক একটি সাময়িকীতে লুনাচার্স্কি লিখেছিলেন: 'টমাস জেফার্সন... ১৭৮৬ সালে, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লব শুরুর তিন বছর আগে তাঁর মহান পূর্বসূরীকে লেখেন: 'আমার কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ মনে হয় যে, খোদ জনগণের হাতেই আমাদের স্বাধীনতা নির্বিঘ্ন হতে পারে আর সেটা তখনই যখন সেই জনগণ শিক্ষার একটা বিশেষ স্তরে পেঁছিয়। সেজন্যই সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব।' '

২। ১৯১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পেত্রগ্রাদে শ্রমিক ও সৈনিকদের সফল বিদ্রোহে রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। জারতন্ত্র উৎখাত হয়। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে দেশের অধিকাংশ নগর ও শহরে বিপ্লব সাফল্য লাভ করে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল মহান অক্টোবর বিপ্লব পথে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে দেশে ক্ষমতার দুটি কেন্দ্র — অস্থায়ী সরকার এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি (পরিষদ) গড়ে ওঠার পরিস্থিতি দেখা দেয়। লেনিনের ভাষায় ১৯১৭ সালের মার্চ-এপ্রিলে অস্থায়ী সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল: 'যথাসম্ভব সতর্কতা ও নিঃশব্দে বিপ্লব দমন করা এবং কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না করে অবিরাম প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাওয়া।' (V. I. Lenin, 'Lessons of the Revolution', *Collected Works,* Vol, 25, p. 235.) জারতন্ত্র উৎখাতের পর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব তৎকালীন সমস্যাবলী সমাধানে ব্যর্থ হয়। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি তখন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে চালিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৩। প্রথম সোভিয়েত সংবিধান হল ১৯১৮ সালে সর্ব-রাশিয়া সোভিয়েতসমূহের পঞ্চম কংগ্রেসে অনুমোদিত রুশ ফেডারেশনের সংবিধান। এই সংবিধান সোভিয়েতরাজকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ধরন হিসাবে বিধানিক অনুমোদন দিয়েছিল এবং এইসঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক ও জমিদারী মালিকানা উৎখাত, রাশিয়ার সকল জাতির সমানাধিকার ইত্যাদি সত্যাখ্যান করেছিল। এই সংবিধানের কল্যাণে রাশিয়ার সকল মেহনতি রাষ্ট্রচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল আর শোষকদের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

১৯২৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেস সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের প্রথম সংবিধান অনুমোদন করে।

১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েতসমূহের সর্ব-ইউনিয়নের অষ্টম (বিশেষ) কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানটিতে ১৯২৪ সালের সংবিধানের পরবর্তীকালে সংগঠিত যাবতীয় মৌলিক পরিবর্তনসমূহের স্বীকৃতি

সহ সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের বাস্তবতাটির প্রতিফলন ঘটেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান সংবিধান — উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংবিধান— ১৯৭৭ সালের ৭ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বিশেষ অধিবেশনে অনুমোদিত হয়। এতে উল্লিখিত হয় যে, 'উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ হল কমিউনিজমের পথে একটি স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত ধাপ' আর 'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কর্তব্যগুলি পালন করে সোভিয়েত রাষ্ট্র এখন সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে'। (Constitution [Fundamental Law] of the Union of Soviet Socialist Republics, Moscow, pp. 13-14.)

লেওনিদ ব্রেজনেভের ভাষায় নতুন সংবিধান হল 'সোভিয়েত রাষ্ট্রের পুরো ষাট বছরের উন্নয়নেরই সারসংক্ষেপ। অক্টোবর বিপ্লব ঘোষিত ধারণাবলী এবং লেনিনের নির্দেশগুলি যে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।' (L. I. Brezhnev, *On the Draft Constitution [Fundamental Law] of the Union of Soviet Socialist Republics and the Results of the Nationwide Discussion of the Draft,* Moscow, 1977, p. 7.)

৪। জনশিক্ষাসংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর, অস্থায়ী সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে। অক্টোবর বিপ্লবের পর লুনাচার্স্কি জনগণের উদ্দেশ্যে দেয়া তাঁর প্রথম ভাষণে (১৯১৭, ২৯ অক্টোবর) সোভিয়েত সরকারকে সহযোগিতা দেয়ার জন্য এই পরিষদকে প্রস্তাব জানান। পরিষদ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রতিবাদ হিসাবে কাজ বন্ধ করে দেয়। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে জনকমিশার পরিষদের এক ডিক্রির মাধ্যমে এই পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়।

১৯১৭ সালের ৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এক ডিক্রি মাধ্যমে জনশিক্ষা রাষ্ট্রীয় কমিশন গঠন করে এবং এর উপর 'জনশিক্ষার সাধারণ পথনির্দেশের' দায়িত্ব বর্তায়। ১৯১৮ সালের জুন মাসে জনকমিশার পরিষদের 'রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনশিক্ষা সংগঠন বিষয়ক' ডিক্রিতে রাষ্ট্রীয় কমিশনের সদস্যদের মধ্যে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের নেতৃবৃন্দ সহ কেন্দ্রীয় সোভিয়েত, ট্রেড-ইউনিয়ন ও সমবায় সংস্থাগুলির প্রতিনিধি এবং আঞ্চলিক জনশিক্ষা দফতরের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিশনটি ছিল জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের অধীনস্থ সংস্থা।

৫। ১৯১৭ সালের ১৫ নভেম্বর মাসে লুনাচার্স্কি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখ করেন: '...বহু বছর থেকেই রুশ বুদ্ধিজীবীদের প্রধান অংশ জনসেবায় আত্মোৎসর্গিত এবং এজন্য গর্বিতও। তাঁরা শিক্ষার আদর্শে অটল থেকেছেন, ব্যাপক জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন... শিক্ষক, একজন সত্যিকার শিক্ষক... অবশ্যই সর্বদা জনগণের সঙ্গে থাকবেন, এমন কি, জনগণ বিভ্রান্ত হলেও। যান, জনগণকে

সাহায্য করুন। তারা শক্তিতে ভরপুর, কিন্তু বিপর্যয়বেষ্টিত। অগ্নিপরীক্ষার দুঃসহ মুহূর্তে, চরম পরিস্থিতিতে যাঁরা জনগণের সঙ্গে রয়েছেন তাঁরা ধন্য। যারা জনগণকে ত্যাগ করেছে তাদের ধিক!.. জনগণ তাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আপনদের ডাকছে, বিশ্বাসী সহকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায়ই তাদের পক্ষে নিজ কার্যসম্পাদন সম্ভবপর। অতীতে ফেরার আর কোন পথ নেই।' (Anatoli Lunacharsky, *On Education*, Moscow, 1958, pp. 515-518, [in Russian].)

৬। সর্ব-রাশিয়া শিক্ষক ইউনিয়ন গঠিত হয় ১৯০৫ সালের জুন মাসে। ১৯০৯ সালে এটি ভেঙ্গে যায়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার শাখা প্রায় সর্বত্র গড়ে ওঠে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে উভয়তই সর্ব-রাশিয়া শিক্ষক ইউনিয়ন সর্বদাই বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির রাজনৈতিক ভাবাদর্শের অনুসারী ছিল। সংস্থাটি ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি প্রচণ্ড শত্রুতামূলক মনোভাব দেখায়। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ইউনিয়ন শিক্ষক ধর্মঘটের এক ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

১৯১৮ সালের শরৎকালের মধ্যে এই ইউনিয়নের প্রতিবিপ্লবী নেতৃত্ব প্রভাবহীন হয়ে পড়ে এবং এর স্থানীয় বহু শাখা সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা শুরু করে। সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর এই শিক্ষক ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়া হয়।

৭। 'কীভাবে আমরা জনশিক্ষামন্ত্রক দখল করেছিলাম' এই প্রবন্ধে লুনাচার্স্কি (১৯২৭) লিখেছিলেন: 'বলশেভিক রাজ ও জনশিক্ষামন্ত্রকের অফিসরদের মধ্যে সমঝোতা অসম্ভব প্রমাণিত হল।' এই কর্মচারীরা অন্তর্ঘাতের আশ্রয় নেয় এবং খোলাখুলি বলতে থাকে যে, 'তারা কখনই আত্মসমর্পণ করবে না'। লুনাচার্স্কি ও অন্যান্যরা যেদিন প্রথম শিক্ষামন্ত্রকে এলেন — সেই দিনের স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন: 'আমরা সম্পূর্ণ শূন্য ঘরগুলি পেরিয়ে যেতে লাগলাম।' জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের প্রতিনিধিদের জন্য কারিগরী বিভাগের কিছু কর্মী ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিল না। (Anatoli Lunacharsky, *On Education*, pp. 366-367.)

৮। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত সরকার পেত্রগ্রাদ থেকে মস্কো সরে আসার পর রুশ ফেডারেশনের জনকমিশার পরিষদের এক স্মারকলিপিতে লুনাচার্স্কি বলেন: 'আমার সহকর্মী জনকমিশারদের কাছে আমি নিজে এই প্রস্তাব উপস্থিত করছি যে, আমি পেত্রগ্রাদে এর আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হব... যে-দায়িত্বভার নিচ্ছি সেসম্পর্কে আমি সচেতন। এই দুর্ভার, বিপজ্জনক ও এমন কি, বলা যায়, সর্বনাশা কাজের ভার নেওয়ার আমি অনুমতি চাইছি, আমি মনে করি এটা আমার কর্তব্য।' (V. I. Lenin and Lunacharsky', *Literary Heritage*, Vol. 80, Moscow, 1971, pp. 58-59 [in Russian].)

লুনাচারস্কি পেত্রগ্রাদেই ১৯১৯ সালের শুরু অবধি ছিলেন। এই সময় মাঝে মাঝে তিনি মস্কো আসতেন রুশ ফেডারেশনের জনশিক্ষা কমিশার এবং উত্তরাঞ্চলীয় কমিউনগুলির ইউনিয়নের জনশিক্ষা কমিশার হিসাবে সরকারী দায়িত্ব পালনে। ১৯১৯ সালের মে মাসে উত্তরাঞ্চলীয় কমিউনগুলির ইউনিয়ন ভেঙ্গে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলি সেখানকার সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

৯। ১৯১৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষাসংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদ 'শিক্ষকপদের ও শিক্ষাপ্রশাসন সংক্রান্ত সকল পদের মানোন্নয়নমূলক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত' একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তদানুসারে স্কুলসংক্রান্ত সকল পদের জন্য ১৯১৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে স্থানীয় সোভিয়েতগুলির নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষাবিভাগ গণতন্ত্রীকরণ, স্কুল থেকে প্রতিবিপ্লবীদের বিতাড়ন এবং স্থানীয় জনগণের বিশ্বস্তদের স্কুলের কাজে জড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

১০। জনকমিশার পরিষদ 'বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপ্রচারক ও ধর্মীয় সমিতিগুলি সংক্রান্ত' ডিক্রিটি ১৯১৮ সালের ২০ জানুয়ারি জারি করে। পাদ্রিদের প্রচারের প্রভাবে এবং সর্ব-রাশিয়া শিক্ষক ইউনিয়নের কিছু সক্রিয় কর্মীর প্ররোচনায় কয়েকটি জায়গায় কৃষকরা সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুলে ধর্মশিক্ষা অব্যাহত রাখার দাবী জানায়। ১৯১৭-১৯১৮ সালের শিক্ষাবর্ষের শেষে সর্বত্র স্কুলে বাইবেল পাঠ বন্ধ হয়ে যায়।

১১। ১৯১৮ সালের প্রথমার্ধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী শিক্ষাপ্রশাসনের প্রণালী হিসাবে গৃহীত হয়: কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহ — শিক্ষাসংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও জনশিক্ষা কমিশারিয়েত; স্থানীয় সোভিয়েতগুলির অধীনস্থ জনশিক্ষাবিভাগ এবং প্রতিটি জনশিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত উপদেষ্টা ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে নির্বাচিত জনশিক্ষা পরিষদ।

১২। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় জনশিক্ষাপ্রশাসনের নিম্নোক্ত প্রণালীগুলি চালু ছিল: কেন্দ্রীয় প্রশাসন সংস্থা হিসাবে জনশিক্ষামন্ত্রক (১৮০২ সালে প্রতিষ্ঠিত); স্থানীয় নিয়ন্ত্রক হিসাবে স্কুল-জেলাগুলির অভিভাবকবৃন্দ (১৮০৪ সাল থেকে); প্রতিটি স্কুল-জেলার আওতাধীন কয়েকটি প্রশাসনিক এলাকা (গুবের্নিয়া), এগুলির প্রত্যেকটিতে ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের স্কুল-পরিচালকবর্গ — যারা প্রাথমিক স্কুলগুলি চালাত। প্রাথমিক স্কুলগুলি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করত প্রাথমিক স্কুলের পরিদর্শক সংস্থা (১৮৬৭ সালে পরিদর্শকের পদ প্রবর্তিত হয়)।

১৯১৭ সালের ২১ ডিসেম্বর শিক্ষাসংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলের পরিচালকবর্গ ও পরিদর্শক সংস্থাদুটি বাতিল ঘোষিত হয়। ১৯১৮ সালের প্রথমার্ধে স্কুল-জেলাও উঠে যায়।

১৩। উল্লিখিত কিছু কিছু সংস্কার ছিল খুবই অস্থায়ী। সেই সময় পরীক্ষা, সার্টিফিকেট ও নম্বর উঠিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। মেহনতিদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি হওয়া আটকানোর জন্য শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এগুলি ব্যবহার করতে পারত।

১৪। ১৯১৮ সালের ৬ আগস্ট জনসমক্ষে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র থেকে গির্জা পৃথকীকরণ বিষয়ক বিতর্কে লুনাচার্স্কি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন পাদ্রি বয়ার্স্কি।

নাস্তিক্যবাদের একনিষ্ঠ প্রচারক হিসাবে লুনাচার্স্কি দেখান যে, ধর্ম শুধু প্রবঞ্চনাই নয়, জনগণের পক্ষে মূলত 'আত্মপ্রবঞ্চনা' এবং সেজন্যই প্রথমত ও প্রধানত ভাবাদর্শগত হাতিয়ার নিয়েই এর মোকাবিলা করা দরকার।

লুনাচার্স্কি বারবার উল্লেখ করেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আসলে বিবেকের স্বাধীনতা সংক্রান্ত সাংবিধানিক থিসিসের বিরোধী নয়। তিনি বলেন যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার কোন ধরন হিসাবেই এটা কার্যকর করা হবে না, স্থূল চাপ হিসাবেও নয়, — এটা থাকবে পুরোপুরি বিশ্বাসের মধ্যেই সীমিত।

১৯১৮ সালের ১৯ নভেম্বর মেহনতি নারীদের সর্ব-রাশিয়া প্রথম কংগ্রেসে লেনিনের দেয়া ভাষণটির কথা লুনাচার্স্কি প্রায়ই উল্লেখ করতেন। লেনিন বলেছিলেন: 'ধর্মীয় কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে। ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত দিয়ে কিছু লোক এই লড়াইয়ে দারুণ ক্ষতি করছে। এজন্য আমরা অবশ্যই প্রচার ও শিক্ষা ব্যবহার করব। এই লড়াই তীব্রতর করে তুললে আমরা কেবল গণ-অসন্তোষই বাড়াব। এই ধরনের লড়াই মানুষকে ধর্মীয় ধারায় বিভক্ত করে ফেলতে চায়, অথচ আমাদের শক্তি নিহিত রয়েছে ঐক্যে। ধর্মীয় কুসংস্কারের মূল প্রোথিত আছে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার গভীরে। এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধেই আমরা লড়াই করব।' (V. I. Lenin, 'Speech at the First All-Russia Congress of Working Women', *Collected Works,* Vol. 28, p. 181.)

১৫। নরওয়ে ১৮৬৯ সালে সমন্বিত স্কুলব্যবস্থা চালু করে, যাতে ছিল তথাকথিত 'অন্তর্বর্তীকালীন' স্কুল (৯-১৫ বছর বয়সীদের জন্য ৬ বছরের পাঠ্যক্রম) এবং তারপর তিন বছরের উচ্চবিদ্যালয় (জিমনাজিয়া)।

১৬। লুনাচার্স্কি এখানে মার্কসের বক্তব্যের কথা বলছেন। মার্কস বলেছিলেন: 'দার্শনিকরা পৃথিবীকে শুধু নানাভাবে **ব্যাখ্যাই** করেছেন, কিন্তু কথা হল এটাকে **বদলান** দরকার।'(K. Marx, F. Engels, *Collected Works,* Progress Publishers, Moscow, Vol. 5, p. 8.)

১৭। বিস্তারিত জানার জন্য এই গ্রন্থের 'শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ, ৯০-১১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১৮। লুনাচারস্কি উল্লিখিত এই ব্যক্তি হলেন জার্মান বুর্জোয়া দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ, তথাকথিত সামাজিক শিক্ষাবাদীদের অন্যতম সেরা প্রতিনিধি **পল নাটোর্প** (১৮৫৪-১৯২৪)। সামাজিক শিক্ষার অন্যান্য নেতাদের মতো নাটোর্পও ভাবতেন যে, সুশিক্ষার সবচেয়ে অনুকূল সামাজিক শর্তগুলি আবিষ্কারই হল শিক্ষাতত্ত্বের মূল কাজ। নাটোর্পের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল নৈতিকভাবে নিখুঁত মানুষ গড়ে তোলার জন্য উদ্দীপনা যোগান আর এটা ব্যক্তিগত সুখের জন্য প্রয়োজন; এর সেরা উপায় — মানুষের সক্রিয় ইচ্ছা ও সমবেত চৈতন্যের বিকাশ ঘটান।

১৯। ১৯১৮ সালের ৮-১৪ জুলাই মস্কোয় অনুষ্ঠিত উচ্চতর বিদ্যালয় কর্মীদের সর্ব-রাশিয়া সম্মেলন। এতে যোগ দেন প্রফেসর, ছাত্র, যেসব শহরে উচ্চতর বিদ্যালয় আছে সেখানকার জনশিক্ষাবিভাগের কর্মী সহ ৪ শতাধিক প্রতিনিধি। লুনাচারস্কির ভাষায় এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, 'নতুন রাশিয়ার চাহিদার ধারার সঙ্গে উচ্চতর বিদ্যালয়গুলির সমন্বয় সাধনের জন্য প্রফেসরদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছন।' *(The Commissariat for People's Education. 1917 — October 1920. Short Report,* 1920, p. 51.) জনশিক্ষা কমিশারিয়েত কর্তৃক উপস্থাপিত 'রাশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত' নামের খসড়াটির ভিত্তিতে একটি নীতিমালা তৈরির জন্য সম্মেলন একটি কমিশন নির্বাচন করে।

২০। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে তরুণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যুদ্ধ-ফ্রণ্টে বেষ্টিত হয়ে পড়ে। পূর্ব রণাঙ্গন, উরাল ও ভল্‌গা এলাকাগুলিতে শুরু হয় প্রচণ্ড লড়াই। ওইসব জায়গা থেকে প্রতিবিপ্লবী — অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক — শক্তিগুলি মস্কোর উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করে। এইসঙ্গে ইয়েকাতেরিনবুর্গে (বর্তমান স্‌ভের্দলভ্‌স্ক) বন্দী রুশ জার ২য় নিকোলাইকে মুক্ত করার জন্য প্রতিবিপ্লবী সৈন্যবাহিনী লড়াই শুরু করে। পূর্ব রণাঙ্গন থেকে কিছুকালের জন্য লালফৌজ সরিয়ে আনা শুরু হলেও ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের শেষে তা বন্ধ হয়ে যায় এবং এই বছর শরৎকালে তারা পুনরায় আক্রমণ চালাতে থাকে।

২১। ১৯১৮ সালের ১৮-২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মীদের সম্মেলনে ভাবী শিক্ষকদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন এবং আনুষঙ্গিক পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবিষয় আলোচিত হয়।

২২। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে রুশ ফেডারেশনের জনকমিশার পরিষদ 'ইতিপূর্বে কেরানীদের আওতাধীন যাবতীয় শিক্ষাসংস্থাকে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের কাছে হস্তান্তর বিষয়ে সিদ্ধান্ত' ঘোষণা করে। ১৯১৮ সালের ৫ জুন জনকমিশার পরিষদের একটি ডিক্রিতে বলা হয়: 'ইতিপূর্বে অন্যান্য বিভাগের অধীনস্থ শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট ও সাধারণ শিক্ষা সংস্থাগুলি জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের আওতাধীন হবে।'

২৩। ১৯১৮ সালের ১৬ আগস্ট রুশ ফেডারেশনের জনকমিশার পরিষদ এক ডিক্রির মাধ্যমে সর্ব-রাশিয়া জাতীয় অর্থনীতির পরিষদের প্রশাসনের অধীনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ গঠন করে। এই বিভাগের প্রধান জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক এবং বিভাগ বোর্ডের সদস্যদের জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের পরামর্শক্রমে সর্ব-রাশিয়া জাতীয় অর্থনীতির পরিষদের সভাপতিমণ্ডলী দ্বারা নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়।

## সামাজিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ

### বক্তৃতা: ৩ নভেম্বর, ১৯১৮, পেত্রগ্রাদ

অক্টোবর বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত প্রধান শিক্ষাতত্ত্বের প্রশ্নাবলীর মধ্যে সামাজিক শিক্ষা অন্যতম মধ্য স্থান দখল করেছিল। রুশ শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গটি নিকোলাই চের্নিশেভস্কি (১৮২৮-১৮৮৯) ও নিকোলাই দব্রলিউবভ (১৮৩৬-১৮৬১) — বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের রচনায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য সামাজিক শিক্ষায় যা অর্জন প্রয়োজন তা-ই ছিল শিক্ষাক্ষেত্র পরিক্রমায় তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।

সামাজিক শিক্ষার আলোচনায় লুনাচারস্কি আরও এক পা এগিয়ে গিয়েছেন। এখানে প্রকাশিত বক্তৃতায় তিনি দুটি প্রধান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন: 'কার জন্য শিশুকে শিক্ষা দেয়া — তার নিজের জন্য বা সমাজের জন্য' আর 'কে শিশুদের শিক্ষা দেবে — পরিবার বা সমাজ।'

১। Musyka, **বহুমুখী শিক্ষা** — খ্রীস্টপূর্ব ৫-৪ শতকে এথেন্সে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকশিত গ্রীক শিক্ষাপ্রণালীতে নৈতিক, নান্দনিক ও সাধারণ সাংস্কৃতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২। **জিমনাসিয়া** — প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রীয় শিক্ষাসংস্থা।

৩। **প্লেটো** (৪২৭-৩৪৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে 'রাষ্ট্র' ও 'আইনগুলি' এই গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেন। এই আদর্শ রাষ্ট্রের সামাজিক কাঠামো ছিল তিনটি শ্রেণীর বিদ্যমানতার পূর্বশর্তাধীন: শাসক-দার্শনিকদের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী (এদের সন্তান-সন্ততির জন্যই প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থাটি পরিকল্পিত); রাষ্ট্ররক্ষক যোদ্ধা এবং রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু মানুষ, অধিকারহীন — 'অন্যান্যরা'। সুবিধাভোগী শ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষা ছিল সামাজিক ধরনের। জীবনের প্রথম দিন থেকেই তাদের বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেয়া হত, সেখানেই তারা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হত 'আদর্শ শিক্ষকের' কাছে — যাঁকে প্লেটো বলেন 'সব দিকের সেরা মানুষ' আর তিনি শাসকদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন 'সেরা নাগরিকদের' মধ্য থেকে।

৪। **হুমবোল্ড, ভিলহেল্ম** (১৭৬৭-১৮৩৫) — জার্মান দার্শনিক, ভাষাবিদ ও

রাষ্ট্রনেতা। তিনি ছিলেন সমন্বিত স্কুলব্যবস্থা, গির্জার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্কুল পৃথকীকরণ, 'উচ্চবিদ্যালয়' (জিমনাজিয়া) শিক্ষা সংস্কারের সমর্থক। তাঁরই উদ্যোগের কল্যাণে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের (এখন জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে হুমবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত) প্রতিষ্ঠা।

হুমবোল্ড ছিলেন উনিশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মানির ক্ল্যাসিকাল মানবতাবাদের অন্যতম সেরা প্রতিনিধি। তাঁর মতে মানুষের আত্মিক গড়ন এবং তার সামর্থ্য অনুসারে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনই ইতিহাসের লক্ষ্য। হুমবোল্ড কেবল ক্ল্যাসিকাল যুগেই 'মানবতার' এই আদর্শের সত্যিকার বাস্তবায়ন লক্ষ্য করেছিলেন।

৫। **ফরস্টার, ফ্রিডরিখ ভিলহেল্‌ম** (১৮৬৯-১৯৫৬) জার্মান ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। তিনি চরিত্র, ইচ্ছা ও অনুভূতির প্রশিক্ষণকে খ্রীস্টধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতেন।

৬। **স্মিথ, অ্যাডাম** (১৭২৩-১৭৯০) — স্কটিস অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক, বুর্জোয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রের অন্যতম সেরা প্রতিনিধি। মার্কসের ভাষায় তিনি ছিলেন '...ম্যানুফ্যাকচারিং যুগের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ...' (Karl Marx, *Capital*, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 239), আর লেনিনের ভাষায় '...প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক'। (V. I. Lenin, 'The Heritage We Renounce', *Collected Works*, Vol. 2, p. 506.)

৭। প্রথম অধ্যায়ের ১৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। **পেস্‌তালৎসি, যোহান হেনরিখ** (১৭৪৬-১৮২৭) — সুইস শিক্ষাবিদ ও গণতন্ত্রী, প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত তত্ত্বের অন্যতম প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, বহু প্রসিদ্ধ শিক্ষা গ্রন্থের লেখক।

পেস্‌তালৎসির মতে মানবপ্রকৃতির অন্তর্লীন যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্যের সমন্বিত বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। এই চাহিদাগুলিই হল প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বিশদীকৃত যাবতীয় তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যার ভিত্তি — যাতে মানসিক, নৈতিক, দৈহিক ও শ্রম শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য। পেস্‌তালৎসির তত্ত্বের মূলনীতি, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান সংক্রান্ত তাঁর বিকাশমান শিক্ষার প্রত্যয়: শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও তাদের উপলব্ধির বিকাশ সাধন এবং মনের সক্রিয় প্রয়োগের অভ্যাস উন্নয়ন। পেস্‌তালৎসি এমন ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন যেখানে সাধারণ মানুষের সন্তানরা ভর্তি হতে পারে এবং সেটা তাদের চাহিদা ও স্বার্থানুগ হবে।

৯। **কনদরসেত, মারি জাঁ আন্তুআন নিকোলা দ্য** (১৭৪৩-১৭৯৪) — মুক্তবুদ্ধি

যুগের ফরাসী দার্শনিক, গণিতবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, ১৭৮৯-১৭৯৪ সালের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্যতম সক্রিয় নেতা।

আইনসভার জনশিক্ষাসংক্রান্ত কমিটির সদস্য হিসাবে কনদরসেত জনগণের ব্যাপক স্তরের উপযোগী শিক্ষাসংগঠনের একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। এতে ছিল সমন্বিত স্কুলব্যবস্থা গড়ে তোলা, এর পর্যায়ান্তরে অবাধ উত্তরণ, শিক্ষায় নরনারীর সমান সুযোগ, স্কুলের ধর্মনিরপেক্ষতা, সকলের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা। তিনি ছিলেন স্কুলগুলিকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকরণের পক্ষপাতী। তাঁর পরিকল্পনাটি গৃহীত হয় নি।

১০। **মনতেন, মিশেল দ্য** (১৫৩৩-১৫৯২) — ফরাসী দার্শনিক ও লেখক। তাঁর প্রধান গ্রন্থ, 'রচনাবলী'তে (১৫৮০) তিনি এই বলে ধর্মের বিরোধিতা করেন যে, ধর্ম হল জনগণকে দমন করার জন্য উদ্ভাবিত একটি লাগাম বিশেষ। মনতেন 'সম্প্রদায়' ব্যবস্থা ও মধ্যযুগীয় পুরো বিশ্ববীক্ষার সমালোচনা করেন। সকল মানুষের 'স্বাভাবিক সাম্য', ব্যক্তিগত অধিকারের নীতি সমর্থনক্রমে তিনি জনগণকে 'জন মতের বদলে সবকিছু যুক্তিসহকারে বিচার করতে', স্বীকৃত নজিরের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলতে এবং অন্ধবিশ্বাসের বদলে যুক্তিবাদী মানুষের মতো সবকিছুর মূল্যায়ন করতে বলেন।

১১। **লেপেলেতিয়ে দ্য সাঁ-ফার্জো, লুই মিশেল** (১৭৬০-১৭৯৩) — ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্যতম সক্রিয় শরিক এবং স্বকালের সর্বাধিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনা — 'জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা' (১৭৯৩) গ্রন্থের রচয়িতা। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলন, রাষ্ট্রীয় খরচায় 'জাতীয় শিক্ষা ভবন' (আবাসিক সুবিধা সহ) নির্মাণ — যেখানে ৫ ও ১১-১২ বছর বয়সী সকল শিশু শিক্ষালাভ করবে। লেপেলেতিয়ে মনে করতেন যে, এই সব ধারায় শিক্ষা সংগঠিত হলে সামাজিক অসাম্য দূরীকরণে সহায়তা মিলবে ও সামাজিক নৈতিকতা বৃদ্ধি পাবে। লেপেলেতিয়ের পরিকল্পনা রবেস্পিয়ের সমর্থন করলেও শেষপর্যন্ত তা সভার অনুমোদন পায় নি।

১২। **শিলার, ফ্রিডরিখ** (১৭৫৯-১৮০৫) — জার্মান কবি, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ এবং বিশ্বখ্যাত নাট্যকার ('ডাকাত', 'মারিয়া স্টুয়ার্ট', 'ষড়যন্ত্র ও ভালবাসা', 'ভিলহেল্‌ম টেল', ইত্যাদি নাটক)। এখানে লুনাচার্স্কি শিলারের 'মানুষের নান্দনিক শিক্ষা প্রসঙ্গে' দর্শন-নন্দনতাত্ত্বিক গ্রন্থবিধৃত ধারণাগুলি উল্লেখ করছেন।

১৩। **বেবেল, আগস্ট** (১৮৪০-১৯১৩) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। বুর্জোয়া সমাজের শৃঙ্খল থেকে নারীমুক্তির লড়াইয়ে

বেবেল ছিলেন প্রেরণার অন্যতম উৎস। রাইখস্টাগে নারীর অধিকার সম্পর্কে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। লুনাচারস্কি এখানে 'নারী ও সমাজতন্ত্র' গ্রন্থে বেবেলকৃত ধারণা উল্লেখ করেছেন।

১৪। **পালেস্ত্রা** — ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী ছেলেদের জন্য প্রাচীন গ্রীসের একটি পূর্ণাঙ্গ শরীরচর্চা সংক্রান্ত বিশেষ উচ্চবিদ্যালয়। জিমনাসিয়ায় কেবল অভিজাত পরিবারের ১৬-১৮ বছর বয়সী ছেলেরাই ভর্তি হতে পারত।

## শিক্ষা কী?

### ১৯১৮ সালের ২০ ডিসেম্বর বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাকোর্স উদ্বোধনকালে শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতা

সোভিয়েত শিশুরাষ্ট্র যেসব অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-শিক্ষাগত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, লুনাচারস্কির বক্তৃতায় সেগুলিরই একটি — বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা বা স্কুলবহিস্থ শিক্ষা — আলোচিত হয়েছে। লুনাচারস্কি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দূরদৃষ্টি সহকারে এর সবগুলি দিক — রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংগঠনিক ও শিক্ষাগত দিক নিয়ে সমস্যাটি আলোচনা করেছেন।

১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাকে আশু সমাধানযোগ্য প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমগুরুত্বে পুরোভাগে উপস্থিত করেছিল। লুনাচারস্কির ভাষায় 'নিজের বিজয়কে সদ্ব্যবহারের জন্য' জনগণকে জ্ঞানদান — এক অপরিহার্য কর্তব্য।

লুনাচারস্কি শিক্ষাদর্শনের সাধারণ সমস্যাবলীর ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্য দিয়েই বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার প্রকৃতি, তাৎপর্য ও লক্ষ্য বিবেচনা করেন। লুনাচারস্কির উত্থাপিত প্রশ্নগুলি কখনই যাথার্থ্যহীন হবার নয়: **শিক্ষা কী? কাকে শিক্ষিত বলা যায়?** এইসব প্রশ্নাবলীর উত্তরে তাঁর উল্লিখিত চমৎকার পঙ্ক্তিগুলির বিস্ময়কর আধুনিকতা আজও পুরনো হয় নি।

এই বক্তৃতা দেয়ার সময় বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার যে সর্বব্যাপিতা ছিল, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তা আর বিদ্যমান নেই। আজিকার স্কুলের ক্ষেত্রে 'স্কুলবহিস্থ কাজ' বা 'স্কুলবহিস্থ কাজের প্রতিষ্ঠান' এমন সংকীর্ণতর ধারণাগুলিই অধিকতর জনপ্রিয়। 'বয়স্ক শিক্ষা' নামের অধিকতর ব্যবহৃত পরিভাষাটির পরিসরও এখন সীমিত হয়ে পড়েছে। পরিভাষাগত এইসব পরিবর্তনের মধ্যে প্রকটিত বিষয়গত প্রক্রিয়া যা তার মূল লক্ষ্যপূরণের মাধ্যমে — জনগণের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের মধ্যে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার কার্যকলাপকে আরও সংকীর্ণ করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার বিস্তৃততর ব্যাখ্যাদানের এক নতুন প্রবণতার

(পরিভাষাগত দিক থেকে 'স্থায়ী শিক্ষা' বা 'অবিরাম শিক্ষার' উন্নীত ধরন) পুনর্জন্ম ঘটেছে।

লুনাচার্স্কির শিক্ষার অবিরাম প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে সমকালীনতার একটি সুস্পষ্ট বৃত্ত রয়েছে। তিনি ক্রমাগত নবীভূত জীবনের দাবী অনুসারে, সৃজনশীল কাজে ব্যক্তির সামর্থ্য ও আত্মোন্নতির অভিব্যক্তির চাহিদা অনুসারে অবিরাম শিক্ষাকে জ্ঞানের ভান্ডারে অবিরাম সংযোজন হিসাবেই দেখেছেন।

১। **ফয়েরবাখ, লুড্ভিগ** (১৮০৪-১৮৭২) — বস্তুবাদী জার্মান দার্শনিক, নাস্তিক, মার্কসবাদের পূর্বসূরী।

প্রসঙ্গত লুনাচার্স্কি তাঁর সেই উক্তিটিই মনে রেখেছিলেন: 'ঈশ্বর তাঁর আদলে মানুষ সৃষ্টি করেন নি, যেমনটি বাইবেল বলে, মানুষই আসলে তাঁর আদলে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে...' (L. Feuerbach, *Selected Philosophical Works,* Moscow, 1955, 'Lectures on the Nature of Religion', Vol. 2, p. 701, [in Russian].)

২। **বরোদিন**, আ. প. (১৮৩৩-১৮৮৭) — প্রখ্যাত রুশ সঙ্গীত-রচয়িতা। 'প্রিন্স ইগোর' অপেরা — তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা। এটি হল সঙ্গীতে জাতীয়-বীরত্বের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনার আদর্শ।

৩। এখানে মহান রুশ কবি আলেক্সান্দর পুশকিনের (১৭৯৯-১৮৩৭) কবিতার একটি পঙ্‌ক্তির কথা লুনাচার্স্কি উল্লেখ করেছেন।

৪। এখানে ফরাসী গল্পকার গ্যয় দ্য মোপাসাঁর (১৮৫০-১৮৯৩) গল্প 'নির্জনতা' (১৮৮৪) উল্লিখিত হয়েছে। এই গল্পে বুর্জোয়া বিশ্বের বাসিন্দাদের আত্মিক পরকীয়তার ছবি অভিব্যক্ত।

৫। এখানে জাপানের মহান শিল্পী হকুসাই-য়ের (১৭৬০-১৮৪৯) ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন: 'ছ'বছর বয়সে আমি বস্তুর আকারগুলি শুদ্ধভাবে আঁকতে চেয়েছিলাম। অর্ধশতক ধরে আমি বহু ছবিই এঁকেছি! কিন্তু সত্তর বছরে না পৌঁছন পর্যন্ত আমি উল্লেখ্য সাফল্য লাভ করি নি। তিয়াত্তর বছরে আমি জন্তু-জানোয়ার, পাখপাখালি, কীটপতঙ্গ ও গাছগাছড়ার গড়ন পরীক্ষা করেছি। তাই আমি বলতে পারি যে, আশিতে না পড়া পর্যন্ত আমার শিল্পকর্মশিক্ষা এগিয়েই চলবে আর নব্বই বছরে আমি শিল্পের মর্মার্থ ভেদ করতে পারব।'

৬। **গণ-বিশ্ববিদ্যালয়** মেহনতিদের শিক্ষার মান ও মানসিক চাহিদা পূরণের

অন্যতম কার্যকর উপায়, সকলের জন্য উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক শিক্ষাসংস্থা। জনশিক্ষার এই ব্যাপক কর্মকান্ডটি ১৯৪১-১৯৪৫ সালের মহান দেশপ্রেমমূলক যুদ্ধে নাৎসিবাদের পরাজয়ের কয়েক বছর পরই কেবল নিষ্পন্ন হয়েছিল। ১৯৫০-র দশকে গণ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং ১৯৭০-র দশকের গোড়ার দিকে দেশে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠরত ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ৩০ লক্ষে পৌঁছয়। শিক্ষাবিষয়ক গণ-বিশ্ববিদ্যালয় এগুলির মধ্যে সবিশেষ জনপ্রিয় এবং এর ছাত্রসংখ্যা যাবতীয় গণ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

৭। এখানে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বুলগেরিয়ার সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান উল্লিখিত হয়েছে।

## কমিউনিস্ট প্রচার এবং জনশিক্ষা

**১৯১৯ সালের ২৬ মার্চ 'ইজভেস্তিয়া' সংবাদপত্রে প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশিত**

প্রবন্ধটি সংবাদপত্রে সোভিয়েত রাষ্ট্রে রাজনৈতিক শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ সম্পর্কিত আলোচনার এক ফলশ্রুতি। এরই ফল হিসাবে ১৯২০ সালে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাবিভাগ পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক শিক্ষাসংক্রান্ত মুখ্য কমিটি গঠিত হয়। এর পরিচালিকা নির্বাচিত হন কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যতম সেরা কর্মী, নামী মার্কসবাদী, লেনিনের পত্নী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নাদেজ্দা ক্রুপ্স্কায়া (১৮৬৯-১৯৩৯)।

১। **ব্যক্তিক সমীকরণ** (বা **ব্যক্তির ভুল**) — দূরবিন, সেক্সটান্ট বা জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত অনুরূপ কোন যন্ত্রের ক্ষেত্র অতিক্রমকারী গাগনিক বস্তুকে লক্ষ্য করার সঠিক সময় নির্ধারণে দর্শককৃত পর্যায়িক ভুল বোঝানোর জন্যই এই পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। এই ভুল নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের, চিহ্নিতকরণের ধরন ও পর্যবেক্ষকের নিজস্ব দক্ষতার উপর। এখানে লুনাচার্স্কি সামাজিক প্রক্রিয়া পরীক্ষার ক্ষেত্রে গবেষকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

২। এখানে লুনাচার্স্কি জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ফের্ডিনান্ড লাসালের (১৮২৫-১৮৬৪) নিম্নোক্ত বক্তব্যটির কথা ভেবেছেন: '...'চতুর্থ সম্প্রদায়ে' সুবিধাভোগী দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রূণ অবধি না থাকার অর্থেই তা মানবতার সমার্থবোধক হতে পারে... 'চতুর্থ সম্প্রদায়' দ্বারা রাষ্ট্র শাসিত হলে তখন এইসঙ্গে নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে।'

# সোভিয়েত রাশিয়ায় বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার কার্যাবলী

## ১৯১৯ সালের ৬ মে বর্স-রাশিয়া বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার প্রথম কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ

১৯১৯ সালের ৬-১৯ মে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয় সর্ব-রাশিয়া বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার প্রথম কংগ্রেস। এতে যোগ দেন প্রায় ৮০০ প্রতিনিধি। ভ. ই. লেনিন দু'বার কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন। এখানে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার অনেকগুলি সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে এবং কয়েকটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়: নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উদ্ভাবন ইত্যাদি। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রস্তাবও কংগ্রেস অনুমোদন করে।

কংগ্রেসের সময়কার বিদ্যমান গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল খুবই খারাপ। তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের উপর ঝুলছিল মারাত্মক বিপদ। ১৯১৯ সালের বসন্তে বাহিরের আক্রমণকারী ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীরা আগের চেয়েও জোরেসোরে নতুন আক্রমণ চালাতে থাকে। এই হামলার শরিক ছিল রুশ শ্বেতফৌজ ছাড়াও ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া ও বল্টিক উপকূলবর্তী বুর্জোয়া রাজ্যের সৈন্যবাহিনী।

লুনাচার্স্কি মন্তব্য করেছিলেন যে, খোদ কংগ্রেস ডাকাটাই 'আমাদের আন্দোলনের শক্তির' চিহ্ন হিসাবে এবং প্রতিবিপ্লবীদের উপর জয়লাভের মতো দেশের শিক্ষা-উন্নয়নের উপর সমান গুরুত্বদানের ঘটনা হিসাবেও ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

'শিক্ষা কী?' নামের বক্তৃতা, যেখানে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার দার্শনিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলি আলোচিত, সেই বক্তৃতার তুলনায় লুনাচার্স্কি এখানে সমস্যাটির প্রায়োগিক দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। এখানে প্রকাশিত বক্তৃতাটির মূল বক্তব্যগুলি হল বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার সামনের সত্যিকার কাজগুলি, এর সংগঠন ও আধেয়, অবলম্বন ও আকার, উন্নয়নপথে বিদ্যমান বাধাগুলি ও এইগুলি এড়ানোর প্রয়োজনীয় উপায়।

লুনাচার্স্কির মতে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার মূল কর্তব্যগুলি: বিজ্ঞান ও কলা জনপ্রিয়করণ, কৃৎকৌশলগত জ্ঞানপ্রচার, শরীরচর্চা শিক্ষা-উন্নয়ন।

সর্ব-রাশিয়া বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার প্রথম কংগ্রেস জনসাধারণের শরিকানা সহ সারা দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিরা রুশ ফেডারেশনের জনকমিশার পরিষদকে বয়স্কদের (৫০ বছর বয়স পর্যন্ত) এবং স্কুলবহিস্থ তরুণদের মধ্য থেকে বাধ্যতামূলকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ডিক্রি জারির অনুরোধ জানান। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে জনশিক্ষা কমিশারিয়েত একটি খসড়া ডিক্রি

উপস্থাপিত করে এবং সেই বছর ২৬ ডিসেম্বর 'রুশ ফেডারেশনের জনগণের মধ্য থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের' ডিক্রিটিতে লেনিন স্বাক্ষর দেন। সকলের জন্য শিক্ষা — সংস্কৃতি বিপ্লবের একটি অনন্য, বিস্ময়কর ইশতেহার বাস্তবায়নে এটাই ছিল সোভিয়েত সরকারের দিক থেকে প্রথম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। এই ডিক্রি থেকেই সূচিত হয় নিরক্ষরতার উপর ব্যাপক হামলা, সাংস্কৃতিক রণাঙ্গনের এই এলাকায় সোভিয়েত সরকারের উদ্যমী, পরিকল্পিত কর্মোদ্যোগ।

সোভিয়েত সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্যভার কেবল সমগ্র জনগণের উপরই ন্যস্ত করে নি, এটি কার্যকর করার অপরিহার্য ব্যবস্থাদিও নিষ্পন্ন করেছিল। সারা দেশে সরকারী খরচায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। জনশিক্ষা কমিশারিয়েত নিরক্ষরদের শিক্ষাদানে দেশের সমগ্র শিক্ষিত জনগণকে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় কর্মসূচিতে শরিকানার আহ্বান জানানোর অধিকার পেয়েছিল। যারা লেখাপড়া শিখছিল অটুট বেতন সহ তাদের কর্মদিনের পরিসর দু'ঘণ্টা কমান হয়েছিল। জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা শিক্ষায় ব্যবহার্য জায়গাগুলি — কারখানা, অফিস, ক্লাব, নিজস্ব বাড়িঘর প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষমতা পেয়েছিল। ডিক্রি নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় শাখাগুলি, ট্রেড ইউনিয়নগুলি, যুব কমিউনিস্ট লীগ, নারীদের মধ্যে কর্মরত কমিশন ও অন্যান্য সংস্থার ব্যাপক শরিকানার ব্যবস্থা রেখেছিল। ১৯২০ সালের ১৯ জুন জনশিক্ষা কমিশারিয়েতে দেশজোড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, নিরক্ষরতা দূরীকরণের সর্ব-রাশিয়া বিশেষ কমিশন গঠিত হয়েছিল।

১। প্রাক্-স্কুল শিক্ষার প্রথম সর্ব-রাশিয়া কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয় ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে।

২। **রিকার্ডো, ডেভিড** (১৭৭২-১৮২৩) — ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, শিল্পবিপ্লবের সময়ে অভিজাত জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিল্পমালিক বুর্জোয়াদের অন্যতম ভাবাদর্শী। মার্কস বলেছিলেন যে, রিকার্ডো 'ক্ল্যাসিকাল অর্থশাস্ত্রকে চূড়ান্ত আকার দিয়েছেন।' (Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Moscow, 1971, p. 61.)

৩। **ম্যালথাস, টমাস রবার্ট** (১৭৬৬-১৮৩৪) — ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, পাদ্রি, অর্বাচীন সমাজবিদ্যার অন্যতম তত্ত্ব — 'ম্যালথাসবাদের' প্রবর্তক। *Essay on the Principle of Population* নিবন্ধে প্রকাশিত তাঁর মতামতগুলি পরবর্তীকালে বুর্জোয়াদের সমাজচিন্তাকে, বিশেষত উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ের অর্থশাস্ত্রের ধ্যানধারণাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ম্যালথাস সম্পর্কে মার্কস তাঁর *Theories of Surplus-Value* গ্রন্থে যে-মন্তব্য করেছেন লুনাচার্স্কি এখানে তাই উল্লেখ করেছেন: 'ম্যালথাসের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি

সাধারণভাবে শাসকশ্রেণীর প্রতি এবং বিশেষত এই শাসকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি **সহানুভূতিশীল**; কথান্তরে এই শ্রেণীর স্বার্থের জন্য ম্যালথাস বিজ্ঞানকে **বিকৃত** করেছেন।' (Karl Marx, *Theories of Surplus-Value,* Part III, Moscow, 1975, p. 120.)

৪। ন. ক. ক্রুপ্‌স্কায়া কংগ্রেস উদ্বোধনকালে তাঁর বক্তৃতায় বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা ও জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। ক্রুপ্‌স্কায়া প্রজাতন্ত্রে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার রাজনৈতিক পরিচালনার দায়িত্ব রুশ ফেডারেশনের জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের অধীনস্থ বিদ্যালয়মুক্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব দেন, যে বিভাগ তদনুযায়ী বিদ্যালয়মুক্ত কার্যাবলীর নানা কর্তব্যকে সমন্বিত করবে। ক্রুপ্‌স্কায়ার প্রস্তাবে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার একটি সমন্বিত রাষ্ট্রীয় প্রণালী গড়ে তোলার সুপারিশ নিহিত ছিল, যাতে সারা দেশের যাবতীয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত কর্মকান্ড সমন্বয়ের একটি ভিত তৈরি হত। এই প্রস্তাবগুলি কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত 'রুশ ফেডারেশনে বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষাসংগঠন সংক্রান্ত থিসিসে' বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

## শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে
## বুর্জোয়া ও কমিউনিস্ট শ্রম-স্কুল

### স্ভের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের শাখার উদ্দেশে ১৯২০ সালের ২৬ এপ্রিল প্রদত্ত বক্তৃতা

**স্ভের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়** (ইয়াকভ স্ভের্দলভ স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়) ছিল উচ্চতর পার্টি-শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান, যাতে পার্টি ও সোভিয়েত সরকারী পদের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির আনুকূল্যে পার্টির প্রচারক ও বক্তাদের শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ইয়াকভ স্ভের্দলভ (১৮৮৫-১৯১৯)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পাঠ্যসূচি স্ভের্দলভই রচনা করেন এবং তা লেনিন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯৩৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি সর্ব-রাশিয়া কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ উচ্চতর পার্টি-স্কুলের জন্য এবং ১৯৭৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ সামাজিক বিদ্যা আকাদেমির জন্য পার্টি-স্কুলটি পুনর্গঠিত হয়।

রাষ্ট্র হল শ্রেণীর ঊর্ধ্বে — এই বহুব্যাপ্ত ভ্রান্তিটি এই প্রবন্ধে লুনাচার্স্কি অপনোদন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ — গির্জা, সৈন্যবাহিনী, সংবাদপত্র, বুর্জোয়া সরকারের

শ্রেণীগত লক্ষ্য ও শ্রেণীগত চারিত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। আর এইগুলির মধ্যে অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'জনগণের চেতনার বিকৃতি ঘটানোর যন্ত্র হিসাবে' বুর্জোয়া স্কুলের সামাজিক ভূমিকা।

বুর্জোয়া স্কুলের প্রতিপক্ষে লুনাচারস্কি রেখেছেন কমিউনিস্ট স্কুলকে। তিনি নতুন, সমন্বিত, পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুলের আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করেছেন এবং এইগুলি অর্জনের বাস্তব পথও চিহ্নিত করেছেন দেশের বিদ্যমান অসুবিধাগুলি, অভিজ্ঞতাও মনে রেখে, যা গড়ে উঠেছে সমন্বিত শ্রম-স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণার পর অতিক্রান্ত বিগত দু'বছরে।

এই বক্তৃতায় লুনাচারস্কি এই প্রথম শ্রমশিক্ষা সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারিত বিবরণ দেন। যে মূল বক্তব্যের দিকে প্রথম ও সর্বদাই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হল শ্রমের শিক্ষাগত মূল্য, শ্রমের সুফলপ্রসূ প্রভাব।

এই প্রবন্ধে প্রকাশিত লুনাচারস্কির ধারণাগুলি আজও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে নি। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'সাধারণ স্কুলে ছাত্রদের দেয়া শিক্ষা ও শিক্ষণের আরও উন্নতি ও কর্মজীবনে তাদের প্রস্তুতি' প্রস্তাবে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে 'স্কুলছাত্রদের প্রয়োজনীয়, উৎপাদনশীল শ্রমের জন্য প্রস্তুত করার' গুরুত্বের উপর এবং সাধারণ স্কুলের জন্য শ্রমশিক্ষা ও শিক্ষণের এক ব্যাপক পাঠ্যসূচির রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ('প্রাভদা', ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)।

১। **ব্রিয়াঁ, আরিস্তিদ** (১৮৬২-১৯৩২) — ফরাসী রাজনৈতিক কর্মী ও কূটনীতিবিদ। ১৮৮০-র দশকের দিকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় শরিক। ১৯০২ সালে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন, ১৯০৬ সালে বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন এবং ফলত সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্যপদ হারান। ১৯০৯-১৯৩১ সালের মধ্যে এগারো বারই প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারী হন।

২। **চের্নোভ, ভ. ম.** (১৮৭৬-১৯৫২) — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির অন্যতম নেতা ও তাত্ত্বিক। ১৯১৭ সালে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের কৃষিমন্ত্রী হন এবং কৃষকদের উপর চরম নির্যাতন চালান। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েতবিরোধী বিদ্রোহ সংগঠনে নেতৃত্ব দেন। ১৯২০ সালে দেশত্যাগ করেন ও বিদেশে অবস্থানকালে সোভিয়েতবিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখেন।

**সেরেতেলি, ই. গ.** (১৮৮২-১৯৫২) — ১৯১৭ সালের মে-জুন মাসে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের ডাক ও তার যোগাযোগ বিভাগ এবং পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। সোভিয়েতরাজ জয়ী হবার পর দেশান্তরী হন।

৩। **কনোভালভ, আ. ই.** (জন্ম ১৮৭৫) — প্রাচীন রাশিয়ার বস্ত্রশিল্পের বৃহৎ

মালিক, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী, পরবর্তীকালে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের সহকারী প্রধানমন্ত্রী। অক্টোবর বিপ্লবের পর দেশান্তরী।

**লভোভ, গ. ইয়ে.** (১৮৬১-১৯২৫) — পুরনো অভিজাত বংশের রাজকুমার, বিরাট জমিদারীর মালিক; ১৯১৭ সালের মার্চ-জুলাই মাসে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। অক্টোবর বিপ্লবের পর দেশান্তরী হন এবং বিদেশে থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ সংগঠনে সক্রিয় থাকেন।

**তেরেশ্চেঙ্কো, ম. ই.** (জন্ম ১৮৮৮) — কোটিপতি, চিনিশিল্পের রুশ বৃহৎ মালিক; ১৯১৭ সালে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী ও পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী; অক্টোবর বিপ্লবের পর দেশান্তরী অবস্থায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ সংগঠনে সক্রিয় ছিলেন।

৪। **লয়েড জর্জ, ডেভিড** (১৮৬৩-১৯৪৫) — ইংরেজ রাজনৈতিক নেতা, কূটনৈতিক ও লিবারেল পার্টির নেতা। ১৮৯০ সাল থেকেই পার্লামেন্টের সদস্য, ১৯০৫-১৯০৮ সালে বাণিজ্যমন্ত্রী, ১৯০৮-১৯১৫ সাল পর্যন্ত চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার, ১৯১৬-১৯২২ সাল অবধি প্রধানমন্ত্রী।

বাক্চাতুর্যে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার ক্ষেত্রে, বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে রঙিন করে তোলার ব্যাপারে লয়েড জর্জের দক্ষতা ছিল তুলনাহীন। ১৯১৬ সালে লেনিন লিখেছিলেন: ‘ইংরেজ মন্ত্রী লয়েড জর্জের অনুকরণে আমি এই ব্যবস্থাকে লয়েড জর্জবাদ বলব, যিনি ‘বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টির’ সুপ্রাচীন দেশে এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ও সেরা কুশলী প্রতিনিধি। প্রথম শ্রেণীর বুর্জোয়া সুবিধা-আদায়কারী, একজন কুশলী রাজনীতিজ্ঞ, জনপ্রিয় বক্তা, শ্রমিক জনতার সামনে এমন কি বৈপ্লবিক সহ যেকোন ধরনের বক্তৃতাদানে পারঙ্গম এবং সামাজিক সংস্কারের (ইনসুওরেন্স ইত্যাদি) আকারে নরম ধরনের শ্রমিকদের জন্য কিছুটা ঘুষ আদায়ে সুদক্ষ লয়েড জর্জ চমৎকারভাবেই বুর্জোয়ার সেবা করেন, শ্রমিকদের মধ্যে যথাযথভাবে তার সেবা করেন, প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যথাযথভাবে তার প্রভাব ছড়ান — যেখানে এটা বুর্জোয়ার জন্য খুবই জরুরি ও নৈতিকভাবে জনগণকে অধীনস্থ করা খুবই কঠিন।’ (V. I. Lenin, ‘Imperialism and the Split in Socialism’. *Collected Works*, Vol. 23, pp. 117-118.)

**মিলেরাঁ, আলেক্সান্দর এতিয়েন** (১৮৫৯-১৯৪৩) — ফরাসী রাজনৈতিক কর্মী, ১৮৯০-র দশকে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সুবিধাবাদী অংশের নেতা হয়ে উঠেন। ১৮৯৯ সালে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে যোগ দিয়ে যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে প্যারিস কমিউনার্ডদের কসাইখ্যাত জেনারেল গালিফের (১৮৩০-১৯০৯) সঙ্গে একযোগে কাজ করেন।

মিলেরাঁ-এর এই কাজ থেকেই 'মিলেরাঁবাদ' বা মিনিস্টারবাদ তথা মিনিস্টার সমাজতন্ত্র প্রত্যয়ের উদ্ভব। এটা হল সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির নেতাদের দ্বারা বুর্জোয়াদের সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতার একটি ধরন। ১৯০৮ সালে লেনিন 'ফ্রান্সের মিলেরাঁবাদ — বিস্তৃত, সত্যিকার জাতীয় পর্যায়ে শোধনবাদী রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগের বৃহত্তম পরীক্ষা... হিসাবে চিহ্নিত করেন। (V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 15, p. 37.)

১৯০৪ সালে মিলেরাঁ সমাজতান্ত্রিক পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯০৯ থেকে ১৯১৫ সাল অবধি তিনি নানা দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯২০-১৯২৪ সাল পর্যন্ত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

৫। **কাউট্স্কি, কার্ল** (১৮৫৪-১৯৩৮) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা আর তাত্ত্বিক। প্রথমে মার্কসবাদ অনুসারী, শেষে মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তাঁর প্রবর্তিত কাউট্স্কিবাদ হল সুবিধাবাদের এক অতি মারাত্মক ও ক্ষতিকর ধরন, যা কথায় মার্কসবাদকে সত্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু কার্যত শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা অস্বীকারক্রমে পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করে। অক্টোবর বিপ্লবের পর কাউট্স্কি সোভিয়েতরাজ এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।

৬। লুনাচার্স্কি এখানে মহান রুশ ব্যঙ্গলেখক ম. ইয়ে. সালতিকভ-শেচেদ্রিন-এর (১৮২৬-১৮৮৯) একটি বক্তব্যের কথা পরোক্ষভাবে বলছেন। শেচেদ্রিন জার সরকারের 'শিক্ষাগত' নীতি এবং জনশিক্ষামন্ত্রকের কার্যকলাপকে বারবার হাস্যাস্পদ করেছেন।

লেনিনও বহুবার এই অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেছেন। 'জনশিক্ষামন্ত্রকের নীতি বেশি। ১৮৯৭ সালে অনুষ্ঠিত রাশিয়ার জনগণের প্রথম সর্বজনীন আদমশুমারি থেকে (এই ভাষার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী) একক লক্ষ্য হল জাতীয় চেতনাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়া, রাশিয়ায় জনশিক্ষায় চরম দুরাবস্থা লুকিয়ে রাখা।' লেনিন গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন: '...জনশিক্ষাহীনমন্ত্রক' বস্তুত '...পুলিসী মন্ত্রক, তরুণদের ঠকান এবং জনগণের জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর।' ...'রাশিয়ার সরকারের চেয়ে জনগণের শিক্ষার এমন মারাত্মক, এমন আপসহীন শত্রু যে আর কেউ নেই, এটা সপ্রমাণ করাই ছিল এই মন্ত্রকের একমাত্র লক্ষ্য।

৭। লুনাচার্স্কির উল্লিখিত অঙ্কগুলি আসলে সঠিক হিসাবের চেয়ে কিছুটা প্রসঙ্গে' ১৯১৩ সালে লিখিত প্রবন্ধে লেনিন লিখেছেন: 'আমাদের জন'শিক্ষা'মন্ত্রকের দেখা যায় যে, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রতি ১ লক্ষে ৩ জন উচ্চতর শিক্ষা ও ১ হাজারে একজন মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাই বিশ শতকের গোড়ার দিকে সঠিকই বলা হত যে: 'স্কুলের

প্রভাব কৃষকদের উপর, সমৃদ্ধ স্তরকেই শুধু কিছুটা স্পর্শ করেছে, আর গরীবরা স্কুল থেকে পেয়েছে উচ্ছিষ্টের ছিটে-ফোঁটা।'

৮। **পাউলসেন, ফ্রিডরিখ** (১৮৪৬-১৯০৮) — জার্মান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। নৈতিকতা ও শিক্ষাতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরতার সমস্যা এবং সমগ্র সমাজের অংশ হিসাবে মানুষকে শিক্ষাদানের উপায় সন্ধান তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার শেষতম তথ্যাদি এনে এবং সক্রিয়তর শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার সহ তিনি শিক্ষার আধেয় নবায়নের পক্ষপাতী ছিলেন।

লুনাচার্স্কি কর্তৃক উদ্ধৃত ধারণাগুলি পাউলসেনের *Pedagogics* গ্রন্থে বিবৃত।

৯। 'সামাজিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ' নিবন্ধের ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। **ব্যুইসন, ফের্দিনান্দ** (১৮৪১-১৯৩২) — ফরাসী শিক্ষাবিদ ও সক্রিয় সমাজসেবী; ১৮৭৯-১৮৯৬ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগের মহাপরিচালক এবং ১৮৯৬ সাল থেকে সরবর্নে শিক্ষাপর্ষদের অধ্যক্ষ। ১৯ শতকের শেষের দিকের স্কুল-সংস্কারের অন্যতম উদ্যোক্তা (অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলের আনুষঙ্গিক আইন তৈরি ইত্যাদি)। তিনি স্কুলকে গির্জা থেকে পৃথকীকরণের এবং স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে ধর্মশিক্ষা তুলে দেয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। ১৮৮০-র দশকে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত *Dictionary of Education and of the Primary School* ভাষার উপর।

১১। ১৮৮৭ সালের ১৮ জুন জনশিক্ষামন্ত্রী ই. দ. দেলিয়ানভ 'রাঁধুনীর শিশুদের সম্পর্কে' নামক ইশতেহারটি জারি করেন। এই ইশতেহারে মাধ্যমিক শিক্ষার ছাত্রবেতন বাড়ান সহ বিদ্যমান নিয়মকানুনের 'তোয়াক্কা না করে' ছাত্রদের শোধন করার সুপারিশ জানান হয়। এতে জেলার স্কুল-কর্তৃপক্ষকে বিত্তহীন ও যথেষ্ট বিত্তবান নয় এমন লোকের ছেলেমেয়েদের জিমনাজিয়ায় ভর্তির ব্যাপারে 'দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি' জানাতে বলা হয়েছিল। ইশতেহারে বলা হয়: 'এই নিয়মের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে জিমনাজিয়া ও এর প্রস্তুতিবিভাগগুলিকে গাড়োয়ান, দারোয়ান, রাঁধুনী, ধোপানী, ছোট দোকানী ইত্যাকার লোকজনদের সন্তানদের উপস্থিতি থেকে মুক্ত করতে হবে...'

১২। **ক্ল্যাসিকাল শিক্ষা** — গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য ভিত্তিক মাধ্যমিক শিক্ষা। **টেকনিকাল** শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচীন ভাষাশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই এবং এতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও আধুনিক গ্রন্থের সম্পাদক।

১৩। এখানে লুনাচার্স্কি স্মৃতি থেকে পাউলসেনের লিখিত *A Historical Outline of the Development of Education in Germany* (Moscow ed., 1908, pp. 229-235, 243-258) গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১৪। এখানে লুনাচার্স্কি ১৯১৭ সালের মস্কোয় অক্টোবর বিপ্লবের ঘটনাবলী মনে করেছেন। মস্কোয় প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে বুর্জোয়া ছাত্রদের সংগঠিত দলগুলি সমর্থন করেছিল।

১৫। **রুসো, জাঁ জাক** (১৭১২-১৭৭৮) — ফরাসী দার্শনিক, লেখক, শিক্ষাবিদ।

রুসোর শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর *Émile or On Education* গ্রন্থে। রুসো শিশুর ব্যক্তিত্বরোধী হিসাবে সামন্তবাদী শ্রেণীগত শিক্ষাব্যবস্থাকে সমালোচনা করেন। স্বাধীনতাকে মানুষের মূল স্বাভাবিক অধিকার বিবেচনাক্রমে তিনি শিশুর মধ্যে সুপ্ত যাবতীয় সুসম্ভাবনা বিকাশক্ষম মুক্ত নৈতিক শিক্ষার ধারণা উপস্থাপিত করেন। রুসো শিক্ষায় প্রাধিকারিত্বের নিন্দা সহ শিশুদের অন্ধভাবে বড়দের অনুকরণ করানোর বিরোধিতা করতেন। তিনি ছিলেন গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িক বিদ্যাভিমানের বিরোধী এবং শিশুদের স্বাধীন চিন্তাধারা বিকাশের পক্ষপাতী। রুসো নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিতেন এবং একে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হিসাবে দেখতেন।

মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত রুসোর শিক্ষাদর্শ অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকের প্রগতিশীল শিক্ষাতত্ত্ব ও প্রয়োগের বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৬। 'সামাজিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ'-এর অন্তর্গত ৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭। **হার্বার্ট, ইয়োগান ফ্রিডরিখ** (১৭৭৬-১৮৪১) — ভাববাদী জার্মান দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ। দর্শন ও মনস্তত্ত্বের তথ্যাদির ভিত্তিতে তিনি শিক্ষাবিদ্যার তত্ত্বীয় বনিয়াদ নির্মাণের চেষ্টা করেন: হার্বার্টের মতে দর্শন শিক্ষার পথ দেখায় আর মনস্তত্ত্ব তা অর্জনের উপায় নির্দেশ করে। তাঁর মতে শিক্ষার আদর্শ: মানুষের ইচ্ছাকে নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সমন্বিত করা এবং ব্যক্তির মধ্যে বিবিধ বিষয়ে কৌতূহল জাগান। তিনি মনে করেন এটি 'শিশুদের পরিচালনার' মাধ্যমে, শিক্ষাদান ও নৈতিক শিক্ষার উন্নতির মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে।

অনেকগুলি ইতিবাচক ধারণার সঙ্গে হার্বার্টের শিক্ষাপ্রত্যয় — বিশেষত তাঁর নৈতিক শিক্ষার তত্ত্ব (যা উচ্চতর শক্তিগুলির উপর নির্ভরতা, 'সহনশীলতা' ও বশ্যতার মনোভাব জন্মানোর দিকে লক্ষ্য রাখে) সহ তাঁর 'শিশুদের পরিচালনার' তত্ত্বে (যাতে মূলত আছে শিশুর 'অসদিচ্ছা' বা খেয়ালীপনার অবদমন) রয়েছে এমন সব

উপাদানের প্রাধান্য যেগুলি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির পুরোটাকেই রক্ষণশীল করে তোলে। হার্বার্টের উত্তরসূরীরা এইসব রক্ষণশীল উপাদানকে ব্যাপকভাবে বিশদ করেছেন, যাঁরা শিক্ষায় কর্তৃত্ববাদী প্রত্যয়কে সত্যার্পণের জন্য এইগুলি ব্যবহার করেছেন। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেকগুলি দেশের সরকারের কাছে 'হার্বার্টপন্থী' শিক্ষাতত্ত্বের আত্যন্তিক জনপ্রিয়তা মোটেই কোন আপতিক ঘটনা হয়।

১৮। **ফ্রেবেল, ফ্রিডরিখ** (১৭৮২-১৮৫২) — জার্মান শিক্ষাবিদ, পেস্তালৎসির ছাত্র ও শিষ্য, প্রাক্-স্কুল শিক্ষার তাত্ত্বিক। ১৮৩৭ সালে 'শিশুদের খেলাধুলা ও পড়াশুনার' প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি সংস্থা চালু করে এটির নাম রাখেন 'কিণ্ডারগার্টেন'। ফ্রেবেলের মতে শিশু হল বর্ধমান গাছের চারাবিশেষ (সেই জন্যই নামকরণ 'শিশুদের উদ্যান'); কিণ্ডারগার্টেনের লক্ষ্য: সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে, কার্যাদি চালানোর চাহিদা পূরণের জন্য শিশুদের স্বাভাবিক শক্তি ও বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তাদান।

ফ্রেবেল কিণ্ডারগার্টেন তৈরির জন্য প্রচার চালান এবং সেখানে কাজ করার জন্য মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেন। কিণ্ডারগার্টেন আর খেলাধুলা ও নানা ধরনের ব্যায়ামের মাধ্যমে একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানোর ভিত্তিতে গড়ে তোলা ফ্রেবেলের প্রাক্-স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর বহু দেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও বিকশিত হয়েছিল।

১৯। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় প্রায় একশ' নানা ধরনের 'জনগণের' প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং এগুলির কোনটাই মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা, আর উচ্চশিক্ষার তো কথাই নেই, এইসব ছিল এককভাবে বিত্তশালী শ্রেণীর সুবিধা। মেহনতির অতি সামান্য সংখ্যক সন্তানরা কেবল মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পেত। ১৮৯৭ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা যায় যে, ছেলে ও মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলে পাঠরত কৃষক পরিবারের সন্তানদের হার ছিল যথাক্রমে ৭·৭ ও ৬·৪ ভাগ।

অক্টোবর বিপ্লব শিক্ষাক্ষেত্রে সকল বিশেষ সুবিধার অবসান সূচনা করে। ১৯১৮ সালের ১৬ অক্টোবর ঘোষিত 'রুশ সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে সমন্বিত শ্রম-স্কুল বিষয়ক' নির্দেশ মোতাবেক সৃষ্ট ন' বছরের সমন্বিত শ্রম-স্কুলকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়: প্রথম পর্যায় ৮-১৩ বছর এবং দ্বিতীয়টি ১৩-১৭ বছর বয়সীদের জন্য। ১৯৩২-১৯৩৩ সালের স্কুলবর্ষ থেকে সাধারণ স্কুলগুলির শিক্ষাকাল দশ বছরে বাড়ান হয়।

২০। Croquis — মিকানিকাল, টপগ্রাফিকাল বা চারুকলা সহ যেকোন ধরনের চিত্রাঙ্কনের জন্য দ্রুত আঁকা খসড়া।

২১। লুনাচার্স্কি এখানে তলস্তয়-শিষ্যদের কথা উল্লেখ করেছেন। মহান রুশ লেখক লেভ তলস্তয়ের (১৮২৮-১৯১০) ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে উনিশ শতকের

শেষের দিকে একটি কল্পনাবিলাসী সামাজিক প্রবণতা রাশিয়ায় দেখা দেয়। তলস্তয়পন্থীরা সমাজ রূপান্তরের জন্য 'সর্বজনীয় ভালবাসা' প্রচার ও নৈতিক পূর্ণতা, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ' এবং কায়িক শ্রমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির সুপারিশ করত। লেনিন লিখেছিলেন যে, তলস্তয়পন্থীরা 'তাঁর মতবাদের দুর্বলতম দিককে একটি অন্ধমতে পরিণত করেছে।' (V. I. Lenin, 'Leo Tolstoy as the Mirror of the Russian Revolution', *Collected Works,* Vol. 15, p. 206.).

২২। **ব্লন্‌স্কি, পাভেল পেত্রভিচ** (১৮৮৪-১৯৪১) — সোভিয়েত শিক্ষাবিদ ও মনস্তাত্ত্বিক। সোভিয়েতরাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই স্কুলগুলির রূপান্তর এবং সোভিয়েত শিক্ষাবিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের তত্ত্বীয় ভিত বিশদীকরণে সক্রিয় ছিলেন। লুনাচার্‌স্কি এখানে ব্লন্‌স্কির লিখিত *The Labour School* (১৯১৯) বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। সমন্বিত পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুলের প্রত্যয় ও নীতি গঠনে বইটির উল্লেখ্য প্রভাব লক্ষণীয়।

**কালাশনিকভ, আলেক্সেই গেওর্গিয়েভিচ** (১৮৯৩-১৯৬২) — সোভিয়েত পদার্থবিদ, শিক্ষক, জনশিক্ষাবিদ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত প্রথম সোভিয়েত *Educational Encyclopaedia*-র (১৯২৭-১৯২৯) সম্পাদক। শিক্ষাতত্ত্ব, পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুল এবং মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চতর বিদ্যায়তনে পদার্থবিদ্যা শিক্ষণপ্রণালী নিয়ে কাজ করেছেন। এখানে লুনাচার্‌স্কি কালাশনিকভের *Problems of the Industrial Labour School of the Immediate Future* (১৯১৯) বইটির কথা উল্লেখ করেছেন।

২৩। **কৃষি জনকমিশারিয়েত** — আঠারটি জনকমিশারিয়েতের অন্যতম। ১৯১৮ সালের রুশ ফেডারেশনের সংবিধান অনুসারে এইগুলি ছিল বিভাগীয় প্রশাসনের কেন্দ্রীয় সংস্থা।

প্রথম জনকমিশারিয়েত গঠিত হয় 'জনকমিশার পরিষদ গঠন সংক্রান্ত' নির্দেশে এবং তা অনুমোদিত হয় ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর (৮ নভেম্বর) সর্ব-রাশিয়া সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেসে। জনকমিশার পরিষদ — প্রথম সোভিয়েত সরকারের প্রধান ছিলেন ভ. ই. লেনিন।

২৪। ১৯১৯ সালের মার্চে মস্কোয় অনুষ্ঠিত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেস নতুন (দ্বিতীয়) পার্টি কর্মসূচি অনুমোদন করে।

নতুন কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ছিল:

'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কালে, অর্থাৎ পুরো কমিউনিজম হাসিলের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রস্তুতিপর্বে, স্কুলগুলি সাধারণভাবে কমিউনিজমের

নীতিগুলি প্রচারের উপায়ই শুধু হবে না, শেষাবধি কমিউনিজম হাসিলের উপযোগী নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির জন্য অর্ধ-প্রলেতারিয়েত ও অ-প্রলেতারিয়েতকেও প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শগত, সাংগঠনিক ও শিক্ষাগত প্রভাবের আওতাধীন করবে।'

## প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল প্রয়োজন

### ১৯২২ সালের ৪ ডিসেম্বর সোভিয়েত-ভবনে অনুষ্ঠিত এক বিতর্কে প্রদত্ত বক্তৃতা

প্রথম প্রকাশিত: 'ভেস্ত্‌নিক প্রসভেশ্চেনিয়া' (Education Messenger) (রুশ ভাষায়) সাময়িকীর ১০ম সংখ্যায়, ১৯২২ সালে, পৃঃ ১-২৯।

প্রথম মহাযুদ্ধসৃষ্ট দেশের গুরুতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং গৃহযুদ্ধের ফলে এর আরও মারাত্মক অবনতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথে বৃহত্তম বাধা হয়ে উঠেছিল। শিল্প ও কৃষির অবনতির প্রেক্ষিতে অতি দ্রুত দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য সোভিয়েত সরকারকে একটি রাজনৈতিক পথসন্ধানে সচেষ্ট হতে হয়। এরই ফলশ্রুতি — নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতি। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই নীতি ১৯২১ সাল থেকে চালু হলে ১৯৩০-র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল।

নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতির বৈজ্ঞানিক ভিতপ্রতিষ্ঠা করেন ভ. ই. লেনিন। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও কৃষকদের ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদনের মধ্যে সহযোগিতার মজবুতিতে এবং কৃষকসমাজকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে যুক্তকরণেই এটির মর্মবস্তু নিহিত ছিল। এই নীতি পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানের কিছুটা বিকাশ ঘটায়, বিপণন সম্পর্ক প্রশস্ত করে এবং এইসঙ্গে বাহির থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে এইগুলির নিয়ন্ত্রণ অটুট রাখে।

এই নীতির ভিত্তিতে ধনিকদের দেয়া কিছুটা স্বাধীনতা ছিল আসলে একটি সাময়িক পশ্চাদপসরণ। ১৯২২ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির একাদশ কংগ্রেস এই পশ্চাদপসরণের ইতি ঘোষণা করেছিল।

নতুন অর্থনীতিক কর্মনীতি চালু হওয়ার ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিতনির্মাণ — কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্পূর্ণ করা এবং অতঃপর বৃহদায়তন শিল্প পুনর্গঠন ও উন্নয়ন, কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন আর শেষফল হিসাবে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল।

এই বক্তৃতা লুনাচার্স্কি এমন একসময় দেন যখন পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানের সঙ্গে লড়াই তীব্র হয়ে উঠছিল, শুরু হচ্ছিল ব্যক্তিগত পুঁজির উপর হামলা। বিতর্কের বিষয় হিসাবে 'প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল প্রয়োজন' প্রসঙ্গটির মধ্যে

লুনাচার্স্কি তিনটি দিক লক্ষ্য করেছেন: কার জন্য নতুন স্কুল তৈরি হচ্ছে — প্রলেতারিয়েত, না প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য? কী ধরনের স্কুলের জন্য 'প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের লড়াই করা উচিত?' আর সমাজতন্ত্র নির্মাণের অন্তর্বর্তীকালীন পরিস্থিতিতে 'প্রলেতারীয় রাষ্ট্রে কী ধরনের স্কুল সম্ভবপর?'

প্রকাশিত প্রবন্ধটি লুনাচার্স্কির স্বকীয় ধরনের হওয়ার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ — রাষ্ট্রনেতা ও শিক্ষক লুনাচার্স্কি, যিনি সামাজিক-শিক্ষাগত ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির সামান্যতম ব্যত্যয় ও বিচ্যুতি সনাক্তিতে তৎপর এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের সার্বিক কর্মকাণ্ডের আলোয় সঠিক পথে এই প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিতকরণে সমর্থ।

১। এখানে উল্লিখিত হয়েছে ১৯২২ সালের ১১-১৯ অক্টোবর মস্কোয় অনুষ্ঠিত শ্রমিক ও কৃষক যুব লীগের সর্ব-রাশিয়া পঞ্চম কংগ্রেস। এতে আলোচিত হয়েছিল 'নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতির কালপর্বে কমিউনিস্ট শিক্ষার মূল কার্যাবলী', 'মেহনতি যুবকদের শিক্ষা', 'গ্রামাঞ্চলে কার্যকলাপ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

২। এখানে লুনাচার্স্কি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দশম কংগ্রেসে লেনিন প্রদত্ত নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতির তত্ত্বীয় ভিত্তির প্রতিবেদনের কথা স্মরণ করছেন (V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 32, pp. 214-237) এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক চতুর্থ কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর প্রতিবেদন 'রুশ বিপ্লবের পাঁচ বছর আর বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনা' (প্রাগুক্ত গ্রন্থাবলী, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৪১৮)।

৩। ১৯২০-র দশকে স্কুলের জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয় তৈরি করা ছিল জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের পক্ষে অন্যতম অতিজটিল কাজ। নিরন্তর পরিবর্তমান জীবনের পরিস্থিতি এবং নতুন তত্ত্বীয় প্রত্যয়েরও প্রভাবে পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয়ের উপর অত্যধিক চাপ পড়ছিল। পুরনো স্কুলগুলি ভেঙ্গে পড়ার ও নতুন স্কুল তৈরি হওয়ার এই সবিশেষ গতিশীল কালপর্বে পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক বৈকি। ১৯১৮-১৯২৯ সালের বছরগুলিতে পাঠক্রম পুনরালোচিত এবং প্রায় প্রতি বছর নিখুঁত করা হচ্ছিল, বিশেষত, ১৯১৮, ১৯১৯, ১৯২০, ১৯২১, ১৯২৩, ১৯২৫, ১৯২৭ ও ১৯২৯ সালে।

৪। গ্রামীণ তরুণদের জন্য যথাসম্ভব দ্রুত মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে গ্রামাঞ্চলগুলিতে গ্রামীণ তরুণদের স্কুল গড়ে তোলা হয়। এগুলি ছিল প্রথম-পর্যায়ের স্কুলভিত্তিক তিন বছর কোর্সের একটি অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক সাধারণ স্কুল।

৫। এখানে লুনাচার্স্কি শিশুদের পাঠশিক্ষার পুরনো পদ্ধতির কথা উল্লেখ করছেন।

৬। **ডিউয়ি, জন** (১৮৫৯-১৯৫২) — মার্কিনী শিক্ষাবিদ, ভাববাদী দার্শনিক, প্রয়োগবাদীদের অন্যতম নেতা। ডিউয়ি প্রণালীর অনুসারী স্কুলগুলিতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষণের যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীলগ্ন কোন পাঠক্রম নেই, বাস্তবে প্রযোজ্য বিষয়গুলিই শুধু এখানে পড়ান হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশেও স্কুল শিক্ষার সংগঠনে ডিউয়ির শিক্ষাদর্শের প্রভাব পড়েছিল।

৭। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দশম কংগ্রেসের জন্য ১৯২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১৯২১ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মস্কোয় শিক্ষাসংক্রান্ত প্রথম পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে এতে সাধারণ স্কুলের শিক্ষাকাল ৯ বছর থেকে ৭ বছর করার প্রস্তাব বিবেচিত হয়। ফলত এইসব স্কুলে পাঠশেষ করার জন্য ১৭ বছরের বদলে ১৫ বছর বয়ঃসীমা ধার্য করা হয়। এটি বিদ্যমান অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্যই করা হয়েছিল। কিন্তু তত্ত্বীয় দিক থেকে এই অস্থায়ী ব্যবস্থা সত্যাখ্যানের চেষ্টাকে সম্মেলন ভুল হিসাবে স্বীকার করেছিল।

৮। এখানে লুনাচারস্কি তাঁর 'খ্রীস্টধর্ম ও কমিউনিজম' প্রবন্ধে ব্যবহৃত অভিন্ন রূপকল্প ব্যবহার করেছেন: 'পম্‌পেইকে নিশ্চয়ই মনে আছে যে বলেছিল: 'আমাকে শুধু পা ঠুকতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট সৈন্যদল হাজির হবে।' তাকে তখন বলা হল: 'পা ঠোক', কারণ এতে সৈন্যদল আসার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।' (Anatoli Lunacharsky, *Why Is It Impossible to Believe in God?*, Moscow, 1965, p. 90, [in Russian].)

৯। এখানে ১৯২২ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত সর্ব-রাশিয়া শিক্ষাকর্মীদের চতুর্থ কংগ্রেসের কথা উল্লিখিত।

১০। **প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগ** — গুবের্নিয়ার জনশিক্ষার বিভাগ। এই বিভাগগুলির প্রধানদের তৃতীয় সর্ব-রাশিয়া কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয় ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে।

১৮ শতকের গোড়ার দিকে সংগঠিত গুবের্নিয়া ১৯২০-র দশকের দিকেও রাশিয়ার প্রধান আঞ্চলিক ও প্রশাসনিক ইউনিট ছিল। ১৯২৪-১৯২৯ সালে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন প্রশাসনিক বিভাগের পর এইগুলির বদলি হিসাবে গঠিত হয় অঞ্চল, বিভাগ ও জেলা।

১১। রুশ ফেডারেশনের জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের আঙ্গিক সংস্থা হিসাবে সামাজিক শিক্ষাসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বোর্ড (সোৎসভোস) গঠিত হয় ১৯২১ সালে। তার কাজ: সাধারণ স্কুল, প্রাক্-স্কুল প্রতিষ্ঠান, শিশুসদন ও নাবালকদের সামাজিক-আইনগত স্বার্থরক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সহ কর্মরত শিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষণ তদারকি। ১৯৩০

সাল থেকে এই বোর্ডের কাজকর্ম কমতে থাকে। ১৯৩৩ সালে প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং আরও কিছু পরে শিশুসদনের জন্য আলাদা আলাদা বোর্ড গঠিত হয়।

১২। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের সর্ব-রাশিয়া দশম কংগ্রেস সমাজতন্ত্র নির্মাণের অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয় হিসাবে জনশিক্ষা ও স্কুলের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছিল। কংগ্রেস মেহনতি জনগণের উদ্দেশ্যে এই আবেদন জানায়: 'জনশিক্ষার জন্য, আজ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনে শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্রের অবস্থান মজবুতের জন্য সহায় ও শক্তির সম্ভাব্য সবকিছু দিয়ে সাহায্য করুন।'

লুনাচারস্কি এই কংগ্রেসে ২৭ ডিসেম্বর একটি প্রতিবেদন রাখেন।

১৩। **কারখানা স্কুল** — উৎপাদনে ইতিমধ্যেই কর্মরত যুবকদের বৃত্তিশিক্ষার স্কুল হিসাবে ১৯১৮ সালে এগুলির প্রতিষ্ঠা। ১৯২০-১৯২১ সালে যুব কমিউনিস্ট লীগের উদ্যোগে নিপুণ শ্রমিকদের প্রস্তুতির জন্য এগুলির ব্যাপক নির্মাণ শুরু হয়। প্রাথমিক বা প্রথম-পর্যায় স্কুলের সাধারণ শিক্ষা সহ এই স্কুলগুলি বৃত্তিশিক্ষাও দিত।

১৯২৬ সালে জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন শুরু হওয়ার সময় ৭-বছরের কারখানা স্কুল পেশাগত যোগ্যতার সঙ্গে ছাত্রদের ৭-বছরের সাধারণ শিক্ষাও দিত।

১৯৬০-১৯৬৩ সালে কারখানা স্কুল অতঃপর পেশা ও কৃৎকৌশল কলেজ হিসাবে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৭০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের (১৯৭১) সিদ্ধান্ত অনুসারে এরই একটি নতুন ধরনের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটান হয়। এই মাধ্যমিক পেশা ও কৃৎকৌশল কলেজগুলি আগামী বছরগুলিতে বৃত্তিশিক্ষা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আরও অনেককিছু দেবে, যা উচ্চমানের কৃৎকৌশল প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পুরো মাধ্যমিক শিক্ষাও দিচ্ছে। ১৯৭০-১৯৭১ থেকে ১৯৭৬-১৯৭৭ এই শিক্ষাবর্ষগুলিতে এই ধরনের কলেজের সংখ্যা ৬১৫ থেকে ৩০৮৬ অবধি আর ছাত্রসংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজারে পেঁছেছে (*The USSR in Figures*, 1976, Moscow, 1977, p. 222.)

১৪। লুনাচারস্কি এখানে কারখানা স্কুলের জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণের কোর্সের কথা বলছেন।

১৫। ১৯২০ সালে তাঁর 'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' বাল্য ব্যাধি' রচনায় ভ. ই. লেনিন লিখেছিলেন: 'সম্ভবত সবাই এখন এটা দেখতে পাচ্ছেন যে, আমাদের পার্টিতে কঠোরতম, সত্যসত্যই লৌহ কঠোর শৃঙ্খলা না থাকলে, সমস্ত শ্রমিক জনগণের

পক্ষ থেকে, অর্থাৎ তাদের মধ্যেকার চিন্তাশীল, সৎ, আত্মত্যাগী, প্রভাবশালী, যে লোকেরা পশ্চাৎপদ স্তরগুলিকে পরিচালিত করতে বা পক্ষে টানতে সক্ষম তাদের পক্ষ থেকে সে পার্টির প্রতি পরিপূর্ণতম ও নিঃস্বার্থ সমর্থন না থাকলে বলশেভিকরা আড়াই বছর কেন, আড়াই মাসও ক্ষমতায় টিকতে পারত না। ...বলশেভিকবাদের অস্তিত্বের এই **সমগ্র** পর্বটার ইতিহাস থেকেই কেবল সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলবে কী কারণে দুরূহতম পরিস্থিতিতেও তা প্রলেতারিয়েতের বিজয়ের জন্য আবশ্যক লৌহকঠিন শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে ও টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।' (V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 31, pp. 23-24.)

১৬। ধ্রুপদী রুশ সাহিত্যের চরিত্র, সিদ্ধান্ত গ্রহণে গড়িমসি ও আলস্যের প্রতীক।

১৭। এখানে লুনাচার্স্কি সম্রাট প্রথম পিটারের (১৬৭২-১৭২৫) 'নৌ-আইনবিধির' একটি অংশ স্মৃতি থেকে উল্লেখ করেছেন: 'অর্থপ্রেমেই অমঙ্গল মূলীভূত, তাই নেতা হিসাবে প্রত্যেককেই... অর্থসংগ্রহ থেকে সতর্ক থাকতে হবে এবং শুধু নিজেকেই নয়, অন্যদেরও কঠোরভাবে এথেকে বিরত রাখা চাই। নিজের প্রাপ্য নিয়েই তুষ্ট থাকা উচিত। অনেকের বেলায়ই নিজের কুকর্মের মধ্যে রাষ্ট্রের স্বার্থ বিনষ্ট হয়... প্রত্যেক সেনাপতিকে এটা অনুক্ষণ মনে রাখতে হবে, এতদ্দ্বারা চালিত হতে হবে।' *(Naval Code, On All that Concerns Good Governance of the Fleet at Sea.* St. Petersburg,1763, Book I, Chap. I, Article 3, p. 3.)

## বিদ্যালয়ের দর্শন ও বিপ্লব

### শিক্ষাকর্মীদের এবং শিল্পকর্মীদের দুটি ইউনিয়নের সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, ২২ মে, ১৯২৩, তমস্ক

সোভিয়েতগুলির এই শিশুরাষ্ট্রে পুনর্গঠনকালের অসুবিধাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রেও অবশ্যই প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯২১-১৯২৩ সালে শিক্ষাক্ষেত্রেও অস্থায়ী পশ্চাদপসরণ অনিবার্য হয়ে ওঠে: স্কুলগুলির সংখ্যা কমাতে হয়, যেসব বিদ্যালয়মুক্ত প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট সহায়-সম্বল ছিল না সেইগুলি বন্ধ হয়ে যায়, প্রতিষ্ঠিত হয় তথাকথিত 'চুক্তি' স্কুল, যেগুলি চালাত সরকারের বদলে জনসাধারণ, প্রথম ও দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলগুলিতে চালু হয় বেতন, ইত্যাদি। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। অতঃপর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ উন্নতি ঘটলে, জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠিত হলে জনশিক্ষার উন্নয়নেরও ভিত্তি গঠিত হয়।

ক্ষণে ক্ষণে বহু নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্ভব সহ নতুন সমাজতান্ত্রিক স্কুল গঠনের অভিজ্ঞতায় — প্রধানত — নতুন অর্থনৈতিক কর্মনীতির ফলে শিক্ষাসংক্রান্ত বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া প্রত্যয়গুলির বিরুদ্ধে তীব্র হয়ে ওঠা ভাবাদর্শগত সংগ্রাম — এই সবই সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত একটি তত্ত্বীয় অবস্থান দাবী করেছিল। এখনকার তীব্র আলোচনার বিষয়বস্তু — শিক্ষার মূল সমস্যাগুলির ব্যাপারে মার্কসবাদী মতবাদ কী, তার যথার্থ উত্তর দেয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল: নৈতিক শিক্ষা কী, এর মূল বৈশিষ্ট্য কী, এর সম্পাদ্য লক্ষ্য, বিষয় ও কাজ কী। এই প্রবন্ধে এইসব প্রশ্নেরই উত্তর রয়েছে।

উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর মর্মার্থ আলোচনায় লুনাচার্স্কি সমন্বিত শ্রম-স্কুলের বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে ইতিপূর্বে তাঁর উপস্থাপিত কিছু ধারণাও এইসঙ্গে বিশদ করেন। আগেকার প্রবন্ধগুলির তুলনায় ব্যতিক্রমী এই প্রবন্ধটিতে তিনি স্কুলের পালনীয় ব্যাপক শিক্ষামূলক (কেবল শিক্ষাদান নয়) কাজের উপরই মনোযোগ ঘনীভূত করেছেন। তীব্র হয়ে ওঠা ভাবাদর্শগত লড়াইয়ের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে লুনাচার্স্কি কাজটিকে সামনে তুলে ধরেন এবং বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ সহ নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্যকে বিশদভাবে চিহ্নিত করেন।

এই প্রবন্ধে লুনাচার্স্কির অন্যতম প্রিয় প্রত্যয় — মানবসমাজে বিদ্যমান শিক্ষার ভাবাদর্শসমূহের মূলগত সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতি — এই ধারণার আরও বিকাশ সহজ-লক্ষ্য ('শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বিপ্লবই হল প্রথম প্রক্রিয়া যা এই ভাবাদর্শগুলিতে পেঁছিনোর 'পথ পরিষ্কার করে', এইগুলি বাস্তবায়নের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সত্যিকার জীবনে এইসব ভাবাদর্শ স্থাপনের ফলে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষকরা বিপ্লবের সঙ্গে একযোগে 'বিজ্ঞানস্বীকৃত সেই একমাত্র জাদুটি' — 'মানুষের রূপান্তর' সাধন করছেন।

১। **রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিল** — ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত রুশ ফেডারেশনের জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের অধীনস্থ বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিগত গবেষণার মুখ্যকেন্দ্র। এতে ছিল গবেষণা, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিক্ষাবিদ্যা ইত্যাদি বিভাগ। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শেষোক্ত বিভাগটির দায়িত্বে ছিলেন নাদেজ্‌দা ক্রুপ্‌স্কায়া। বিভাগের তাত্ত্বিক মুখপত্র ছিল 'নতুন স্কুলের পথে'।

১৯৩২ সালে রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিল তুলে দিয়ে এর কার্যভার ন্যস্ত হয় রুশ ফেডারেশনের জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের প্রণালীতত্ত্ব শিক্ষণ কাউন্সিল, প্রণালীতত্ত্বের আকাদেমিক কাউন্সিল এবং উচ্চশিক্ষার বিশেষীকৃত কমিশনের উপর।

২। লুনাচার্স্কি এখানে মলিয়েরের প্রহসন *Le Bourgeois Gentilhomme*-র নায়ক ম. জুর্দেন-এর কথা উল্লেখ করছেন।

৩। রুশ ধ্রুপদী সাহিত্যের একটি বশংবদ চরিত্র।

৪। **জেম্‌স্তভো-র স্কুল** — বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় প্রাথমিক স্কুল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি দ্বারা গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় তহবিল থেকেই এইগুলির ব্যয়নির্বাহ হত। জেম্‌স্তভো প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৪ সালে এবং এই ধরনের প্রথম স্কুল-গুলিও গড়ে ওঠে সেই বছরই।

জার সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও এই স্কুলগুলি দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। এগুলির শিক্ষাব্যবস্থা সরকারী স্কুল ও গির্জা স্কুলের চেয়ে উন্নততর ছিল।

অনেক প্রগতিশীল রুশ শিক্ষাবিদ এইসব স্কুলে কাজ করেছেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে 'জেম্‌স্তভো স্কুল', 'জেম্‌স্তভো শিক্ষাতত্ত্ব' শব্দদুটি নতুন প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার সমার্থক হয়ে ওঠে।

৫। 'শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের ৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। 'সামাজিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধের ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৭। এখানে লুনাচার্‌স্কির A Brief Outline of the History of Education' প্রবন্ধটি উল্লিখিত। এটি সংকলিত হয়েছে তাঁর *Problems of People's Education* প্রবন্ধসংগ্রহে, Moscow, 1925, pp. 24-50 [in Russian].

৮। **তালেইরাঁ** বা **তালেইরাঁ-পেরিগর, শার্ল মরিস দ্য** (১৭৫৪-১৮৩৮) — ফরাসী কূটনীতিক ও রাষ্ট্রনেতা। ১৭৯১ সালে তাঁর প্রস্তাবিত স্কুল-সংস্কার পরিকল্পনায় উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত এবং সামন্তবাদী স্কুলব্যবস্থার বিরোধিতা সহজলক্ষ্য। এতে সর্বজনীন ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

**লেপেলেতিয়ে** — 'সামাজিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধের ১১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

**কনদরসেত** — 'সামাজিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধের ৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। **রুসো** — 'শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের ১৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

**পেস্‌তালৎসি** — 'সামাজিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধের ৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

**ফ্রেবেল** — 'শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের ১৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

**ফিখটে, ইয়োহান গট্‌লিব** (১৭৬২-১৮১৪) — জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, জার্মান ধ্রুপদী দর্শনের প্রতিনিধি, ইয়েনা ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি শিক্ষার তত্ত্বীয় ও ফলিত দিকগুলি সম্পর্কে বেশি মনোযোগ দেন।

**হার্বার্ট** — 'শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের ১৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। এখানে লুনাচারস্কি স্মৃতি থেকে মার্টিন লুথারের কথাগুলি উদ্ধৃত করেছেন: 'আমার নিজের সম্পর্কে বলতে পারি, যদি ধর্মপ্রচারের কাজ ছেড়ে অন্যতর পেশায় যাওয়ার সুযোগ আমার থাকত তবে স্কুলশিক্ষক বা বালকদের উপদেষ্টার কাজ ছাড়া আর কোন পেশাই গ্রহণ করতাম না। কেননা, আমি নিশ্চিত যে, ধর্মপ্রচারের পর এটাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় পেশা; জগতের জ্ঞাত সকল কাজের মধ্যে এটা নিশ্চিতই শ্রেষ্ঠতম আর এই দুটির মধ্যে (ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষক) কোনটি অধিকতর সম্মানীয় এতে আমি যথেষ্টই সন্দিহান। কারও পক্ষে বুড়ো কুকুরকে নতুন কৌশল শেখান সম্ভবপর নয়। পুরনো পাপীকে উদ্ধারও তো খুবই কঠিন আর আমরা উপদেশ দিয়ে আসলে তাই করব আশা করছি। সেইজন্য প্রায়ই আমাদের শ্রম পণ্ড হয়ে থাকে। একটি কচি চারাকে লালন, বাঁকান অনেকটাই সহজ, যদিও এতে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাবশত চারাটি ভেঙ্গে যেতে পারে।' (দ্রষ্টব্য, P. Monro, *History of Education,* Part II, Moscow, 1914, p. 58, [in Russian].)

## সোভিয়েত নির্মাণপ্রণালীর আওতায় শিক্ষার কর্তব্য

### প্রথম সর্ব-ইউনিয়ন শিক্ষক কংগ্রেসে প্রদত্ত প্রতিবেদন

**'উচিতেলস্কায়া গাজেতা'** *(Teacher's Gazette)* **পত্রিকায়**
**১৯২৫ সালের ১৬ জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত**

১৯২৩-১৯২৫ সালের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জিত হয়। এই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সংস্কৃতি ও শিক্ষার আরও উন্নয়নের ভিত তৈরি করেছিল এবং ফলত জনশিক্ষাজগতের সামনে নতুন কার্যাদি উপস্থাপন করেছিল, যেগুলির সমাধান সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজেরই এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছিল। এই কাজগুলি ১৯২৫ সালের ১১-১৯ জানুয়ারি মস্কোয় অনুষ্ঠিত প্রথম সর্ব-ইউনিয়ন শিক্ষক কংগ্রেসে আলোচিত হয়েছিল।

বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের (পূর্ণ ভোটাধিকারের ক্ষমতাসম্পন্ন উপস্থিত ১৫৫৯ জনের মধ্যে ৭২ ভাগ গ্রামীণ শিক্ষকদের ও ২৮ ভাগ শহরের শিক্ষকদের প্রতিনিধি) মনোভাব ও উৎসাহের প্রকাশ হিসাবে এই কংগ্রেসে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সোভিয়েতরাজ প্রতিষ্ঠার বছরগুলিতে শিক্ষকসমাজের রাজনৈতিক আশা ও ভাবাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এবং তাঁদের প্রায়োগিক কার্যকলাপের চারিত্র্য ও লক্ষ্যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই কংগ্রেস শিক্ষকদের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক রূপান্তর সাধনে পার্টির সাফল্যগুলি পরিমাপ করেছিল। কংগ্রেস অনুমোদিত ঘোষণায় প্রতিনিধিরা

বলেন: 'আমরা যেখানেই কাজ করি না কেন আমরা সর্বত্রই সোভিয়েত সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের ঐতিহাসিক কাজে, সারা দুনিয়ার জন্য ঐতিহাসিক কাজে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে সহায়তা যুগিয়ে যাব, কেননা আমরা এখন জানি যে, পার্টির অনুসৃত আদর্শ সারা শ্রমজীবী মানুষেরই আদর্শ বটে।' ('নারোদনয়ে প্রসভেশ্চেনিয়ে' [Peoples' Education], 1925, No. 2, p. 170 [রুশ ভাষায়].)

সোভিয়েত নির্মাণের সাধারণ প্রণালীর মধ্যে শিক্ষার নতুন কার্যকলাপ প্রসঙ্গে এই নির্দেশক প্রতিবেদনে লুনাচারস্কি জনশিক্ষার তাৎপর্য সম্পর্কে একটি জোরাল পরিলেখ চিহ্নিত করেছেন যাতে রয়েছে — দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য আরও মজবুত করা, দেশের অর্থনীতির আরও উন্নয়ন এবং একটি নতুন সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি। 'বিদ্যালয়ের দর্শন ও বিপ্লব' (১৯২৩) প্রবন্ধটির মতো পুনরায় তিনি এই বক্তৃতায় সামর্থ্য ও গভীরতার দিক থেকে জায়মান প্রজন্মের কমিউনিস্ট নৈতিক শিক্ষার কাজ উন্নত করাকে স্কুলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

লুনাচারস্কি এইসব কার্যাদিকে 'বিদ্যালয়ের দর্শনের' সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে, শিক্ষাতত্ত্বের সাধারণ ব্যাপক প্রণালীগত ও তত্ত্বীয় প্রেক্ষিতের মুখোমুখি রেখে বিচার করেছেন এবং প্রাক্তন প্রবন্ধাবলীতে উল্লিখিত অনেকগুলি ধারণা বিশদ করেছেন। বর্তমান কাজগুলি বিশ্লেষণের এই বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি লুনাচারস্কির সৃজনশীল পদ্ধতির বিশেষ চারিত্র্যের সঙ্গে, মূল শিক্ষাসমস্যাগুলির আরও মার্কসবাদী ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গেই শুধু যুক্ত ছিল না। এটা ছিল কংগ্রেসে উপস্থিত সকলের প্রতিনিধিমণ্ডলীর চাহিদার দাবী, এবং খোদ শিক্ষকদের ব্যাপক সংখ্যার সামাজিক-শিক্ষাগত, মার্কসবাদী শিক্ষা-দানের চাহিদারই দাবী।

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল আগে লিখিত এবং ১৯১১ সালে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত প. নাটোর্প-এর *Culture of a People and Culture of the Individual* বইটির কথা উল্লিখিত। নাটোর্পের কথা 'প্রথম সর্ব-রাশিয়া শিক্ষা-কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ' প্রবন্ধের ১৮ নং টীকাও দ্রষ্টব্য।

২। *Anti-Dühring* (১৮৭৮) গ্রন্থে এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে, কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হাসিলের পর 'মানুষ নিজে, পূর্ণ সচেতনভাবে নিজের ইতিহাস তৈরি করবে, কেবল তখনই তার দ্বারা চালিত সামাজিক হেতুসমূহ প্রধানত ও সর্বত্র ক্রম-বর্ধমান মাত্রায় তারই ঈপ্সিত ফল ফলাবে। এটা হল প্রয়োজনের জগৎ থেকে মুক্তির জগতে মানুষের উল্লম্ফন।' (F. Engels, *Anti-Dühring,* Progress Publishers, Moscow, 1978, p. 344.)

৩। লুনাচারস্কি ১৯২৪ সালের ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ১১তম সর্ব-

রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে এই প্রতিবেদনগুলি পেশ করেন। একটি প্রতিবেদনে তিনি সারা দেশে জনশিক্ষা-উন্নয়নে সম্ভাব্য যাবতীয় সহায়তা যোজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

অধিবেশনরত কমিটি স্বীকার করে যে, 'স্কুলের বৈষয়িক পরিস্থিতি' উন্নয়ন 'এমন একটি কাজ যা মুলতুবি রাখা চলে না' এবং কমিটি স্কুল উন্নয়নের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদির এক ব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'গত বছরে জন-শিক্ষার অত্যন্ত সীমিত বৈষয়িক ভিত্তিতে উল্লিখিত ব্যবস্থাবলীর বাস্তবায়ন অসম্ভব মনে রেখে কার্যনির্বাহী কমিটি সুপারিশ করছে যে স্থানীয় সংস্থাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে অনুদান বৃদ্ধির ব্যাপারে যথাসাধ্য করবে (বিশেষত গ্রামাঞ্চলে)।' *(Education in the USSR,* Coll. Docs., pp. 24, 27 [in Russian].)

৪। **পতেওমকিন গ্রাম** — ১৭৮৭ সালে সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের (১৭২৯-১৭৯৬) ক্রিমিয়া ভ্রমণকালে তাঁর ভ্রমণপথের লাগোয়া এলাকায় প্রিন্স গ. আ. পতেওমকিন (১৭৩৯-১৭৯১) কর্তৃক তৈরি নকল গ্রামের নাম।

৫। 'শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের ১৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। ১১তম সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রস্তাবে লুনাচারস্কির প্রতিবেদন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: '১৯২৫-১৯২৬ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বাজেট থেকে দেয়া অনুদানের ভিত্তিতে স্কুল মেরামতি তহবিল গঠনকে সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি অত্যন্ত জরুরি বিবেচনা করে' *(Education in the USSR,* Coll. Docs., p. 25)। ১৯২৬ সালের ৯ আগস্ট লুনাচারস্কির উত্থাপিত 'রুশ ফেডারেশনে স্কুল তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় ঋণ তহবিল সংবিধি প্রস্তাবটি' গৃহীত হয়।

৭। **রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ভবন** — প্রথম উল্লেখযোগ্য এই সোভিয়েত প্রকাশনা সংস্থাটি সংগঠিত হয় মস্কোয় ১৯১৯ সালের ২১ মে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের উদ্যোগে। প্রকাশনা ভবনের প্রথম পরিচালক ছিলেন সোভিয়েত নামী পার্টি-কর্মী, রাজনৈতিক নেতা, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক ভাৎস্লাভ ভরোভ্স্কি (১৮৭১-১৯২৩)।

৮। **শিক্ষাকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি** (১৯২২-১৯৩৪)। এই ট্রেড ইউনিয়নের কাজের আওতাভুক্ত ছিল স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, শিশুভবন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক (গবেষণা) সংস্থা ও রাজনৈতিক-শিক্ষাগত সংগঠন।

৯। ন. ক. ক্রুপ্স্কায়া ছিলেন বিশের দশকে প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক শিক্ষাসংক্রান্ত

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান এবং এইসঙ্গে রুশ ফেডারেশনের জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিলের বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগেরও অধ্যক্ষা। তিনি শিক্ষকদের প্রথম সর্ব-ইউনিয়ন কংগ্রেসে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপিত করেন, যাতে আলোচিত হয়েছিল নতুন পাঠ্যক্রম, নতুন পাঠ্যবই এবং শিক্ষণের নতুন প্রণালী ও সাংগঠনিক ধরন। এই প্রতিবেদনে তিনি কমিউনিস্ট শিশুদের আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। (দ্রষ্টব্য: N. K. Krupskaya, *Educational Works,* Vol. 2, Moscow, 1958, pp. 189-203 [in Russian].)

১০। এখানে লুনাচার্স্কি ১৯২৩ সালে স্কুলে প্রবর্তিত তথাকথিত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকর্মসূচি ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি তৈরি করেছিল রাষ্ট্রীয় আকাদেমিক কাউন্সিল।

পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির সারমর্ম: জ্ঞানের মূল কোষকেন্দ্রের চারিদিকে শিক্ষা — বিষয়গুলির ঘনীভবন, যাকে আবেষ্টনী সম্পর্কে শিশুর ধ্যান-ধারণা জন্মান ও সমৃদ্ধ করার কাজে সংশ্লিষ্ট করা হবে। এই কর্মসূচির প্রবক্তাদের মতেই শেষোক্তগুলি তিনটি মূল বিষয়কে ঘিরে শিক্ষাবিষয়ের সংশ্লেষ ও সাধারণীকরণ ঘটায়: প্রকৃতি, শ্রম, সমাজ। এই কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল — মানুষের কাজকর্মকে প্রকৃতির সঙ্গে, তার সম্পর্কের দিক থেকে (এই কার্যাবলীর উপকরণ হিসাবে) এবং সমাজজীবনের সঙ্গে (এই কার্যাবলীর ফলশ্রুতি হিসাবে) মিলিয়ে দেখা। তাই এই কর্মসূচি প্রবক্তাদের প্রত্যয়ানুসারে শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য হল — জীবনের প্রক্রিয়াগুলির পারম্পর্য ও মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওই প্রক্রিয়াগুলির উপলব্ধিতে পৌঁছন। প্রাথমিক স্কুলের যাবতীয় উপকরণ এই কর্মসূচি অনুযায়ী 'শিশুর দিক থেকে বিশ্বে' — এই নীতি অনুসারে সাজান এবং বাহিরে বিস্তারমান এককেন্দ্রী বৃত্তাবলীর মধ্যে পরীক্ষিত হয়েছিল: প্রথম শ্রেণীর মূল বিষয়গুলি ছিল পরিবারে ও স্কুলে শিশুর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিজ গ্রাম বা শহর, তাদের প্রজাতন্ত্র ইত্যাদির জীবনযাত্রা সম্পর্কে পড়াশোনা। দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুলে পাঠ্যবিষয় পড়ান অটুট ছিল, তবে এখানেও বিভিন্ন বিষয় কতকগুলি সাধারণ পূর্ণাঙ্গ বিষয় কেন্দ্র করেই পড়ান হত।

পুরনো স্কুলের একটি বড় ত্রুটি — স্কুলশিক্ষা ও জীবনের ফারাক আর স্কুলের পাঠ্যবিষয়গুলির পরস্পর বিচ্ছিন্নতা — এগুলি এড়ানোই উক্ত কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল। পুরনো স্কুলে বিদ্যমান শিক্ষাদানের পুঁথিসর্বস্ব, গোঁড়া পদ্ধতি উৎখাত, শিক্ষাকে শিশুর কৌতূহলের এবং নানা বয়সীদের উপযোগী বিকাশের স্তর ও বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠ করার জন্য এই কর্মসূচি সচেষ্ট ছিল। নতুন কর্মসূচির আধেয় ছিল দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং নতুন কমিউনিস্ট বিশ্ববীক্ষা গঠনের অনুসারী। এটাই ছিল সেগুলির মূল গুণ, শিক্ষাগত মূল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর জন্য এই কর্মসূচির নতুন আধেয়ের অনেকটাই মূল্যহানি ঘটেছিল।

১৯২৭ সালে জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের তৈরি পাঠ্যক্রমে 'সজীব যৌগিকতার'

অনুকূলে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেকার 'সীমারেখা সম্পূর্ণ উৎখাত' বাতিল করা হয় এবং এই পরিবর্তন ছাত্রদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বোধ্য গুণগত উন্নতি নিশ্চিত করে। এই নতুন পাঠ্যক্রম সকল স্কুলের জন্য এই প্রথম বাধ্যতামূলক করা হয়। এই বছর প্রবর্তিত পাঠ্যসূচিও বাধ্যতামূলক ছিল।

পরবর্তী বছরগুলিতে জীবনের দাবীতে, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির নিরিখে সোভিয়েত স্কুলগুলির পাঠ্যসূচিরও পরিবর্তন ঘটান হয়। ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৩তম কংগ্রেস স্কুলের সামনে অবশ্যপূরণীয় হিসাবে দুটি অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজ উপস্থিত করে: সকলের জন্য পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার আধেয় আর স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি বিধান। এই বছরেই স্কুলে ক্রমান্বয়ে সমকালীন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিশীল একটি নতুন পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন শুরু হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেস (১৯৭৬) লক্ষ্য করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের তরুণদের জন্য পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের অতি-গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কার্যত মোকাবিলা করা গেছে এবং স্কুলগুলি সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষার নতুন আধেয়ে উত্তরণ নিষ্পন্ন করেছে।

১১। **শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শক দল** — ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা, ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। অতঃপর একটি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও পরে রাষ্ট্র ও পার্টির নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৬৫ সালের পর থেকে জন নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

১২। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার অনুমোদিত একটি নির্দেশের কথা এখানে উল্লিখিত। ১৯২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি কংগ্রেস শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেনশন বিধি অনুমোদন করে।

১৩। বিশের দশকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক কর্মোদ্যোগ শুরু হয় ('সোভিয়েত রাশিয়ায় বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষার কার্যাবলী' প্রবন্ধের টীকা দ্রষ্টব্য)। এরই একটি ধরন হিসাবে গড়ে ওঠে বয়স্কদের স্কুল ও পাঠ্যকোর্স আর যাকে বলা হত নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র। এইগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ন. ক. ক্রুপ্স্কায়া ও তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিটির (রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কমিটি) উদ্যোগে। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অর্থ বরাদ্দের যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, লুনাচার্স্কি এখানে তাই উল্লেখ করেছেন। ১৯২৫ সাল নাগাদ ওইসব কেন্দ্রের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ — ১৯২২ সালের প্রায় তিনগুণেরও বেশি।

১৪। **পল্লীপাঠকক্ষ** — সোভিয়েতরাজ প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে গ্রামে গড়ে-ওঠা এক ধরনের শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্র। লেনিন পল্লীপাঠকক্ষ প্রতিষ্ঠার ধারণাটি উপস্থাপিত করেন। গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সহযোগী ভিত্তি তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে গ্রামে 'একটি স্থায়ী জায়গা খুবই প্রয়োজন, মোটামুটি ধরনের একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র, যাকে বলতে পারেন পল্লীপাঠকক্ষ, যা কৃষকদের জন্য কিনবে সংবাদপত্র, জোগাড় করবে প্রচারপত্র, পোস্টার, যেখানে কৃষক যাবে অবসর সময় কাগজ বা বই পড়তে অথবা কারও কাছ থেকে এইগুলির পাঠ শুনতে, গল্পগুজব করতে...' (N. Kolesnikova, *He Taught Us to See the Future, Documents, Memoirs, Essays,* Moscow, 1960, p. 52 [রুশ ভাষায়].)

লেনিনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সোভিয়েত সংস্থাগুলির সাহায্যে জনশিক্ষা কমিশারিয়েত ১৯২০ সালের মধ্যে ৩৪,০০০ পল্লীপাঠকক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। বিশ ও ত্রিশের দশকে এগুলি গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এইগুলি নিরক্ষরতা দূরীকরণে, গ্রামাঞ্চলে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে এবং কৃষির যৌথীকরণের সোভিয়েত ও পার্টি সংস্থাগুলিকে সাহায্যদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পরবর্তী বছরগুলিতে এই পাঠকক্ষগুলির বদলি হিসাবে গড়ে ওঠে ক্লাব, সংস্কৃতিভবন। ১৯৭৭ সালের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্লাবের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার এবং এইগুলির ১ লক্ষ ১৪ হাজারটিই ছিল গ্রামাঞ্চলে। (দ্রষ্টব্য: *USSR in Figures, 1976,* p. 230.)

১৫। সোভিয়েত রাশিয়া বিপ্লবপূর্ব কাল থেকে অতি সামান্য কয়েকটি প্রাক্-স্কুল বিদ্যালয়ের মালিকানা পেয়েছিল: ১৯১৭ সালে দেশে মোট এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল ১৭৭ ও শিশুসংখ্যা ৫ হাজারের কম। সোভিয়েতরাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই প্রাক্-স্কুল বিদ্যালয় গড়ে তোলার কর্তব্য কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। প্রাক্-স্কুল শিক্ষাপদ্ধতি গঠনের নীতিগুলি, এর শিক্ষাগত ভিত কী হবে তা চিহ্নিতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাক্-স্কুল প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মিপ্রশিক্ষণও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এইগুলির জন্য কাজ শুরু হয়েছিল সেই ১৯১৮ সালে এবং এর সাফল্যগুলির প্রথম পুনর্বিচার উপস্থিত করা হয় প্রথম সর্ব-রাশিয়া প্রাক্-স্কুল শিক্ষা-কংগ্রেসে (এপ্রিল, ১৯১৯), যা প্রাক্-স্কুল শিক্ষার নতুন সোভিয়েত পদ্ধতির তত্ত্বীয় বিশদীকরণের জন্য লভ্য সৃজনশীল শক্তিগুলির সমন্বয় ঘটিয়েছিল।

গৃহযুদ্ধ এবং পুনর্নির্মাণকালের প্রথম বছরগুলির অসুবিধার দরুন প্রাক্-স্কুল প্রতিষ্ঠানগুলির নির্মাণে বাধা সৃষ্টি হয়। বিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে রুশ ফেডারেশনের জনশিক্ষা কমিশারিয়েত প্রাক্-স্কুল শিক্ষা-উন্নয়নের

প্রশ্নটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুনরায় উত্থাপন করে। আ. ভ. লুনাচারস্কি ও ন. ক. ক্রুপস্কায়ার প্রস্তাব অনুসারে চতুর্থ সর্ব-রাশিয়া প্রাক্-স্কুল শিক্ষা-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে, এর লক্ষ্য ছিল 'প্রাক্-স্কুল খাতকে উন্নততর পর্যায়ে উত্তোলনের প্রতি' জনগণের উৎসাহ জাগান।

১৯২৯ সালের ২৬ জুন জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের উদ্যোগে মস্কোয় পার্টি, যুব কমিউনিস্ট লীগ ও ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ও মস্কো সংগঠনগুলির এক যৌথ সম্মেলন আহূত হয় এবং সেখান থেকে সকল মেহনতি মানুষের উদ্দেশ্যে 'দেশের সর্বত্র প্রাক্-স্কুল শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়োগের' জন্য একটি আবেদন জানান হয়।

১৯২৭ সালে যেখানে ছিল ২,১০০ প্রাক্-স্কুল প্রতিষ্ঠান (কিন্ডারগার্টেন ও নার্সারি) ও সেগুলিতে উপস্থিত শিশুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫ শ', সেখানে ১৯৩২ সালে সংখ্যাটি যথাক্রমে ১৯,৬০০ ও ১০ লক্ষ ৬১ হাজার ৭ শ'তে পৌঁছয়।

পরবর্তী বছরগুলিতে প্রাক্-স্কুল প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা দশগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭৭ সালের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাক্-স্কুল প্রতিষ্ঠান ও এইগুলির ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ছিল ১ লক্ষ ১৭ হাজার ও ১ কোটি ২১ লক্ষ ৮ হাজার।

১৬। **কুলাক** — ১৮৯০-এর দশকে ব্যবহৃত এই শব্দটিতে গ্রামাঞ্চলে জায়মান বুর্জোয়াদের বোঝাত, এরা গরীব কৃষককে মারাত্মকভাবে শোষণ করত। এরা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রু এবং গৃহযুদ্ধে ও পরবর্তীকালে পেটি-বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের প্রধান সমাজশক্তি।

বিশের দশকে কুলাকরা সোভিয়েতবিরোধী আন্দোলন চালায় এবং বাঁধা-দরে রাষ্ট্রের কাছে শস্য বিক্রির বিরুদ্ধে 'শস্য ধর্মঘট' সংগঠিত করে। ক্রমাগত ক্ষমতাহীন করে কুলাকদের কবজা করাই সোভিয়েত সরকারের নীতি ছিল।

কৃষিযৌথীকরণের শুরুতেই কুলাকরা এই কর্মসূচির তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। তারা সোভিয়েতবিরোধী বিদ্রোহ সহ যৌথখামার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের খুন করতে থাকে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে সোভিয়েত সরকার বিশের দশকে কুলাকদের শ্রেণী হিসাবে উৎখাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সম্ভাব্য পূর্ণ যৌথীকরণের এলাকাগুলি থেকে কুলাকদের সরিয়ে দেয়া হয়, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সহ তাদের স্থাবর সম্পত্তি যৌথখামারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যৌথখামার ধরনের জীবনযাত্রার জয় কৃষকদের কুলাকের শোষণ থেকে মুক্ত করে এবং কুলাকদের পুনরুজ্জীবনের যাবতীয় পরিস্থিতির অবসান ঘটায়।

**১৭। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী** — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির সদস্য, পেটি-

বুর্জোয়া পার্টি ১৯০২-১৯২২ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। এরা পেটি-বুর্জোয়া ও ধনী কৃষকের একটা অংশের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ও স্বার্থরক্ষা করত। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পর এই পার্টির নেতারা সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে, ১৯১৮ সালে লেনিনকে হত্যার চেষ্টা করে, কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতাদের হত্যা চালায়। পরে এই পার্টি গণবিচ্ছিন্নতার মধ্যে লুপ্ত হয়।

## সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক সূত্রাবলী

**প্রবন্ধ** *Educational Encyclopaedia*-য় **(রুশ ভাষায়) প্রথম প্রকাশিত, ১৯২৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১-১০**

অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রথম সোভিয়েত শিক্ষা বিশ্বকোষ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থাবলী ছিল মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক শিক্ষা আর শিক্ষার সঙ্গে জড়িত যাবতীয় তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক সমস্যাবলী সংকলন ও বিশ্লেষণের প্রথম উদ্যোগ। এই বিশ্বকোষে ছিল আকর উপকরণ এবং শিক্ষাচিন্তার সব দিকের, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যাবতীয় সংস্থা ও সাধারণ সাংস্কৃতিক-শিক্ষাগত রচনাবলীর তত্ত্বীয় প্রেক্ষিত। এই রচনাবলীতে রয়েছে সোভিয়েত শিক্ষার নামী বিশেষজ্ঞদের লেখা: আ. ভ. লুনাচার্‌স্কি, ন. ক. ক্রুপ্‌স্কায়া, প. প. ব্লন্‌স্কি, স. ত. শাত্‌স্কি প্রমুখ। শিক্ষা বিশ্বকোষের প্রকাশ ছিল শিক্ষাজীবনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ্য ঘটনা। এটি ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষককে ভাবাদর্শগত ও তত্ত্বীয় রসদ যোগানোর ব্যাপারে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন সহ সোভিয়েত শিক্ষাচিন্তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভিত নির্মাণ করেছিল।

শিক্ষা বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে ছিল লুনাচার্‌স্কি লিখিত প্রবন্ধ — 'সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক সূত্রাবলী'।

১। 'প্রথম সর্ব-রাশিয়া শিক্ষা-কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ' প্রবন্ধের ১৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২। বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে তার আসল চেহারায় তুলে ধরা কার্ল মার্কসের রচনার একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। লেনিন লিখেছেন: 'মার্কস তাঁর সারা জীবন ধরে সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছেন পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিভ্রমগুলির বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা আর সমানতার ফাঁকা বুলি যখন শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যুর স্বাধীনতাকে আড়াল করার পর্দা হিসাবে কাজ করে সেই ফাঁকা বুলিকে, কিংবা যে তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে আর যে-বুর্জোয়া যেন একজন সমান পর্যায়ের লোকের কাছ থেকে সেই শ্রম খোলা বাজারে ক্রয় করে তাদের মধ্যে সমানতার ফাঁকা বুলিকে মার্কস সবচেয়ে বেশি বিদ্রূপ করেছেন। মার্কস তাঁর অর্থনীতিবিষয়ক রচনাগুলিতে

এ সবই ব্যাখ্যা করেছেন' (V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 29, p. 199).

৩। এখানে লন্নাচারস্কি লেনিনের যে-বক্তব্যটি মনে করেছেন: সমাজতন্ত্র আমলে ...'অন্যদের মতো প্রত্যেকে যতটা সামাজিক শ্রম দেবে সেই অনুপাতে সামাজিক উৎপাদের সমান অংশভাগ পাবে...' (V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works,* Vol. 25, p. 470).

৪। **এরিও, এদুয়ার্দ** (১৮৭২-১৯৫২) — ফরাসী রাজনীতিবিদ, প্রবন্ধকার, লেখক, ইতিহাসবিদ, ১৯৪৭ সাল থেকে ফরাসী আকাদেমির সদস্য; ১৯১৯ সালে পার্লামেণ্টে নির্বাচিত এবং বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী। ১৯২৪-১৯২৫ ও ১৯৩২ সালে প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী। ১৯২৪ সালে এরিও সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে আর ১৯৩২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। নাৎসিদের দ্বারা ফ্রান্স অধিকৃত হলে এরিও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চালিত মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেন। ১৯৪২-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মান বন্দীনিবাসে কাটান ও সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মুক্ত হন।

১৯২০-র দশকে ফ্রান্সে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুকে একটি স্কুলে শিক্ষাদানের ধারণা নিয়ে 'নবশিক্ষা' নামের আন্দোলন চলে। ১৯২৪ সালে এরিও সরকার এই ধারণানুসারী একটি খসড়া আইন তৈরির নির্দেশ দেয়, কিন্তু সেটি ১৯২৭ সালে ফরাসী পার্লামেণ্ট প্রত্যাখ্যান করে।

৫। লুনাচারস্কি এখানে কার্ল মার্কসের *Instructions for the Delegates of the Provisional General Council* উল্লেখ করছেন, যেখানে ৪র্থ পরিচ্ছেদে পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুল প্রসঙ্গে, মার্কসের শিক্ষাসংক্রান্ত অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৬৬ সালের ৩-৮ সেপ্টেম্বর জেনেভায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের কংগ্রেস *Instructions* প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করে। (দ্রষ্টব্য: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works,* in 3 volumes, Vol. 2, p. 77.)

৬। পূর্বোক্ত গ্রন্থে মার্কস বলেন: 'মূল্যদত্ত উৎপাদনশীল শ্রম, মানসিক শিক্ষা, শারীরিক ব্যায়াম ও পলিটেকনিকাল প্রশিক্ষণের সমাবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীকে অবশ্যই অভিজাতবর্গ ও বুর্জোয়াদের অনেক উপরে উন্নীত করবে' (প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃঃ ৮১)।

৭। এখানে লুনাচারস্কি জন এবং এ. ডিউয়ি কৃত *Schools of Tomorrow* বইটির কথা উল্লেখ করছেন। এতে লেখকদের মতে আমেরিকার ৯টি সেরা স্কুলের অভিজ্ঞতা সংকলিত হয়েছে।

'প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল প্রয়োজন' প্রবন্ধের ৭ নং টীকাও দ্রষ্টব্য।

৮। ন. ম. তুলাইকভ কৃত *Agricultural Colleges* (of higher education) *in the United States* বইটির কথা উল্লিখিত। (রুশ ভাষায়) মস্কো, ১৯২৪।

৯। ১৯১৯ সালে নামী সোভিয়েত শিক্ষাবিদ স. ত. শাত্স্কি-র (১৮৭৮-১৯৩৪) তত্ত্বাবধানে জনশিক্ষা কমিশারিয়েত একপ্রস্ত আদর্শ-তথা-পরীক্ষামূলক সংগঠন নিয়ে **প্রথম পরীক্ষামূলক জনশিক্ষা-স্টেশন** প্রতিষ্ঠা করে। এতে ছিল দুটি বিভাগ: কালুগা জেলায় গ্রামীণ বিভাগ ও মস্কোয় নাগরিক বিভাগ। গ্রামীণ বিভাগে ছিল ১৩টি প্রথম-পর্যায় স্কুল, ১টি দ্বিতীয়-পর্যায় স্কুল ও ৪টি কিন্ডারগার্টেন। শাত্স্কি-র নেতৃত্বে প্রথম পরীক্ষামূলক জনশিক্ষা-স্টেশনের শিক্ষকদের সমবায় গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্থানীয় বাসিন্দাদের রাজনৈতিক শিক্ষাদান, কৃষকদের সাধারণ ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা যোগায়। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত স্টেশনের কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল।

১০। এখানে ১৯২০ সালের ২০ অক্টোবর যুব কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসে লেনিনের বক্তৃতার কথা উল্লিখিত। তিনি বলেছিলেন: '...পনের বছর বয়সী প্রজন্মকে ... তাদের শিক্ষাকার্যকে এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যে, তরুণরা প্রতিদিন, প্রতিটি গ্রাম ও শহরে সাধারণ কোন শ্রমসমস্যার প্রায়োগিক সমাধানে সচেষ্ট থাকে, হোক তা খুবই ছোট ও সাধারণ। প্রতিটি গ্রামে এটি নিষ্পন্ন হলে, কমিউনিস্ট প্রতিযোগিতা বিকশিত হয়ে উঠলে এবং যুবকরা নিজেদের শ্রম যুক্ত করার সামর্থ্যের প্রমাণ দিলেই কমিউনিস্ট নির্মাণের সাফল্য নিশ্চিত হবে।' (V. I. Lenin, 'The Tasks of the Youth Leagues', *Collected Works*, Vol. 31, p. 299.)

১১। **পাইওনিয়র সংগঠন** — ১৯২২ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত ১০-১৫ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের স্বেচ্ছাভিত্তিক গণসংগঠন। এক বছর পর, ১৯২৩-১৯২৪ সালে অক্তিয়াব্রিয়াতাদের প্রথম দলগুলি তৈরি হয়। এটি পাইওনিয়র দল সংশ্লিষ্ট ৭-৯ বছর বয়সী স্কুলপড়ুয়াদের স্বেচ্ছাসেবী দল এবং শিশুদের পাইওনিয়র সংগঠনের জন্য প্রস্তুত করে তোলাই এর কাজ (এদের প্রথম দল ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের সমবয়সী বিধায় নাম হল অক্তিয়াব্রিয়াতা, অর্থাৎ 'অক্টোবরের শিশু')।

১৯২৪ সালে পাইওনিয়র সংগঠনের সঙ্গে লেনিনের নাম যুক্ত করা হয় এবং এটি কিশোরদের সত্যিকার গণসংগঠন হয়ে ওঠে: এতে ১৫ লক্ষাধিক কিশোর-কিশোরী ছিল। এই সংগঠনকে রাশিয়া কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯২৪ সালের ৪ আগস্ট 'পাইওনিয়র আন্দোলন প্রসঙ্গে' নির্দেশে 'কমিউনিস্ট শিক্ষার একটি বিদ্যালয় হয়ে ওঠাকেই' এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করে।

পাইওনিয়র সংগঠন অতীতের মতো আজও বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে কমিউনিস্ট

শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে এই সংগঠনের সদস্যসংখ্যা আড়াই কোটিরও বেশি।

১২। নতুন, শ্রমিক ও কৃষক বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক শিক্ষার সমস্যা প্রসঙ্গে লুনাচারস্কি *The Intelligentsia, Its Past, Present and Future* (১৯২৪), *The Intelligentsia and Religion* (১৯২৫) এবং অন্যান্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

## নতুন মানুষের শিক্ষা

### বক্তৃতা: ২৩ মে, ১৯২৮, লেনিনগ্রাদ

বিশের দশকের শেষ নাগাদ কমিউনিস্ট নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারটি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন বলতে শিক্ষা সহ সকল রণাঙ্গনেই পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলির বিরুদ্ধে অটল অগ্রগতিই বোঝায়। শিক্ষার বৈপ্লবিক ও শ্রেণীগত চারিত্র্যের উপর জোর দেয়ার অপরিহার্য প্রয়োজন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির ১৫তম কংগ্রেসে প্রস্তাব অনুমোদনের পর সমাজের অনেকগুলি চক্র কমিউনিস্ট নৈতিক শিক্ষার কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠে। অতঃপর 'নতুন মানুষ' গঠনে স্কুলের ভূমিকা সংবাদপত্রের মূল আলোচ্য বিষয়ের স্থান গ্রহণ করে।

শিক্ষাদান ও নৈতিক শিক্ষা হল স্কুলের দুটি অবিভাজ্য কাজ। কিন্তু এইগুলি সর্বদা সমান তালে এগোয় না, অভিন্ন সাফল্যে অর্জিতও হয় না। সমাজের নতুন চাহিদা পূরণে অক্ষম স্কুল-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সময় যেসব কাজ সাধারণত আশু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হল: স্কুলের শিক্ষার আধেয় ও লক্ষ্য পুনর্বিবেচনা, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবিষয় পুনর্বিবেচনা, ব্যবহৃত শিক্ষণপ্রণালী পুনর্বিবেচনা। এটা হল শিক্ষণশিক্ষার সমস্যা, যা তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক কাজে উভয়তই সর্বাধিক মনোযোগ দাবী করে।

নৈতিক শিক্ষার সমস্যাগুলির জটিলতা বস্তুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কালদৈর্ঘ্যেও প্রকটিত হয়ে থাকে। তরুণ সোভিয়েত স্কুলগুলির জন্য এই জটিলতা নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন অতীত ঐতিহ্য না থাকার দরুন আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল। স্কুল-শিক্ষণের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে পুরনো স্কুল, পুরনো শিক্ষাতত্ত্বের সেরা সহায়তাগুলি পাওয়া যায় সেখানে, এই নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট নৈতিক শিক্ষার মূলনীতি ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে একেবারে গোড়া থেকেই নতুন পথ তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যা মার্কসবাদের ধ্রুপদী সাহিত্য ও পার্টি-কংগ্রেসগুলির প্রস্তাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

এই কাজগুলি মোকাবিলায় বিদ্যালয়মঞ্চের প্রধান অভিনেতা — শিক্ষককে

ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক ভাবে পুনর্সজ্জিতকরণে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বীয় সমর্থন সঞ্চয় প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

বিদ্যমান নতুন পরিস্থিতিতে নৈতিক শিক্ষাকার্যে ইতিমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ এবং সোভিয়েত স্কুলগুলির শিক্ষাকার্য সংক্ষিপ্ততর ও সুনির্দিষ্টতর করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সর্বোপরি, স্কুলের নৈতিক শিক্ষার শেষলক্ষ্য — নতুন মানুষের আদর্শের প্রত্যয়টি ঘনিষ্ঠতরভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়াও খুবই জরুরি ছিল। দেশ শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এটা আরও আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল, কারণ তখন এমন সব দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার ঘটছিল যাতে স্কুলগুলিকে শ্রম-শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবা হত না।

সমাজ ও মানুষের রূপান্তর সাধনে স্কুলের ভূমিকা সম্পর্কে লেনিনের ধারণাগুলি বিশদ করে, সমাজতান্ত্রিক স্কুলের পক্ষে 'সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম সত্যিকার পূর্বানুমান' হওয়া উচিত এই ধারণার উপর জোর দিয়ে লুনাচারস্কি 'নতুন মানুষের শিক্ষা' বক্তৃতায় স্কুলের শিক্ষামূলক কাজ এবং নীতি, শ্রম, শরীরচর্চা ও নান্দনিক শিক্ষার আধার ও আধেয়ের এক জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেন।

১। **পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুলের** নীতিগুলি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ সময় এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও সমগ্র জনগণের নিবিষ্ট কাজের প্রয়োজন ছিল। দেশের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ এগিয়ে চলার মধ্য দিয়ে, অর্থনীতি বিকাশের ফলে স্কুলগুলি পুনর্গঠনের বৈষয়িক ভিত তৈরির ব্যবস্থা হওয়ার পর এর বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ 'সাধারণ স্কুলের ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা ও শিক্ষাদান এবং তাদের জন্য কর্ম প্রশিক্ষণের আরও উন্নতি বিধান' সংক্রান্ত নির্দেশ অনুমোদন করে বিশেষ জোর দিয়ে বলে যে আজ সোভিয়েত সাধারণ স্কুল 'সমগ্র জনসাধারণের সত্যিকার স্কুল হয়ে উঠেছে, যা সমন্বিত পলিটেকনিকাল শ্রম-স্কুলের লেনিনীয় নীতিগুলি অবিরাম বাস্তবায়িত করছে'। (*Pravda, 29* December, 1977.)

২। 'সোভিয়েত নির্মাণপ্রণালীর আওতায় শিক্ষার কর্তব্য' প্রবন্ধের ১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। 'প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জন্য কী ধরনের স্কুল প্রয়োজন' প্রবন্ধের ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯২৭ সালে ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত **সোভিয়েত শিক্ষাপ্রদর্শনী**। এতে দেখান হয়েছিল সোভিয়েত জনগণের শিক্ষাব্যবস্থার ও শিক্ষাবিষয়ক সাফল্যাদি।

পরবর্তী বছরগুলিতে বিদেশে একাধিক বার সোভিয়েত শিক্ষাপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে জেনেভায়, ইউনেস্কোর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত শিক্ষার একটি স্থায়ী প্রদর্শনী।

৫। লুনাচারস্কি এখানে লেনিনের অন্যতম শেষ রচনা, *'On Cooperation'* (১৯২৩) নামক প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছেন। লেনিন লিখেছিলেন: 'আমাদের দেশকে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক করার পক্ষে এখন সাংস্কৃতিক বিপ্লব যথেষ্ট হবে, কিন্তু এখানে রয়েছে নির্ভেজাল সাংস্কৃতিক (যেহেতু আমরা নিরক্ষর) এবং বৈষয়িক (সংস্কৃত হওয়ার জন্য আমাদের চাই বৈষয়িক উৎপাদন-উপায়ের কিছুটা উন্নতি, কিছুটা বৈষয়িক ভিত্তি) ধরনের বিরাট অসুবিধা।' (V. I. Lenin, 'On Cooperation', *Collected Works,* Vol. 33, p. 475.)

৬। **নীৎশে, ফ্রিডরিখ** (১৮৪৪-১৯০০) — জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, 'মহামানব' প্রত্যয়ের প্রবক্তা — যে-মানুষ সকল নৈতিকতার উর্ধ্বে ও নিজের ক্ষমতা তৃষ্ণার তুষ্টির জন্য সাধারণ মানুষকে ঘৃণায় পদদলিত করে। 'নির্বাচিত কয়েক জনের' প্রশংসা করে, নৈতিকতার বিরুদ্ধে তাদের হিংসাত্মক ও অপরাধমূলক কার্যকলাপকে, যুদ্ধেচ্ছায় সমর্থন যোগায়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে (বিশেষত জার্মানিতে) নীৎশেবাদ সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম চরম প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা হয়ে ওঠে। নীৎশেবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে নীৎশের দর্শন ও ভাবাদর্শ প্রয়োগেরই ফলশ্রুতি। নাৎসিবাদেই এর শেষ অভিব্যক্তি ঘটেছিল। নাৎসিরা নীৎশেকে তাদের তাত্ত্বিক ঘোষণা করে এবং তাঁর শিক্ষার প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাগুলিকে চূড়ান্ত রূপ দেয়।

৭। লুনাচারস্কি এখানে ১৯২৮ সালেই রাইখস্টাগের নির্বাচনের কথা বলছেন, যেখানে জার্মান কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধিদের ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৮। মহান ইতালীয় কবি দান্তের (১২৬৫-১৩২১) *Divine Comedy*-র (১৩২১) একটি তির্যক উক্তি: 'এখানে যারা এসেছ, সবাই যাবতীয় আশা ত্যাগ কর' — নরকের ফটকের উদ্ধৃতি। *(Divine Comedy,* Canto 3, 'Hell'.)

৯। 'সোভিয়েত নির্মাণপ্রণালীর আওতায় শিক্ষার কর্তব্য' প্রবন্ধের ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। এখানে লুনাচারস্কি শিক্ষাকর্মীদের প্রথম সর্ব-রাশিয়া কংগ্রেসে ১৯১৮

সালের ২৮ আগস্ট লেনিনের দেয়া ভাষণের কথা বলছেন। তিনি সেখানে সমাজতান্ত্রিক সমাজনির্মাণে নতুন সমাজতান্ত্রিক স্কুলের ভূমিকার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। এই বক্তৃতায় লেনিন উল্লেখ করেন যে, এই ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা ছিল 'বর্তমানে আমরা যে লড়াই চালাচ্ছি, তারই একটি অংশ...'। তিনি আরও বলেন: '...শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের কাজ হল বুর্জোয়াদের উৎখাতের লড়াইয়েরই একটি অংশ।' 'মেহনতিরা জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত পিপাসু, কারণ জয়ের জন্য এটা তাদের দরকার... তারা দেখতে পাচ্ছে তাদের লড়াইয়ের জয়সূচক সিদ্ধান্তের জন্য শিক্ষা কতটা অপরিহার্য।' (V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 28, pp. 87-88.)

১১। ১৯২৫ সালের ২৬ নভেম্বর লুনাচারস্কি নতুন রাশিয়ার জার্মান মৈত্রীসমিতির আমন্ত্রণে বার্লিনের বেটোফেন ভবনে একটি প্রতিবেদন রাখেন। পরে এটি 'নারোদনয়ে প্রসভেশ্চেনিয়ে' *(People's Education)* (রুশ ভাষায়) পত্রিকার ৪-৫ নং (১৯২৬) সংখ্যায় (পৃঃ ২৫৩-২৫৬) প্রকাশিত হয়।

১২। 'শিল্প কী?' নামের পুস্তিকায় লেভ তলস্তয় লিখেছিলেন: 'কারও মধ্যে ইতিপূর্বে লব্ধ কোন অনুভূতি জাগান এবং তা জাগিয়ে গতি, রেখা, শব্দ ও প্রতিচ্ছবিবাহী শব্দ দ্বারা সেটা এমনভাবে হস্তান্তরিত করা যাতে অন্যরাও অভিন্ন অনুভূতি, অর্থাৎ শিল্পের কার্যকলাপ অনুভব করে। শিল্প হল মানুষী কার্যকলাপ যা একজন মানুষ অন্যের কাছে সংকেতের মাধ্যমে তার লব্ধ অনুভবগুলি হস্তান্তরিত করতে পারে।' (L. N. Tolstoy, *Collected Works,* Vol. 30, Moscow, 1961, p. 65 [in Russian].)

১৩। **স্কাউটিং** — ১৯০৭ সাল থেকে ইংরেজ কর্নেল বাডেন-পাওয়েলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তরুণ ও যুবকদের বুর্জোয়া ধরনের বহুব্যাপ্ত একটি আন্দোলন।

রাশিয়ায় স্কাউটিং শুরু হয় ১৯০৯ সালে। তরুণ-তরুণীর কমিউনিস্ট শিক্ষার পক্ষে যথাযথ না হওয়ার ফলেই ১৯১৯ সালে যুব কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস এদেশে স্কাউট আন্দোলন বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। জনশিক্ষা কমিশারিয়েতের নেতৃবৃন্দ লীগের এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বাতিল করা সত্ত্বেও এর কয়েকটি কল্যাণকর পদ্ধতি শিশু-কিশোরদের কমিউনিস্ট সংগঠনে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা জনশিক্ষা কমিশারিয়েত স্বীকার করেছিল।

১৪। লুনাচারস্কি পারিবারিক জীবনের বুর্জোয়া আদর্শ, পরিবারে নারীর দাসত্ব, নারীর প্রতি প্রদর্শিত অবজ্ঞাকে বার বার আক্রমণ করেছেন। ১৯২৬ সালে তিনি লিখেছিলেন: 'আমাদের চাই জীবনের আগুনে দীপ্ত পুরুষ, যার কাছে তার নবীন প্রেম, নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হল জীবনের এক উজ্জ্বলতম মুহূর্ত, মহান তাৎপর্যশীল এক

ঘটনা। সে তখন আবেগ ও কোমলতায় মিতব্যয়ী এবং তখনই তার 'রোমাঞ্চ' সত্যিকার শুদ্ধ, প্রগাঢ় আর সুন্দর। এতে বিপ্লবের সঙ্গে তার সম্পর্ক, সহকর্মীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, দুনিয়ার যাবতীয় ব্যাপারের সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন হয় না। এগুলি এইসব সম্পর্কের সঙ্গে সুসমন্বিত।' ('ক্রাস্নায়া গাজেতা' *(Red Gazette)*, 26 July, 1926.)

## সোভিয়েত স্কুলের নৈতিক শিক্ষা

### সামাজিক বিষয়সমূহের শিক্ষকদের সম্মেলনে প্রদত্ত প্রতিবেদন
### ১৯২৮ সালের ২৭ জুন

এই প্রতিবেদনে লুনাচার্স্কি স্কুলের শিক্ষাকার্যের তত্ত্বীয় বিশ্লেষণের উপর, নৈতিক শিক্ষাতত্ত্বের কেন্দ্রীয় সমস্যার উপর তাঁর মনোযোগ ঘনীভূত করেন: নৈতিক শিক্ষার সামাজিক ভূমিকা ও এটির শ্রেণীচারিত্র্য; প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে কমিউনিস্ট নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য; সমাজতন্ত্র নির্মাণের নতুন পর্বে স্কুলের নৈতিক শিক্ষার কাজ, লক্ষ্য ও পদ্ধতি।

লুনাচার্স্কির প্রতিবেদনে উপস্থিত বহু নতুন ধারণার প্রয়োজনীয়তা আজও পুরোপুরিই অটুট রয়েছে।

সমকালীন সোভিয়েত শিক্ষাচিন্তা এবং আজকের সোভিয়েত স্কুলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রম-শিক্ষার বিষয় ও কর্মপ্রক্রিয়া শিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত স্কুল-সংক্রান্ত ডিক্রিতে শ্রম-শিক্ষা ও শিক্ষাদান আধুনিকীকরণের, স্কুলে দেয় প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল কাজের সর্বতোমুখী উন্নয়নের এক ব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

নান্দনিক শিক্ষার প্রকৃতি ও কাজ সম্পর্কিত লুনাচার্স্কির দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সম্ভাবনাশীল এবং ভবিষ্যতেরও দিশারী। নান্দনিক শিক্ষা সম্পর্কে লুনাচার্স্কির দৃষ্টিভঙ্গি হল 'সামাজিক নৈতিক শিক্ষাপদ্ধতিরই একটি'।

১। বহুবারই লেনিন্ বলেছেন যে, সমাজতন্ত্র নির্মাণ '...জনগণের ধীর, অটল নৈতিক পুনর্শিক্ষণের মাধ্যমেই কেবল সম্ভবপর হতে পারে।' (V. I. Lenin, 'Draft Programme of R. C. P. (B)', *Collected Works*, Vol. 29, p. 112.)

এখানে লুনাচার্স্কি ১৯২০ সালের ৩ নভেম্বর শিক্ষাকর্মীদের এক সম্মেলনে লেনিনের প্রদত্ত একটি ভাষণের কথা উল্লেখ করছেন। লেনিন বলেছিলেন: 'মেহনতিরা সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য প্রস্তুত এমন ইউটোপীয় ধারণা আমরা পোষণ করি না... সংগ্রামের অগ্রদূত হিসাবে শিক্ষাকর্মী ও কমিউনিস্ট পার্টি মেহনতিদের সচেতন করে তোলা ও শিক্ষাদানে সহায়তা যোগানকে অবশ্যই একটি প্রধান কাজ রূপে বিবেচনা করবে যাতে পুরনো ব্যবস্থা থেকে ঐতিহ্য হিসাবে পাওয়া পুরনো পথ ও অভ্যস্ত

কর্মসূচি ছেঁটে ফেলা যায়...।' (V. I. Lenin, 'Speech delivered at All-Russia Conference of Politcal Education of Workers of Gubernia and Uyezd Departments', November 3, 1920, *Collected Works,* Vol. 31, p. 365.)

২। এখানে সর্ব-রাশিয়া দ্বিতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ১৯১৯ সালের ২০ জানুয়ারি লেনিনের দেয়া ভাষণের কথা উল্লিখিত। লেনিন বলেছিলেন: 'শ্রমিকরা কখনই পুরনো সমাজ থেকে চীনের মহাপ্রাচীর দ্বারা আলাদা হয়ে ছিল না। এখনো তাদের মধ্যে পুরনো পুঁজিবাদী সমাজের মানসিকতা অনেকটাই অটুট আছে। শ্রমিকরা নিজে নতুন মানুষ না হয়ে, পুরনো দুনিয়ার ময়লা ঝেড়ে না ফেলেই নতুন সমাজ তৈরি করছে। এখনো তারা হাঁটু পর্যন্ত ওই নোংরার মধ্যেই ডুবান। এই নোংরা পরিষ্কারের স্বপ্ন দেখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এগুলি সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পন্ন হবে এমনটি ভাবা ইউটোপিয়ার সামিল বৈকি।' (V. I. Lenin, 'Report at the Second All-Russia Trade Union Congress, January 20, 1919', *Collected Works,* Vol. 28, pp.p 424-25.)

৩। **'মুক্ত শিশুর' স্কুল** — 'মুক্ত নৈতিক শিক্ষা' তত্ত্বভিত্তিক গঠিত স্কুল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের অন্যতম বুর্জোয়া শিক্ষাচিন্তা। রুসোর প্রাকৃতিক নৈতিক শিক্ষা তত্ত্বের ভিত্তিতে এটি গঠিত, যিনি স্বকালে স্কুলে বিদ্যমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধী ছিলেন যাতে শিশুর কোনই স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল না। 'মুক্ত নৈতিক শিক্ষা' অনুসারে শিশুদের শক্তি ও সামর্থ্য বিকাশের অবাধ সুযোগ দেয়া হত।

মস্কোয় প্রতিষ্ঠিত 'মুক্ত শিশুভবনে' ১৯০৬-১৯০৯ সাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি অংশত বাস্তবায়নের চেষ্টা চলেছিল।

৪। লুনাচারস্কি এখানে মার্কসের *Capital* গ্রন্থের নিম্নোক্ত লাইনগুলি উল্লেখ করেছেন: 'মাকড়শার কাজগুলি দেখতে অনেকটা তাঁতির কাজের মতো, মৌমাছিরা তাদের কোষগুলি তৈরির ব্যাপারে অনেক স্থপতিকেও লজ্জা দিতে পারে। কিন্তু যা নিকৃষ্টতম স্থপতি থেকে সেরা মৌমাছিটিকে পৃথক করে তা হল — স্থপতি বাস্তবে কাঠামোটি গড়ার আগে সেটা তার কল্পনায় নির্মাণ করে।' (Karl Marx, *Capital,* Vol. 1, p. 174.)

৫। 'বিদ্যালয়ের দর্শন ও বিপ্লব' প্রবন্ধের ৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। ১৯৭৭ সালের ৭ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বিশেষ অধিবেশনে অনুমোদিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের

সংবিধানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ একটি 'উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হয়েছে... এটা হল পরিপক্ক সামাজিক সম্পর্কের সমাজ, যেখানে সকল শ্রেণী ও সামাজিক স্তরগুলিকে, সকল জাতি ও জাতিসত্তাকে আইনগত ও বাস্তব সমতার এবং তাদের ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতার ভিত্তিতে একত্রীকরণের মাধ্যমে একটি নতুন ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠী — সোভিয়েত জনগণ গঠিত হয়েছে।'

সংবিধান বলে: 'উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ হল কমিউনিজমের পথে একটি স্বাভাবিক, যুক্তিসিদ্ধ পর্যায়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য হল একটি শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ গঠন।' (*Constitution [Fundamental Law] of the Union of Soviet Socialist Republics, Moscow,* 1977, p. 13-14)।

৭। 'শ্রেণী-স্কুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের ১১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। **ক্যামেরেল বা চেম্বার** (সরকারী অফিস) **শিক্ষা** — উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় সংগঠিত এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য: 'অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক কাজের জন্য কর্মী প্রশিক্ষণ'।

৯। **মাখবাদ** — অস্ট্রীয় পদার্থবিদ ও দার্শনিক **এর্নস্ট মাখ** (১৮৩৮-১৯১৬) কৃত গবেষণা ও তাঁর অনুগামীদের প্রভাবে বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত দর্শন ও বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে প্রযুক্ত বিষয়ীমুখ-ভাববাদী দর্শনের একটি ধারা। এই মতানুসারে বিশ্ব হল 'অনুভূতির একটি সমাহার' এবং এই অনুভূতিগুলির বর্ণনাই বিজ্ঞানের একক লক্ষ্য। 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের দর্শন হিসাবে' নিজেকে উপস্থাপনে এবং 'পার্টি বিবেচনার' (বস্তুবাদী বা ভাববাদী) উপরে দর্শনের অবস্থান রাখায় চেষ্টিত মাখবাদকে লেনিন তাঁর *Materialism and Empiriocriticism* (১৯০৯) বইটিতে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন।

১০। **আত্মজ্ঞানবাদ** — বিষয়ী-ভাববাদী দর্শনের একটি চূড়ান্ত ধরন। এই মতানুসারে মানুষ ও তার চেতনাই একমাত্র সন্দেহাতীত বাস্তবতা এবং বাস্তব পৃথিবী আসলে মানুষের চেতনার মধ্যেই বিদ্যমান আর অনুভূতি হল উপলব্ধির একমাত্র উৎস। এই মতবাদের সমালোচনার জন্য V. I. Lenin, *Materialism and Empiriocriticism* দ্রষ্টব্য।

১১। ই. আ. গনচারোভ লিখিত উনিশ শতকী একটি উপন্যাসের নায়ক — ভূমিদাসের মালিক, জনৈক জমিদার যে আলস্যের জন্য পোশাক পরতেও অন্যের সাহায্য নিত।

১২। লুনাচারস্কি এখানে এঙ্গেলসের *Anti-Dühring* (১৮৭৭-১৮৭৮) বইটির

একটি বক্তব্য উল্লেখ করছেন, যেখানে এঙ্গেলস লিখেছেন: '...ঠিক যেমন পুরনো ম্যানুফাকচারিং এবং তার প্রভাবে আরও বিকশিত হয়ে উঠা কুটিরশিল্প গিল্ডের সমান্তবাদী বেড়ীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, তেমনি এখন আধুনিক বৃহৎ শিল্প, তার পূর্ণতর বিকাশের পর্যায়ে সেই চৌহদ্দির বিরুদ্ধেই লড়ছে, যেখানে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ধরন তাকে আটকে রেখেছে। এই নতুন উৎপাদনী শক্তি ইতিমধ্যেই তাকে ব্যবহারের বুর্জোয়া ধরন অতিক্রম করে গেছে। আর উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনের ধরনের এই লড়াই কারও মনের সৃষ্টি নয়... এটা বিদ্যমান, বস্তুত বিষয়গতভাবে, আমাদের বাইরে, যেসব মানুষ এটা সৃষ্টি করেছে তাদের ইচ্ছা ও কাজের তোয়াক্কা না করেই। আধুনিক সমাজতন্ত্র হল বস্তুত মনে এই লড়াইয়েরই প্রতিবর্ত, এর আদর্শ প্রতিফলন, প্রথমত ঘটেছে সেই শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণীর উপর, যারা এর সরাসর ভুক্তভোগী।' (Frederick Engels, *Anti-Dühring,* Moscow, 1978, Progress Publishers, pp. 324-25.)

১৩। **পাভলভ, ই. প.** (১৮৪৯-১৯৩৬) — প্রখ্যাত সোভিয়েত শারীরবিদ, উচ্চতর স্নায়ুকার্যাদির বস্তুবাদী তত্ত্বের স্রষ্টা, 'শর্তাধীন প্রতিবর্ত' ক্রিয়ার উদ্ভাবক। শরীরের জটিল সমন্বয়কারী বিক্রিয়াগুলি, যা বিশেষ পরিস্থিতিজাত — সেইজন্যই এই নাম।

১৪। **মস্কোর ত্রেতিয়াকভ চিত্রশালা** — রুশ ও সোভিয়েত চিত্রকলার বৃহত্তম সংগ্রহ। রুশ চিত্রজগতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি প. ম. ত্রেতিয়াকভ (১৮৩২-১৮৯৮) ১৮৫৬ সাল থেকে সংগৃহীত তাঁর যাবতীয় চিত্রসম্ভার নিয়ে গঠিত চিত্রশালাটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৮৯২ সালে মস্কো শহরকে দান করেন। ১৯১৮ সালে ত্রেতিয়াকভ চিত্রশালা জাতীয়করণ করা হয়। সোভিয়েত সরকারের আমলে এর সংগ্রহ দশ গুণেরও বেশি বেড়েছে।

---

## পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
Progress Publishers,
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

আনাতোলি লুনাচারস্কি · শিক্ষা